# কাশীর-স্মৃতি

—শ্রীমতী হেমলতা রায়

# কাশীর স্মৃতি



—লেখিকা—

শ্রীমতী হেমলতা রায়
( দিব্যাপতিম্না )



মূল্য ২৷৷০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার
"রাজ হাউস"
পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

এবং

শ্রীবেচারাম ব্রহ্মচারী
"করণীবাদ আশ্রম"
পোঃ করণীবাদ,
দেওঘর ( এস. পি. )

প্রথম সংস্করণ
সন ১৩৫৪ সাল



মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

# উৎসর্গ

ভক্তকবি বলিতেছেন—

"গঙ্গা পূজি, গঙ্গা জলে।"

আমারও সেই কথা

যাঁহার বস্তু তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে

ভক্তিনম্র চিত্তে

অর্পণ করিতেছি।

প্রণতা

—হেমলতা রায়

# প্রকাশকের নিবেদন

১৩৫২ সনে শোকতাপ জর্জ্জরিত হৃদয়ে লেখিকা মহোদয়া ৺বিশ্বনাথ রাজধানী কাশীধাম গিয়াছিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান, নিয়মিত গঙ্গাস্নান, বিগ্রহ দর্শন এবং সাধুসঙ্গ প্রভাবে চিত্ত-বিক্ষেপ ক্রমশঃ দূরীভূত হওয়ায় তিনি ক্রমে ক্রমে শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ঐ সাধুসঙ্গ, সৎকথন মননের ফলে তাঁহার পুরাতন অভ্যাস জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তিনি হৃদয়ে বল সঞ্চয় পূর্ব্বক "কাশীর স্মৃতি" নাম দিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মফঃস্বল বাসিনীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ইতঃপূর্ব্বে "কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ" নামক লেখিকার একখানি গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ দুইবার ছাপাইয়া দেওয়ায় এবারেও গ্রন্থকর্ত্রী আগ্রহ-আকুল চিত্তে এই সুকঠিন ভারটী সঙ্ঘের উপর অর্পণ করিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীবৃন্দ পুস্তক মুদ্রণ কার্য্যটির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলেন। অতি যত্নের সহিত আদ্যোপান্ত প্রুফগুলি বারংবার দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিলেও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন, কাগজ সংগ্রহে অসুবিধা, ডাক ধর্ম্মঘট, দাঙ্গা হাঙ্গামার নিমিত্ত ঠিক মনোমত করিয়া এই কার্য্যটী করা সম্ভব-পর হয় নাই। তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে মুদ্রাঙ্কণ কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গেল। স্বামীজীরা শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধান পূর্ব্বক এই কার্য্যটী সম্পূর্ণরূপে সমাপণ করিয়া দিয়া আমাদিগকে বিশেষরূপ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আর একটী কথা—গ্রন্থকর্ত্রীর সমস্ত গ্রন্থগুলিই জীবন-পথের পথিকদের পথ চলিবার কিঞ্চিৎ সহায়তার জন্য। এবারেও তিনি ঐ সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃই কাগজের মহার্ঘতা নিবন্ধন গ্রন্থের মূল্য এবারে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল।

নিবেদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# সূচী পত্র

## —প্রথম খণ্ড—

## —দ্বিতীয় খণ্ড—

বিষয় | পৃষ্ঠা



## তৃতীয় খণ্ড

শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# ৺ কাশীর স্মৃতি

## যশিডি হইতে কাশী যাত্রা

১৩৫২ সালে ৩রা পৌষ চন্দ্রগ্রহণ। বহু লোক ছুটিয়াছে কাশীধামে গ্রহণে স্নানের আশায়। আমি তখন যশিডিতে। মনে ইচ্ছা জাগিল ৺বিশ্বনাথের রাজধানীতে গিয়া এই তাপদগ্ধ হৃদয় মা ভাগীরথীর শীতল সুপবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া শীতল করি। কিন্তু তথায় যাইব কাহার সহিত? যিনি এই ৬ বৎসর বয়স্কা বালিকার ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন, যিনি সকল তীর্থস্থান, বহুবার স্থানে স্থানে কুম্ভ-মেলায়, কত সাধু মহাত্মাদের দর্শন ও তাঁহাদের সুপবিত্র সঙ্গ লাভের সর্ব্ববিধ সুবিধা সুযোগ অতি সুশৃঙ্খলভাবে দক্ষতার সহিত হাসি মুখে করিয়া দিয়াছেন, তিনি আজ কোথায়? ১৩০১ সালের ২৬শে ফাল্গুন হইতে ১৩৪৯ সালের ২৬শে ফাল্গুন অবধি এই সুদীর্ঘ পূর্ণ ৪৮ বৎসর কাল অবিচ্ছেদে তাঁহার সঙ্গদান করিয়া অতর্কিতে সহসা একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত তুল্য অকস্মাৎ রাজসাহীবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া এই অনাথিনীর সহিত আরও বহু ব্যক্তিকে অনাথ করতঃ তিনি তাঁহার

সাধনোচিত দিব্যধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। একাকী আমি এই অনিত্য অসুখপূর্ণ ধরণীর বন্ধুর ঊষর পথে চলিতে যে একান্তই অনভ্যস্তা!

যিনি সকল সৎ ইচ্ছার প্রেরণা দান করেন, তিনিই আবার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায়ও করিয়া দেন। তাই শ্রীগুরুর কৃপায় উত্তম সঙ্গই মিলিল। আমার গুরু মহারাজের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য বর্ত্তমান করণীবাদ আশ্রমের অধিনায়ক শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী ১৬ই অগ্রহায়ণ ত্রয়োদশী তিথি রবিবারে গ্রহণে স্নান নিমিত্ত ৺কাশীধামে রওনা হইলেন। বহু শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তজন তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। যশিডি ষ্টেশনে অনেক ব্যক্তি তাঁহার কণ্ঠে পুষ্প-মাল্য, হস্তে পুষ্পগুচ্ছ, শ্রীচরণে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। কলিকাতা হইতে কর্ণেল A. C. Chatterjeeর সহধর্ম্মিণী আসিয়াছেন বাবাকে ক্ষণকাল দর্শন করিবার নিমিত্ত। আমিও আমাদের "লাল কুঠির" প্রায় অর্দ্ধেক লোক ঐ সময় যশিডি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া এই বিরাট জনমণ্ডলীর সভক্তি পূজা, সশ্রদ্ধ ব্যবহার এবং কোন কোন কোমল-হৃদয়া ভক্তি-পরায়ণা ভগিনীর অশ্রু-সজল আঁখি নির্ণিমেষ নয়নে দেখিতেছিলাম ও তাঁহাদের প্রাণের বেদনা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছিলাম। সময় হইলে ট্রেণ যখন ছাড়িবার উপক্রম হইল তখন ধীরে ধীরে ট্রেণের জানালার নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া বাবার নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাস্যমাখা বদনে ধীরে ধীরে মস্তক হেলাইয়া সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। আমি বলিলাম—'বাবা, তিনি যে আমাকে সদাকাল সর্ব্ব প্রকার ঝঞ্ঝা হইতে তাঁহার সুদৃঢ় আচ্ছাদনে আবরিয়া রাখিয়া

এই বৃদ্ধ কালাবধি নাবালিকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এখন আপনারা কৃপা করিয়া এই শক্তিহীনাকে শক্তি সঞ্চার করতঃ সাবালিকা করিয়া লউন।" তাঁহার মৌন মুখের উৎসাহপূর্ণ ভাব ও আশীর্ব্বাদ লাভে যখন হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিতেছি তখন বহু ভক্তহৃদয় মথিত করিয়া ট্রেণখানি সশব্দে সগর্ব্বে তাঁহাকে বক্ষে লইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেল। ষ্টেশনটী শূন্য হইল বটে কিন্তু পরিপূর্ণ মন লইয়া আমি সেদিন গৃহে ফিরিলাম।

এবার কৈলাসপতি শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত বিহনে কৈলাস পাহাড় অন্ধকার। প্রত্যেক বৎসরই সাধুবাবা শ্যামাপূজা ও দীপান্বিতার পর যশিডিতে তাঁহার কৈলাস-আশ্রমে পদার্পণ করেন এবং শিব-চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত তিনি কৈলাসাশ্রমেই অবস্থান করিয়া থাকেন। এবার কিন্তু সাধুবাবার প্রিয় ভক্ত ও শিষ্যগণ বাবাকে বিশেষভাবে বরৌচ, সুরাট, বম্বে প্রভৃতি স্থানে ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ করিয়া রাখায় সাধুবাবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এবার তাঁহার শরীরও তত সুস্থ নাই বলিয়া তাঁহারাই সাধুবাবার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমি শিব-শূন্য কৈলাসে একদিন মাত্র এবার গিয়াছিলাম। তৎকালে তথায় কৈলাসাশ্রম পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত সাধুবাবার এক পণ্ডিত শিষ্য অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করতঃ সাধুবাবার কুশল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তৎপর কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন এবার গ্রহণে স্নানের নিমিত্ত তিনি ২৭শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ৺কাশীধাম রওনা হইবেন মনস্থ করিয়াছেন।

ইনি পূর্ণ ৮ বৎসর কাল কাশীধাম থাকিয়া অধ্যয়ন করায় তথায় তাঁহার বহু মিত্র রহিয়াছেন। সুরেশ্বরানন্দজী নামক এক সাধুর আশ্রমে

গিয়া তিনি থাকিবেন। তাঁহার বৃহৎ আশ্রমে গৃহী এবং সাধু বহু ব্যক্তিই ঐ সময় আশ্রয় লইবেন। শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজি চলিয়া গেলে আমি একদিন কৈলাসের পণ্ডিতজীর নিকট আমার মনোবাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি আমাকে ৺কাশীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিলেন এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার স্থবিধা করিয়া দিবেন কথা দিলেন।

তৎপর ২৭শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে আমি ছোট দল লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধ্যার ট্রেণে যশিডি হইতে ৺কাশীধাম রওনা হইলাম, সেকেণ্ড ক্লাসে। ট্রেনে অতিশয় ভীড়,—দেখিলাম ঐ ৬টী বার্থের গাড়ীখানি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। সবই প্রায় সাহেব মেম। তাঁহারা যাইতেছেন বহুদূর, সব বার্থই দীর্ঘ সময়ের জন্য রিজার্ভ। এক সদয়-হৃদয় সাহেব ট্রেণের দরজাটী আমায় খুলিয়া দেওয়ায় আমি গাড়ীতে উঠিতে সমর্থ হইলাম। উঠিতে যে পারিয়াছি ইহাতেই আনন্দিত হইলাম, বসিবার স্থান মিলিল না। গাড়ী যখন ছাড়িয়া দিল তখন নিজের বাক্সটীর উপর বসিলে ঐ সাহেবটী তাঁহার সিটের একধারে আমাকে বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমি পূর্ব্বস্থানে বসিয়াই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা তুলিয়া প্রভু যিশুর উপদেশ দুই চারিটী আলোচনা করিলাম। ঐ বার্থের উপরের বার্থে এক ৬৪ বৎসরের বৃদ্ধ ( ইঞ্জিনিয়ার ) বাঙ্গালী ভদ্রলোক শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও আমার অবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া দয়াপরবশ হইয়া উপরের বার্থ হইতে ঝাঁঝা স্টেসনে নামিয়া আসিলেন এবং নিদ্রিত গার্ডকে ডাকিয়া তুলিয়া তাহার কর্ত্তব্যের ক্রটী দেখাইয়া আমাকে মালপত্র সহ নামাইয়া লইয়া গিয়া একখানি ফাষ্ট´ ক্লাশ কুপে উঠাইয়া দিলেন। এইরূপ অযাচিত ভাবে সর্ব্ববিধ স্থবিধা হওয়ায়

গুরুর অসীম কৃপা উপলব্ধি করিয়া ভরপুর মনে অতি আরামে ২৮শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার প্রাতঃকালে বেনারস স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম, সঙ্গের লোকজন আসিয়া যখন সব মালপত্র ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইল তখন ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত সাহেবটীও সেকেণ্ড ক্লাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গেলেন। লোকটী বেশ ভদ্র।

একখানি ট্যাক্সি করিয়া আমি, পণ্ডিতজী ও আমার সঙ্গিনীগণ মীরঘাটে গোলাপ দাসের আশ্রমে আসিলাম। বাঙ্গালী-টোলায় দিঘাপাতিয়া হাউস ভাড়া আছে। শ্রীমৎ মোহনানন্দজী আছেন আঠার বাড়ী হাউসে। গোপালদাসের আশ্রমটী বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। ঠিক গঙ্গার উপর। পূর্ব্ব হইতেই পণ্ডিতজীর ব্যবস্থানুসারে আমার জন্য ২।৩ খানি ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। সামনে বারান্দাখানি তখন প্রভাত রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানেই আমাদের রন্ধনাদি হইল। সম্মুখে নীচে পবিত্র সলিলা উত্তরবাহিনী মা ভাগীরথী দর্শন করিতে করিতে দিবসের কর্ম্ম ও আহারাদি বড় আনন্দের সঙ্গে হইল।

ঐ দিবস ঘরটী একটু ঠিক ঠাক করিয়া গুছাইয়া লইতে এবং সঙ্গী লোকদের খোঁজ খবর লইতে দিনটী কাটিয়া গেল। সব সময় মনে জাগিতেছিল কোথায় ও কখন শ্রীমৎ মোহনানন্দজীর সাক্ষাৎ পাইব। ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার উত্তর আসিল। তিনি লিখিতেছেন—"মা আপনার পত্র পাইয়া আপনি এসেছেন জেনে সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ৭টার পর কীর্ত্তন হয়। প্রায় সব সময়ই বাড়ীতে থাকি।

প্রাতঃকাল ৪॥টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত গঙ্গাতটে দশাশ্বমেধ ঘাটের শীতলা মন্দিরের নীচে সন্ধ্যা পূজনাদি করি এবং বৈকালে ৪॥টার পর বেড়াইতে যাই, ৬॥টা আন্দাজ গৃহে ফিরিয়া আসি।" এইরূপ পরিষ্কার ভাবে তাঁহার সন্ধান পাইয়া আর কিছুতেই ঘরে থাকিতে পারিলাম না, ছুটিলাম তাঁহার সন্ধানে—বলা বাহুল্য আমার সঙ্গিনীরাও আমার সঙ্গ লইল, পূর্ব্বলিখিত দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া তথায় যাহাদেখিলাম তাহাইএখন বলি। পৌষমাসের এই দারুণ শীতেও অতি সামান্য গৈরিক বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া বাবা পূজাহোম অন্তে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। তখন ঐ ঘাটের শীতল সোপানে বসিয়া তাঁহার অগণিত শিষ্য-শিষ্যা নিজনিজ ইষ্টচিন্তায় রত। চতুর্দ্দিকে অপরিচিত অসংখ্য মুগ্ধ জনমণ্ডলী এই স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গের মত সৌম্যমোহন মূর্ত্তি, দীর্ঘকালাবধি মেরুদণ্ড সোজা করিয়া একাগ্র মনোযোগের সহিত চার পাঁচ ঘণ্টাকাল ব্যাপী জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ আহুতিদান ক্রিয়াদি অপলক চক্ষে দর্শন করিতেছে। বহুব্যক্তি আবার নিকটে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক গঙ্গা-সৈকতে এই পবিত্র দৃশ্য দর্শনে অভক্ত হৃদয়েও সাময়িক ভক্তির সঞ্চার অনিবার্য্য। আমি অবসর পাইলেই প্রায় প্রত্যহই ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতাম ও আমার গীতাখানি মনে মনে পাঠ করিতাম। ভক্তমায়ীর সংখ্যা দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অপরাহ্নকালে প্রত্যহই বাবা শ্রীচৈতন্যভাগবৎ পাঠ করেন। স্বীয় শিষ্য-শিষ্যা ব্যতীত বহুব্যক্তি উহা শুনিতে আসেন। প্রায় এক ঘণ্টা অবধি অতি মনোযোগসহ ব্যাখ্যার সহিত সকলকে বিমোহিত করিয়া অতি মৃদুভাবে উহা পাঠ করিয়া থাকেন। ষোড়শ বৎসরের বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন স্নেহাভিভূত পিতা জগন্নাথ

মিশ্র এই সুদর্শন অষ্টম বৎসরের নিমাইকে পাঠ হইতে বিরত করিলেন। পিতার শঙ্কা পাছে এই সন্তানটিও বিদ্যালাভ করিয়া অগ্রজের পথ অনুসরণ করে। পিতার নিকট হইতে পাঠের আজ্ঞা লইবার নিমিত্ত দুর্দ্দান্ত বালকের যে লীলা-খেলা, আস্তাকুঁড়ে অশুচি উচ্ছিষ্ট পাত্রের মধ্যে বসিয়া মাতাকে কত উদ্বেগদান প্রভৃতি এবং কৌশলে মাতাকে তত্ত্বকথা বলা ঐ সকল বর্ণনা কালে বাবার মুখের সেই মৃদু মধুর হাসি এখনও আমার চক্ষে লাগিয়া আছে।

পাঠান্তে বাবা ভ্রমণে বাহির হন। গঙ্গাতটে সন্ধ্যাবন্দনা অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৮টা রাত্রি হইতে প্রায় ১০৷৷টা রাত্রি পর্য্যন্ত মনপ্রাণ উন্মাদকারী সুমধুর নাম সংকীর্ত্তন হয়। ঐ সুবৃহৎ গৃহে এবং বারান্দায় শতাধিক ব্যক্তির সমাগম হইয়া থাকে। সে কীর্ত্তন না শ্রবণ করিলে ভাষায় উহা প্রকাশের নয়। রবিঠাকুরের সঙ্গীত, রজনী সেনের সঙ্গীত, তাঁহার লিখিত আগমনী, রামপ্রসাদী সঙ্গীত, রাজারামকৃষ্ণের সঙ্গীত, কালীকীর্ত্তন, গীতার শ্লোক, গঙ্গাস্তোত্র বৈরাগ্যবর্দ্ধক নানা প্রকার সঙ্গীত, তীর্থমহিমা কীর্ত্তন, স্বরচিত সঙ্গীত, বৈষ্ণববন্দনা, নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী, কিছুই বাদ যায় না। যেমন বাবার মধুর কণ্ঠ, তেমনি ভাবের সহিত সুউচ্চ কণ্ঠে একাগ্র মনে করতালে মৃদু মধুর আঘাত করত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ ও নয়নজলে ভাসাইয়া মন মাতান চিত্তদ্রবকারী সে সঙ্গীত যে ব্যক্তি না শুনিয়াছে তাহার কাশীতে আশা অসম্পূর্ণ।

নাম-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার এ একটী বড় সুন্দর উপায়, সে সময় মনে আর কোন কিছুই স্থান পায় না। ভক্তকবি ৺নবীন সেনের সেই—

"তরঙ্গে তরঙ্গে নাম, প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে গ্রহে গ্রহে অবিরাম।"

আমার মনে পড়ে। যেমন বাবার সুপবিত্র মোহন মূর্ত্তি, তেমনি—

"মধুর কণ্ঠে মধুর কাহিনী
মধুর মুখেতে গায়
ঐ নাম শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে
প্রাণ মধু হয়ে যায়।
বিশ্ব হয় মধুময়।
নিখিল বিশ্ব হয় মধুময়।"

বাস্তবিক দয়াল গুরু আমাদের কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বশক্তি এই কমনীয় আধারে অর্পণ করতঃ কি অপূর্ব্ব বস্তুই না দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অফুরন্ত দয়ার এই দান, কাশীধামে আসিয়া এই অবাধ সঙ্গ, এ যদি বৃথা যায় তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আপনা ভোলা প্রেমের সাগর বাবা যখন গান করেন,—

"কি মধুর সুরে বাঁশী বেজে উঠল শ্যাম।
শুনি যখন তোমার বাঁশী
মন যে আমার হয় উদাসী
(কেন) অমন করে বাজাও বাঁশী তুমি অবিরাম।
প্রেম যমুনার তীরে তীরে
বাজে বাঁশী মধুর স্বরে
ঘরে আমি রইতে নারি এমন বাঁশীর টান॥
ছন্দ তালে সকাল সাঁঝে,
বাঁশী শুনি সকল কাজে
দিশে হারা পাগল পারা খুঁজি তোমায় শ্যাম।

মোহন বেণুর তালে তালে,
জীবন-নদী বেয়ে চলে,
সাগর সনে মিলন লাগি প্রেমের অভিযান।”

তখন বাবার শ্রীমুখের ঐ সুস্বর তরঙ্গে পুলকিত পরাণ আমার বলিতে থাকে—

বাজে বাঁশরী আ-মরি মরি!
ঝঙ্কারে মধু পড়িছে ক্ষরি!
ঝরে অবিরাম সুর-তরঙ্গ!
পুলকিত তনু অবশ অঙ্গ।
গলিত পাষাণ! মুরছিত প্রাণ!
করে নিরমাণ নব নগরী!
কেন বাজাও এই মধুর যন্ত্র।
কেন ছড়াও প্রভু এ মোহন মন্ত্র!
তানে তানে তানে,
টানে প্রাণে প্রাণে!
ঘরেতে আমি যে রহিতে নারি॥

আর এক দিবস অপরাহ্ন কালে বাবা শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনায় বলিলেন,—“সেই সোণার অঙ্গে গৈরিক বেশ”—বাবার বাক্য শ্রবণে তখন আমার রবিঠাকুরের সেই “অন্ধ বালিকা” কবিতাটী মনে জাগিল,—কবি বলিতেছেন—“জাননা নিজে মোহন কী যে তোমার মালিকা।”

বাবার ঐ কৃষ্ণ কেশের নীচে চন্দন-চর্চ্চিত ত্রিপুণ্ড্রশোভিত সুন্দর ললাট, সুগৌর উজ্জ্বল বর্ণ, স্নিগ্ধ-সৌম্য-শান্ত করুণাপূর্ণ ভক্তিপ্রেমে ঢলঢল বদনকমল, সুদীর্ঘ ক্ষীণ কলেবরে আড়ম্বর শূন্য গৈরিক বেশ,

গলদেশ তিনটী মাল্যে সুশোভিত—একটী শঙ্খ, একটী প্রবাল ও মতির, একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের। একখানি গৈরিক বর্ণের গামছা দ্বারা ঐ ক্ষীণদেহটী অনেক সময়ই আবৃত থাকে। বাবা শিষ্য-শিষ্যা জনমণ্ডলীর কল্যাণতরে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অক্লান্ত ভাবে নিরলস চিত্তে, নিজের সুখ-সুবিধা, আরাম-বিশ্রাম সব ভুলিয়া অনবরত অবিরাম হরিনাম বিতরণ, ইহা দেখিলে সেই নবদ্বীপ চন্দ্রকেই মনে পড়ে নাকি? প্রত্যহ রাত্রিতে কীর্ত্তন কালে যখন মস্তক ঈষৎ ডাহিনে হেলিয়া পড়ে, অন্তরমুখচিত্তে খঞ্জনীতে অতি মৃদুমন্দ আঘাত করতঃ প্রারম্ভে অতিশয় কোমল মৃদুস্বরে নাম গান আরম্ভ হয়,—পরে ক্রমশঃই ধীরে ধীরে উচ্চ হইতে উচ্চ স্তরে, তৎপর আরও অধিক উচ্চতর রোলে—"তোমার নামেরি প্লাবনে ডুবিল ভারত অবনী যাইল ভাসিয়া" সঙ্গীত হয়, ঐ কমনীয় তনুখানি অতি মৃদু মৃদু একবার ঈষৎ ডাহিনে ও একবার বামে হেলিতে থাকে তখন সেই ঈষৎ নীলাভ আলোকে মণ্ডিত ঐ পবিত্র মূর্ত্তিটি দর্শনে কাহার কথা হৃদয়ে উদয় হয়? নয়নানন্দকারী ঐ শ্রীমূর্ত্তিটি দর্শনে নিজ হইতেই চিত্তটি তখন স্থির হইয়া যায়, আর ঐ শ্রীচরণে মস্তক নত হইয়া পড়ে। কীর্ত্তন কালে বাবার সজল চক্ষু দর্শনে মনে উদয় হয়—এই নিমিত্তেই বুঝি কবি গাহিয়াছেন—

"রাধার প্রেমেতে আঁখি জলে ভরা,
আপনি কাঁদিয়া গোরা জগৎ কাঁদায়॥"

বাবা ৬ই জানুয়ারী রবিবার দেওঘর রওনা হইবেন শুনিয়া আমিও ঐ দিবস একট্রেণে বাবার সহিত যশিডিতে যাইব প্রস্তাব করায় তিনি তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। দুই দিবস অনবরত বৃষ্টি বাদল লাগিয়া

থাকায় অসম্ভব শীত পড়িয়াছে। কাশীর শীত স্মরণ করিয়া বাবার শিষ্যা সাবিত্রী দিদি পূর্ব্ব হইতেই বাবার নিমিত্ত ঘর গরম করিবার Electric Heater কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শিষ্য-শিষ্যাগণ তাঁহার সুখ-সুবিধা আরাম নিমিত্ত যতখানি উন্মুখ; বাবাও ঠিক ততখানি উহা এড়াইয়া চলিবার জন্য যত্নশীল। অপরের শীত নিবারণ জন্য দয়াল বাবা আমার ঐ Heaterটি এক দিবস জ্বালিয়া দিয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বয়ং উহা ব্যবহার করেন নাই। গুরুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীগুরুর মুখ-উজ্জ্বলকারী প্রেমের সাগর এই মহাপ্রাণ সাধকের সঙ্গগুণে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতেছে। মনে ইচ্ছা জাগিতেছে এই পুণ্য ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম নির্ম্মাণ করত তথায় শ্রীকৃষ্ণজী স্থাপন পূর্ব্বক, ইষ্টের সেবায়, ইষ্টের প্রসাদ গ্রহণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এমনি তন্ময়তার মধ্যে পরম আরামে কাটাইয়া অন্তে মা ভাগীরথীর সুপবিত্র ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করি। ঐ বাসনাটি বাবার নিকট প্রকাশ করায় তিনিও মত দিয়াছেন। যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা হয় তবে এক সময় নিশ্চয়ই এ সাধ পূর্ণ হইবে।

এখন ৩রা পৌষ গ্রহণের স্নানের ও বাবার দানের কথা বলি। পূর্ব্ব হইতেই ৺কাশীতে বহু লোক সমাগম হইতেছিল। সরকার হইতে সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত নানা আয়োজন হইতেছিল। পুলিশেরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যাত্রীদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল। বড় বড় রাস্তায় কোথায় লোহার বার, কোথায় মোটা মোটা রজ্জুদ্বারা ঘেরিয়া উহারা স্ত্রী পুরুষের যাতায়াত পথ সতর্ক দৃষ্টিতে প্রহরায় ছিল। অত ভীড়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সুবিধা হইবে না বুঝিয়া আমি সেদিন টিনদ্বারা ঘেরা আমাদের মীর ঘাটেই সঙ্গিনীগণ সহ স্নান করিলাম।

স্নানান্তে সঙ্গিনীদের কাহাকেও আমার চশমা, কাহাকেও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য আনিতে উপরে পাঠাইলাম। ক্ষণেক তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া মনে জাগিল এই সকল দিনে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ কত বিরাট দান যজ্ঞ করিতেন। পূর্ব্ব দিবসই বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম তিনি পূর্ব্বেকার মত ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটেই স্নান ও তাঁহার প্রাতঃকৃত্য নিত্যকর্ম্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করিবেন। তাই আমি আগ্রহাকুল চিত্তে উহাদের জন্য আর বিলম্ব না করিয়া ঐ ভীড়ের ভীষণতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া একাকীই ছুটিলাম দশাশ্বমেধ ঘাটের পানে। পথে এক স্থানে Hunter হস্তে পুলিশ বাধাপ্রদান করিল, আমাকে অন্য পথে যাইতে বলিল। আমি ত অন্যপথ চিনি না, তাই আকুল প্রাণে অসহায়ের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীগুরুর রাতুল পাদপদ্মখানি চিন্তা করিতে লাগিলাম। পুলিশকে কিছু ঘুস দিতে চাহিলে হয়ত ফল হইতে পারিত, কিন্তু তখন আমার সমাহিত চিত্তে কিছুই উদয় হইল না। কি ভাবিয়া জানি না ঐ ব্যক্তিটী কিছুক্ষণ পরে দড়ির নীচে দিয়া চলিয়া যাইতে আমায় ইঙ্গিত করিল। আমি তৎক্ষণাৎ আবার ছুটিলাম আমার বাঞ্ছিত স্থানটীর উদ্দেশে। কিন্তু অত ভীড় ঠেলিয়া অত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া যখন দেখিলাম পুলিশের নিয়ম অনুসারে আজ ঐ সোপানোপরি বাঁশের ছাতার নীচে কাহারও বসিবার হুকুম নাই, ঐ স্থানশূন্য, বাবা নাই। তখন ঈষৎ ভীত ও ব্যাকুল চিত্তে অল্প এদিক ওদিক বাবার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। যিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, যিনি এখানে আশা অবধি আমার সকল সাধ পূরণ করিয়া দিতেছেন, তিনিই অচিরে আমার মনোভীষ্ট পূরণ করিয়া দিলেন। এক স্থানে দুই তিনটী

বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া দেখি বাবারই গল্প করিতেছে। আমি প্রথমে উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম। বুঝিলাম ইহারা প্রাতে প্রত্যহ বাবার হোমাদি দেখে এবং রাত্রে আঠার বাড়ী House এ বাবার কীর্ত্তনেও যান। আজ তাঁহারাও বাবার দর্শন-সুখে বঞ্চিত। তাই বাবা কোথায় তাঁহাদের চঞ্চল চক্ষুও তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছে। এতগুলি লোককে কি বাবা বঞ্চিত করিতে পারেন? ঐ স্থানের অল্প উচ্চে প্রস্তরের বারান্দা মধ্যে বাবা পূর্ব্ববৎ গোমুখী আসনে ঋজুভাবে বসিয়া হোম করিতেছেন দেখিতে পাইলাম। বাবা কীর্ত্তনকালে, পাঠ কালে এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি কালে মাঝে মাঝে পদ্মাসনে বসেন বটেঃ কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি গোমুখী আসনে বসিয়া থাকেন। বাবা এত নিকটে রহিলেও অসংখ্য লোকের ভীড়ের নিমিত্তই আমরা প্রথমে বাবাকে দেখিতে পাই নাই। কোন প্রকারে ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাবার অতি সান্নিধ্যে একটু স্থান করিয়া লইলাম। আজ স্থানান্তে বাবা প্রতিদিনের মত ক্রিয়াকর্ম্মাদি সমাপ্ত করিয়া নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যাদি, গেলাস, গামছা, টাকা, গীতা, চামর প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত বারখানি থালা ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডাদের দান করিলেন। নিজ হাতে তিনি দুই জন কুমারীকে বস্ত্রাদি দান ও বিধিমত পূজা করিলেন। দরিদ্রদের তণ্ডুল ও পয়সা দান করিলেন। ঘাটের পাণ্ডাদেরও প্রত্যহই কিছু কিছু দিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য আজ তাহাদিগকে আরও অধিক পরিমাণ দান করিলেন। কার্য্যাদি অন্তে বাবা দাঁড়াইলে তখন প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল। গ্রহণ ছাড়িলে অনেকেই আবার গঙ্গায় মুক্তি স্নান করিলেন। আমার সঙ্গে বস্ত্রাদি বা কোন লোকজন নাই বলায় বাবা ব্যবস্থা দিলেন যে কল্য প্রাতে

অনুদয়ে স্নান করিলেই চলিবে। পর দিবস মীর ঘাটেই অনুদয়ে স্নান করিয়াছিলাম। ঐ ঘাটটীর বিশেষত্ব এই যে ঘাটটীর উপর দিকে টিন দিয়া ঘেরা থাকায় বেশ আব্রু রক্ষা হইয়াছে।

---

## দুর্গাদিদির গৃহে বাবার নিমন্ত্রণ

ঐ দিবস অর্থাৎ গ্রহণ অন্তে আবার দুর্গা দিদি তাঁহার গৃহে বাবাকে সশিষ্য ও শিষ্যাগণ সহ আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দিদির এই প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ আমি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলাম। দান কার্য্যাদি অন্তে বাবা যখন ৯৷৷০টা বেলায় গৃহে চলিলেন তখন আমিও তাঁহার সঙ্গ লইলাম। এত-কার্য্যের মধ্যেও বাবা কোন্ বৃদ্ধ ব্যক্তি পিছনে পড়িল, কোন্ অসমর্থা বৃদ্ধা এখনো সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া নিকটে পৌছায় নাই, সে সকলের দিকে স্নেহ-সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর সহিত বাবা পদব্রজে গৃহে পৌছিয়া প্রতিদিনের মত পুনরায় একান্তে জপান্তে যখন আবার পদব্রজে তিনি দুর্গা দিদির গৃহে রওনা হইলেন—তখন অন্য সঙ্গী বিহনে আমিও তাঁর সহিত তথায় যাইবার প্রস্তাব করিলাম। যে পথটুকু তিনি অতি লঘু চরণে দ্রুত গমনে অনায়াসে স্বল্প সময়ে যাইতে পারিতেন, আমি সঙ্গী হওয়ায় অতি ধীর পদক্ষেপে যাইবার নিমিত্ত সুদীর্ঘ সময় লাগিল। ঠিক দ্বিপ্রহর, মুখে রৌদ্র লাগায়

যখন বাবা তাঁর গৈরিক বাসখানি মুখের উপর তুলিয়া ধরিতেছিলেন তখন, আমার জন্য বাবার এই অসুবিধা ভোগ মনে করিয়া মনটী আমার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন দূর্গাদিদি তাঁর গুরুর অভ্যর্থনার নিমিত্ত গৃহ প্রবেশের দ্বার দেশ হইতে প্রত্যেক সোপানে সোপানে তাঁর বাগানের সদ্য প্রস্ফুটিত সৌরভভরা অমলিন পুষ্পগুলি স্বীয় হস্তে সযত্নে পদ্ম পুষ্পাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁ'র গুরুদেবকে তিনি দ্বিতলে লইয়া গিয়া প্রথমে যে গৃহে বসাইলেন তথায় মেঝেতে সুন্দর একখানি গালিচা পাতা ও তদুপরি পুরু আসন। দু'ধারে ফুলদানে চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ ও নানাবিধ পুষ্পগুচ্ছ শোভায়, সুগন্ধে মনে পূজার ভাব জাগাইয়া তুলিতেছে। দু'ধারে সুগন্ধি ধূপশলাকা নিজে পুড়িয়া সকলকে সুগন্ধি বিতরণ করিতেছে। ঐ শিষ্য সেবক পরিবৃত গৃহে প্রথমে "কাতুমা" * ধান দুর্ব্বা দ্বারা বাবাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে বাবার মস্তকের কৃষ্ণকেশগুলি সেই তাঁর স্নেহসিক্ত সুন্দর হাতখানি দ্বারা ঠিকঠাক করতঃ যখন গোলাপ জলে রুমাল ভিজাইয়া মুখখানি সযত্নে মুছিয়া বাবার হস্তে আতর মাখাইতেছিলেন তখন আমার মনে পড়িতেছিল যশোদামাতার শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিবার কথা। "রৈবতক" কাব্যে ভক্তকবি ৺নবীনসেন

---

* ইনি বাবার পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাত পিতামহী। ৪১বৎসর পূর্ব্বে ইহারই গৃহে বাবার জন্ম হয়। ইনি শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী এবং বিখ্যাত বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের বহু পুরাতন একনিষ্ঠ সেবিকা। ইনি বহুকালাবধি করনীবাদে আশ্রমের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিত্য গুরুদর্শন ও সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেন। ১৩৪৪ সালে গুরুদেব অন্তর্দ্ধান হইলে বৃদ্ধকালে ইনি ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—"জীবনে প্রথম স্মৃতি প্রভাতে জননী"— সে যাক্, সাজান অন্তে কাতুমা যখন দুর্গাদিদিকে বাবার কণ্ঠে পুষ্প মাল্যটী দিতে ডাকিলেন তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "মা আপনিই আপনার গোপালকে মালাটী পরাইয়া দিউন।"

প্রথম সম্বর্দ্ধনার পর দুর্গাদিদি তাঁর নিজের পূজা গৃহে বাবাকে লইয়া চলিলেন। সেদিন গুরুপূজা উপলক্ষে তিনি বহু গুরু ভ্রাতা-ভগিনীদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বাবার সহিত সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাস্তবিক এই "সমনস্ক সদা শুচি," বিরাট হৃদয়, পবিত্রদর্শন, ক্ষীণকায় অথচ দীর্ঘাকৃতি মূর্ত্তিটীর কি সে আকর্ষণী শক্তি, তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভবের—ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়। বাবার সুপবিত্র সঙ্গলাভের নিমিত্ত শিষ্য-শিষ্যা ব্যতীত আরও বহুজনমণ্ডলী মুগ্ধচিত্তে বাবাকে সততকাল ঘিরিয়া থাকে। যাক্ এইবার তাঁ'র দ্বিতীয়বার পূজার কথাটী চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আভাষে লিখিয়া রাখি। দুর্গাদিদির পূজাহ্নিকের ক্ষুদ্র গৃহখানি সেদিন গুরুপূজার নিমিত্ত উৎসবের সাজে সজ্জিত হইয়াছে। পুর্ব্বদিকের সম্মুখে শেল্‌ফে আমার গুরু মহারাজার মূর্ত্তি, নানা দেব-দেবীর ও ইষ্টমূর্ত্তির সহিত শ্রীমৎ মোহনা- নন্দজীর দুই তিন খানি অতি সুন্দর ফটো, চমৎকার ফটোফ্রেমে শোভা পাইতেছে। ঐগৃহের দেওয়ালে বাবার দুই একখানি রঙ্গিন ফটোও দেখিলাম। ঐ দেওয়ালের অপর দিকে অর্থাৎ পশ্চিমের দিকে দুর্গাদিদির গুরুদেবের বসিবার নিমিত্ত উচ্চবেদী। তদুপরি আসনখানি নানাবর্ণের ফুলপাতা অঙ্কিত সুদৃশ্য Cover দ্বারা আবৃত। বাবার পদনিম্নে খঞ্চায় স্তুপাকারে চন্দ্রমল্লিকা সজ্জিত। দুইধারে ধূপাধারে ধূপ, দীপাধারে দীপ জলিতেছে। নানা প্রকার মিশ্র সুগন্ধে ও কুসুম সৌরভে সুরভিত

বায়ুদ্বারা গৃহখানি আমোদিত। বাবাকে দিদি ভক্তিভরে উচ্চবেদীতে বসাইয়া নিজে ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে পাদদেশে বসিয়া ষোড়শোপচারে বাবার পাদ-পদ্মখানি পরম যত্নে সানন্দে ভক্তি-গদগদ চিত্তে পূজা করিয়া বারম্বার প্রণাম করিলেন। তৎপর কাতুমার মুখ হইতে বর্ণিত বাবার জন্মাবধি এই ৪১ বৎসরের বাল্যবিবরণযুক্ত ঘটনাবলী—দিদি ভাবপ্রবণ চিত্তের সুন্দর ভাষায় লিখিত ভক্তি উপহারটী যখন অতিশয় ভাবের সহিত পাঠ করিলেন তখন কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভক্তি-শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হৃদয়ে অতি মনোযোগ সহকারে যতই উহা শ্রবণ করিলাম ততই চোখের জলে বুক ভিজিয়ে গেল। ৪১ বৎসর পূর্ব্বে সেই পৌষ মাসে শুক্লাদশমীতে সূতিকাগারে বাবার জন্ম গ্রহণ হইতে এই অপূর্ব্ব বালকের অপূর্ব্ব চরিত্র, বাল্যাবধি সঙ্গীতানুরাগ, প্রভাতে বালকের শয্যায় বসিয়া সুমধুর কণ্ঠে সুধাবর্ষি ভগবৎ-বিষয়ক সঙ্গীত—দিদি অতি বিশদভাবে চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। পরে শ্রদ্ধাঞ্জলির সহিত ভারত মাতার গৌরবস্থল অক্লান্ত কর্ম্মী, জগৎব্যাপী হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারক বিবেকানন্দ স্বামিজী, বৈষ্ণব ও ভক্ত শিরোমণি মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, হরিদ্বারের মহাত্মা মহারাজ মহাদেবানন্দগিরি প্রভৃতির সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া এই অষ্টমীর শশী-কলা কালে যখন ষোলকলায় পরিপুরিত হইয়া এইরূপ সমগ্র বিশ্ব আলোকিত করিবে বলিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তখন দিদির ঐ সত্য ও শুভ ইচ্ছার সহিত আমরা অন্তরে অন্তরে সমর্থন করিলাম। তৎপর যখন ক্রমশঃ আমার শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কথা আসিল—ঐ কিশোর বয়স্ক নবীন ব্রহ্মচারীর প্রতি তাঁহার অসীম গভীর স্নেহযত্নের উল্লেখ করত এই শুভ্র সুকুমার অম্লান সুরভিত সুপবিত্র কুসুমটী চির সুন্দর, চির

উজ্জ্বল থাকুক বলিয়া শ্রীগুরুচরণে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন, তখন স্বীয় পূর্ব্ব প্রশংসা শ্রবণে রক্তিমবর্ণ বাবার বদনখানি আরও অধিক রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নয়ন-নীর লুকাইবার ইচ্ছায় ঈষৎ উর্দ্ধ মুখখানি আরও অধিক উর্দ্ধমুখ হইল—কিন্তু তবুও যখন আর উহা সম্বরণ করা চলিল না, চক্ষু ছাপাইয়া গড়াইয়া পড়িল, তখন গৈরিকাঞ্চলে উহা মুছিতেই হইল। গুরুপূজা অন্তে দিদি তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিলেন একটী উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিয়া এবং মধুর কণ্ঠে একটী সঙ্গীত গাহিয়া। তৎপর বাবাকে সেবা করাইয়া আমাদের সকলকে অতি তৃপ্তির সহিত কাতুমার সেবাকুশল হস্তের অমৃতোপম রন্ধনে পরিতুষ্ট করিলেন। কাতুমা সপ্তাহে মাত্র রবি ও বুধবারে কথা বলেন, আর পাঁচ দিবসই মৌন থাকেন। তবুও মায়ের মৌন মুখই ভক্তহৃদয়ে অনেক ক্রিয়া করে। যাঁ'র শ্রীচরণে শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজী মস্তক নমিত করেন তাঁর সবিশেষ পরিচয় আর আমি কি দিব?

গুরুসেবা উপলক্ষে সেদিন দুর্গা দিদি দরিদ্রনারায়ণ সেবাও করাইলেন।

আহারান্তে বাবা যখন একাকী দুর্গাদিদির আহ্নিক ঘরে প্রবেশ করত তাঁহার খাতার পাতায় দিদির স্বরচিত গুরু বন্দনাদি দেখিতেছিলেন তখন আমিও ঐ গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলাম। বলিলাম—"বাবা, যেখানে যত পূজাই হউক না কেন, সে পূজা ত তাঁহারই?" বাবা অতি ধীরে ঈষৎ ডাহিনে মস্তক হেলাইয়া কথাটী সমর্থন করিলেন।

যখন দশাশ্বমেধ ঘাটে বহু শিষ্য-শিষ্যা ভক্তগণ বাবাকে প্রণাম ও পূজা

করে তখনও দেখিয়াছি, আবার করণীবাদ আশ্রমে কীর্ত্তন পর শতাধিক ব্যক্তি যখন বাবার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম করে তখনো দেখিয়াছি বাবা প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া ঐ প্রণাম ও পূজাদি যেন তাঁ'র প্রাণের ঠাকুরের চরণে পৌঁছাইয়া দেন। ঐ সময় বাবার অন্তর মুখভাব দর্শনে ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উথলিয়া উঠে।

দুর্গাদিদির গৃহে বাবার আজ এইরূপ সম্বর্দ্ধনা, এরূপ আয়োজনের সহিত পূজা দেখিয়া আমার বাবাকে প্রথম দর্শনের কথা মনে পড়িতেছে। তপোবনে আমার দীক্ষা গ্রহণের প্রায় ৪।৫ বৎসর পর এক দিবস আমি গুরু মহারাজের দর্শন মানসে করণীবাদ আশ্রমে গিয়াছি, "মা"* অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইলেন একটী গৈরিকধারী নূতন বয়স্ক তরুণ তাপসকে। যদিও তখন মোহনানন্দজীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর। কিন্তু সেই সুমোহন মূর্ত্তি, সুসংস্কৃত দৃষ্টি, আত্মস্থভাব, তীব্র বৈরাগ্যপূর্ণ তাপসকে দর্শন করিয়া তখনি আমার হৃদয়ে স্নেহের সহিত শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। তৎপর গুরুদেবের নিকট যখনি গিয়াছি ইহার গতিবিধি, নীরব গুরুসেবা, মৌন নম্রভাব সবই লক্ষ্য করিতাম আর হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিত। বাবা প্রায় আমার পুত্র হেমাদ্রির বয়সি—গুরুদেব থাকিতেই যখন আমি এই নবীন তাপসকে প্রণাম করিতাম তখন আমার হৃদয়ভাব বুঝিয়া হেমাদ্রি বলিত—"আমরা গুরুদেবের পুরাতন শিষ্য, ইনি ত নূতন শিষ্য"।

আমি বলিতাম "তুলসী পাতার ছোট বড় নাই, ইহার যে বেশ তাহাতে ইহাকে সম্মান দেওয়া গৃহীমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য"।

আর এক দিনের কথা মনে হইতেছে। সেদিন অপরাহ্নে ধ্যান কুটীরের বারান্দায় শ্রীগুরুদেবের চরণের নিকট চুপচাপ আমি

* স্বর্গীয় তারা প্রসন্ন আচার্য্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী

বসিয়াছিলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে ধরার বক্ষে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মোহনানন্দজী তখন ধ্যান কুটীরের কর্ম্মসমাপনান্তে গৃহমধ্যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া ধীর পাদক্ষেপে গুরুদেবের নিকট আসিয়া ঐ রাতুল শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। সেদিন বুঝি পূর্ণিমা ছিল, ক্ষণপরেই বিমল জ্যোৎস্নায় জগৎ হাসিয়া উঠিল। তখন তথায় একে একে ছোটবাবা,* কেবলানন্দ ব্রহ্মচারিজী, যোগানন্দ ব্রহ্মচারিজী, পরমানন্দ ব্রহ্মচারিজী, তারানন্দ ব্রহ্মচারিজী, কৃষ্ণপদ প্রভৃতি শিষ্যগণ আসিয়া শ্রীগুরুদেবের রাতুল চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন। যদিও ইহা নিত্যকর্ম্ম, তবুও সেই দিনের ঐ স্মৃতিটী এ হৃদয়ে আজও অঙ্কিত আছে। সেই মৌন সন্ধ্যায় মোহন পবিত্র মূর্ত্তিগুলির সুপবিত্র চরণে ভক্তি নিবেদন আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। যাহা একবার অন্তর স্পর্শ করে তাহা এইরূপই চিরদিনের জন্য অন্তরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

---

* পূজনীয় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারিজী

# স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীর পত্র

সেদিন আহারের পূর্ব্বে আমার দ্বারবান সরযূ আমার হাতে ডাকের পত্রগুলি আনিয়া দিল। রাজসাহীর সিলযুক্ত পত্রখানি আগে খুলিলাম। দেখিলাম পত্রখানি লিখিয়াছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী। পত্রখানি এইরূপ—

রাজসাহী ২০।১২।৪৫

"আনন্দময়ী মা আমার,

অনেকদিন পর্য্যন্ত মায়ের দর্শন এই অযোগ্য সন্তানের ঘটে নাই, জানি না কবে আবার মাতৃদর্শন মিলিবে। অনেকদিন এলাহাবাদে ছিলাম পূজনীয় স্বামী কৃষ্ণানন্দজী অসুস্থ ছিলেন বলিয়া। স্বামিজী আজ আর নাই, সশরীরে আমাদের মধ্যে। গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রি ১২-৪৫ মিনিটের সময় শুক্লা পঞ্চমীতে পরম পূজনীয় স্বামীজীর অমর আত্মা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নশ্বর দেহ গঙ্গাগর্ভে ত্রিবেণী তীর্থে, তীর্থরাজ প্রয়াগধামে সলিল সমাধি দেওয়া হইয়াছে। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ স্বয়ং এলাহাবাদ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরই উপস্থিতিতে স্বামীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী কৃষ্ণানন্দজীকে গঙ্গাগর্ভে আমি আপন হস্তে শেষ বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। মা, এখন বড় বেদনা, বড় অভাবে বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যে সন্ন্যাসী

উত্তর বঙ্গ আলোকিত করিয়া কুমার বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত প্রাণের হোমকে সুস্পষ্ট প্রস্ফুটিত করিয়া আদর্শ-নীতির মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়াছিলেন আজ সে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। আমি এলাহাবাদ হইতে শ্রীমান পরেশ, নারায়ণ, ক্ষীরোদ, যাহারা প্রাণপাত করিয়া স্বামিজীর সেবা করিয়াছিলেন, তাহাদের লইয়া রাজসাহী আসিয়াছি। আসিয়া শুনিলাম মা নাই ঘরে,—কে সান্ত্বনা দিবে মা ছাড়া ?

বর্ত্তমানে কখন কাহার ডাক আসে কে জানে। কুমার বাহাদুরের ও স্বামীজী কৃষ্ণানন্দ মহারাজের প্রাণের হোমের যে মা সব কার্য্যই অসম্পন্ন আছে। অধিক আর কি লিখিব। 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক মা ইচ্ছাময়ী !' ওঁ হরি, ওঁ তৎসৎ।

তোমারই সন্ন্যাসী সন্তান
স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ"

যদিও খবরের কাগজে স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছিল কিন্তু আজ এই আবেগ ভরা পত্রখানি পাঠে চোখের জল রোধ করা গেল না। আহারে আর রুচি রহিল না। যেমন স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী, পরেশ প্রভৃতির হৃদয়-ব্যথা আজ অন্তর দিয়া অনুভব করিলাম, তেমনি স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর সমস্ত স্মৃতিগুলি একে একে হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। রাজসাহী ষ্টুডেণ্টস্ হোমে সকল ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার কত মনোযোগ, তাহাদের আহারের সংস্থান জন্য কত প্রকার চেষ্টা; বিশেষতঃ শারদীয়া পূজাকালে মায়ের পূজার

আয়োজন নিমিত্ত কি অক্লান্ত পরিশ্রম। হোমে ৪।৫ হাজার ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ জন্য কি আগ্রহ, কি অবিরাম চেষ্টাযত্ন। একবার অষ্টমী পূজার দিন, টাকা না থাকায় ব্যাকুল অন্তরে 'আজ মায়ের ভোগ কিরূপে চলিবে' বলিয়া আমার স্বামীর নিকট ছুটিয়া আসিলেন। মনোমত উত্তর পাইয়া আবার কিরূপ তৃপ্ত হইয়া ফিরিলেন, সব একে একে মনে জাগিতে লাগিল। ৺পূজার সময় একবার ঐরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া আমি একদিন স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "অদ্য কখন কয়টা রাত্রে আপনি শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন?" বলিলেন "শয়ন ত করি নাই।" হায়রে! অতি অল্প আহার, এত অধিক পরিশ্রম,— তাই বুঝি আজ এমন অকালে আমরা এমন উত্তম বস্তুটী হারাইলাম। স্বামীজীর প্রাণে গভীর গুরুভক্তি ছিল। যখন তিনি স্বামী প্রণবানন্দজীর ছবির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাপী পূজা আরত্রিক করিতেন, গুরুর পাদুকার উপর মস্তকটী স্থাপন করতঃ গভীর ভাবে প্রণাম নিবেদন করিতেন, তখন আমি মুগ্ধ হৃদয়ে উহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম। এক দিবস আমি বলিতেছিলাম "গুরু সত্য, গুরু নিত্য, গুরু ব্রহ্ম, গুরু সারাৎসার, গুরুকৃপা পরানন্দ, গুরুভক্তি সাধনার সার" "অপরূপ শ্রীগুরুরূপ হৃদয়ে সদা ভাবনারে, ভবন-বন সমান হবে, শমন ভয় আর রবে নারে।" এ কথাগুলি কত মনোযোগের সহিত স্বামীজী শুনিয়াছিলেন। আমরা পূজার সময় ৺মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে গেলে স্বামীজী কিরূপ আগ্রহে তাহার আয়োজন করিয়া দিতেন, "আশ্রমে বসিয়া মায়ের ভোগ গ্রহণ করুণ।"—বলিয়া কতনা অনুরোধ করিতেন, সকল কথা একে একে মনে পড়িয়া মনটী বড় আকুল করিয়া তুলিল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় এই বিরাট জগৎ পরিচালিত হইতেছে। আবার

তাঁহার ইচ্ছায় কে হোমের ভার গ্রহণ করিয়া এইরূপ প্রাণপাত করিয়া ছাত্রগণকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের চিন্তা অনর্থক। পরদিন স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজীকে তাঁহার পত্রের একখানি উত্তর লিখিয়া দিলাম।

---

## গঙ্গাগর্ভে বাবার নৌকা ভ্রমণ

এখন ৺কাশীর আর একদিনের কথা বলি। সূর্য্যাস্ত পরই সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবা প্রত্যহ কেদারঘাট বা অহল্যাবাঈ ঘাটে সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া থাকেন। বাবা ভক্তদের অনুরোধে এবার তিন দিবস কাশীধামে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন অপরাহ্নকালে বাবা গঙ্গাবক্ষে বহু শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত একখানি বজরায় বিরাজিত ছিলেন। মৌনী কাতুমাও পাঁড়ের ঘাট হইতে বাবার কীর্ত্তন শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় সেদিন নৌকায় উপস্থিত ছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত হইলে তরীখানি তীরে ভিড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবা তরিৎপদে নামিলেন সন্ধ্যা বন্দনার জন্য। সন্ধ্যা অন্তে অহল্যাবাঈ ঘাট হইতে তিনি কেদারঘাট পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাই হইল। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টস্থানে তরী ভিড়িলে পুনরায় বাবা ক্ষিপ্রপদে নৌকারোহণ করিলেন ও প্রত্যহের মত সেদিন নৌকাতেই সেই মনপ্রাণ মুগ্ধকারী অমৃতবর্ষী মধুর সঙ্গীত

আরম্ভ হইল। বাবা অতি মৃদুতানে প্রথমে আরম্ভ করিয়া যখন সেই তাঁর চিরমধুর সুধাধারায় সিক্ত সুউচ্চ কণ্ঠে গাহিলেন—

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার,
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার॥
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার,
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রা নিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার॥
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার॥
এই শুভ্র তারার মৌন-মন্ত্র ভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার॥
এই কর্ম্মক্লান্ত নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার॥
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যা কুসুম মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার॥"

একান্ত অন্তরে পুলকিত চিতে শুনিতে শুনিতে আমার গীতায় সেই অর্জ্জুনের বাক্য মনে পড়িতেছিল—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্বঃ।

অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসিসর্ব্বঃ ॥”

অর্থাৎ

সম্মুখে, পশ্চাতে, করি নমস্কার
সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব ! প্রণাম তোমায়।
তুমি মহাবীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপ্ত তুমি, সর্ব্ব তুমি তায় ॥

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যেস্থান মুখরিত ছিল অতগুলি লোকের বাক্যালাপে, সেস্থান বাবার আগমন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এখন তথায় অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু নামধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর রোলে ভক্তহৃদয় বিমোহিত করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। সুপবিত্র গঙ্গাবক্ষে গঙ্গাস্তোত্র, ভক্তিনম্রচিত্তে নদীয়াবিহারীকে আবাহন, সুপ্ত জীবগণকে চৈতন্য নিমিত্ত বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীত এবং তৎপর মন মাতান অবিরাম অবিশ্রান্ত নাম গান সবগুলিই বড় মধুর লাগিতেছিল। অসংখ্য প্রদীপের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত মা জাহ্নবীর সুপবিত্র বক্ষে এইরূপ পবিত্র সঙ্গ এবং ভক্তি গদগদ মাতাদের সঙ্গলাভে সেদিন সন্ধ্যাটী পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল।

---

# ৺কাশীতে কাতুমার গৃহে নিমন্ত্রণ

৯ই পৌষ, সোমবার ২৪শে ডিসেম্বর, যদিও অদ্য মৌনী কাতুমা কথা বলিবেন না, তবুও আমাদের কাশী থাকিবার দিন ক্রমশঃ সংক্ষেপ হইতেছে বলিয়া দুর্গাদিদিকে দিয়া তিনি পূর্ব্বেই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করাইয়াছেন। আমি আসিবার পূর্ব্বে এখানে যখন বাবা আসিয়াছিলেন, তখন কাতুমা বহু ভক্তজনসহ বাবাকে একদিন স্বহস্তে পাক করিয়া পরম যত্নে সেবা করাইয়াছেন। যদিও আজ মায়ের বাক্যসুধা পানে বঞ্চিত থাকিব, তবুও মার দর্শনে আনন্দ লাভ হইবে মনে করিয়া ২৪।২৬নং পাঁড়ে ঘাট মায়ের বাসায় সানন্দে চলিলাম। যদিও ঐ বাড়ীখানি উদার হৃদয়া মায়ের পক্ষে খুব ছোট হয় কিন্তু কাশীধামে এই বাসাতেই ৺কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর দেহত্যাগ হওয়ায় এই স্থানটী পরম তীর্থ জ্ঞানে সাধ্বী এই স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যে ঘরটীতে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটীতে বসিয়া কাতুমা প্রত্যহ দীর্ঘ সময়াবধি উপাসনা করিয়া থাকেন।

অন্নপূর্ণারূপিণী মৌনীমাতা স্বীয় হস্তে প্রস্তুত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উপাদেয় খাদ্যদ্বারা আমাদের উদরের তৃপ্তি করাইলেন। মাতার নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন বিশুদ্ধানন্দজীর শিষ্যা "দুলালী মা"। মাতার আজন্ম বান্ধবী কুমুদিনী বসু এবং অনেক ভক্তিমতী মাতার সেদিন তথায় সমাগম হইয়াছিল। দুলালী মাতাকে মা স্বহস্তে তুলিয়া খাওয়াইলেন। দুলালী মা আহার করিতে করিতেও যেন মাঝে মাঝে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে চমকিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

ইহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে সহজে কোন উত্তর দিতে চাহেন না। অথচ সংক্ষেপে যা দুই একটী কথা বলেন তাহাতেই সুন্দররূপে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। ইহার চক্ষু দুইটী বড়ই করুণ-ভাবব্যঞ্জক। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর বৈষ্ণব ভাব,—"তৃণাদপি সুনীচেন"—ছোট বড় সকলকেই তিনি প্রণাম করেন, তাঁহার বিনয়-নম্র ভাবটী বড় সুন্দর। আধারে আধারে আমার প্রভুর নানা ভাব, নানা খেলা দেখিয়া দ্বিপ্রহরটী বড় আনন্দে কাটিল। সকলের আহারান্তে কাতুমা আহ্নিক পূজা সমাপন করিয়া সকলের শেষে আহার করিলেন। তারপর মায়ের ইচ্ছায় দুর্গাদিদি তাঁহার লিখিত খাতাখানি পাঠ করিয়া আমাদের আত্মার তৃপ্তি দান করিলেন। দুর্গাদিদির ভাবের সহিত লেখা অতি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধদ্বারা খাতাখানি পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু সময়াভাবে আমাদিগকে তিনি কয়েকখানি মাত্র পাতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

নিজের চেষ্টা বারম্বার প্রতিহত হইলেও যিনি সতত সস্নেহে আমাদিগকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন তাহার করুণায় আশীর্ব্বাদ ও আকর্ষণে একদিন না একদিন অবশ্যই আমরা এই গহণ গভীর ভব-সমুদ্র পার হইয়া সেই মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইতে সমর্থ হইব, এই কথাটী তিনি বর্ষাস্ফীত গঙ্গাবক্ষে খর-স্রোতে পতিত একটী শুষ্ক বেলের উপমা দিয়া কবির ভাষায় অতি চমৎকার বর্ণিত করিয়াছেন। শ্রবণান্তে তৃপ্ত হইয়া কাতুমাকে প্রণামপূর্ব্বক দুর্গাদিদিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ পুনরায় আঠার বাড়ী হাউসে বাবার চৈতন্য ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে আসিলাম। এই যে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর সৎসঙ্গ, ইহার প্রভাবে দেহাত্মবোধ কি টিকিতে পারে? কোথায় দিয়া দিনগুলি যেন একটি সুখ স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইতেছে।

# নির্ম্মলা দিদির গৃহে নিমন্ত্রণ

একদিন আহারান্তে বাবাকে দর্শন জন্য যখন আঠার বাড়ী হাউসে রওনা হইলাম। হঠাৎ পথিমধ্যে নির্ম্মলা দিদির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমারই নিকট আসিতেছিলেন। আমি ৺কাশী আসিবার পর একদিন মাত্র তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। যদিও আমাদের উভয়েরই পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের তীব্র ইচ্ছা কিন্তু ঘটনা চক্রে সুবিধা হইয়া উঠে না। সেদিনও যখন দিদি শুনিলেন আমি বাবার নিকট যাইতেছি, তখন তিনি আমার এই শুভ ইচ্ছায় বাধা দিলেন না, আমাকে সঙ্গে করিয়া কিছুদুর অগ্রসর করিয়া দিলেন এবং কিঞ্চিৎ সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার জন্য পর দিবস দ্বিপ্রহরে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিও দিদির সঙ্গ কামনায় ঐ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইলাম।

পর দিন প্রাতে দেখি ভীষণ দুর্য্যোগ। রাত্রি হইতেই প্রবল শীতল হাওয়া তৎসহ অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। মনে করিলাম এমন দিনটী বৃথা আলস্যে নষ্ট করিব কেন? সঙ্গিনীগণের কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়া শুধু দ্বারোয়ান সহ চলিলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে, বাবাকে দর্শন করিতে। প্রত্যেক দিনের মত বাবা স্বীয় কর্ম্মে রত। ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য শিষ্যাগণ বাবার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট, আমিও গিয়া বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক শীতল সিক্ত সোপানোপরি উপবিষ্ট হইলাম। নিয়মিত কার্য্যান্তে বাবা যখন দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমাকে সম্মুখে দেখিয়া

বাবা মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন "এইবার শরীর চাষা বনিয়াছে" আমার গুরু মহারাজের একটী প্রধান উপদেশ "শরীরকো চাষা বানাও, মনকো রাজা বানাও," অর্থাৎ মনকে বড় উদার কর এবং শরীরকে তিতিক্ষা-পরায়ণ কষ্ট-সহিষ্ণু কর। আমি গুরু মহারাজকে বলিতাম,—"বাবা হয়ত গুরুকৃপায় মন কোন সময় রাজা বনিতে পারে, কিন্তু এ দেহ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির যে শরীর চাষা বনিবে এ আশা বড় কম।" তাই সেদিন ঐ দুর্য্যোগে বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করত দশাশ্বমেধ ঘাটে যাওয়ায় শ্রীমৎ মোহনানন্দজী ঐ কথা বলিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন।

অন্যদিন আহারাদির হাঙ্গামা থাকে, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও প্রত্যহ বাবার সঙ্গে আঠারবাড়ীতে যাইতে সঙ্কোচ হয়। সেদিন নির্ম্মলা দিদির গৃহে নিমন্ত্রণ বলিয়া বাবার এবং তাঁহার দলের সহিত আঠারবাড়ী হাউসেই চলিলাম। যদিও জানি গৃহে পৌছিয়া বাবা একান্তে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনরায় জপ করিবেন এবং তৎপর স্ব-পাকে আহার করিবেন, তবুও যতটুকু সময় বাবার সঙ্গ পাই ততটুকুই লাভ।

টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে যখন দ্বিপ্রহরে নির্ম্মলা দিদির গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলাম—"দিদি, দেখুন কেমন নিমন্ত্রণের লোভ।" এই দুর্য্যোগে নির্ম্মলা দিদি আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইলেও অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রত্যহই স্ব-পাকে আহার করেন, অদ্যও তিনি স্বহস্তে পাক করিতেছিলেন, তবে আমার নিমিত্ত সেদিন অধিক আয়োজন করিয়াছেন।

তাঁহার কন্যাদ্বয় এবং ভ্রাতৃজায়াকে আমাকে হারমনিয়ম্ যোগে সঙ্গীত শুনাইতে বলিয়া তিনি স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমি দিদির পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে মেয়েদের ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিলাম।

তৎপর দিদির দেওয়া শ্রীঅরবিন্দর "মা" বইখানি পাঠ করিতে লাগিলাম। শ্রীঅরবিন্দ লিখিতেছেন......"চাই অখণ্ড ঐকান্তিক সমর্পণ, চাই ভাগবত শক্তির দিকে অনন্যমুখী আত্ম-উন্মীলন; চাই যে সত্য অবতরণ করছে প্রতিপদে সর্ব্বতোভাবে তাকে বরণ করা। ......সমর্পণ হবে অখণ্ড—সত্তার সকল অংশ তা অধিকার করবে। আধারের অংশবিশেষ যদি আত্মসমর্পণ করে কিন্তু আর এক অংশ আপনাকে ধরে রাখে, নিজের পথে চলে বা দাবি করে নিজের ব্যবস্থা, তবে যতবার এরকম ঘটবে ততবার তুমি নিজেই ভগবৎপ্রসাদকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকবে। যদি ভগবানকে জাগ্রতভাবে স্থাপন করতে চাও, তবে মন্দিরটী তোমাকে শুদ্ধ রাখতে হ'বে।"

"মনেও ক'র না সত্য এবং মিথ্যা, আলো এবং আঁধার, আত্মদান এবং আত্মপরতা, উভয়কে ভগবানের জন্য নিবেদিত মন্দিরের মধ্যে এক সঙ্গে বাস করিতে দেওয়া যায়। রূপান্তর হবে সর্ব্বাঙ্গীন, সুতরাং যা কিছু প্রতিরোধী তার পরিহার হওয়া সর্ব্বাঙ্গীন প্রয়োজন।"

......চাই ভগবানের একনিষ্ঠ সেবকের আনুগত্য। যারা ইহা ধরতে পারে, রাখতে পারে, ব্যর্থতা ও বিপত্তির মধ্যেও তাদেরই শ্রদ্ধা সর্ব্বদা অটল থাকে। আর শেষে তারাই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করে সেই চরম বিজয়, সেই পরম রূপান্তন।"

"......আস্পৃহা হ'বে অনিমিষ, অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন......সমর্পণ ও নিবেদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সাধকও তত সজ্ঞান হয়ে উঠে। স্মরণে রেখ, তামসিক যে সমর্পণ—সমর্পণের সর্ত্ত পালন করতে যে চায় না, ভগবানকে যে আহ্বান করে তিনি

সব কাজ করে দেবেন ব'লে, যা চায় সকল ক্লেশ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে তা আত্ম-প্রতারণা—মুক্তির, পূর্ণতার দিকে কখনো তা নিয়ে যায় না।

জীবনের পথে সকল ভীতি সঙ্কট বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে যদি বর্ম্মাবৃত হয়ে চলতে চাও, তবে কেবল দু'টি জিনিষ প্রয়োজন—সে দুটি সর্ব্বদাই এক সঙ্গে রয়েছে—প্রথম মা ভগবতীর করুণা, আর দ্বিতীয় তোমার দিক থেকে শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-সমর্পণে গঠিত তোমার অন্তঃকরণ। তোমার শ্রদ্ধা হয় যেন শুদ্ধ, সরল, নির্দ্দোষ।"

যতই পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলাম ততই খুবই ভাল লাগিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যে কথাগুলি প্রাণস্পর্শী ও প্রয়োজন তাই একটু স্মরণে রাখিবার জন্য নিজের কাছে রাখি। পরে দেখিলাম কোন কথাই অনর্থক নয়। কিন্তু কবি যে বলছেন "তুমি মনে বসে মন দেখ মা, দেখা দাও না তাইতে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন "এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবি।" এই জন্য সাধু স্বরূপানন্দজী বলিয়াছেন

তন্‌কি জানে, মনকি জানে, জানে চিতকা চুরি,
উস্‌কা আগে কিয়া ছিপাবে জিসকা হাতমে ডুরি।

মানবের মনে বাসনা যে হৃদয় মধ্যে অতি সঙ্গোপনে লুক্কাইত ভাবে রহিয়া যায়। তাই কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলিয়াছেন "কিছু নাই? তবু একবার দেখ চাহি অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি করহ সন্ধান। অন্তরের প্রান্তে যদি কোন বাঞ্ছা থাকে কুশের অঙ্কুর সম ক্ষুদ্র দৃষ্টি অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম!"

সেদিন নির্ম্মলা দিদির দেওয়া "মা" পুস্তকখানি খুব মন অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু রন্ধন সমাপ্ত হওয়ায় নির্ম্মলা দিদি আহ্নিক অন্তে,

আমাকে সাদরে ডাকিয়া লইয়া আহার করিতে বসিলেন। যতগুলি ব্যঞ্জন, সবই খুব উপাদেয় হইয়াছিল। নির্ম্মলা দিদির হাতের প্রস্তুত অন্ন, সেদিন আমার নূতন আহার নয়। আমরা যশিডিতে লালকুঠিতে থাকা কালীন দেওঘরে মাতৃধামে ৺তারাপ্রসন্ন মহাশয়ের গৃহে বহুবারই ইঁহার হস্তের বিবিধ মিষ্টান্ন ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়াছি এবং বহু সৎ প্রসঙ্গে পরম তৃপ্ত হইয়াছি। সেদিবস দ্বিপ্রহরটিও বেশ সদালোচনায় কাটিল। দিদির নিকট শুনিলাম, গোবিন্দ * কাশীতেই আছে এবং সে রাত্রে ঐ গৃহেই প্রত্যহ আহার করে। গোবিন্দ সাধুদের সঙ্গ করিতে খুব ভালবাসে। আলমোড়া পাহাড়ে "কৃষ্ণপ্রেম" নামক এক সাহেব সাধু নির্জ্জনে তাঁর আশ্রমে বাস করেন তাঁহার নিকট গোবিন্দ অনেক সময়ই যায়। গোবিন্দের অনেক প্রশংসা করিয়া দিদি বলিলেন—সে নাকি খুব সুন্দর সুন্দর ভজন গায়। দিদির কথা শুনিয়া আমারও ঐ সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা মনে জাগিল। ঐ কথা দিদির নিকট প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, "সে বড় লাজুক, সকলের সাম্‌নে কিছুতেই গাহিতে চাহে না।" আমি দিদিকে বলিলাম, "আমার অনুরোধ সে নিশ্চয়ই এড়াইতে পারিবে না।"

এই গোবিন্দেরই বাল্যকালে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ অজস্র প্রশংসা করিয়া পরে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন "কালে এ দ্বিতীয় মোহন (তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী) হইবে," অনেক দিবস হইল গোবিন্দকে দেখি নাই, সে এখন বড় হইয়াছে এবং ৺কাশীতেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে অধ্যাপনা ও গবেষণা করিতেছে।

---

* শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়।

কয়েকদিন পর এই দিদির গৃহেই গোবিন্দর মুখে দুইটী ভজন শুনিয়াছিলাম, এমন চমৎকার ভাবের সহিত মাথা দুলাইয়া সে যে ভজন দুইটী গাহিল, তাহার সমস্ত কথা গুলি ঠিক মত বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু শুধু বুঝিলাম যে সেই দ্বাপর যুগে যমুনা তটে সেই যে মোহন-বাঁশী বাজিয়াছিল এখনও প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে অবিরাম সেই বংশী নিনাদ হইতেছে। সে বাঁশীর রব শুনিতে এই বাহিরের কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। আর একটী ভজন সেই মীরাবাঈয়ের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত "আমায় চাকর রাখ জী,"—এমন চমৎকার লাগিতেছিল যে চোখের জল রোধ করা কঠিন হইয়াছিল। সঙ্গীত শেষে গোবিন্দর ভবিষ্যৎ জীবন-সম্বন্ধে অনেক শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পুনরায় আঠার বাড়ী হাউসে বাবার কীর্ত্তন শুনিবার নিমিত্ত রওনা হইলাম।

---

## রাঙ্গামাকে দর্শন

৺কাশীতে আসিয়া অবধি অনেক সাধিকা ভক্তিমতী মাতারই দর্শন ঘটিল। অনেক মাতারই বাক্যালাপে কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাইতেছি। সে দিন কাতুমার গৃহে দুলালীমাকে দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করায় দুর্গাদিদি রাঙ্গামাকে দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। ১৬ই পৌষ, দ্বাদশী তিথি সোমবারে দুর্গাদিদি পূর্ব্বোক্ত মাতার

নিকট আমাকে লইয়া চলিলেন। পথে চলিতে চলিতে মাতার বিষয় অনেক গল্পই দুর্গাদিদির মুখে শুনিলাম। অল্প কারণেই মাতার সমাধি হইয়া যায়। একদিন দিদির মুখে সঙ্গীত শ্রবণে সমাধি হইয়া প্রায় তিন কোয়াটার ঐরূপ অবস্থায় ছিলেন বলিলেন। আঠার বাড়ী হাউসে বাবার সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে অত লোক আসেন আর ঐ মাতা যে আসেন না তাহারও ঐ কারণ বলিলেন। অল্প অনুকূল ভাবের দোলা লাগিলেই মা স্বরূপে পৌছিয়া যান। নিজে গোপনে বাস করতে চাহেন বটে, কিন্তু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার সুগন্ধ বায়ুতে অনেকটা স্থান পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া দেয়, তদ্রূপ মাতার ভাব কিছু প্রকাশ হইয়া পড়ায় কয়েক জন শিষ্য ও সেবক সদা মায়ের নিকট থাকেন এবং মাতার ইচ্ছানুসারে কখনো কখনো তীর্থস্থানেও মাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসেন।

সে যাক আমরা যখন মাতার নিকট পৌছিলাম তখন তিনি দ্বিতলে মাঝের হল গৃহে সুন্দর সুন্দর ফটো ও মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত ধূপশলাকার সুগন্ধে পূর্ণ ঘরের মেঝেতে সামান্য একখানি আসনে বসিয়া ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পরিচিতের মত সহাস্য আননে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসিবার সতরঞ্চি দিতে বলিলেন। মাকে প্রণাম পূর্ব্বক কিছু উপদেশ শ্রবণ মানসে আসিয়াছি বলায় মা হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন "আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার মা, আমি কি উপদেশ দিব মা?" দুই একটি কথাবার্ত্তা পর দুর্গাদিদিই মাতাকে দুই তিনটি ভজন গাহিয়া শুনাইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাঙ্গামার সমাধি হইয়া গেল। মা শুইয়া পড়িলে দুর্গাদিদি কোলে

মাথাটি তুলিয়া লইয়া বসিলেন। পা দু'খানি খুব শীতল হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমি আমার র‍্যাপারখানি দ্বারা আবৃত করিয়া ছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঐরূপ "নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত" নিশ্চল নীরব রহিয়া মাতার সমাধি ভঙ্গ হইল। দুর্গাদিদি মাকে জল মুখে দিলেন। জনৈক শিষ্য পূর্ব্বেই ঐ স্থানে পানীয় জল গ্লাসে করিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

সমাধি অন্তে মাতা উঠিয়া বসিলে কিছু সদালোচনা হইল। তাঁহার নিকট হইতে সেদিন এই কথাগুলি পাইলাম। তিনি বলিতেছিলেন—"ধ্রুবতারার ন্যায় দৃঢ়তার সহিত সতত একলক্ষ্য হও। নিষ্ঠার সহিত সুদীর্ঘ কাল এইরূপভাবে চলিলে তখন ক্রমে ক্রমে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গেসঙ্গে সর্ব্বজীবের মধ্যে তখন একই আত্মা দেখিতে পাইবে। তখন আর মূর্ত্তি পূজাও থাকিবে না, মুক্তির ইচ্ছাও থাকিবেনা। হৃদয় বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত হইবে।"

মাতার হাস্যময়ী মূর্ত্তি, মধুর ব্যবহার ও উপদেশ শ্রবণে প্রীত হইয়া গৃহে ফিরিবার সময় পথে তিল-ভাণ্ডেশ্বর শিব-দর্শন করিয়া ফিরিলাম। তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের আঙ্গিনাটি বেশ উচ্চ। চতুর্দ্দিক বেষ্টিত আরও দেব দেবীর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি। রামচন্দ্রজী, লক্ষণ, সীতার মূর্ত্তি বড় চমৎকার। ঐস্থানে কয়েকজন সাধু বাস করেন। তাঁহারা সেদিন দ্বাদশীর পারণ বলিয়া প্রার্থনা জানাইলে অবশিষ্ট যাহা সামান্য থলিতে ছিল, তাহা দেওয়াতেই বেশ তুষ্ট হইলেন। স্থানটি বেশ ভাল এবং সাধুগণও আর এক দিবস আমাকে তথায় যাইতে বলিলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না।

# সাবিত্রীর ৺কাশীতে আগমন।

৺কাশীতে আসিয়া পর্য্যন্ত বাবার শিষ্যাগণের মুখে বাবার বিশেষ ভক্ত এবং শিষ্যা সাবিত্রী দেবীর নাম শুনিতেছি। অনবরত তাঁহার নাম ও প্রশংসা শুনায় তাঁহাকে দেখিবার সাধ মনে জাগিল। গুরুগত প্রাণ সাবিত্রী দিদিও অধিক দিবস বাবাকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই তিনি ১৪ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর বাবাকে দর্শন বাসনায় ৺কাশীধাম আসিলেন। ও হরি! এযে সেই কর্ণেল A. C. Chatterjeeর পত্নী? ইহাকে ত পূর্ব্বে-আরও আমি দুইবার দেখিয়াছি। যখন ১১ই আষাঢ় চন্দ্রগ্রহণ চূড়ামণি যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান নিমিত্ত আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম তখন বাবাও প্রায় দেড় মাসকাল কাশ্মীর ভ্রমণ করত ৬।৭ দিনের জন্য আলিপুর পার্করোডে এই সাবিত্রী দিদির গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি ঐ সংবাদ পাইয়া ২রা শ্রাবণ বাবার দর্শন ইচ্ছায় ইঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেদিন বাবার সহিত কিছু সৎপ্রসঙ্গও হইয়াছিল। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলিয়াছিলেন—সত্ত্ব ভূমিতে উঠিতে না পারিলে ধর্ম্মের দরজাতেই পৌঁছান হইল না। প্রকৃত ভক্তি ঐ সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তের সমতা অবস্থাতেই লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে চিত্ত নিস্তরঙ্গ হয়। সাধু-সঙ্গ করিয়াও যদি চিত্ত অল্প ঝঞ্ঝাতেই দুলিয়া উঠে, সমভাবাপন্ন না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে চিত্ত জড় বা পাষাণ। সাধুসঙ্গের মহিমায় চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া স্থির হইতেই হইবে।"

বাবার কথা আসিয়া পড়ায় আমরা সাবিত্রী-দিদি হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ গৃহে বাবার চরণতলে সাবিত্রী দিদিকে প্রথম দিন দেখিয়াছিলাম। তৎপর আবার ৪।৫ মাস পরে ১৬ই অগ্রহায়ণ যশিডি ষ্টেশনে যখন তিনি বাবার See off করিতে আসিয়াছিলেন তখনো সেই ষ্টেশানে তাঁহাকে দেখিয়াছি। বাবাকে লইয়া ট্রেণ চলিয়া গেলে দিদির মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহার সহিত মৌখিক ২।৪ টি আলাপ হইলেও তখন তাঁহার নাম জানিতাম না বা হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম না। এই তৃতীয়বার তাঁহাকে ৺কাশীতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাইলাম। ইনি যেমন গুরুভক্তি-পরায়ণা তেমনি উদার হৃদয়া। ৺কাশীতে আসিয়া অবধি দিদি শুধু গুরুসেবাই করিতেছেন না, গুরুর শিষ্য, শিষ্যা, আহুত, অনাহুত, বাবার অগণ্য ভক্তগণকেও আদর অভ্যর্থনা, বসিবার ব্যবস্থা হইতে জলযোগের ব্যবস্থা সবই তিনি ধীরভাবে করিয়া যাইতেছেন। যে দিন তিনি গঙ্গাবক্ষে বাবার ভ্রমণ নিমিত্ত নৌকা ভাড়া করাইয়াছিলেন সেদিনও বাবার অগনিত ভক্তদের জলযোগের সুন্দর রূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। গুরুর সাম্‌নে এই ভীষণ শীতেও তিনি আসনোপরি উপবিষ্ট হয়েন না। দিনান্তে একবার মাত্র আহার করেন। প্রায় ১৪ বৎসর হইল এইরূপ একাহার করিতেছেন। প্রাতে সামান্য চা বা কিছুমাত্র জলযোগ পর্য্যন্ত করেন না।

ইহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে * দেখিয়াছি দেওঘর করণীবাদ আশ্রমে, বাবার নিকট। সন্তানটি দেখিতে যে শুধু মায়ের অনুরূপ অতি

* কর্ণেল অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসৌরেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুন্দর তা নয়, গুণও অনেক। ছেলেটি বিদ্বান, বিনয়ী ও অতিশয় ভক্তিপরায়ণ। ছেলেটিকে মাতা আদর করিয়া "সুদাম" বলিয়া ডাকেন। "কৃষ্ণদাসের পদাবলী" নাম দিয়া সে যে একখানি খাতায় অতি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছে, তাহা আমি একদিন দেখিয়াছিলাম। অনেকগুলি গানই অতি উপাদেয়। আমাদের অনুরোধে সেদিন সে তাহার গুরুর নিকট বসিয়া অতি মিষ্ট কোমল কণ্ঠে ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাহার রচিত এই গীতটি গাহিল,—

"গোরা নেচে চলে হরি হরি বলে
দুনয়নে ধারা ঝরে।
নিখিল মানব বিমোহিত সব
(তার) চরণে লুটায়ে পড়ে॥
সব ভক্তগণ করিয়া নর্ত্তন
চলে নাম গান গাহি।
বাজে করতাল মৃদঙ্গ রসাল
শোভার তুলনা নাহি॥
গোরা মুখ খানি তুলনা না জানি
কোটি শশী পায় লাজ।
তনুখানি তার লাবণির সার
তাহাতে গৈরিক সাজ॥
কিবা চন্দন বিন্দু মোহন
ললাট উপরে শোভে।
যেন নভ শশী নভ হতে খসি
পড়িল রূপেরি লোভে॥

কমল সুবাস শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ
(তায়) উড়ে আসে অলিকুল।
মালতীর মালা রূপে করে আলা
কি দিব গোরার তুল ॥
বাজায়ে খঞ্জনী উঠে হরি ধ্বনি
"হরি হরি" বল তোরা।
সবারে সাধিয়া ফিরিছে কাঁদিয়া
আমার প্রেমিক গোরা ॥
'কৃষ্ণদাস' কয় ওহে প্রেমময়
তব চির-দাস আমি।
ভাসাল আমারে নামের পাথারে ;
শ্রীমোহনানন্দ স্বামী ॥"

গানটি শুনিয়া কৃষ্ণদাসকে আমি বলিয়াছিলাম "এই যে বলেছ গোরা মুখ খানি, তুলনা না জানি, কোটি শশী পায় লাজ। তনুখানি তার, লাবণির সার. তাহাতে গৈরিক সাজ"—এ কোন গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করেছ? মনের মত অনুকূল প্রশ্ন শুনে কৃষ্ণদাস ঈষৎ হেসে গুরুর মুখ প্রতি একবার দৃষ্টি স্থাপন করতঃ মুখখানি সলাজে নত করিয়াছিল। বাস্তবিক ছেলেটি সর্ব্বদিক দিয়াই সুন্দর প্রকৃতির। যতক্ষণ বাবা মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন, ততক্ষণ কৃষ্ণদাস প্রশান্তভাবে নতনেত্রে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ একধারে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকে।

সত্যই এই সুকুমার হৃদয়ে যে সুন্দর ভাবগুলির উন্মেষ হইতেছে, এইগুলি যদি বরাবর শ্রীগুরু-কৃপায় স্থায়ী হয়, তবে কালে

নন্দন কাননের সৃষ্টি হইবে। যদিও একদিন বাবা 'অনেকেরই কিছু দিবস পর ডিস্পেপ্সিয়া দেখা দেয়' বলেছিলেন, কিন্তু বৈদ্যের যদি হাত যশ থাকে তবে ব্যাধি দূর হইতে কতক্ষণ লাগে ?

সাবিত্রী দিদির পুত্র কন্যাগণের শিক্ষার প্রতি অতি মনোযোগ। যদিও স্বাস্থ্য তত ভাল নয় বলিয়া স্নেহপরায়ণা দিদি তাঁহার সুদামকে কলেজে যাইতে দেন না, কিন্তু গৃহেই রীতিমত তাহার পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং পরে সে নন্ কলেজিয়েট হইয়া বি এ পরীক্ষা দিবে। বাবার নিকট আশ্রমে আসিলে সে সর্ব্ববিধ অসুবিধা অগ্রাহ্য করত অতি দীন ভাবে বাবার সান্নিধ্যে বাস করে।

---

## ৺বিশ্বেশ্বরের আরত্রিক দর্শন

একদিন বাবাকে বলিলাম—বাবা কয়েক দিন ত বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা মাতা দর্শন হইল, এখন একদিন বাবা বিশ্বনাথের আরত্রিক দর্শনের ইচ্ছা, কিন্তু এক দিনও বাবার শ্রীমুখের কীর্ত্তন শ্রবণের আনন্দ হইতে কিছুতেই নিজেকে যে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হয় না। বাবা ইহার দিব্য সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন। বলিলেন—"আমিও ত একদিন বিশ্বনাথের আরত্রিক দর্শন নিমিত্ত মন্দিরে যাইব, পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কীর্ত্তন হইবে,—আপনিও ঐ দিবস মন্দিরে আরতি দেখিতে যাইবেন ?" এই সুন্দর ব্যবস্থায় পুলকিত অন্তরে সম্মত হইলাম।

সে দিবস অপরাহ্নে বাবার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণান্তে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথের মন্দির উদ্দেশে রওনা হইলাম। পথেই ফুলের মালা বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ হইল। যখন আমরা মন্দির দ্বারে গিয়া পৌঁছিলাম, তদ্পূর্ব্বেই বাবা সদলবলে মন্দিরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাবার সুবন্দোবস্তে সেদিন মন্দিরে অধিক ভীড় হইতে পারে নাই। অল্পক্ষণ পরেই আরত্রিক আরম্ভ হইবে। পাণ্ডাগণের বিপুলদেহ, ভূড়িযুক্ত বিশাল উদর নগ্নগাত্র, শ্রেণীবদ্ধভাবে বিশ্বনাথের চতুর্দ্দিকে তাহারা ঘিরিয়া বসিয়াছে। পাণ্ডাগণ প্রথমে বিশ্বনাথকে সুগন্ধি তৈলমাখাইয়া রৌপ্য কলসে করিয়া কলসে কলসে দুগ্ধ ও গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইতে আরম্ভ করিল। তৎপর নানা প্রকারে চন্দন মাখাইয়া অজস্র বেলপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিল। তখন ধূপ, দীপ, পুষ্প গন্ধে মন্দির পরিপূর্ণ। বেলপত্রের উপর নানাবিধ পুষ্প দিয়া তৎপর বাবার মস্তকে একটী অতিসুন্দর পুষ্পের মুকুট বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি পূর্ব্বক পরাইয়া দেওয়া হইল। তৎপর পাণ্ডাগণ পঞ্চমুখ রৌপ্য সর্পটী বিশ্বনাথের উপর স্থাপন করতঃ প্রত্যেকটী সর্পের মস্তকে বিবিধ বর্ণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চন্দ্র মল্লিকা পুষ্প দিয়া সজ্জিত করিয়া আবার প্রত্যেকটী সর্পের মস্তকে বড় বড় গড়ে-মালা পরাইয়া দিল। তৎপর অগণিত প্রদীপ সজ্জিত করিয়া তাহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চামর ব্যজন করতঃ বিবিধ বাদ্য ও শঙ্খ-ঘণ্টানিনাদে মন্দিরটা প্রকম্পিত, মুখরিত করিয়া তুলিল। হৃদয়ে তখন লহর ছুটীতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডাগণের গুরু গম্ভীর "শিব শিব শম্ভু" "শিব শিব শম্ভূ" ধ্বনিতে যখন মন্দিরটী পূর্ণ হইয়া উঠিল

তখন অন্তর মধ্যেও একটা আনন্দের শিহরণ উঠিতেছিল। দর্শক গণের ভক্তি গদগদভাব, বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে পাণ্ডাগণের হস্তে পুষ্প মাল্য ও মিষ্ট-প্রদান, পুনঃ পুনঃ সভক্তি প্রণাম দেখিতে বড়ই ভাল লাগিতেছিল। যদিও সেদিন শ্রীমৎ মোহনানন্দজীর সুব্যবস্থায় প্রত্যেক দিনের মত মন্দিরে অধিক লোকের ভীড় হইতে পারে নাই, কিন্তু যাহারা ঐ জমকাল পুষ্প মাল্যে সজ্জিত ধূপ-দীপ-সুগন্ধে আমোদিত শঙ্খ-ঘণ্টা নানাবিধ বাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত, শতদণ্ডী-প্রদীপালোকে আলোকিত, শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের বহুক্ষণব্যাপী আরতি দর্শন করিতে ছিল, সকলেরই অন্তর যে ভক্তিপ্রেমে গদগদ হইয়াছিল, মুখ মণ্ডলে তাহার আভাস সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আরত্রিকা অন্তে দ্বারের নিকট হইতে বাবা যখন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথের মস্তকে টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন তখন আমিও অপর দ্বারের মধ্য দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিশ্বনাথকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। প্রণামান্তে বাবা মন্দির হইতে বাহির হইয়া মন্দির-সংলগ্ন বৃহৎ চত্বরে শ্বেতপ্রস্তরের নির্ম্মিত বৃহদাকার শিবপার্ব্বতীর, শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা, ভক্ত হনুমান, প্রহ্লাদ, কয়াধূ, বৃহৎ নরসিংহ মূর্ত্তিগুলি দেখিতেছিলেন তখন বাবার বৃহৎ দলের সহিত আমিও ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সকল দেখিতেছিলাম। মন্দির চত্বর হইতে যখন বাবা বাহির হইলেন তখন একবার সকল শিষ্য ও শিষ্যাগণের খোঁজ খবর লইলেন। যখন সকলে বাবার নিকট সম্মিলিত হইলেন, তখন বাবা দ্রুতপদে ৺অন্নপূর্ণা মাতার মন্দিরে চলিলেন। তারপর ৺মাতার লহরে লহরে পুষ্প মাল্য দ্বারা সজ্জিত মূর্ত্তিটীর সম্মুখে বাবা উপস্থিত হইতেই যখন সাবিত্রী দিদি বাবার হস্তে পূজোপ-

করণগুলি—যথা পুষ্প, বিল্বদল, আতপ তণ্ডুল, সন্দেশ ও রৌপ্যমুদ্রাদি তুলিয়াদিলেন এবং বাবা ঐগুলি দ্বারা অন্নপূর্ণা মাতার পুজা করিলেন তখন আমার উহা দেখিতে বেশ ভাল লাগিতেছিল। জন-সমুদ্র ঠেলিয়া আমিও ঐ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ৺অন্নপূর্ণা মাতার চরণে প্রণাম করিলাম। তৎপর বাবা রাস্তায় বাহির হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতিতে গৃহের পথ ধরিলেন। আমিও একান্ত মনোযোগে বাবাকে লক্ষ্য করতঃ সতর্কতার সহিত বাবার অনুসরণ করিলাম। বাবার পশ্চাতে বাবার অগণিত শিষ্য শিষ্যা। পথে পথচারী ব্যক্তিও কম নয়। উহাদের মাথার উপর দিয়া বাবার কৃষ্ণ কেশযুক্ত মস্তক যতটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম .তাহাই লক্ষ্য করিয়া আমি দ্রুতপদে চলিয়াছি। কারণ তখন আমার সঙ্গীগণ জন সমুদ্র মধ্যে যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সন্ধান লওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মন্দির দ্বারে আমার পাদুকা পড়িয়া রহিল। সে সম্বন্ধে কাহাকেও বলিতে পারিলাম না, কিম্বা আমি যে বাবার সহিত চলিলাম উহাও সঙ্গীদিগকে বলিবার অবসর পাইলাম না। বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আঠার বাড়ী হাউস বেশ অনেকটা দূর, কিন্তু বাবার দ্রুত গতির নিকট সব দূরত্বই দূরীভূত হইয়া যায়।

বাসায় ফিরিয়া অল্পক্ষণ পরেই বাবার বৃহৎ ঘরে কীর্ত্তন সভা জমিয়া উঠিল। বাবার বাসায় ফিরিবার পূর্ব্বেই প্রায় শতাধিক ব্যক্তি বাবার কীর্ত্তণ শ্রবণ ইচ্ছায় আসিয়া বাবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বাবা সেদিন বাবার প্রথমে নদীয়া-বিহারীকে আহবান করার পরই মধুরস্বরে ভাবের সহিত গাহিতে লাগিলেন—

"জয় জয় জয় জয় বিজয় ভৈরব ভব শম্ভো,
জয় শম্ভো শিব শঙ্কর শিব শম্ভো শিব শম্ভো।
জয় বিশ্বেশ্বর নিঃশ্বর সর্ব্বেশ্বর শম্ভো
জয় গঙ্গাধর শঙ্কাহর গৌরীবর শম্ভো।
জয় খণ্ডিত বিধুমণ্ডিত জট দিক্ পটধর শম্ভো
জয় সর্ব্বাগম নিগম মন্ত্র মন্ত্রাকার শম্ভো।
জয় সর্ব্ববিজয় সর্ব্বজয় মৃত্যুঞ্জয় শম্ভো,
জয় জয় শিব চন্দ্র পরম মন্ত্রদ শিব শম্ভো।
জয় তাণ্ডবনট পণ্ডিত ভট দণ্ডিত যম শম্ভো
জয় দক্ষান্তক কামান্তক লোকান্তক শম্ভো।।"

শ্রীশ্রীবাবা বুঝি সেদিন
কর্পূরগৌরং করুণাবতারং
সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং,
মহাদেব মহেশ্বরকে হৃদয়ে দেখিতে পাইতেছিলেন, বুঝি বাবা সেদিন বাঘাম্বর পরিধানে বৃষভারোহণে প্রমথনাথকে শিঙ্গা-ডমরু-পিনাক-পাণিকে বব বম্ বম্ ধ্বনির সহিত হৃদয়পদ্মে অনুভব করিতেছিলেন, বোধহয় শিরে শিবজটা মাঝে দ্রবময়ী টল্ টল্, লহর উঠিছে কল কল কল রব শুনিতে পাইতেছিলেন। তাই তিনি আবার গাহিলেন—

"হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া,
শিঙ্গা করিছে ভভভম্ ভভ ভম্ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া।
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,

কোটী কোটী দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাহিয়া ॥
কটি তটে কিবা বাঘেরই ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়েরই মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল,
গরজে গরব মানিয়া ॥
শশধর কলা ভালে শোভে,
নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনেরই ক্ষোভে কেমনে পাইব ভাবিয়া ॥
আধ চাঁদ কিবা করে ঝিকি মিকি,
নয়ন অনল করে ধিকি ধিকি,
প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধর-দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া,
বৃষভ চ'লছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি,
হরিগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল ,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহর উঠিছে কল কল কল,

জটা জুট মাঝে থাকিয়া ।।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজগুণে লহ তারিয়া ।।”

তৎপর বাবা অন্তরমুখ চিত্তে আরও কত হরিগুণগান গাহিলেন। মুগ্ধ পুলকিত হৃদয়ে সেই অফুরন্ত নাম গান শুনিতে শুনিতে সময় জ্ঞান থাকেনা। যখন বাসা হইতে বাহির হইবার সময় রৌদ্রোজ্জ্বল রোয়াকে উপবিষ্ট মীরঘাটের আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সুরেশ্বরানন্দজীকে প্রণাম করি তখন তিনি কোমলস্বরে বলিয়া দেন, “মা, অত রাত্রি করিও না। কাশীর রাস্তায় বড় বড় ষাঁড়, বিশেষতঃ এ আশ্রমের দরজা ৯।।টা রাত্রে বন্ধ হইয়া যায়।” তাঁহার এই সঙ্গত অনুরোধে প্রত্যেক দিনই ভাবি “আশ্রম পীড়া” করিব না, অন্ত নিশ্চয়ই সাধুর অনুরোধ রক্ষা করিব, কিন্তু বাবার নিকট গেলে আত্মার কল্যাণকর এবং ঐ শ্রুতি-সুখকর সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে একেবার সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া যাই। কীর্ত্তন অন্তে প্রত্যহ বাবা স্বহস্তে সকলের হাতে হাতে যখন সন্দেশ দিতে থাকেন, সেও একটী দ্রষ্টব্য দৃশ্য। সেই শতাধিক শিষ্য, শিষ্যা, ভক্ত, আহুত, অনাহুতদের একে একে ভক্তিভরে বাবাকে প্রণাম এবং তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে বাবা ধীরে ধীরে সন্দেশ তুলিয়া দিতেছেন, বাতাসা দিতেছেন—তাহাতেও বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টার অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। বাবা দান করিতে অতিশয় আনন্দ পান। শিশুদের ও বালকদের দেখিলে বাবার সদাপ্রসন্ন আনন আরও অধিকতর প্রফুল্ল হইয়া উঠে। করনীবাদ আশ্রমে

কীর্ত্তন অন্তে প্রত্যেকদিন যখন ভক্তমায়ীগণ বাবাকে পূজোপকরণগুলি লইয়া প্রণাম করিতে আসেন তখন ঐ স্থানে যতগুলি বালক বালিকা উপস্থিত থাকে বাবা প্রত্যেকেরই হস্তে সহাস্য আননে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া থাকেন এবং কখনো কখনো তাহাদের হস্তে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেল্‌না প্রদান করেন।

---

## পুনরায় কাতুমার গৃহে।

সেদিন আঠার বাড়ী হাউসে পৌছিয়া দেখিলাম বাবার গৃহদ্বার রুদ্ধ। যদিও দ্বিপ্রহরটি সকলেরই বিশ্রাম সময়, কিন্তু ঐ সময়টিও বাবা বিশ্রামের অবসর পান্ না। উপদেশপ্রার্থী জনমণ্ডলীর নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেও ঐ সময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্যশিষ্যাদিগের নিকট স্বহস্তে পত্র লিখিতে হয়। প্রত্যেক দিন প্রায় ১৫।১৬ খানা খামে এবং পোষ্টকার্ডে বাবা পত্র লিখিয়া থাকেন। সমস্ত কাজই বাবা নিজ হাতে করিতে পছন্দ করেন। এখানে-তো বাবা একাকীই আসিয়াছেন, কিন্তু করণীবাদ অশ্রেমে যেখানে বাবার হাত হইতে মাসিক তিন হাজার, সাড়ে তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়, সেখানেও বাবা নিজের যাবতীয় কাজ সমস্তই স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাবা যখন ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া বামস্কন্ধোপরি একটিপূর্ণ-কুম্ভ লইয়া বাম হস্তে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে আর একটী জল

পূর্ণকুম্ভ লইয়া গৃহে যান, বায়ুতে তাঁহার গৈরিক অঞ্চলখানি উড়িতে থাকে, শ্রমে বদনখানি ঈষৎ রাঙ্গা হইলেও সেই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি, লঘুপদক্ষেপ দেখিতে বড় ভাল লাগে। এইরূপ স্নানের জল, পূজার জল, রন্ধনের জল প্রায় ছয় কলস, আট কলস প্রত্যহই বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার শয়ন গৃহ পরিস্কার, স্নানান্তে স্বীয় বস্ত্রাদি ধৌত, স্বহস্তে রন্ধন, এমন কি তাঁহার বাসনগুলিও তিনি স্বহস্তে মার্জ্জন করিয়া থাকেন। "আপনি আচরি কর্ম্ম জীবেরে শিখায়"— এমনটী না হইলে এ গদিতে মানাইত কি? বহু আজ্ঞাকারী অনুরক্ত ধনী শিষ্য, সেবকাদি থাকা সত্বেও যাঁহার গুরুদেব একসময় তপোবনে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্বীয় হস্তে সরাইয়া তপোপাহাড় উঠিবার রাস্তা প্রস্তত করিয়াছেন, ইন্দারার লাঠা ভাঙ্গিয়া গেলে মিস্ত্রি ডাকাইবার পূর্ব্বেই সেই অতিশয় শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি যিনি অতি মনোযোগ সহকারে অনায়াসে স্বীয় হস্তে সম্পাদন করিয়াছেন, খড়মের বোলেটী খসিয়া গেলে পর্য্যন্ত যিনি অপরকে না বলিয়া নিজ হস্তে উহা উত্তমরূপে লাগাইয়া লইয়াছেন, তাঁহারই হাতে গড়া. তাঁহার গদি প্রাপ্ত জনের এই প্রকার হওয়াই স্বাভাবিক ও শোভন নয় কি? বাবার কর্ম্মকালে যদি কোন অনুরক্ত ভক্ত নিকটে থাকে এবং ঐ কার্য্য করিতে চায় তাহা হইলে বাবা শান্ত ধীর স্বরে তাহাকে বলেন, "কেন পূর্ব্বে গুরুদেব থাকিতেও আমি এসকল কাজ নিজেই করিতাম? বিশেষতঃ যতদিন দেহে শক্তি আছে ততদিন নিজের কার্য্য নিজে নিজে করাই ভাল।"

বাবার কথা একবার মনে উদয় হইলে বা লিখিতে লাগিলে সব কথা বিস্মৃত হইয়া যাই। যাহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম

তাহা হইতে কত দূর আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এখন যথা স্থানে ফিরিয়া যাই। ঐ দিবস আঠার বাড়ী হাউসে পৌছিয়া বাবার গৃহদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সাবিত্রী দিদির নিকট গেলাম। তিনি তখন প্রস্তুত হইয়া কাতুমার গৃহে নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন। তখন বেলা ২।।০ টা, আমিও সাবিত্রী দিদির সঙ্গ লইলাম। দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত গাড়ীতে গিয়া নৌকায় উঠা হইল। রৌদ্রোজ্জ্বল ধরণী, সুনীল গগন, প্রশান্ত স্থির গঙ্গাবক্ষ। উহাতে নীলাকাশের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষে পাল তুলিয়া বৃহদাকার নৌকাগুলির মন্থর গমন, এপারে ঘাটে ঘাটে অত বেলাতেও স্নানার্থীগণের স্নান চলিয়াছে। ঐপারে ব্যাস কাশী। আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানিতে সাবিত্রী দিদিও কয়েকটি গুরুভগ্নি সৎপ্রসঙ্গে মহাউল্লাসে চলিয়াছি কাতুমার ২৫।২৬ নং পাঁড়ে ঘাটস্থিত বাসায়। তথায় পৌছিলে আমাদের দেখিয়া কাতুমা আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করত বসাইলেন ও স্বহস্তে প্রস্তুত বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য গুলি তিনি স্বহস্তেই পরিবেশন করিলেন। আমাকেও তিনি আহার নিমিত্ত অনুরোধ করিরাছিলেন কিন্তু আমার আহার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মাতার হস্ত হইতে সামান্যই প্রসাদ লইলাম। সেদিনও ঐগৃহে অনেকগুলি ভক্ত মায়ীর সমাগম হইয়াছিল। নির্ম্মলা দিদি যদিও স্বপাক ব্যতীত আহার করেন না, তবুও সংবাদ পাইয়া এই ভক্ত সম্মিলন দেখিতে আসিয়াছেন। সকলের আহারান্তে একত্রে বসিয়া কিছুক্ষণ সদালাপে সময় অতিবাহিত হইল। একটি স্থূলকায় শুভ্রকেশ, বৃদ্ধামায়ী আমাকে বলিলেন, এইসকল হংসীদের মধ্যে আমি বক। কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম এমায়ীও সাধনপরায়ণা। এখানকার

সকলের মধ্যেই যেন আমি কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাইতেছি। একদিন বাবার চৈতন্যভাগবৎ পাঠ কিছু সকাল সকাল হওয়ায় আমি কেদার নাথের আরত্রিক দর্শন করিব ইচ্ছা করিয়া ঐস্থানে গিয়াছিলাম। আরত্রিকের কিছু বিলম্ব আছে শুনিয়া নিম্নে কেদারঘাটে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতেছিলাম। দুইটি বালিকা আসিয়া আমার নিকট বসিল ও আমার জামার হাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত একটি ব্রূচ দেখিয়া তাহাদের সরল অন্তঃকরণের যতখানি জ্ঞান, প্রাণ খুলিয়া সুন্দররূপে বর্ণিত করিল। বলিল এই সাধু খুব বড়। ইহার মূর্ত্তি বহু ঘরে ঘরে আছে। বেলুড়ে ইহার প্রকাণ্ড মন্দির আছে। তথায় কত উৎসব হয়, কত লোক তথায় যায়, কত প্রসাদ পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অবাক হইয়া উহাদের কথা শুনিতেছিলাম। খেলাধূলার বয়সেও ইহারা এই বৃদ্ধার নিকট আসিয়া বসিয়াছে ও উহাদের ঐসাধু সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান কত না উচ্ছ্বাস ভরে আমায় শুনাইতেছে। উহারা আমাকে আবার কল্যও যেন ঐ কেদার ঘাটে আসি বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল।

সে যাক, সেদিনও আমাদের সভাটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল এবং কাতুমার স্বাভাবিক মধুর মৃদু বাক্যে বেশ আনন্দ পাইতেছিলাম বটে কিন্তু বাবার চৈতন্যভাগবৎ পাঠের সময় সন্নিকট বলিয়া আমরা কাতুমার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় হইয়া পুনরায় নৌকাযোগে আঠার বাড়ী গৃহে বাবার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

---

# স্বামী তুরীয়ানন্দজীর কীর্ত্তন

রাত্রে বাবার কীর্ত্তন প্রত্যহই শুনিতেছি। একদিন কীর্ত্তন কালে স্বামী তুরীয়ানন্দজী নামক এক বাঙ্গালী সাধু বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে আসিয়া তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে দুইটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একটি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর স্তুতি গান এবং আর একটি কীর্ত্তন এই—

"তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু।
তুমি মধুর নিঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ বঁধু।
(আমার সকলি তুমি) (বঁধু হে আমার সকলি তুমি )
(আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বঁধু হে আমার সকলি তুমি)
( আমার সাধন ভজন, তুমি হে আমার সকলি তুমি )
কিবা মধুর সঙ্গীত, মধুর মূরতী মধুর মধুর হাস।
কিবা মধুর চলনি, মধুর চাহনি, মধুর মধুর ভাষ।
(রূপের কি মাধুরী ) ( মরি মরি রূপের কি মাধুরী )
মধুর প্রেমের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়,
ঐ নাম শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে
প্রাণ মধু হয়ে যায়।
( বিশ্ব হয় মধুময় ) ( নিখিল বিশ্ব হয় মধুময় )
( সকলি মধু ) ( তখন যা দেখি তাই সকলি মধু )
( তখন যা শুনি তাই সকলি মধু ) (তখন যা বলি তাই সকলি মধু )
তখন তুমিও মধু, আমিও মধু, যা দেখি তাই সকলি মধু॥

তখন অনল অনিলে জলে মধু-প্রবাহিনী চলে মেদিনী হয় মধুময়,
মধুবাতা ঋতায়তে মেদিনী হয় মধুময়।
মধু সিন্ধু উথলে যে মেদিনী হয় মধুময়,
তখন মধুমৎ পার্থিবং মেদিনী হয় মধুময়,
তখন মধুকণা ধূলিরেণু মেদিনী হয় মধুময়,
তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে
মধুর মধুর ধ্বনি হয়॥
বলে মধুরম্ মধুরম্ মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
বলে মঙ্গলম্ মঙ্গলম্ মধুর মধুর ধ্বনি হয়,
বলে সত্যং শিবং সুন্দরম্ মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
তখন যে কথা পশে শ্রবণে, যে রূপ ভাতে যেখানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর।
তখন কটু কথা মিঠে লাগে স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর,
তখন গালিও যে মধু লাগে স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর,
তখন বজ্রনাদ কুহুধ্বনি, গুরু সোম রাহু শনি
মধুরসে সকলি ভরপুর॥
( বিশ্ব মধু হয়ে যায়, তোমার ঐরূপে নয়ন দিলে
বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়, মধু রসে সকলি ভরপূর॥)"

তাই বুঝি কবি বলিতেছেন—

"তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন প্রভাময়॥
তুমি অমৃত বারিধি হরি হে, তাই তোমারি ভুবন ভরি হে,
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে, মধুর লহরী বয়॥"

তুরীয়ানন্দজীর কীর্ত্তনটি যেমন সুন্দর তেমনি সাধুরও অতি মধুর কণ্ঠ। বাঁশির মত মিষ্ট মধুর স্বরে যখন ঐ "তুমি মধু" সঙ্গীতটী তিনি গাহিতেছিলেন, তখন বাস্তবিকই যেন মধু বর্ষণ হইতেছিল। সাধু ঐ গীতটী দুই তিনবার গাহিয়া ভক্তহৃদয়ে অমৃতের লহর বহাইয়া যখন নীরব হইলেন, তখন কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। সঙ্গীতটী থামিলেও হৃদয়ে হৃদয়ে ঐ রেশ তখনো চলিতেছিল। সাধু বিদায় কালে দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে বাবাকে নমস্কার পূর্ব্বক যখন বিনীত ভাবে "কৃপা রাখিবেন" বলিলেন, তখন বাবাও তাঁহার হস্তে প্রসাদ বলিয়া অনেকগুলি সুমিষ্ট সুপক্ক ফল প্রদান করিলেন। আমিও সাধুর হস্তে আমার রচিত "কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ", "কৈলাশপতি," এবং "মহাতাপস" গ্রন্থগুলি নমস্কার পূর্ব্বক দিলাম। তিনি বলিলেন—"সেবার কলিকাতায় ৺শিব প্রসন্ন ঘোষের গৃহে শ্রীশ্রীহংসমহারাজ থাকা কালীন বৃহৎ সভাগৃহে তাঁহার চরণ তলে বসে আমি আপনার নিকট এই গ্রন্থগুলি চেয়েছিলাম কিন্তু সেদিন পাই নাই, আর আজ আমি না চাহিতেই আপনি নিজে থেকে আমাকে বইগুলি দিলেন।" পুনরায় আর একদিন কীর্ত্তন-সভায় এসে আমাদের এইরূপ আনন্দ দান করবেন" অনুরোধ করিয়া নমস্কার করায় তিনিও নমস্কার করিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন। আমার মত তাঁহার ঐ সঙ্গীতের ধ্বনি বুঝি তখনও অনেকেরই হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছিল।

---

# বাবার ভাণ্ডারার আয়োজন

সেদিন ৩১শে ডিসেম্বর, সোমবার। বাবা কল্য বৃহৎ ভাণ্ডারা দিবেন। প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তির নিমন্ত্রন হইয়াছে। বাবার শিষ্য ও শিষ্যাগণ বাবার এই ব্যাপারে 'তনু মন' দিয়া খাটিতেছেন। আমিও শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর মত খাটিয়া সাহায্য করিবার মত অভিপ্রায়ে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আঠার বাড়ী হাউসে চলিলাম। সঙ্গে দ্বারবান ও সঙ্গিনীদ্বয়। বাবার রুদ্ধ গৃহদ্বারে প্রণামান্তে মুক্ত ছাদে দিদিদের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। দিদিদের সহিত শাক বাছিতে, মটর শুটি ও আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য সাবিত্রী দিদি তৎক্ষণাৎ আমাকে বসিতে আসন আনিয়া দিলেন। কিন্তু নিজে তিনি বসিয়াছিলেন মাটিতে। সেবাপরায়ণা এই দিদির বিরুদ্ধে একদিন আমি বাবার নিকট নালিশ জানাইয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম—"বাবা, কিছু বয়োকনিষ্ঠ হইলেও দিদি কেন আমাকে এমন করিয়া সর্ব্বদা সেবা করিবেন? বিশষতঃ দিদি জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এই ঋণ পরিশোধ জন্য আমার কি আবার আর একটী জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে?" তিনি মৃদু-স্বরে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ওই হয়ত ঋণ পরিশোধ করছে।" সে থাক্, নিভাননী দিদি, বঙ্গলক্ষ্মী দিদি, জজ সাহেবের কন্যা বিদুষী সীতা, দৌহিত্রী সান্ত্বনা প্রভৃতি সকলেই সেদিন কর্ম্মে রত। বড় বড় ডালা পরিপূর্ণ বিবিধ আনাজ দ্বারা ছাদ প্রায় ভরা।

দ্বিতলে বাবার বৃহৎ কক্ষটীর সম্মুখে বারান্দা, তাহার অর্দ্ধাংশ পার্টিশন দেওয়া। ঐ স্থানেই বাবা তাঁহার জন্য স্বহস্তে কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লন। অপরাংশ তিনটী বৃহৎ কক্ষে পাটনা হাইকোর্টের পেনশান প্রাপ্ত বৃদ্ধ জজ সাহেব শ্রীযুক্ত স্নবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বস্ত্রীক থাকেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী নীলা দিদি, তুইটি কন্যা, দৌহিত্রী ও ক্ষুদ্র দেড় বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র বাস করেন। সাবিত্রী দিদি কয়েক দিন হইল কাশী আসায় তিনিও ঐ একটি গৃহে রহিয়াছেন। জজ সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা সীতা দেবী যেমন শিক্ষিতা তেমনি নম্র স্বভাবা। আমি যে দিন দ্বিপ্রহরে বাবার নিকট যাইতাম বাবার ইঙ্গিতে ইঁহাদের সেবাযত্নের অবধি থাকিত না। ৪ ঠা পৌষ, ১৯ শে ডিসেম্বর বুধবার, পূর্ণিমা তিথিতে বাবার গৃহখানিতে ৺ সত্যনারায়ণ পূজা হইয়াছিল। বাবার কোন কাজই সংক্ষেপ নয়; পূজোপকরণ ও নৈবেদ্যাদিতে গৃহখানির প্রায় অর্দ্ধেক পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পট্ট বস্ত্র পরিহিতা জজ গৃহিণী নীলা দিদি সেদিন ৺ নারায়ণ পূজার কার্য্যগুলি অতি স্নন্দররূপে করিয়াছিলেন। রংপুরের জমিদার স্বর্গীয় গোবিন্দ প্রসাদ সেনের সহধর্ম্মিনী নিভাননী দিদি বাবার সঙ্গেই ৺কাশী আসিয়াছেন। তিনি এই আঠার বাড়ী হাউসের সান্নিধ্যে নিজের গৃহে রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইনিও বাবার শিষ্যা। ইনিও প্রত্যহ নিজ গৃহ হইতে ২।৩ বার করিয়া বাবার নিকট আসেন এবং যতটুকু সেবা তাঁহার দ্বারা সম্ভব নীরবে করিয়া যান। এমন কি বাবা যে স্বপাকে আহার করেন তাঁহার চুলাটি পর্য্যন্ত দিদি স্বহস্তে জ্বালাইয়া দেন। এই দিদির তুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ্র প্রসাদ সেন। সে প্রত্যহ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবার সন্ধ্যা বন্দনার সময় উপস্থিত থাকে। আবার অপরাহ্নে বাবা যখন

কেদার ঘাট পর্য্যন্ত পদব্রজে পর্য্যটন করেন, তখন বাম বগলে বাবার সন্ধ্যা আহ্নিকের আসন এবং দক্ষিণ হস্তে বাবার বৃহৎ টর্চ্চ লাইটটী লইয়া সে বাবার সঙ্গে সঙ্গে যায়। শ্রীমান ভূপেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সত্যেন্দ্র প্রসাদ সেনকে দেখিয়াছি করুণীবাদ আশ্রমে। সেও দিবসের অধিকাংশ সময় বাবার নিকটে থাকে। যখন বাবা প্রাতে নয়টার সময় কীর্ত্তন করেন তখন সে বাবার অন্যান্য দোহাঁরদের সঙ্গে "হরিমণ্ডপে" ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করে। রাত্রে বাবার কীর্ত্তনকালে সাড়ে নয়টা হইতে সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত সে প্রত্যহ বাবার নিকট থাকে। আবার অপরাহ্নে বাবা যখন ৯।১০ বার "নর্ম্মদা কুণ্ড" পরিক্রমা করেন তখনও এই ভক্ত ছেলেটী বাবার অন্তরঙ্গদের সহিত "নর্ম্মদাকুণ্ড" পরিক্রমা করিয়া থাকে। সন্তানটী বেশ উৎসাহ যুক্ত। পিতার অভাবের পর হইতে ইহারা দুই ভ্রাতা মাতার সহিত নিরামিষ পাকে আহার করে। মাথায় তৈল ব্যবহার করে না। বাবার জন্মোৎসবের সুন্দর ফটোখানি এবং বাবার অন্যান্য ফটোগুলি আমার অনুরোধে শ্রীমান সত্যেনই আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। বাবার ভাণ্ডারার জন্যে নীভাননী দিদি সেদিন ত' নানাবিধ কার্য্যে ব্যাস্ত রহিবেনই, ইহা ব্যতীত এই রেশনের দিনে এই বিদেশে বহু আহার্য্য দ্রব্য যোগাইয়া দিদি আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। দোষের মধ্যে দিদি বড় স্পষ্টভাষী। ৮ই মাঘ আমার দীক্ষা গ্রহণের তারিখে আমার একটী কর্ত্তব্যের ত্রুটি দৃষ্টে দিদি আমায় যা বকাবকি করিয়াছিলেন! বাস্তবিক এই মত কর্ত্তব্যপরায়ণা, সেবা কুশলা, বুদ্ধিমতী, ঠিক জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত দিদিটীকে আমার বড় ভাল লাগে।

৪টা বাজিলে প্রত্যেক দিনের মত বাবার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল।

আমরা গিয়া বাবার নিকট বসিলে বাবা শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ পাঠান্তে ভ্রমণ জন্য কেদার ঘাট চলিলেন। ৺কেদার নাথের আরত্রিক, ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন, অহল্যাবাঈ ঘাটে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া গৃহে ফিরিতে বাবার প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিলম্ব হইবে, এই অবসরে নিভাননী দিদি বাবার গৃহখানি পরিষ্কার পূর্ব্বক কীর্ত্তনের নিমিত্ত সজ্জিত করিতে মনোযোগী হইলেন।

---

# মৃণাল দিদির সঙ্গীত

এই যে দুইঘণ্টাকাল ব্যাপী বাবার অনুপস্থিতি, ইহারও প্রত্যহ আমরা সদ্ব্যবহার করিতাম। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ নিমিত্ত প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই বহু ভক্তমায়ীর সমাগম হয়; ইহা ব্যতীত বাবার শিষ্যাগণ, আমার গুরুভগ্নীদেরত কথাই নাই। আমার গুরুভগ্নী বৃদ্ধা মৃণাল দিদির বিষয় অদ্য কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সংসারে বীতরাগ, সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত, গুরুভক্তি-পরায়ণা মৃণাল দিদি বহুবৎসর পূর্ব্বেই কলিকাতায় স্বামী, পুত্র, গৃহ, ধন ঐশ্বর্য্যাদি রাখিয়া করণীবাদ আশ্রমের পার্শ্বে "বিশুদ্ধ নিবাসে" আসিয়া শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। তথায় গুরু সান্নিধ্যে, সাধন ভজনে দিদির বেশ আরামেই দিনগুলি কাটিতেছিল। কিন্তু কালের কঠোর নিয়মে যখন ১৯৪৪ সালে শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাপ্রস্থান করিলেন, তখন সেই কৃষ্ণশূন্য

বৃন্দাবনে আর দিদি থাকিতে পারিলেন না, কাশীবাস নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া আসিলেন। ইনি প্রত্যহই বাবার নিকট আসিয়া থাকেন। অন্যান্য গুরুভগ্নিদের নিকট শুনিলাম দিদি নাকি চমৎকার শ্রীগুরুস্তোত্র গান করিয়া নিজে নিজেই আনন্দে বিভোর হন। তাই সেদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা, দন্তহীনা, সদা সহাস্যবদনা দিদি আমার প্রস্তাবে বহুপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেও পরে আমিই জয়ী হইলাম। ভক্তি গদগদ চিত্তে, টানা সুরে, মুদ্রিত নেত্রে দিদি যে সঙ্গীত দুইটী গাহিলেন তাহা খুবই ভাল লাগিল। সেই জন্য উহা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। অতি তন্ময়তার সহিত প্রথমে দিদি গাহিলেন—

"দিন তোমার আনন্দে যাবে জপ্‌লে গুরুর নাম
জপ জপ গুরু নাম।
গুরু সেবায় মোক্ষ মিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম,
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু শিব রাম,
গুরুই কাশীধাম।
মেঘ বরণ, মুরলী মোহন, বংশী বদন শ্যাম,
যমুনা পুলিনে বসে বসে জপেন 'গুরুনাম ॥
সার কর সৎগুরুর বাক্য মিট্‌বে মনস্কাম,
আপন ঘরে আপনি বসে দেখ্‌বে আত্মারাম।
জপ জপ গুরু নাম ॥"

শ্রবণ স্পৃহা আরও বাড়িয়া গেল। পুনরায় আমরা অনুরোধ করায় দিদি ভক্তিভরে গাহিলেন—

"গাওরে আনন্দে আজি প্রাণভরে গুরু নাম।
ভব তাপ থাকিবে না, পূরিবে রে মনস্কাম॥
হিংসা দ্বেষ পরিহরি, মহামন্ত্র সার করি,
গুরু-পদ হৃদে ধরি, যাও সবে নিত্যধাম॥
গুরু ব্রহ্মা মহেশ্বর, গুরু বিষ্ণু পরাৎপর,
গুরুই বিশ্ব চরাচর, ভজ তাঁ'রে অবিরাম॥

সঙ্গীত অন্তে সেদিন আরও অনেক সৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হইল। নির্ম্মলা দিদির নিকট শ্রুত কয়েকটা কথা দিদিদের শুনাইলাম। নির্ম্মলাদিদি সেদিন বলিয়াছিলেন "নানা স্থান না ঘুরিয়া, নানা জনের কথায় মনকে উদ্বেলিত না করিয়া মনকে সতত অন্তরমুখী করিতে হইবে। ভিতরেই সব আছে, কেবল অনবরত অন্বেষণ করিতে হইবে। নিবিষ্ট চিত্তে খুঁজিলেই সন্ধান মিলিবে। সর্ব্বদা বিবেককে জাগ্রত রাখা ও বিচারপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। মনের কোন্ দিকে গতি সতত উহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যখনি মন অন্য বিষয়ে বা নিম্নদিকে যাইবে তখনি তীব্র কশাঘাতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এইরূপ সদাকাল পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে মনের গতি উর্দ্ধমুখী হইবে।"

তৎপর আনন্দময়ী মাতার কথা উঠিল। ১৩৩৫ সালে ১৬ই ফাল্গুনে দেওঘর বেলাবাগানে নির্ব্বাণমঠে মাতা আসিয়া কয়েকদিন থাকা কালীন আমাকে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই দিদিদের শুনাইলাম। মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"বৈরাগ্য তীব্র ও স্থায়ী হয় কিসে?"

উ। "সাধুসঙ্গ হইতে।"

প্র। কি প্রকারে ভব ব্যাধি মুক্ত হইব?

উ। গুরুদত্ত ঔষধ সেবন কর, তা'হলেই ভব ব্যক্তি মুক্ত হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে যেন কুপথ্য না করা হয়। কুপথ্য করিলে ঔষধে তাদৃশ সুফল হয় না।

মা বলিয়াছিলেন, "আসক্তিতেই দুঃখ, মুক্ত হও। মন সদাই আনন্দ চায়। সে আনন্দ ব্যতীত ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। সেই জন্যই সে এদিক ওদিক ধাবিত হয়। কিসে যে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান না পাওয়ায় কিছুদিন ঐটী নাড়াচাড়া করিয়া মন সে বিষয়টী ত্যাগ করত অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়। কিন্তু মন একবার প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাইলে তাহাতেই ডুবিয়া যাইবে। তন্ময়তাই আনন্দ।"

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতাকে আমি বলিয়াছিলাম—"মা দেহ-মন সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়া দিউন। আপনার শ্রীহস্তখানি বেশ করে আমার দেহে বুলিয়ে দিউন মা"। মা বলিলেন—"তিনি সব সময়ই হাত বুলাচ্ছেনই। উহা অনুভব করিবার চেষ্টা কর। চেষ্টা করিলেই অনুভূত হইবে।

প্র। মা, কিসে মন সম্পূর্ণ শান্ত নিস্তরঙ্গ হইবে।

উ। একে মন দিলে। মনের ধারা সতত একমুখী কর। তাহা হ'লেই মনের তরঙ্গ থেমে যাবে। মা, এক ব্যতীত ত দুই নাই? ব্যাধিও জানিও তাঁরিই রূপ। হয় 'তুমি তুমি', (তুঁহু) নয় "আমি আমি,' সোঽহং বলিতে থাক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুধাংশু মোহন মাতাকে প্রণাম করিলে আমি তাহার পরিচয় দিলাম, বলিলাম, "মা, এ আমার ভাই। মাতা সহাস্য মুখে উত্তর দিলেন—"মা, এসংসারে সবাই ত ভাই।"

হরিদ্বারের লালতারাবাগের মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীমহাদেবানন্দ

গিরিজীও এই কথাটিই একটু অন্যরূপভাবে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিব-ভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্॥"

বাস্তবিক, মনের প্রসারতা বৃদ্ধির সহিত কাহাকেও আর পর বলিয়া মনে হয় না। প্রায় প্রত্যহ সায়াহ্নকালটি গুরুভগ্নীদের সহ এইরূপ নানা সৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দে কাটিয়া থাকে।

———

# ৺কাশীতে বাবার ভাণ্ডারা

সেদিন ৪টা রাত্রেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ধ্যান কালে একখানি সুপরিচিত কমনীয় পবিত্রমূর্ত্তি হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিল। ঈষৎ নীলাভ আলোকে মণ্ডিত, খঞ্জনী হস্তে গৈরিকবেশ, গোমুখী আসনে বসা কৃষ্ণকেশদাম উভয় গণ্ডের পার্শ্বদিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কণ্ঠে তিন চারিটি মালা দুলিতেছে, ললাট দেশ ত্রিপুণ্ড্র শোভিত, মধ্যস্থলে রক্ত চন্দনের ফোটা, শ্রীভগবৎ প্রেমে চিত্ত গদ্‌গদ্ মাতোয়ারা, মুখে অবিরাম নাম-ধ্বনি। সেই সুন্দর নেত্র যুগল অন্তর রাজ্যে কি যেন সুধার সাগরের সন্ধান পাইয়াছে। তাই এজগতে পার্থিব পদার্থ নিচয়ে এত তীব্র উদাসীন! মানস নেত্রে বেশ করিয়া ঐ শ্রীমূর্ত্তিটী দেখিয়া লইলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন

"নাম, নামী, নামদাতা এ তিন একই জানিও।" মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্ট ইহাতে প্রভেদ নাই, ইহাই তাঁহার শ্রীমুখে বরাবর শুনিয়া আসিয়াছি। তাই আজ বিনাক্লেশে, বিনা আয়াসে, এই পবিত্র মূর্ত্তির আবির্ভাবে মনে বিচার পূর্ব্বক দেখিলাম আমার গুরুদেবের স্নেহের পুত্তলি তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী তাঁহারই প্রতীক,—যদি বিনা আয়াসে তাঁহার এরূপভাবে হৃদয়-মন্দিরে দর্শন পাই তবে ক্ষতি কি? অতি নির্ম্মল আনন্দে হৃদয়টী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাত্যহিক কার্য্যান্তে উল্লসিত প্রাণে কিছুক্ষণ অবধি নিজ মনে ভজন গহিলাম —

"তুই পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্
হৃদয়-দেউল মাঝে,
ভক্তি-প্রেমের ধূপটী পোড়াস্
নিত্য সকাল সাঁঝে।

পাইবি যে দিন দুঃখ ব্যথা,
দেবতার পায়ে নোয়াস্ মাথা,
বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক্ প্রভু"
আমার জীবন মাঝে ॥

তুই আপনাকে তাঁ'র ভৃত্য ভাবিস্
তাঁরেই করিস্ রাজা,
তাঁ'র তরে তুই আসন বিছায়ে
ফুলের ডালা সাজা ॥

তবু যদি তাঁ'র দেখা নাহি পাস্
চোখের জলে বেদনা জানাস্,
বলিস্ "হে প্রিয়, তোমারই তরে,
এ দেহ পরাণ আছে ॥

পুনরায় গাহিলাম—

"এই দীর্ঘ প্রবাস রজনী আমারে
ডুবায়ে রাখিল তিমিরে ।
প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিল না মিহিরে ॥
কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি,
কেন আসিয়াছি, গেছি পাসরিয়া ।
যদি জাগিতেছ প্রভু, মানস মন্দিরে,
তবে লয়ে চল আলো বিতরিয়া ॥"

আবার গাহিলাম—

"এস হে এস সজল ঘন,
বাদল বরিষণে,
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে ॥
এস হে গিরি শিখর চুমি,
ছায়ায় ঘিরি কানন ভূমি,
গগন ছেয়ে এস হে তুমি
গভীর গরজনে ।

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন
পুলক ভরা ফুলে,
উছলি উঠে জল-কলরব
নদীর কূলে কূলে ॥
এস হে এস হৃদয় ভরা,
এস হে এস পিপাসা হরা,
এস হে আঁখি—শীতল করা,
ঘনায়ে এস মনে ॥"

তৎপর বাবার ভজনগুলি একে একে মনে জাগিতে লাগিল। ঐগুলির স্থর এবং কথা এতই প্রাণস্পর্শী যে কয়েকটী এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"এস সান্ধ্য রবির মলিন কিরণে
গগনের পথে ভাসিয়া,
এস জ্যোৎস্না প্লাবিত পূর্ণিমা রাতে
নীল অম্বরে হাসিয়া।
এস স্নিগ্ধ উষার ফুলটীর মত
বায়ু ভরে দেহ দুলায়ে,
এস নির্ঝর পাতে, ঝর ঝর সাথে,
জগৎকে দাও মাতায়ে ॥
এস কোকিল কাকুলি কূজিত কাননে
বাহিয়া সোনার তরণী।
এস শেফালির মত পবিত্র চিতে
পুণ্য করিয়া ধরণী ॥

## কাশীর স্মৃতি

এস সিন্ধু পারের সুরভী লইয়া
ভরে' দাও বায়ু গন্ধে
এস কুসুমের মত ফুল্ল বদনে,
গান গেয়ে নব ছন্দে ।
এস বরষার মত বারিপাত করি
আমার হৃদয়ে লুটিয়া,
এস হৃদয় তন্ত্রে, নূতন মন্ত্রে,
নব রস রাগে ফুটিয়া ॥
এস শুভ্র দীপ্ত জলদের মত
ভাসিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে।
এস কিরণ হসিত নীলিমার গায়ে
উজলিয়া মম কুঞ্জে ॥
এস নন্দন শোভা, নিন্দিত করি
সুষমা মাখিয়া অঙ্গে ।
এস পারিজাত মালা, কণ্ঠে ছুলায়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে রঙ্গে ॥
এস কাঙ্ক্ষিত, চির বাঞ্ছিত,
মম হৃদয়ের সুখ-শান্তি,
এস মঙ্গল লয়ে, সুন্দর হয়ে
কবিতার ছবি কান্তি ॥
এস চপলার মত, চঞ্চল হয়ে,
ক্ষণেকের তরে চমকি,

এস তৃণক্ষেত্র দিয়া, ত্বরিত চরণে
পথিক সকলি থমকি ॥
এস চন্দন রসে চর্চ্চিত হ'য়ে,
দেবদারু গাছ পরশি,
এস শ্রান্তিহারিণী, নিরস হৃদয়ে,
করুণার ধারা বরষি ॥
এস তারকা খচিত, মাধবী নিশায়,
বন-বিথীকায় বিহরি,
এস পুষ্পিত পথে, পরশ পাইয়া
উঠুক যুথিকা শিহরি ॥
এস অরুণ আলোকে, মণ্ডিত তনু,
সোহাগে হরষে মাতিয়া।
এস পুষ্পগুচ্ছে নমিত লতাটী,
বকুলের মালা পরিয়া ॥

এক দিবস করণীবাদ আশ্রমে বাবা D.L.Ray এর রচিত এই গীতটী বড় সুন্দর সুরে গাহিয়াছিলেন—

"এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত তব প্রেম সুধারস দানে ॥
বন আকুল বনফুল গন্ধে, বন-মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে,
বহে শিহরি পবন মৃদুমন্দ,
গাহে আকুল কোকিল কুহু কুহু তানে।
একি জ্যোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী একি পাণ্ডুর তারা পুঞ্জ;

একি সুন্দরী নীরব মেদিনী, একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ ;
বসে আছি পাতি মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল,
এস হে প্রিয় হে চির বাঞ্ছিত ।—
—মম প্রাণ অধীর প্রবোধ না মানে ॥”

বাবা যখন এই সঙ্গীতটী গাহিতে থাকেন, তখন আমার এই গীতটী মনে জাগে—

“এসো, প্রিয় এসো, হৃদয় আবরি তোমায় রাখি হে।
এসো নিধি এসো, আরো কাছে এসো,
আঁখি পাশে এসো, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি হে !
এসো প্রফুল্ল ফুলদল সঙ্গ, মলয় মারুত শত অঙ্গ,
এসো আবরি সকল অঙ্গ, হৃদয় মাঝে রাখি আঁকি হে ॥”

যদিও মনটী ভরপূর, কিন্তু ৭টা যে বাজিয়া গিয়াছে ? পূর্ব্ব গগন অনেকক্ষণই পরিস্কার হইয়া গিয়াছিল, গঙ্গার অমল বক্ষ উষার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠায় হুঁস হইল। আজ যে গৃহে কাহারো কোন কর্ম্ম নাই, বাবার গৃহে নিমন্ত্রণ ? সকলকে লইয়া স্নানের বস্ত্রাদি লইয়া চলিলাম দশাশ্বমেধ ঘাটের পানে। শীতলা মন্দিরের নীচে গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত সোপানোপরি কাঠের পাটাতনের উপর মৃগচর্ম্মোপরি গোমুখী আসনে বৃহৎ বাঁশের ছাতার নিম্নে পূর্ব্বাস্যে বাবা প্রত্যহের মত জপ, পূজা, পাঠে নিযুক্ত। শিষ্য-শিষ্যাগণ পূর্ব্ববৎ দুইধারে নীরবে উপবিষ্ট। ঘাটের এধারে ওধারে অগণিত নর-নারী স্তোত্র পাঠের সহিত গঙ্গাস্নানে নিরতা। আমি নামিয়া গিয়া বাবার দক্ষিণ দিকে সোপানে উপবিষ্ট হইলে ঐ ঘাটের পাণ্ডা আমাকে একখানি আসন আনিয়া দিল।

নবোদিত রক্তিম বর্ণ স্বর্ণ-কলসের মত সূর্য্যদেব পানে চাহিয়া ভক্ত কবি ৺নবীন সেনের সৌরাষ্টক আবৃত্তি করিলাম—

ওঁ

"পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে
পবিত্র ভাস্কর ওঁ।
নব সমুদিত, বিশ্ব আলোকিত
নমো দিবাকর ওঁ ॥
জগত নয়ন, জগত জীবন
জগত ধারণ ওঁ।
জগত পালন, জগত ধ্বংসন,
নমস্তে তপন ওঁ ॥
তোমার পরশে, ফুটে পুষ্পরাজি,
উপজে প্রস্তর ওঁ।
শোষে সিন্ধুনীর, বরষে বারিদ,
নমো বিভাকর ওঁ ॥
গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত অসংখ্য,
ভ্রমে নিরন্তর ওঁ।
বেষ্টিয়া তোমায়,— দাস উপদাস—
নমো প্রভাকর ওঁ ॥
ঐন্দ্রজালিক— গোলক যেমন,
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ওঁ।
ভ্রমে শত শত, নাহি সংঘর্ষণ,
নমো কি কৌশল ওঁ ॥

হেন সৌর রাজ্য, করি আকর্ষণ,
ভ্রম অনির্ঘাত ওঁ।
সহস্র যোজন . মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
নমো দিননাথ ওঁ ॥
অনন্ত হইতে, ছুটিছ অনন্ত,
অনন্ত গরভে ওঁ।
অনন্ত শকতি, অনন্ত ভ্রমণ,
নমস্তে ভার্গব ওঁ ॥
তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা,
বিশ্ব চরাচর ওঁ।
পাপ বিনাশিয়া, লও পুণ্য পথে,
নমো দিবাকর ওঁ ॥"

বেলা ৯॥০ টার সময় বাবা হোমাদি অন্তে দণ্ডায়মান হইলে ঐরূপ প্রণামের ধুম লাগিয়া গেল। মৃদু হাস্যের সহিত বাবা আমাকে আঠার বাড়ী হাউসে যাইতে বলিলে আমি 'স্নানান্তে যাইব' জানাইলাম। তিনি ত্বরিত পদে দশাশ্বমেধ ঘাটের উচ্চ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করত বাসার দিকে রওনা হইলেন। পশ্চাত পশ্চাত তাঁহার অগণিত শিষ্য শিষ্যা-পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। আমি দক্ষিণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত জন-বিরল একটী ঘাটে স্নানাদি সমাপন অন্তে আঠার বাড়ী হাউসে চলিলাম। ঘাট হইতে উঠিতেই উপরে বাম ধারে কাষ্ঠ দ্রব্যের দোকান দেখিয়া সেখান হইতে একখানি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র বার্ণিস করা টুল এক টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইলাম। বাসায়

পৌঁছিয়া বাবার গৃহদ্বার রুদ্ধ দৃষ্টে আমার ব্যাগ হইতে খাতা পেন্সিল বাহির করিয়া ঐ নূতন টুলখানির উপরে রাখিয়া "৺কাশীর স্মৃতি" লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কখন যে ঐ কার্য্যে গভীর ভাবে মনোনিবেশ হইয়াছে জানিতে পারি নাই। ক্রমে ক্রমে ঐ বৃহৎ ঘরখানি বাবার নিমন্ত্রিতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল তাহা অন্যমনস্ক থাকায় পূর্ব্বে উহা জানিতে পারি নাই। যখন চেতনা হইল তখন লজ্জিত ভাবে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিয়া ব্যাগে আমার খাতা কাগজাদি উঠাইয়া রাখিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত হইলাম। ঐগৃহে কয়েকটী গৈরিক পরিহিতা সন্ন্যাসিনী মাতার সহিত আলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তন্মধ্যে মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র বধু, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র বধুর সেদিন পরিচয় পাইলাম। ইনি প্রত্যহ রাত্রে বাবার কীর্ত্তন শুনিতে আসেন। আজ ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আর একটী গৈরিক পরিহিতা, খর্ব্বাকৃতি, কৃশকায় মাতাজি ছয় বৎসর হৃষীকেশে স্বর্গদ্বারে সাধনা করিয়া সম্প্রতি কাশীধামে আসিয়াছেন। ঐ নির্লোভ সৎসঙ্গী মাতাজীর সহিত বাক্যালাপে তাঁহার হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় পাইলাম। মাতাজী শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "দূর্ব্বাদল" নামক কাব্য গ্রন্থখানি আমাকে উপহার দিলেন। বইখানি অতি উপাদেয়। যদিও দুই একটী কবিতা পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সে লোভ সম্বরণ করিলাম। মাতাজীকে ফল খাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রণামী প্রদান করিলে আমার বহু অনুরোধ সত্বেও তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন—"যদি যশিডীর দিকে কখনো বেড়াইতে

যাই, তবে আপনার "লালকুঠীতে" গিয়া দুই একদিন সৎপ্রসঙ্গে আনন্দ লাভ করিব। অন্য কিছু আমার প্রয়োজন নাই।"

এ গৃহেরই এক কোণে গৈরিক পরিহিতা দুইটী মাতা নীরবে প্রসন্ন বদনে বসিয়া ছিলেন। ইঁহারা দেখিলাম আমার গুরুদেবের সেই উপদেশ পালন করিতেছেন। আমার গুরুদেব বলিতেন—"পাত্রের মুখ ঢাকা থাকিলে অধিক ভাব জমিয়া থাকে। আর যদি পাত্রের মুখ উন্মুক্ত থাকে তবে সব ভাব বাহির হইয়া যায়।" ইঁহাদের সহিত বাক্যালাপে বুঝিলাম ইঁহারা উভয়ে ঐ উপদেশ সম্যক প্রতিপালন করিতেছেন। প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ—ভাবের দ্বারা ইঁহাদের হৃদয়ের শান্তি প্রকাশ পাইতেছিল।

ডাক্তার বিনয় বাবুর স্ত্রী রেবা ভগ্নী তাঁহার নৃত্য গীতে শিক্ষিতা ছোট ছোট কন্যাদের লইয়া আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বাবার নিকট দীক্ষিত। ইঁহাদের প্রদত্ত "বিনয় রেবা" লিখিত সুন্দর পুরু কার্পেট খানিতে বসিয়াই রাত্রে বাবা প্রত্যহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেদিন বহু সৎসঙ্গী মাতা ও ভগ্নির সহিত পরিচয় ও আলাপে অতি আনন্দে সময় অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু আহারের আহ্বান আসায় সকলকেই উঠিতে হইল। যেমন বাবার উদার মন, তেমনিই নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা, আর আয়োজনও বিরাট। পরিবেশনের লোকেরও কোন অভাব নাই। স্বপাকে আহারান্তে নির্ম্মলা দিদিও আসিয়া পরিবেশনে নিযুক্ত হইয়াছেন। অবশেষে দেখি বাবা স্বয়ং পরিবেশন করিতেছেন। আশ্রমে ভাণ্ডারার সময়ও বাবা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া থাকেন। উৎসাহ পূর্ণ, স্নিগ্ধ হাস্যমাখা মুখখানি, ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক পাতে পাতে মিষ্টান্ন প্রদান, গৈরিক অঞ্চলখানি ভূমিতে

লুণ্ঠিত হইতেছে, প্রত্যেকের প্রতি সমান মনোযোগ,—আমি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় বাবা ঐ বারান্দার কার্য্যান্তে আমাদিগের বারান্দায় আসিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। ঐরূপ নানাবিধ উপাদেয় রসনা তৃপ্তিকর আহারের পর উদরে স্থানাভাব হইলেও বাবার হস্তের আহার্য্যের অবমাননা করিতে পারিলাম না। প্রায় পাঁচ ছয় শত ব্যক্তি সকলেই সেদিন আহারে এবং ব্যবহারে পরমতৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১লা জানুয়ারি, "নূতন বৎসরটী" আজ বেশ তৃপ্তি এবং আনন্দের সূচনা দিল।

---

## প্রাতে ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণাদি দর্শন

পর দিবস প্রত্যেক দিনের মত ৫টায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক বারান্দায় গিয়া বসিলাম। ভাগীরথী-বক্ষে সূর্য্যোদয় নিত্য দর্শনেও দর্শনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না ; এতই চমৎকার। সেদিন গঙ্গাবক্ষ প্রথমে কিঞ্চিৎ কুয়াশাবৃত ছিল। গগনমণ্ডল ক্রমশঃ পরিস্কার হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বাকাশ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখনও নিপুণ কারিগর প্রকৃতি-মাতার ললাটে সিন্দুর টিপ পরাইয়া দেন নাই,— দিনমনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঊষা সমাগমে যেমনি দিঙ্মণ্ডল হাসিয়া উঠিল তেমনি নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী-বক্ষে যেন কে ফাগ ছড়াইয়া দিল। কুয়াশা অপসৃত হইয়া গেল, জগৎ জীবন প্রভাকরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের রাজধানী ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম কোলাহলে পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম দিয়া ৺নবীন সেনের "মহাষ্টক" আবৃত্তি করিতে লাগিলাম—

ওঁ

"পবিত্র গগনে, পবিত্র তপনে,
পবিত্র সাগরে ওঁ।
যাঁহার মহিমা, নিত্য বিভাসিত
নমো বিশ্বেশ্বর ওঁ॥

২

ক্ষুদ্র ধরা এই, গ্রহ উপগ্রহ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম ওঁ।
ক্ষুদ্র বিশ্ব তব, অনন্ত সাগরে
নমো নারায়ণ ওঁ॥

৩

শত শত সূর্য্য, সৌর রাজ্যশত
শত সংখ্যাতীত ওঁ।
ছুটিছে অনন্তে, অনন্ত বিদারি,
নমশ্চিন্তাতীত ওঁ॥

৪

অনন্ত দিকেতে, অনন্ত গতিতে,
নিত্য সঞ্চালিত ওঁ!
অনন্ত সঙ্গীতে, অনন্ত প্লাবিত,
নমো জ্ঞানাতীত ওঁ॥

৫

অহো! কিবা দৃশ্য অনন্ত বসুধা,
অনন্ত ভাস্কর ওঁ।
অনন্ত নক্ষত্র, অনন্ত ঝলসি,
নমো জ্যোতীশ্বর ওঁ ॥

৬

দিবস যামিনী, হেমন্ত বসন্ত,
ঋতু বিপরীত ওঁ।
শূন্য বিচিত্রিয়া, নিত্য-বিরাজিত,
নমো কালাতীত ওঁ ॥

৭

নিত্য রূপান্তর, নিত্য স্থানান্তর,
নিত্য গুণান্তর ওঁ।
যাঁর শক্তি বলে, বিশ্ব চরাচর,
নমো শক্তিশ্বর ওঁ ॥

৮

ক্ষুদ্র পুষ্প রেণু, প্রচণ্ড শেখর,
অনন্ত সাগর ওঁ।
যাঁহার অচিন্ত্য শকতি দর্পণ
নমো মহেশ্বর ওঁ ॥”

মহান্ দৃশ্য দর্শনে মহানকেই মনে পড়ে। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর ভাবিলাম কাশীবাসের দিন ত ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে,

সুতরাং অদ্য ৺কাশীনাথ, অন্নপূর্ণাদি দর্শন করিয়া আসি। সকলকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া পথ হইতে পূজার বেলপত্র মালাদি ক্রয় করিয়া লইয়া প্রথমে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গেলাম। একটী ভাল পাণ্ডা জুটিয়া যাওয়ায় বিশ্বনাথ দর্শন, অন্নপূর্ণা মাতা দর্শন, ঢুণ্ডিরাম গণেশাদি দর্শন বেশ বিনা ক্লেশে হইয়া গেল। যদিও সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে যাওয়া ঘটিল না, কিন্তু প্রাতঃকালটী বেশ আনন্দে কাটিল। মীরঘাটে গঙ্গাস্নানান্তে প্রাঙ্গণস্থ মন্দিরের মহাদেবের মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিয়া উপরে আসিয়া কাশীর বড় বড় ছিমের মত মিষ্টি কচি কলাইস্হুটি ভাজার সদ্ব্যবহার করা গেল।

———

## কীর্ত্তন কালে বাবার ভাব সমাধি

তৎপর ৩রা জানুয়ারী ১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা সে আরও অপূর্ব্ব, আরও মধুর, আরও চিত্তাকর্ষক, আত্মার তৃপ্তিপ্রদ মঙ্গলকর। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে প্রথমেই লক্ষ্য করিলাম, বাবার অন্তরমুখ গম্ভীরমূর্ত্তি। অধরে নিত্যকার মত সে মৃদুমন্দ ভুবনমুগ্ধকারী হাস্য রেখা নাই। হল গৃহমধ্যে ও বারান্দায় সকলে যথাযথ স্থানে উপবিষ্ট হইলে এবং কীর্ত্তনীয়াগণ আসিলে বাবা প্রথমে হারমোনিয়াম বাজাইয়া সুউচ্চকণ্ঠে রবিঠাকুরের রচিত এই সঙ্গীতটী গাহিলেন—

"খোল খোল দ্বার, রাখিও না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এস দুইবাহু বাড়ায়ে ॥

কাজ হয়ে গ্যাছে সারা, উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
পথ ছিল যত, জুড়িয়া জগত,
গিয়াছে আঁধারে মিশায়ে।
ধেনু এলো গোঠে ফিরে, পাখীরা ফিরিছে নীড়ে,
আমার যাবার সময় হলো,
লহ নাথ মোরে তুলিয়ে ॥

সঙ্গীতটী শেষ হইলে বাবা হারমোনিয়ামটী কীর্ত্তনীয়া মনোরঞ্জন বাবুর দিকে সরাইয়া দিয়া নিজের খঞ্জনী যোড়া হাতে তুলিয়া লইলেন। রূপার ঐ খঞ্জনী দুখানি দুর্গাদিদি বাবাকে দিয়াছেন। উহার উপরে লেখা রহিয়াছে :—

শ্রীগুরু মুখে হরিনাম,
পান কর অবিরাম ॥"

সেই খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া প্রথমে নদীয়া বিহারীকে আবাহন পূর্ব্বক মধুভরা কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বাবা গাহিলেন—

"কবে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হব।
কৃষ্ণ নাম মুখে উচ্চারিতে কবে
আমি প্রেমনীরে ভেসে যাব ॥

সকল কামনা কৃষ্ণ পদে দিয়ে
বিচরিব সদা কৃষ্ণ গুণ গেয়ে,
( কবে ) কেবল কৃষ্ণ নাম    সঙ্গে সাথী লয়ে
আশা পথ চেয়ে রব,
( ব্রজের পথে চলে যাবো )
কবে, ডাকিলে বিহঙ্গ জিজ্ঞাসিব তারে
ওরে দেখেছ কি যেতে মম চিতচোরে
ত্রিভঙ্গ সে কালা    আছে বাঁশী করে
বলিতে মূরছা যাবো ॥

কবে, ধূলি ধূসরিত    দীন হীন বেশে
কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদে ফিরব দেশে দেশে
কবে আঁখি জলে ছার মান যাবে ভেসে
মোহন বাঁশরী শুনিব ॥
কবে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হব"॥

যখন বাবা গাহিতেছিলেন কৃষ্ণ প্রেম-নীরে ভেসে যাবো, তখন অবস্থার আরো কিছু পরিবর্ত্তন বুঝিলাম—যেন গলাটি কিছু ধরা ধরা, স্বরটি ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বেই কীর্ত্তন শ্রবণে পাটনার অবসর প্রাপ্ত জাজ্ এবং আরো দুই চারটি মাতা ইতঃ পূর্ব্বেই চোখের জলে বুক ভিজাইতেছিলেন। তৎপর দেখিলাম হঠাৎ বাবা পিছন হইয়া নিজের বিছানার উপর মুখ রাখিয়া শিশুর মতন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রমশঃ বাবার দেহে আরও সব সাত্বিক বিকার দেখা দিল। তখন আমাদের অনুরোধে বৃদ্ধ জজ্ সাহেব বাবার নিকট তাঁর

গালিচার উপর আসিয়া বসিলেন। বাবা ভাবাধিক্যে দুইবার তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন ও তৎপর তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িলেন। তখন আমার মনে পড়িতেছিল,

থেকোরে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের পাশে
রাধার প্রেমে গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে॥

সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাব সমাধিতে প্রায় বাবা একঘণ্টা কাল ছিলেন "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।"

কখনো কখনো যখন সামান্য বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে তখন অতি ধীরে মৃদু কোমল কণ্ঠে হরের্ণামৈব কেবলং, হরের্ণামৈব কেবলং, গাহিতেছেন। ঐ সময় তিনি দুই গেলাস জল পান করিলেন; নেত্র দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। বাবার এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দৃষ্টে কোন কোন ভক্ত শিষ্যা ভ্রমপরবশ হইয়া ঐ বাঞ্ছিত অবস্থাকে ব্যাধি ভ্রমে অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু যাঁহারা বোদ্ধা, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বাবার এই মহাপ্রভুর মত ভাবসমাধি দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইতেছিলেন। ঐ গৃহে তখন একটী আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছিল। যতক্ষণ বাবা আমাদের ছাড়িয়া ভাব সমাধিতে মগ্ন হইয়া অন্য জগতে বাস করিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার ভাব অনুসারে বৃহৎ হল গৃহখানি পরিপূরিত করিয়া হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ করতাল সহ কখনো ধীরে, কখনো উচ্চৈস্বরে অবিরাম অবিশ্রান্ত হরিনাম ধ্বনি চলিতেছিল। যে কীর্ত্তনীয়াকে বাবা কাশীতে কীর্ত্তনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি ভক্ত ব্যক্তি এবং নবদ্বীপের লোক; সুতরাং কীর্ত্তন কালে এইরূপ ভাব সমাধি দর্শনে তিনি অভ্যস্ত। যখন কোন কোন স্নেহময়ী মাতা বাৎসল্য ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার ঔষধ প্রভৃতির

ব্যবস্থা দিতেছিলেন তখন কীর্ত্তনীয়া মনোরঞ্জন বাবু মৃদু হাস্য পূর্ব্বক উহা উপেক্ষা করত সুমধুর মৃদু কণ্ঠে গাহিতেছিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

সেই ঈষৎ নীলালোকে মণ্ডিত বাবার স্বর্ণ পুত্তলীবৎ নীরব নিশ্চল দেহখানি দৃষ্টে ভক্তহৃদয়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি জাগরূক হইতেছিল। ধরাধামে এই স্বর্গ, এই বিপুল আনন্দ, এই অপূর্ব্ব দর্শন, ইহা ইহজীবনে কখনো ভুলিবার নয়। আমার বুভুক্ষু অতৃপ্ত অন্তরে এই অবিরাম অবিশ্রাম নামধ্বনি, এইরূপ সদাকাল সৎসঙ্গ, এই প্রকার অপূর্ব্ব পবিত্র দর্শন, শ্রীগুরু কৃপায় যেন সাহারায় বান ডাকিতেছে। এ বিরাট ডায়নামো ( Dyanamo ) ছাড়িয়া আর এক পাও কোথায় যাইতে ইচ্ছা হইতেছেনা। এ নেশা যদি ছুটিয়া যায়? এ আনন্দ যদি অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া বড় ভয় হয়। তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব, কি করিয়া বাঁচিব? তাঁহার করুণার এই বিরাট দান যেমন অন্তর মন পরিপূর্ণ করিয়া আছে, তেমনি বাহ্যিক কিছুরই আর প্রয়োজন নাই মনে হইতেছে। এ যেন সম্পূর্ণ একটী অন্য জগতে বাস করিতেছি।

সে দিন গৃহে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। শয়নের পরও অনেকক্ষণ সময় মননে কাটিয়াছিল।

---

# পরদিনের কথা।

প্রত্যুষে ইচ্ছা হইতেছিল দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইবার, কিন্তু ঘটনা চক্রে সেদিন আর প্রাতঃকালে বাহিরে যাওয়া সম্ভব হইল না। আহারান্তে দ্বিপ্রহরে সকলকে সঙ্গে লইয়া আঠারবাড়ী হাউসে গেলাম। বলা বাহুল্য তখন বাবার গৃহদ্বার বন্ধ ছিল। দুই এক জন শিষ্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাবা কেমন আছেন প্রশ্ন করায় তাঁহারা বলিলেন "আজ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটে থাকাকালীন বাবার চোখ দিয়া অনবরত জল পরিয়াছে। এখনো বাবা ঠিক স্ববশে আসেন নাই।" বাবাকে দর্শন জন্য ব্যস্ত হইলেও উপায় নাই, কারণ সাড়ে তিনটার পূর্ব্বে বাবা নিশ্চয়ই দরজা খুলিবেন না। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে হঠাৎ সুবিধা হইয়া গেল। দেখিলাম গোবিন্দ, তাহাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিনসিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত বাবাকে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে বলিলাম, "ভাই, একবার একটু বাবার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার?" সে বাবার ঘরের পিছনের বারান্দার দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখের দরজাটি খুলিয়া দিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাবা তাঁ'র আসনেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মুখখানি বড়ই শুষ্ক— যেন বিরহ তাপ-ক্লিষ্ট। নীরবে বসিয়া কিছুক্ষণ বাবাকে দর্শন করিলাম। বুঝিলাম, "সে মহাপ্রাণের মাঝখান্‌টিতে, যে মহারাগিনী আছিল ধ্বনিতে" আজি সেই রাগিনীই বাবার অন্তর রাজ্যে বিশেষরূপ ধ্বনিত হইতেছে।

ইহার পূর্ব্বে সেদিন গঙ্গাবক্ষে তরণীউপরি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "বাবা, রবিঠাকুর লিখিয়াছেন—

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন একথা রয় মনে,
ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥
এ সংসারের হাটে, আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু'হাত ভরে উঠুক ধনে,
ওগো, তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে,
ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥
ঘরে যতই উঠুক হাসি, ওগো যতই বাজুক বাঁশী,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
তোমায় ঘরে হয়নি আনা, সে কথা রয় মনে,
ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥'

বাবা, এই অভাব বোধ, এইরূপ বিরহ কি হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়ে রাখা প্রয়োজন?" বাবা ঈষৎ দক্ষিণে মস্তক হেলাইয়া 'হ্যাঁ' বলিয়াছিলেন। বাবার শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া ভাবিলাম, বাবার হৃদয় অভ্যন্তরে কি সেই বিরহ দহন চলিতেছে? গোবিন্দ আমাকে দরজাটী খুলিয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করত খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। ঐ দিবস একস্থানে আমার মানি-অর্ডার করিবার কথা ছিল, সে ভারটি বাবা কল্য স্বইচ্ছায় নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য ত তিনি অন্য জগতে বিচরণ করিতেছেন। তাই তিনি ঐ ভারটী দিলেন সাবিত্রী দিদির উপর। .. সময় বহিয়া যায় দেখিয়া গোবিন্দ উঠিল এবং বাবাকে

সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল কাশীর গভর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল বৃদ্ধ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট।

বাবা চলিয়া গেলেও গুরুভগ্নিগণের সহিত বাবার কথাই চলিল। বাবা প্রত্যাগমন করিয়া প্রত্যহের মত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলেন। ঘণ্টা খানেক পাঠের পর বাবা ভ্রমণে ও সন্ধ্যা বন্দনার নিমিত্ত বাহির হইলে আমিও সেদিন গঙ্গাতীরে গিয়াছিলাম। একটী ঘাটে বসিয়া আমিও কিছুক্ষণ জপ করিলাম। সন্ধ্যার সময় বাবা যখন কেদার ঘাটের দিকে যাইতেছিলেন তখন উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলাম—"বাবা দেহে ঐপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার হয় কেন?" তিনি বলিলেন—ও তো নিম্নস্তরের। তখন বাবার ভ্রমণের বিঘ্ন আশঙ্কায় পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেও ৮টা রাত্রে কীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বে ঐকথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বাবাকে বলিলাম—"এ বিকার যদি নিম্নস্তরেরই হইবে তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যজীর দেহে উহা হইত কেন? শ্রীক্ষেত্রে গেলে জগন্নাথজী মন্দিরের সামনে নাট-মন্দিরের পূর্ব্বে গরুড়স্তম্ভের একটী স্থানে এখনো পাণ্ডারা দেখাইয়া বলে যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এইস্থানে প্রত্যহ দণ্ডায়মান হইয়া জগন্নাথজীকে দর্শন করিতেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরাম অশ্রু পতিত হওয়ায় এই স্তম্ভটীর এইস্থান নীচু হইয়া গিয়াছে। যে আঠার বৎসরকাল শ্রীচৈতন্যজী পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন জনিত কি গভীর বিরহেই না তাঁর দিন কাটিয়াছে। মুহুর্মুহু চৈতন্য লোপ, স্বেদ-কম্প-প্রেমাশ্রুবর্ষণ স্মরণে দেহ রোমাঞ্চিত ও হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কীর্ত্তন অন্তে বাবার হাতের মিষ্ট গ্রহণ পূর্ব্বক সকলে গৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই সুখের হাট যে ভাঙ্গিবার দিন সন্নিকট ইহা মনে করিয়া আমার দলটী সকলেই বিশেষ দুঃখিত। প্রত্যহ গৃহে ফিরিবার সময় আমার কাকীমা যখন বলিতেন, "আজ কীর্ত্তন খুবই ভাল হইয়াছে" তখন আমি হাসিতাম। পর দিন ফিরিবার পথে কাকীমাকে প্রশ্ন করিতাম—"কাকীমা, আজ কি কীর্ত্তন একটু মন্দ হইল?" ঐ প্রশ্নে কাকীমা হাসিয়া ফেলিতেন। বাবার সঙ্গ ফলে ইহাদেরও ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় দূর হইয়া যাইতেছে। যাহা উত্তম তাহা কি কথনো কাহারও নিকট উত্তম না লাগিয়া পারে?

---

# কাশী হইতে যশিডি

অবশেষে ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী, রবিবার আসিয়া পড়িল। সময় কাহারও মুখ পানে চাহে না। কোন কোন গুরুভগিনী আরও ২।৪ দিন বাবার কাশীতে থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ২৭শে পৌষ যে আশ্রমে বাবার জন্মোৎসব। বিশেষতঃ বাবার স্কন্ধে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ যে গুরুভার দিয়া গিয়াছেন আশ্রম ছাড়িয়া কোন স্থানে বাবার অধিক দিন থাকা অসম্ভব। বাবার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আশ্রমের সকল কার্য্যেরই সতত তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহা ব্যতীত আশ্রমে ত' বার মাসে তের পর্ব্ব' রহিয়াছে। বাবার ছুটী বড় অল্প।

সে যাক, এখন পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া যাই। বাবাও সেকেণ্ড ক্লাসে যাইবেন শুনিয়া আমি বাবাকে একদিন বলিয়াছিলাম—"বাবা, আপনার

নিমিত্ত একখানি ফার্ষ্টক্লাস বার্থ রিজাভ হউক, আর আমরা গুরুভগিণীগণ সকলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাইব।" বাবা আমার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমিও সেকেণ্ড ক্লাশেই যাইব।" আবার যখন ১২ খানি বার্থ যুক্ত একখানি সম্পূর্ণ বগী রিজার্ভের সংবাদ আসিল তখনো বাবার নিকট আমি পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব পুনরায় করিয়াছিলাম। কিন্তু বাবা আমার পুনঃপুনঃ অত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার মতই বহাল রাখিয়াছিলেন। অবশেষে যশিডি যাত্রার দিন উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমত আমরা ১০টা বেলার মধ্যে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া, সাধু সুরেশ্বরানন্দজীর চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় লইয়া মালপত্রসহ বেনারস ষ্টেশনে রওনা হইলাম। যখন আঠার বাড়ী হাউসের নিকট আমার গাড়ীখানি, তখন অদূরে দেখিতে পাইলাম বহু শিষ্য সেবক বেষ্টিত বাবা ঘাট হইতে গৃহে পদব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। বাবাকে দর্শন মাত্রই যদিও তখনই আমার তাঁহার নিকট যাইবার প্রবল ইচ্ছা জাগিল কিন্তু বাবা সর্ব্বশেষে ষ্টেশনে যাইবেন কথা থাকায় সে ইচ্ছাটিকে সংযত করিলাম। বেনারস ষ্টেশনে গিয়া যখন বাবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি তখন একে একে গুরুভগিণীগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। রেবা ভগিণী বাবাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ইনি ইহাঁর ছোটকন্যা দুটীকে সে দিন রাধাকৃষ্ণের সাজে সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া বাবার বজরায় আনিয়াছিলেন। বালিকাদিগের সঙ্গীত ও নৃত্য বেশ সুন্দর হইয়াছিল। রেবা ভগিণী নিজে যেমন সঙ্গীত প্রিয়, তদ্রূপ কন্যাদ্বয়কেও উত্তম শিক্ষা দিতেছেন। ছোট কন্যাটী দেখিতেও বড় সুন্দরী।

প্রতীক্ষার সময় অতি দীর্ঘ বলিয়া অনুমিত হয়। নিকটে একটী সাধারণ সাধু তাঁহার মলিন ঝোলা হইতে তাঁহার সংস্কৃত গীতাখানি বাহির করিয়া পাঠ করিতেছিলেন। আমি গীতাখানি হাতে লইয়া অষ্টম অধ্যায়ের কয়েকটী জানা শ্লোক পাঠ করিলাম। তৎপর গীতাসহ একটী টাকা যখন তাঁহার হাতে দিলাম তখন সাধু বেশ সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রায় ১২টার সময় বহুজন পরিবৃত হইয়া বাবা ষ্টেশনে দেখা দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সশব্দে ট্রেণখানি প্ল্যাট্‌ফর্‌মে আসিয়া গেল। ট্রেণে উঠিবার নিমিত্ত সকলেরই ব্যগ্র ছুটাছুটী আরম্ভ হইল। আমি বাবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম বাবা সম্মুখে ইঞ্জিনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমি প্রথমে ঠিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া বহু ভীড় ঠেলিয়া তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিয়াছিলাম। তৎপর হঠাৎ মনে পড়িল আমাদের রিজার্ভ বগীটী ত পিছনে জুড়িয়া দিবে কথা আছে, আর পরদিন প্রাতে যশিডি পৌঁছিলে ঐ বগীখানি কাটিয়া দেওঘরের ট্রেণের সহিত জুড়িয়া দিবে শুনিয়াছি। মনে করিলাম হয়ত কোন সৎ বিবেচক ব্যক্তি ট্রেণে ভীষণ ভীড় দৃষ্টে এবং আমাদের কম্‌পার্টমেণ্ট খানি মালে ভর্ত্তি দেখিয়া বাবার ঐ স্থানে অসুবিধা হইবে বোধে তাঁহার জন্য নূতন কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তখন আবার ফিরিলাম পশ্চাৎ দিকে ; বহুদূর পর্য্যন্ত অসংখ্য অগণ্য লোকের মধ্য দিয়া যখন একাকী চলিয়াছি, সেই সময় মনে পড়িল তাঁহাকে—যিনি সামান্য কর্ম্মটীও বহুপূর্ব্ব হইতে বহুচিন্তা করতঃ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নিপুণভাবে নির্ব্বাহ করিতেন। কোন স্থানে রওনা হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মচারীদের প্রতি লিখিত অর্ডার থাকিত কয়টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া বাসন প্যাক হইবে, মালপত্র

কতক্ষণ পূর্ব্বে রওনা হইবে, কে কোন ক্লাশে যাইবে ; সর্ব্বশেষে আমাদের মোটার কয়টা কয় মিনিটের সময় রওনা হইবে ইত্যাদি—। তাঁহার কথা মনে হইলে কত কথাই না মনে উদিত হয়! "আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,"—যাক্ চলিতে চলিতে অবশেষে ট্রেণের সর্ব্বশেষে আসিয়া পৌছিলাম। ঐ গাড়ীতে দেখিলাম পাটনা হাইকোর্টের পেন্‌শান প্রাপ্ত জজ সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী, কন্যা, দৌহিত্রী, দৌহিত্র প্রভৃতি সকলে মালপত্র সহ উঠিয়াছেন। ঐ গাড়ী-খানিতে আর তিলমাত্র স্থান নাই। উহার পার্শ্বের কম্‌পার্টমেণ্টে রংপুরের জমিদার স্বর্গীয় গোবিন্দপ্রসাদ সেনের স্ত্রী নিভাননীদিদি তাঁহার প্রচুর বৃহৎ বৃহৎ আকারের মালপত্র সহ উঠিয়া বসিয়াছেন। আমার দ্বারবান সরযূ বুদ্ধি পূর্ব্বক ঐ কম্‌পার্টমেণ্টেই আমার সমস্ত মাল-পত্র তুলিয়া দিয়াছে;সুতরাং আমিও ঐ গাড়ীতেই উঠিয়া বসিলাম, ক্ষণকাল মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। নিভাননী দিদি তখন বাবার প্রতি অভিমান ভরে অনেক কথাই কহিতে লাগিলেন। দিদি পুনঃ পুনঃ খেদের সহিত বলিতেছিলেন, এই পতিহীনাদের ত্যাগ করিয়া বাবা কোথায় চলিয়া গেলেন? কে ইহাদিগকে দেখিবে শুনিবে তাহা কি বাবা একবারও মনে করিলেন না? বাবা তবে কেন পূর্ব্বে আশা দিলেন যে আমাদের গাড়ীতে তিনি থাকিবেন? আর কোনদিন আমি তাঁহার সহিত কোন স্থানে যাইব না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তাঁহাকে অনেক প্রকারের সান্ত্বনা দিলাম ও অনেক বুঝাইলাম,—বলিলাম, এই জজ সাহেবের, আপনার এবং আমার মালপত্র স্তুপের মধ্যে কোথায় আপনি বাবাকে বসাইতেন শুনি? বিশেষতঃ গুরু অতি সান্নিধ্যে না থাকিয়া কিঞ্চিৎ দূরে থাকাই ভাল। এই ব্যবস্থায়

তিনিও বেশ স্বচ্ছন্দে আরামে যাইতে পারিবেন, আর আমাদের অনেকখানি স্বাধীনতা মিলিল। তিনি নিকটে থাকিলে আমাদের অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি। অবুঝ দিদি তবুও বুঝেন না দেখিয়া তাঁহার মনের মোড় ঘুরাইবার নিমিত্ত আমি গান আরম্ভ করিলাম। যখন গাহিলাম—

যদি হানবে বুকে এতই ব্যথা
তবে কেন সাধা স্বরে ডাকলে হরি,
তোমার কি গুণ জানা বংশী শুনে
ঘরে যে আর রইতে নারি।
এই বৃন্দাবনে বোলতে আমার
নাই তো কেহ তোমা ছাড়া,
ওগো কোথায় গেলে প্রিয় আমার
রাধা বলে দিয়ে সাড়া,

ইহাতেও 'উলটা বুঝলি রাম' হইল। দিদি বলিলেন—তবে বলে মনে অভিমান জাগে নাই, এ স্বর তাহা হইলে কেন বাহির হইতেছে। বাস্তবিক আমার মনে কিছুমাত্র অভিমান জাগে নাই, আর জাগিলেও—

জানিতাম দেখি যদি সেই দেব অংশুমালী,
অভিমান কুজ্ঝটিকা রবে না আমার।

হইলও তাহাই। পরের ষ্টেশানে গাড়ী খানি আসিয়া থামিতেই সেই করুণার পারাবার, সৎবিবেচক বাবা আমার, তাঁহার সন্তানদিগের তত্ত্ব লইতে অতদূর হইতে একাকী আসিলেন ঈষৎ হাসিমাখা মুখে। বাবার দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ করজোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দে শিশুর মত করতালি দিয়া উঠিলাম। বলিলাম, বাবা

কাশী আসায় যতটা পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছিল, এতখানি পথ শুধু বাবার নিন্দা শুনিতে শুনিতে সমস্তই ক্ষয় হইয়া গেল। বাবা নীরবে প্রশান্ত মুখে জজ সাহেবদের গাড়ীতে তাঁহাদের খোঁজ খবর লইয়া পুনরায় ধীর গতিতে চলিয়া গেলেন আপন স্থানে। সাবিত্রীদিদি দয়াপরবশ হইয়া আমার গুরুভগিনী সরলাদিদি এবং তাঁহার গুরুভগ্নি যথা স্বর্ণদিদি, দুর্গাদিদি প্রভৃতিকে আমাদের সভাটী মস্‌গুল করিবার নিমিত্ত আমাদিগের গাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অন্য একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে জজ সাহাবের কনিষ্ঠা কন্যা সীতা এবং দৌহিত্রী সান্ত্বনা আমাদিগের এই গাড়ীতে আসিয়া বাবার মুখে শ্রুত ২।৩টী নামগান শুনাইয়া নিজেদের গাড়ীতে চলিয়া গেল। একে এই ২৪দিনের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ বুক, তাহার উপর এই অনুকূল বায়ুর হিল্লোল সুতরাং পাত্র ছাপাইয়া উছলিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। ট্রেণ তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। আমি আপন মনে গাহিতে লাগিলাম—

“আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়নে রে,
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে ॥
আমি যদি গাহি গান, অধীর পরাণ,
সে গান শোনাব কাহারে।
আমি যদি গাঁথি মালা, লয়ে ফুল ডালা ;
সে মালা পরাব কাহারে ?”

পুনরায় দুর্গাদিদি উল্টা বুঝিলেন। আমার এই ২৪ দিনের

আনন্দের স্মৃতিতে উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দাশ্রু দৃষ্টে এবং আমার মুখে ক্ষণে ক্ষণে কবিতার অংশ ও সঙ্গীতের স্বরে তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের ঘনীভূত অভিমানেরই আভাষ অনুমান করিতেছিলেন। যেমন শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ বলিয়াছিলেন—একটী বৃক্ষে একটা পক্ষী বসিয়া একই বুলি বলিতেছিল, কিন্তু ঐ বৃক্ষনিম্নে উপবিষ্ট কতিপয় পথিকের কর্ণে ঐ বুলিই এক এক প্রকার ধ্বনিত হইতেছিল। যে বণিক, সে ঐ বুলি শুনিতেছে, 'তেল, নুন, আদ্র্ক ;' আবার ঐ শব্দই পালোয়ান শুনিতে পাইতেছে, 'ডাণ্ডা, মুদ্গর, কসরৎ,' আবার ভক্ত ব্যক্তি শুনিতেছে, 'রাম, সীতা, দশরথ,' ঐ বুলিই বৈরাগ্যবান ভগবৎ পরায়ণ ফকির শ্রবণ করিতেছে 'শোভান তেরা কুদরৎ।' তাই বলি যাহার চিত্ত যে ভাবে পূর্ণ থাকে 'সে একই দৃশ্য বিভিন্ন ভাবে দর্শন করে, বা শুনিতে পায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

এই দীর্ঘ সময়টীর সদ্ব্যবহার নিমিত্ত গান গাহিবার জন্য দুর্গাদিদিকে নিকটে ডাকিলাম। ভাবুক দিদি আমার অতিশয় ভাবের সহিত বহুক্ষণাবধি ভগবৎ নাম গান গাহিয়া শুনাইলেন। সুতরাং আরও অধিক জোয়ার আসিল। দুর্গাদিদির বক্ষে মস্তক স্থাপন করত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছিলাম। দিদি ততক্ষণ তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত মধুময় সঙ্গীতগুলি আমাদের পরিবেশন করিতেছিলেন। তৎপর দিদি তাঁহার বিগত জীবনের একটী করুণ কাহিনী বিষণ্ণ মুখে, বিষাদিত চিত্তে বলিয়া শুনাইলেন। সেদিন ছিল শিব-চতুর্দ্দশী, তিনি ছিলেন দেওঘর করণীবাদে। প্রাণে অত্যন্ত সাধ যে গুরুসহ একত্রে বৈদ্যনাথ মন্দিরে গিয়া ৺বৈদ্যনাথজী পূজা করিবেন। সমস্ত দিনটী আশায় আশায় রহিলেন। পরে কিন্তু তাঁহাকে একাকীই মন্দিরে যাইতে

হইল। তখনো মনে আশা, গুরুর সহিত একত্রে পূজা করিবেন। অবশেষে অপরাহ্ণে যখন বাবা পূজা করিতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। উহা দৃষ্টে দিদি আমার মন্দির আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া চোখের জলে বুক ভিজাইতে লাগিলেন। পূজা অন্তে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যখন তাঁর গুরুদেব বাহির হইয়া আসিলেন তখন অভিমানী দিদি অসম্বরণীয় অশ্রুজলে আর বাবার শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন না।—কোন প্রকারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহদ্বার বন্ধ করতঃ সারানিশি কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিলেন। এক প্রহর রাত্রে সমদর্শী বাবা আমার যখন ৺বালেশ্বর মহাদেব পূজা করিতে বসিয়া অন্যান্য শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে দিদিকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন তাঁহার আর আসিবার মত অবস্থা ছিল না। অনবরত রোদনে চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত দিনের অনাহারে শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন। প্রাতে দিদি যখন গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আশ্রমে আসিলেন তখন বাবা তাঁহার এই অভিমানিনী মেয়েটীর অবস্থা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করত সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত স্বীয় কণ্ঠ হইতে প্রবালের মালাটী উন্মোচন পূর্ব্বক ঐটী দুর্গাদিদির হস্তে দিয়া দিলেন। ঐ মালাটী দিদির কণ্ঠেই সেদিন ছিল, সেই মালাটী দিদি আমাকে দেখাইলেন, মালাটী তখন পূর্ব্বে লম্বা ছিল, দিদি উহা কাটিয়া ছোট করিয়া লইয়াছেন। সেদিনের সেই আশাহত হৃদয়ের করুণ কাহিনী দিদি ব্যথা ভরা বুকে বিষাদ করুণ স্বরে অনেক কথায় বলিলেন। তৎপর সন্ধ্যা হইলে দুর্গাদিদি এবং নিভাননীদিদি বাবার নিকট ফার্ষ্ট ক্লাসে অসিঘাটের গঙ্গাজল আনিতে গমন করিলেন। জল সহ প্রত্যাগমন করিয়া উভয়েই আমাকে বলিলেন,—"দিদি, আপনার

অবস্থা আমরা বাবাকে বেশ করিয়া বলিয়া আসিয়াছি।” বলিলাম—“কি বলিয়াছেন?” তাহারা বলিলেন—“বাবাকে বলিয়াছি, হেমলতা দিদি আজ খুব দুঃখ পাইয়াছেন। তিনি স্বামী পুত্র বিয়োগেও বোধ হয় এত কান্না কান্দেন নাই, যত আজ আমার বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়াছেন।” আমি হাসিয়া বলিলাম, “বাবাকে ভুল সংবাদ দিয়াছেন। বাবা আপনাদের ঐ কথা শুনিয়া কি বলিলেন?” উহারা বলিলেন—“বাবা বলিলেন, কৈ আমি যখন ওখানে গিয়াছিলাম তখন ত মায়ীর হাসিমাখা মুখ দেখিয়া আসিয়াছি।” দিদিরা উভয়ে পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করিলেন, “আপনার এই অধীর আকুল ভাব, এই বুকভরা গভীর ব্যথা, এত চোখের জল, ইহা আপনি অবশ্যই বাবাকে ভাল করিয়া জানাইবেন, নতুবা কিন্তু আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। দিদিদের এই অনুরোধে আমি একটু হাসিলাম। তাঁহাদিগকে বলিলাম—

“ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী কোথা পূজে সবিতারে।
কি কাজ জানিয়া তাহা জানাইয়া তা'রে॥”

পরে প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাবার কীর্ত্তন, বাবার কথা, এবং অন্যান্য ধর্ম্মালোচনায় রাত্রি কাটিল। আড়াইটা রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলাম। তৎপর প্রাতে যখন আমি শয্যাত্যাগ করিলাম তখন পূর্ব্বদিক রক্তিমরাগে রঞ্জিত করতঃ সূর্য্যদেব মৃতপ্রায় জীবগণকে চৈতন্য সঞ্চার পূর্ব্বক গগন ভালে উদিত হইতেছেন। স্বর্ণদিদি এবং কোন কোন ভগিনী উপবেশন পূর্ব্বক জপে নিযুক্ত হইলেও দুর্গাদিদি তখনো নিদ্রার ভান করিয়া শয্যায় পড়িয়াছিলেন। আমি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া গাহিতে লাগিলাম—

"গা তোল পুরবাসী রজনী পোহাইল,
দয়াময় নাম কর গান।
শয়নে দয়াময়, গমনে দয়াময়,
দয়াময় নাম সদা কর ধ্যান ॥"

ক্রমে ঝাঁঝাঁ, পরে শিমুলতলা হইয়া যখন ট্রেণের বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল তখন চিত্তটী আরও অধিক প্রফুল্লিত হইতে লাগিল। অবশেষে ট্রেণ আসিয়া জশিডি ষ্টেশনে থামিলে আমি তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম এবং "পিপাসু লোচনে" ব্যাকুলচিত্তে ইঞ্জিন অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিতেই "নবপ্রভাতের রাঙ্গারবি" তুল্য বাবাকে সম্মুখে দর্শন পাইলাম। বাবা আমাদিগেরই তত্ত্বাবধান উদ্দেশ্যে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। এত ভয়ঙ্কর শীতেও বাবার দেহে পূর্ব্ববৎ সামান্য সেই গৈরিক রাগ এবং পাতলা একখানি Ash colour wrapper মাত্র। বাবা কখনো গরম আল্‌ফি ব্যবহার করেন না। দ্বিপ্রহরে এই র‍্যাপার খানাও ব্যবহার করেন না, তখন ঐ দেহ বেষ্টিত থাকে মাত্র একখানি গৈরিক গামছার দ্বারা। বাবা সকলের খোঁজ খবর লইয়া আমার মালপত্রাদি প্ল্যাটফর্ম্মে নামিলে যখন বাবা দেওঘরের প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে গেলেন তখন আমিও বাবার সঙ্গেসঙ্গে তথায় গেলাম। গতকল্য প্রত্যুষে বাবা এতক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে জপ করিতেছিলেন, তাহা বাবাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি দুঃখিতস্বরে বলিলেন" 'বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল।' বাবা আমাকে প্রশ্ন করিলেন "কবে আবার করণীবাদ আশ্রমে যাইবেন?" বলিলাম—"বহুদিন অনুপস্থিত থাকায় নিশ্চয়ই সংসারটী অগোছাল হইয়াছে, হয়ত ২।৩ দিন পর আশ্রমে যাইতে পারিব।"

দিদিরা ট্রেণেই বসিয়াছিলেন। ঐ বগী ( bogi ) খানি কাটিয়া আনিয়া ছোট লাইনে জুড়িয়া দিলে বাবা যখন ঐ ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন তখন মনে যে কিছু দুঃখ বোধ হইয়াছিল, তাহা না স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। এই ২৩।২৪ দিন অনবরত বাবার সঙ্গলাভে, কীর্ত্তনাদী শ্রবণে, যেন দর্শন পিপাসা এবং শ্রবণ ইচ্ছা আরো অধিক পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সবুজ নিশান উড়াইলে হুইসিল দিয়া ট্রেণখানি চলিয়া গেলে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম—

"কবিয়া * বৈসে পাতালমে চন্দ্রমা বৈসে আকাশ।
যো যাঁকে হৃদে বৈসে সো তাঁহুকো পাশ॥"

বাবার ট্রেণখানি অদৃশ্য হইলে "লালকুঠীতে" রওনা হইলাম।

* কুমুদ অর্থাৎ নাইলপুষ্প

# দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৫২ ও ১৩৫৩ সাল

যশিডি, করণীবাদ, কলিকাতা. নবদ্বীপ
এবং রাজসাহী

# যশিডি হইতে করণীবাদ

সেদিনটী কাটিলেও পরদিন প্রাতে থাকিতে পারিলাম না। সেদিন ২৪শে পৌষ, মঙ্গলবার। আমরা প্রায় ১০।১১ জন চলিলাম করণী-বাদে বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ মানসে। বাবা আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—"আপনি বলে ২।৩ দিন পরে আসিবেন?" উত্তর না দিয়া একটু শুধু হাসিলাম। অন্তর্য্যামী বাবা আমার সব বুঝিয়াও কেন যে এমন কথা বলেন?

সে যাক, সেদিনও প্রত্যেক দিনের মত ঘণ্টাব্যাপী কীর্ত্তন হইল। বাবা প্রথমে "হরি মণ্ডপে" বেদীস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ছবির নিকট প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিজের খঞ্জনী দু'খানিতে মৃদু মৃদু আঘাত করত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ভক্ত ব্যক্তিগণ বাবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে দোহার ধরিল। বিভুপদ ব্রহ্মচারী একধারে বসিয়া হারমোনিয়াম বাজাইতেছিলেন এবং প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী দঙ্গ বাজাইতেছিলেন। 'হরি মণ্ডপে' কীর্ত্তন অন্তে বাবা শ্রীকৃষ্ণজীর ছবিখানিকে পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক ধীর মন্থর গতিতে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে চলিলেন সামনে "বালেশ্বর" শিব মন্দিরে। কীর্ত্তনীয়াগণ পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তৎপশ্চাতে বাবার 'বিরাট বাহিনী। কাশী হইতে ত বহু শিষ্যশিষ্যা করণী-বাদ আসিয়াছেনই, আবার এখানেও বাবার ভক্ত বা শিষ্যশিষ্যার অভাব নাই। বাবা শিব মন্দিরের বামধারে দণ্ডায়মান হইয়া খঞ্জনী

হস্তে পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন। দোহারগণ দোহার ধরিলেন, আর রোয়াকে, মন্দির নিম্নে জন-মণ্ডলী কেহ উপবেশন পূর্ব্বক, কেহ দণ্ডায়মান হইয়া নাম সুধাপান করিতে লাগিলেন। আমি বসিয়াছিলাম শিব-মন্দিরের বারান্দার দরজার সম্মুখে। অদ্য বাবার মুখ হইতে একটী নূতন সঙ্গীত শুনিলাম। ঐ গীতটী কাশীধামে শুনি নাই। বাবা গাহিলেন—

"ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাসুখে॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিনই বন্ধু, জীবের চির সুখে-দুখে।
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ, পড়িয়া এ দুর্জ্জয় শোকে॥

ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
সেই লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়া পুরী,
রাধার পিরীতি লয়ে বুকে॥

আর কেন পান্থ, হয়ে আছ ভ্রান্ত, আঁখি মেলি দেখ দিকে দিকে।
তাঁহার উজল আলা, পথ করি উজিয়ালা,
আগে চল, চল বলি ডাকে॥

ভজ ভগবানে, সদা মন প্রাণে, আর কেন রহ পড়ি শোকে।
সেই গোলকবিহারী হরি, করুণা মূরতি ধরি
এসেছে লইতে তোরে বুকে॥"

বাবা আবার গাহিলেন—

"আমি চাহিনা মিলন হরি।
জনমে জনমে বহে যেন চোখে
তোমারি বিরহ বারি ॥
আসা যাওয়া মম রেখ এই ভবে
মিলনেতে নাথ সকলি ফুরাবে
হরি হরি বলে ডাক নাহি হবে
রেখ চির দাস করি।
ঘুরে ফিরে আমি আসিব যাইব,
নাচিব গাহিব শুনিব শুনাব,
নামের তুফানে ভাসিব ভাসাব
এ সাধ হৃদয়ে ধরি ॥
কোন্ খানে তব নাই আনাগোনা
নাই কোথা তুমি তাও ত জানি না,
যেখানে থাকি না যেখানে থাক না
তুমি ত নাথ আমারি ॥

বাবা নীরব হইলে বিভূপদ প্রভৃতি ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার সুমধুর স্বরে' গুলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া হারমোনিয়াম সহযোগে গাহিলেন—

"মা আমাকে দয়া করে শিশুর মতন করে রাখ।
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে বড় হতে দিও নাকো ॥
সুন্দর সরল প্রাণ, মান অপমান নাহি জ্ঞান,
হিংসা নিন্দা ঘৃণা লজ্জা, কিছুই সে জানে নাকো ॥

শাস্ত্র পড়ে জ্ঞানী হতে, সাধ নাই গো মা আমার চিতে,
লুকিয়ে থাকি তোর কোলেতে, ডাকতে চাই মা শিশুর ডাক ॥
ক্ষুধা লয়ে কাতর স্বরে, শিশু যেমন মা মা করে,
ভয় পেলে নাহি ডরে, পাইলে সে মায়ের লাগ ॥
তেমনি আমার শিশুর ধারা, করে রাখ মা জন্মভরা,
শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই মা, মনটী আমার শিশু থাক ॥

এইরূপ বহু কীর্ত্তন অন্তে বাবা নীরব হইলে তখন শিষ্য এবং ভক্তগণ বাবাকে প্রণাম করিলেন। তৎপর বাবা আমলকী বৃক্ষ-বেষ্টিত পথ দিয়া তাঁহার শয়ন মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। আমরা তথা হইতেই সেদিন বাবাকে প্রণাম করত বিদায় হইলাম। ১টার ট্রেনে যশিডিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

---

## পুনরায় আশ্রমে

২৫শে পৌষ বুধবার প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি অন্তে মনে তীব্র ইচ্ছা জাগিল কীর্ত্তন শ্রবণের। সুতরাং চলিলাম পুনরায় করণীবাদ। দেওঘর ষ্টেশনে যদিও গাড়ীর অভাব ছিল না, তবুও ষ্টেশন হইতে আশ্রমে হাঁটিয়াই চলিলাম। আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা জ্যোছনা এবং সঙ্গিনীদ্বয় ও দ্বারবান আমার অনুসরণ করিল। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও জ্যোছনামাতা রিক্সতে উঠিল না। পৌঁছিয়া দেখিলাম তখনো

বাবার গৃহদ্বার বন্ধ। ফলভারাবনত আমলকী তরুতলেও বারান্দায় বহু ভক্ত এবং বাবার শিষ্যাগণ পুষ্পচন্দনাদি নানাপ্রকার পূজোপকরণসহ বাবার দর্শন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। আমরাও সকলে বারান্দায় উঠিয়া বাবার দর্শন প্রতীক্ষায় রহিলাম। বাবার গৃহের দেওয়াল গাত্রে গীতার শ্লোক, বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে, শোকের ভিতরেই সান্ত্বনা রহিয়াছে, প্রভৃতি কথাগুলি যখন পাঠ করিতেছি, তখন বাবা দ্বারমুক্ত করিলেন। অমনি শিষ্যাগণ দণ্ডায়মান হইয়া বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক সাজিস্থিত সচন্দন সুগন্ধি চম্পক, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পগুলি তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান সত্যেন ঐ পুষ্পগুলি উঠাইয়া বাবার বসিবার ঘরে ফুলদানীতে রাখিয়া দিল। তখন বাবা চলিলেন নিত্যকার মত কীর্ত্তনস্থলে হরি মণ্ডপে। কল্যকার মত অদ্যও প্রারম্ভে বেদীস্থিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিকে প্রণাম করত করতালে প্রথমে মৃদু আঘাত পূর্ব্বক ধীরে ধীরে নদীয়া বিনোদকে আবাহন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চকণ্ঠে নাম ধ্বনি আরম্ভ হইল। কাঁপাইয়া মর্ম্মস্থল, বহাইয়ে চক্ষে জল, আলোড়িয়া হৃদিতল, উচ্চ হইতে উচ্চরোলে উঠিল সে ধ্বনি।' কল্যকার মত অদ্যও নিম্ব বৃক্ষতলে, চবুত্রায় ও প্রাঙ্গণে, সোপানোপরি বহু ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। মস্তকোপরি বৃহৎ লতা দ্বারা আচ্ছাদিত হরিমণ্ডপের এক ধারে আমি কন্যাসহ নীরবে উপবেশন পূর্ব্বক ঐ নামরসামৃত পরম তৃপ্তিসহকারে আস্বাদনে রত ছিলাম। জ্যোছনামাতার হস্তে তাহার হরিনামের ঝোলাটী রহিলেও বুঝি ক্ষণতরে তাহার ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছিল, বাবার সঙ্গীত এতই মনোমুগ্ধকারী। বাবা বেদীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন কালে যেমন দোহারগণ তাঁহার

সহিত ঘুরিয়া থাকে, তেমনি ভক্তগণসহ কালিদাস দাদার ৫।৬ বৎসর বয়স্ক দৌহিত্রটী ক্ষুদ্র হস্ত দ্বারা করতালি দিয়া ঐ মণ্ডলীর সহিত ঘুরিয়া থাকে। হরিমণ্ডপে কীর্ত্তন অন্তে কীর্ত্তনীয়াগণসহ পূর্ব্ববৎ ধীর পদক্ষেপে বাবা চলিলেন শিব-মন্দিরের পানে। মন্দির দ্বারে বাম ধারে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় বহুক্ষণঅবধি সেই প্রাণমাতান কীর্ত্তন চলিল। কীর্ত্তনভঙ্গে কীর্ত্তনীয়াগণ ও শিষ্যগণ বাবাকে প্রণাম করিলেন। তৎপর বাবার সহিত সেদিন চলিলাম আমলকী তরু-ছায়ায় স্নিগ্ধ পথ দিয়া তাঁহার গৃহের বারান্দায়। পশ্চাতে যে বিরাট বাহিনী চলিল তাহা ত বলাই বাহুল্য। বাবা তাঁর বসিবার কক্ষের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে তথায় পুনরায় চরণ স্পর্শ করত প্রণাম, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দান, চরণামৃত গ্রহণ প্রভৃতি সেই কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের মতই চলিল। বাবা বালকবালিকার হস্তে সহাস্য মুখে নানাবিধ মিষ্ট প্রদান করিলেন। তাহারাও সকলে প্রণাম করত ঐ মিষ্টান্ন হস্তে লইয়া উহার সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হইল। আবার বাবার দরজা বন্ধ হইবে, সুতরাং ঐ সময় বাবার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "অদ্য বাবার পাঠ শ্রবণান্তর অপরাহ্ণে আমরা খশিডি ফিরিব।" বাবা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আমাদের পাঁচ জনের প্রসাদের কথা বলিয়া দিলেন।

এরূপ ভাবে প্রসাদ গ্রহণ আজ নূতন নয়। পূর্ব্বেও শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট আসিয়া এইরূপ বহুদিন প্রসাদ পাইয়াছি। ঐ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলে গুরুমহারাজ বলিতেন—"এ তো তোমার পিতার গৃহ, এখানে আবার নিমন্ত্রণ কি? যখন ইচ্ছা তখনই তোমরা এখানে আসিয়া প্রসাদ চাহিয়া খাইবে।"

এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। বালকবালিকাগণকে খাদ্যবস্তু প্রদানের পর বাবার গৃহদ্বার বন্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য গুরুভগিনীগণ চলিয়া গেলেও জ্যোছনামাতা পূজনীয়া চারুশীলাদিদির "যুগল মন্দির" দেখিতে গমন করিলে আমি ঐ বারান্দাতে বসিয়া জপ এবং "কাশীর স্মৃতিতে" মনোনিবেশ করিলাম। পরে বাবা বাহির হইলেন এবং প্রথম 'বালেশ্বরী' মাতা পূজন অন্তে যখন তিনি প্রাত্যহিক হোম করিতে বসিলেন তখন আমরা এবং বাবার কয়েকটী শিষ্যা তথায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে উহা দর্শন করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণাবধি হোম অন্তে বাবা হোমের ফোঁটা স্বীয় ললাটে ধারণ করিয়া আমাদিগকেও দিয়াছিলেন। তৎপর হোম কক্ষের বাম ধারে অবস্থিত মন্দিরে শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তির নিকট সচন্দন পুষ্পাদিসহ গিয়া গুরুমূর্ত্তিকে পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক হোম কক্ষে আসিলে পুনরায় সকলে বাবাকে প্রণাম করিলেন। তৎপর বাবা হরি মণ্ডপের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র তাঁর আফিস কক্ষে প্রবেশ করত কিছুক্ষণ আশ্রমের কাজকর্ম্ম করিলেন। তৎপর গৃহে ফিরিয়া প্রত্যহই স্বহস্তে পাকের পর আহার করিতে প্রায় দিনই বাবার বহু বিলম্ব হইয়া যায়। উহাতে বাবার ভক্তরা তাঁহাকে অনুযোগ করিলে তিনি মৃদু হাস্য করিয়া থাকেন। অনুক্ষণ বাবা কর্ম্মে রত রহেন, বাবা সম্পূর্ণ আলস্য বর্জ্জিত।

সে দিন আশ্রমেই আমরা আহারাদি অন্তে অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রবণে পুলকিত অন্তরে বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রায় ৫টার সময় দেওঘর ষ্টেশনে রওনা হইলাম, কিন্তু ২।৪ মিনিটের নিমিত্ত ট্রেণ ফেল হইল। সেজন্য মনে কোন দুঃখ বোধ হইল না। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। আজ যাহা বাবার নিকট

হইতে শ্রবণ করিলাম তাহাই মনন করিতে করিতে চলিলাম। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভিমানই পরদা। এই অভিমান হঠাইতে পারিলেই জীব শিব এক হইয়া যায়। কখন যে এই সকল মনন হইতে হইতে দিবসের আলো নিভিয়া গিয়াছে, অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র ধরার বুকে তার আলোর চাদরখানি বিছাইয়া ধরিয়াছে তাহা জানিতেই পারি নাই। যশিডির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের নিকট চিরপুরাতন হইলেও আমার চক্ষে উহা কখনই পুরাতন হয় না। উহা নিত্যই নব নব প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ অদ্যকার এই মৃদু চন্দ্রালোকে অধ্যুষিত ধরণী-বক্ষ আমার হৃদয়ে অমৃত ঢালিতেছিল। তাই বুঝি কবি গাহিয়াছেন—

"তোমার ঐ রূপে নয়ন দিলে
বিশ্ব মধু হয়ে যায়।
তখন কটু কথাও মিঠে লাগে
অবনী হয় মধু ময়।"

আবার বলিতেছেন—

"তখন তুমিও মধু আমিও মধু
যা' শুনি তাই সকলই মধু
যা' দেখি তাই সকলই মধু
অবনী হয় মধুময়॥
তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর॥"

ঐ দিন গৃহে পৌছিয়াও হৃদয়ে শুধু ঐ রেশই ধ্বনিত হইতেছিল।

পর দিবস ২৬শে পৌষ, প্রাতে মনটী আশ্রম পানেআকৃষ্ট হইলেও মনের উপর অঙ্কুশ বসাইলাম। বিবিধ কর্ম্মে দিনটী কাটিলেও সব সময় "তোমায় আজি পাইনি দেখা,"—এ কথা শয়নে স্বপনে অহরহ কাল হৃদয়ে জাগিতেছিল। এই যে সৎএর প্রতি আকর্ষণ, ইহাতেও হৃদয় বেশ আনন্দই অনুভব করিতেছে।

---

## শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজীর জন্মোৎসব

অদ্য ২৭শে পৌষ, শুক্লা দশমী তিথি, অদ্য করণীবাদ আশ্রমে মহাসমারোহে বাবার তৃতীয় বার্ষিক জন্মোৎসব। ঐ দিনের যথাযথ বর্ণনা আমি কেন, অতি সুলেখকের পক্ষেও সাধ্যাতীত। তবুও স্মরণে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত যৎসামান্য আভাষে লিখিতেছি। ঐ দিনও ষ্টেশন হইতে পদব্রজে আশ্রম উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমার সহিত উৎসব দর্শন এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য গৃহের প্রায় ১২।১৪ জন ব্যক্তি আশ্রমে চলিল। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সে দিনও বাবার গৃহদ্বার রুদ্ধ। বিবিধ কর্ম্মের সাড়ায় আশ্রম অদ্য চঞ্চল মুখরিত। সংস্কৃত কলেজের এবং শিব-মন্দিরের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড বাঁধান আঙ্গিনায় সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইতেছে। বাবাকে যে স্থানে শিষ্যগণ বসাইবেন সেই বারান্দায় বংশদণ্ড দ্বারা গেট রচনা করিয়া ঘন দেবদারুপত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, পত্রমধ্যে

স্থানে স্থানে সদ্য বিকশিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপ পুষ্পগুলি দেওয়া হইতেছে। একখানি বড় চৌকির উপর একখানি ছোট চৌকি স্থাপন পূর্ব্বক উভয় চৌকি সুন্দর সুদৃশ্য গালিচার দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করা হইয়াছে। তদুপরি পুনরায় কার্পেটের মূল্যবান আসন বিস্তার করা হইয়াছে। চৌকির চতুর্দ্দিকে চারটী রৌপ্য ফুলদানিতে বৃহৎ বৃহৎ সুগন্ধি গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকাদি শোভা পাইতেছে। চৌকির চার ধারের ডাণ্ডাগুলি গৈরিক বস্ত্রে জড়াইয়া উহা বড় বড় গাঁদাফুলের মালা দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছে। উপরে ঝালট যুক্ত গৈরিক চন্দ্রাতপ দ্বিধা বিভক্ত। কারণ বাবা ঐ আসনে বসিলে মস্তকোপরি উপর হইতে পুষ্প বর্ষণ করা হইবে। পশ্চাতের গৌরিক বস্ত্রের উপরে (Back ground.) M এর আকারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁদা দ্বারা রচিত মালা। পদ-নিম্নে বৃহৎ একখানি পরাতে বিবিধ পুষ্প রক্ষিত হইয়াছে। দুই ধারে অসংখ্য ধূপশলাকা জ্বলিয়া দর্শকগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি প্রদান করিতেছে। আঙ্গিনায় বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। ফল কথা এই দৃশ্যে নয়ন,-শ্রবণ সবই তৃপ্ত হইতেছিল। হরিমণ্ডপে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্ত্তন চলিয়াছে। এ সকল দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভক্ত মাতা, ভগ্নিগণ সাজিপূর্ণ পুষ্প চন্দন এবং নানা প্রকার ভক্তি উপহার হস্তে গমন করিতেছেন বাবার গৃহ পানে। প্রাতঃকালীন জপ পূজা অন্তে প্রত্যহের মতই বাবা বাহির হইলেন ৯টা বেলায়। অদ্য বেশের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই তপ্ত কাঞ্চন তুল্য সমুজ্জল গাত্রে ঈষৎ রক্তাভ বর্ণের গৈরিক সিল্কের বস্ত্র। অঙ্গুলিতে অসংখ্য অগণ্য নানাপ্রকারের সুন্দর সুন্দর

অঙ্গুরীয়। তখন জানিতাম না যে বাবা ঐগুলি নিজ অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া খুলিয়া অকাতরে দান বিতরণ করিবেন। বস্ত্রের উজ্জ্বলতাও নিষ্প্রভ হইতেছে বাবার সভ্যস্নাত সুন্দর কনককান্তির নিকট। মুখে সেই জন-মুগ্ধকারী নির্ম্মল মৃদু হাস্য। সকলের প্রণাম পূজাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি চলিলেন প্রত্যহের মত প্রণাম দিতে শিব-মন্দিরে এবং 'বালেশ্বরী' মাতার পূজা করিতে। সংস্কৃত কলেজের বারান্দায় সতরঞ্চির উপর বাবার বসিবার সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া আমরা বসিয়া বাবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। তখনও ঐ স্থান সাজান শেষ হয় নাই। দুই তিনখানি চৌকী আনিয়া অন্যকার দানের দ্রব্যগুলি তখন স্তরে স্তরে সাজান হইতেছিল। কাশ্মীর হইতে আনিত নাম্‌দার আসন, গৈরিক বস্ত্র, নানাবিধ র‍্যাপার, শাল, রৌপ্য গেলাস্, রৌপ্য বাটী, রৌপ্য বিড়িদানী, আশ্রমের ছাত্রদের দানের নিমিত্ত শতাধিক গরম সোয়েটার, পূজক, ব্রাহ্মণ, সেবক, মালী, গো রক্ষক, ভক্ত আজ কেহ এই দানে বঞ্চিত হইবেন না। সুতরাং অতগুলি ব্যক্তির নিমিত্ত প্রায় ৩০০০৲টাকা বা ততোধিক মূল্যের দ্রব্যগুলি অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইতেছিল। বহু বিলম্বে বাবা প্রত্যেক দিনের মত সর্ব্ব কার্য্য সমাপ্ত করত সংস্কৃত কলেজের বারান্দায় এই অসংখ্য অগণিত জন-সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া উদিত হইলেন। বাবার পরিহিত অরেঞ্জ বর্ণ বাসের সহিত বাবার উজ্জ্বল দীপ্ত বদনের বর্ণ এবং সেই হাস্যোজ্জ্বল প্রীতি মাখা আঁখি দুটী ভক্ত হৃদয়ে আনন্দের লহর তুলিল। বেদীবক্ষে উপবিষ্ট হইয়া প্রায় ১॥০ ঘণ্টা ব্যাপী সেই দানযজ্ঞ যে স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছে তাহার জীবন অসার্থক। প্রথমে তিনি গুরু-

ভ্রাতাদের উপযোগী দ্রব্যাদি—যথা কাশ্মীর হইতে সংগ্রহ নামদার বড় বড় আসন, গৈরিক বস্ত্রোপরি রৌপ্য মুদ্রা, রৌপ্য গ্লাস্, ইত্যাদি তাঁহার গুরুভ্রাতাদের প্রদান করিলেন। যুগল মন্দিরের ম্যানেজার মহাশয়কে একখানি শুভ্র বর্ণের শাল ও ছাত্র-মণ্ডলীকে সোয়েটার, টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাযোগ্য বস্ত্রাদি এবং কম্বল দান করিলেন। দানের সময় বাবার হাসিমাখা মুখ খানা হইতে কেহ নয়ন ফিরাইতে সমর্থ হয় নাই। হাতের অসংখ্য অঙ্গুরীয় একে একে দান হইতেছিল। কোন কোন ব্যক্তি বাবার ছবি উঠাইয়া লইতেছিলেন। তখন পার্শ্বস্থিত জনৈক সাধু উৎফুল্ল অন্তরে উচ্চৈস্বরে "হরি বল, হরি বল' ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছিলেন। বাবার মস্তকোপরি গৈরিক চন্দ্রাতপের উপর হইতে ঘন ঘন পুষ্প বর্ষণ হইতেছিল। বাবার হস্ত হইতে নব নির্ম্মিত রৌপ্য গ্লাস্, রৌপ্য বিড়িদানী, রৌপ্য বাটীগুলি, কম্বল, বালাপোষ, রেজাই, রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণ গিনি আদিও পুষ্প বৃষ্টির মত গুরুভ্রাতা, ভক্ত, আশ্রিতদের মধ্যে বর্ষিত হইতেছিল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, হরিমণ্ডপে প্রহরাবধিকাল অবিরাম নাম-ধ্বনির মধ্যে এই মহা সমারোহ ব্যাপার যখন চলিতেছিল তখন আমি বিশ্বদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিলাম—

"বিধাতা করুন এদিন আবার,
ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার ॥"

শুধু আমি কেন, বাবার দীর্ঘজীবন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই বাঞ্ছনীয়। যিনি শুধু মাত্র আশ্রমেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন, সর্ব্ব শিষ্য, শিষ্যা হইতে

সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণকামী তাঁহার দীর্ঘজীবন, মঙ্গল কামনা, নিরাময় দেহ, কে কামনা না করিবে ?

বাবার পদনিম্নে যে প্রকাণ্ড পুষ্পভরা পরাতখানি রক্ষিত ছিল—বাবার দানযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রথমে শিষ্যাগণ তাহা হইতে পুষ্প উঠাইয়া বাবার চরণে দিয়া প্রণাম করিল এবং ঐ রাতুল চরণোপরি যাহার যাহা সামর্থ্য, যাহার যাহা প্রাণে চাহিল তাহাই দিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তয়লা হইতে আরম্ভ করিয়া গৈরিক বস্ত্র, গামছা, আতর, তানপূরা বাদ্য, সুগন্ধি ধূপশলাকা, কাবুলী মেওয়া, নানা প্রকার ফল, বিবিধ মিষ্টান্নগুলি যেমন ভক্ত শিষ্যাগণ বাবার শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছেন, তেমনি বাবাও তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে কিছু কিছু সন্দেশ এবং মিষ্টান্ন প্রদান করিতেছেন। বাবার সান্নিধ্যে গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত ডাণ্ডাটির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আমি মুগ্ধ চিত্তে এইসব দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছিলাম। যখন জ্ঞান হইল আমারও প্রণাম করিতে হয়, তখন ধীরে ধীরে বাবার সম্মুখে আসিয়া গঙ্গাজল দ্বারা গঙ্গাপূজা করিলাম। বাবার রাতুল চরণ নিম্নে পরাতোপরি রাশীকৃত পুষ্প হইতে পুষ্প উঠাইয়া লইয়া বাবার চরণ কমলে মাথাটি স্থাপন করত বাবার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলাম। শিষ্যাদের প্রণাম অন্তে শিষ্যগণের প্রণাম আরম্ভ হইল। এই প্রণাম ব্যাপারেই যে কত সময়ের প্রয়োজন তাহা এই ব্যাপার যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে সে ধারণা করিতে পারিবে না। আহারাদি সমাপ্ত হইতে প্রায় সেদিন ৩টা বাজিয়া গেল। যখন আহারান্তে তৃপ্ত হইয়া বাবার শ্রীচরণে প্রণাম নিমিত্ত বাবার আফিস কক্ষে উপস্থিত হইলাম, তখন বাবা আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন "আশ্রম পার্শ্বে বিশুদ্ধ নিবাস" খালি হইয়াছে,

ইচ্ছা করিলে আপনি আসিয়া তথায় থাকিতে পারেন। কাশী থাকিতে বাবার কীর্ত্তন শ্রবণে বিমুগ্ধচিত্তে যে সাধটী একদিন বাবার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী অন্তর্য্যামী বাবা তাহা এতদিনেও বিস্মৃত হন নাই দেখিতেছি।

সেদিন প্রণামান্তে যশিডিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম বটে কিন্তু গৃহ হইয়া উঠিল আলুনি। ব্যঞ্জন যদি লবণ বিহীন প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন বিস্বাদ বোধ হয়, তেমনি কোন কাজেই আর মনের সংযোগ করিতে পারিলাম না। ২৯শে পৌষ বিছানাদি ও সামান্য কিছু বস্ত্রাদিসহ চলিলাম বাবার আশ্রমে "বিশুদ্ধ নিবাসে" বাসের নিমিত্ত। বাড়ীখানি বাবার শিষ্যা স্নেহলতা দিদি দীর্ঘ কালের জন্য ভাড়া লইয়া রাখিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে গুরুদর্শন নিমিত্ত করণীবাদ আসিবেন বলিয়া। যতটুকু সময় বাবার সান্নিধ্যে বাস করিতে পারিব উহাই আত্মার কল্যাণকর মনে করিয়া কয়েকদিনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ নিবাসে চলিয়া আসিলাম। তখন জানিতাম না যে, মাসাবধিকাল ভ্রমণ শীঘ্র একটী সুখ স্বপ্নের মত সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

———

# তপোবনে মাঘ মেলা

১লা মাঘে মাঘমেলা হয় তপোবনে। ইহা বহুকাল অবধি হইয়া আসিতেছে। অদ্য সেই উপলক্ষ্যে বাবা তপো পাহাড় যাইবেন। সুতরাং তাঁহার এই ছাপ্পান্ন কোটি যদু বংশও সাজিতেছে, বাবার সহিত তপোনাথ পূজন ও মেলা স্থান দর্শন নিমিত্ত। সকরুণ হৃদয়, দয়ার আধার, স্নেহ পরায়ণ বাবা বেলা ৯॥ টা হইতেই তাঁহার দুইখানি মোটার ঠিক রাখিয়াছেন শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তগণের নিমিত্ত। অনিলা দিদির আহ্বানে ১০টা বেলায় আমিও তাঁহাদের সহিত বাবার মোটারেই উঠিয়া বসিলাম। ৫ মাইল পথ মোটারের পক্ষে অবশ্য অধিক নয়, কিন্তু এই রেশানের দিনে যার মোটার আছে সেই জানে পেট্রল সংগ্রহ করা কি দুরূহ ব্যাপার। বাবার ভাণ্ডার যদিও অফুরন্ত তবুও অনবরত বারম্বার যাত্রীদের লইয়া যাতায়াতে কত যে পেট্রল ফুরাইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা ৮।৯ জন তপোবনে গিয়া মোটার হইতে নামিলে পুনরায় মোটার অন্যান্য শিষ্য শিষ্যাদের লইবার নিমিত্ত আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। আমরা প্রথমে সেই জনসমুদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া কিছু মেলার জিনিষ ক্রয় করিয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। নীচে 'সীতা গুহার' পার্শ্বে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দজীকে প্রণাম পূর্ব্বক তপোনাথ মন্দিরে চলিলাম। তথা হইতে ক্রমে অসংখ্য যাত্রীদের সহিত ভীড় ঠেলিয়া উঠিলাম শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বসিবার স্থানটীতে। এই বারান্দাতেই পূর্ণ ২৮ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমায়

দীক্ষা দিয়াছিলেন। বারান্দায় বেদী বক্ষে গুরুদেবের পত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিত ছবিখানির পদনিম্নে বসিয়া প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী নিবিষ্ট চিত্তে গীতা অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শত শত মেলা দর্শনার্থীরা যখন ভীড় করিয়া গুরু মহারাজের ছবিখানি দর্শন জন্য আসিতেছেন তখন তাহাদের গতি রোধ করা কঠিন হইতেছে। যাহাতে ছবিখানি প্রণাম পূর্ব্বক একদল যাত্রী চলিয়া গিয়া অপর দল দর্শন নিমিত্ত আসিতে পারে সেই সুব্যবস্থার জন্য কয়েকজন ভলেণ্টিয়ার রহিয়াছে দেখিলাম। শ্রীযুক্ত কালিদাস দাদা ঐ পুণ্য স্থানে উপবিষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ সংস্কৃত গীতা পাঠ করিলেন। উহা শ্রবণে আমিও বাংলায় গীতার ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, অধ্যায় আবৃত্তি করিলাম। শুনিলাম বাবা তপোবন আসিয়াছেন এবং তপোনাথ পূজা করিতেছেন। মন ছুটিল বাবার নিকট। একবার ভাবিলাম নামিয়া বাবার নিকট যাই, কিন্তু এই ভীষণ ভীড় ও পথের দুর্গমতা স্মরণে মনকে নিবারণ করিলাম। বিশেষতঃ আমি ঐ স্থানে বসিয়াই দেখিতে পাইতেছিলাম, শ্রীগুরু মহারাজের মূর্ত্তি অঙ্কিত অঙ্গুরী পরিহিত বাবার হস্তখানিতে পূজার পুষ্প বিল্বদল নিকটে শিষ্য শিষ্যাগণের হস্তে বাবা তপোনাথের পূজন জন্য ঐ ফুল বেলপাতা প্রদান করিতেছেন। পূজাকালে বাবার অন্তর সুখচিত্তের নিমিত্ত গম্ভীরমূর্ত্তি গুরুগতপ্রাণা ভগিনীগণের গুরুসহ তপোনাথ পূজন কালে ভক্তি গদ্গদ্ ভাব, দর্শকবৃন্দের সোৎসুক নেত্রে বাবার বদনোপরি সন্নিবিষ্ট তপোনাথের মস্তকে ধুতরা পুষ্প এবং বেলপত্রের স্তূপ, চতুর্দ্দিকে আকন্দ ও গাঁদা ফুল ছড়াইয়া রহিয়াছে, সমস্তই আমি দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন পাইতেছিলাম।

ক্রমে সূর্য্যদেব মস্তকোপরি হইতে পশ্চিমে হেলিলেন। যদিও সঙ্গে

সেদিন ঘড়ী ছিল না, তথাপি জঠরাগ্নির উদ্রেকে বুঝিলাম বেলা নিতান্ত কম হয় নাই। সবুজ্ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোলাগুলির দ্বারা ঐ ভীষণ জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া যখন দুঃসাধ্য মনে করিতেছি তখন পূজা অন্তে বাবা শিষ্য-শিষ্যাগণের সহিত খিঁচুরী প্রসাদ গ্রহণ করত উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসিলেন তিনি ঠিক সেখানে যেখানে পূর্ণ ২৮ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ আমার কর্ণে নাম দিয়াছিলেন। ২৮ বৎসর পূর্ব্বে মন চলিয়া গেল। ৺পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারিজী গুরুদেবের বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া আমার পৌরহিত্য করিতেছেন, সন্মুখে চরণপূজার দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত, শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ সন্থস্নাতঃ, ললাট ত্রিপুণ্ড শোভিত, মস্তকে দীর্ঘ জটা, উজ্জ্বল বর্ণ, মহাদেবের মত মূর্ত্তি— আর তখনকার আমার মনোভাব সবই একে একে আমার মনোরাজ্যে উদয় হওয়ায় মনটী বড় উদাস করিয়া দিল। "সে সকল দিন সেও চলে যায়, সে সবের আজ চিহ্ন কোথায়?" যায় নাই ইহা ধরণীর বুকে অঙ্কিত হইয়া বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে ঐ সকলের স্মৃতিগুলি কত সুগভীর রেখায় আজও অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ২৮ বৎসর পূর্ব্বে তপোপাহাড়ের পথ এমন সরল সুন্দর ছিল না। তখন মোটার ঐ পথে চলিত না। কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচু বক্র পথে ঘোড়ার গাড়ী চলিতে মনে হইত কখন বুঝি গাড়ীখানি উল্টাইয়া যাইবে। সেই অসমান পথে অধিক শ্রমে ঘোড়াগুলি চলিতে চলিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইত। ঐ সময় তপোপাহাড়ে পৌছিতে সময়ও যথেষ্ট লাগিত। সেই বন্যজন্তুপূর্ণ ব্যাঘ্রাদি ভীতিপূর্ণ জন-বিরলস্থানে যিনি আমার মনোভিলাষ পূরণ নিমিত্ত আমার মানবজন্ম সফল করিবার উদ্দেশ্যে দু'খানি ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করিয়া, কত আগ্রহে, কত

আয়োজনে, সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করতঃ এই দুর্গম স্থানে আমাকে আনিয়াছিলেন তিনি আজ কোথায়? সেই শঙ্কররূপী শ্রীগুরুদেব, কর্ত্তব্য-কার্য্যে অবিচল পতিদেব, অতি স্নেহপরায়ণ গুরুভ্রাতা পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারিজী, সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। আমি শুধু এই ভাঙ্গা হাটে অবেলায় সেই কাণ্ডারীর তরণীখানির নিমিত্ত প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিয়াছি। দেখি গুরু কবে শ্রীচরণে স্থান দেন!

বাবা বৃহৎ ব্যাঘ্র চর্ম্মখানিতে উপবেশন মাত্র চতুর্দ্দিক তাঁহাকে বেষ্টন করত ভক্ত মাতাগণ বসিয়া গেলেন। শ্রীগুরুদেবের ছবির সামনে কয়েক জন মাত্র শিষ্যের স্থান হইল। আর বাহিরে বাবার দর্শনপ্রার্থী অসংখ্য জনমণ্ডলী ব্যাকুলভাবে অগ্রসর হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সমদর্শী, সদয় করুণ কোমল হৃদয় বাবা আমার, কতক্ষণ আর নীরবে এভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন? তিনি ঝটিতি উঠিলেন এবং পার্শ্বের বারান্দায় গিয়া উচ্চ কার্নিশের উপর উঠিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন বাবার সহাস্য আনন। গুরুভগিনীগণ সকলেই উঠিয়া বারন্দায় গেলেন। কার্নিশ নিম্নে অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী এবং বারান্দাস্থিত শিষ্যশিষ্যা, ভক্তগণের আর কাহারও অন্তঃকরণে কোন খেদের কারণ রহিল না। প্রত্যেকেই বাবার মৃদু মধুর হাস্যময় বদনখানি প্রাণ ভরিয়া দর্শনের সুযোগ পাইল।

যখন বাবার প্রিয় ভক্তগণ অনিমেষ নয়নে বাবাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন তখন আমার মনে হয় এই নিমিত্তই কবি গাহিয়াছেন—

"নদীয়ার মাঝে সে গৌরাঙ্গ চাঁদে
শুধু একবার দেখিয়াছি,
সবে, দু'টী আঁখি দিয়াছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি?"

বাস্তবিক দুইটী মাত্র আঁখি দিয়া দর্শন করিয়া যেন তৃপ্তি হয় না, শত আঁখি দিয়া দর্শনেও বুঝি সাধ মেটে না। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এই নিমিত্তই বুঝি কবি বলিয়াছেন—

"দুই চোখে আর কুলায় না মোর
তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন পেলে
হতো বুঝি ভাল ॥"

থাক্, এখন বাবার শিষ্যগণের প্রতি কতখানি মনোযোগ সেই কথা বলি। যদিও মেলা স্থানে প্রাতে ৯॥টা হইতেই সকলে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ফিরিতে যে সন্ধ্যা হইবে তাহা বাবা ত জানিতেন। তাই সুবিবেচক সহৃদয় বাবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টিন ভরা কত খাদ্য দ্রব্য, ঝুড়িভরা নানা প্রকার ফলমূল, আশ্রম হইতে সঙ্গে করিয়া মোটারে আনিয়াছেন। কমলা, সিউ, কলা, আশ্রমের গাছের সুপক্ক সুমিষ্ট পপিতা এবং বুঁদিয়া ও নানাবিধ সন্দেশগুলির যে কি প্রকারে সেদিন সদ্ব্যবহার হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। অসংখ্য পুত্রকন্যাদের পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইয়া বাবার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানি আরও হাসিতে ভরিয়া উঠিল। আমি বাবার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলাম। বাবা অতখানি তৃপ্তিদান পরও আমাকে বলিতেছেন—"মা, আপনার জন্য নীচে খিঁচুরী প্রসাদ রহিয়াছে। পাছে এত ভীড়ে ছোঁয়া নাড়া হইয়া যায় বলিয়া উপরে উহা আনাইয়া দিতে পারিলাম না।" ধন্য গুরু, তোমারই

স্নেহ, তোমারই প্রতিনিধির মধ্যে দিয়া এই অভাজনের প্রতি এরূপ ভাবে বর্ষিত হইতেছে।

এতগুলি লোককে ত আবার ফিরিতে হইবে? তাই সেদিন বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক পাহাড় হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম। যখন ঘুরিয়া অল্প নামিয়া ঐ বারান্দায় নীচে আসিলাম, তখন দণ্ডায়মান হইয়া বাবার সহাস্য বদনখানি আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। কাশীতে কীর্ত্তনকালে স্বল্প নীলাভ আলোকে বাবার খঞ্জনী হস্তে অন্তরমুখ চিত্তের গম্ভীর মূর্ত্তিটী ভক্তের ধ্যানের বস্তু, উহা অতি সুন্দর বটে, কিন্তু তখন বাবা আমাদের হইতে অতি উচ্চলোকে বিচরণ করেন, আর আজিকার বাবার এই দীপ্ত সহাস্য মূর্ত্তি,—বাবা এখন আমাদের মধ্যেই অতি নিকটে রহিয়াছেন, তাই দাঁড়াইয়া তৃপ্তির সহিত দেখিলাম আর মনে মনে বলিলাম—

"সুন্দর তুমি চন্দ্রের মত, মধুর তোমার কান্তি।<br>
সৌম্য স্নিগ্ধ বয়ানে তোমার, বিরাজে বিমল শান্তি॥<br>
তোমারে হেরিয়া মনে হয় যেন, তুমি চির পুরাতন।<br>
কতদিন পরে পেয়েছি আজিগো প্রাণের হারান ধন॥"

বাস্তবিকি সত্য সত্য আমার মনে হয় তুমি সেই পুরাতন, নতুবা কি এত গুণ, এত বৈশিষ্ট্য একাধারে কখনও সম্ভব? ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক শিষ্য-শিষ্যাগণের প্রতি প্রীতি, স্নেহ, করুণা, মমতা মাখা সদয় ভাব, সেইরূপ অনলস কর্ত্তব্যপরায়ণ, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি, আবার তেমনি সকলের সুখদুঃখে ঐ মহান হৃদয় সুখদুঃখ অনুভব করে। তিনি যেরূপ সম্পূর্ণ বিলাসবর্জ্জিত ছিলেন, তদ্রূপ ইনিও

বিলাসদ্রব্যাদি পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারই মতন সমস্ত কার্য্যগুলি স্বয়ং করিতে পছন্দ করেন।

যখন তপোপাহাড় হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম তখন তথাকার পরিচিত পাণ্ডাগণ দুই তিন জন আমার সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত আমার দ্রব্যাদি বহনপূর্ব্বক চলিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতেই দেখিলাম বাবার মোটারখানি তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যাদের লইয়া দেওঘর অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। তখন একবার মনে ইচ্ছা জাগিল এই পাঁচ মাইল পথ পদব্রজেই যাইনা কেন? কিছুদূর অগ্রসরও হইলাম। সে দিন শুক্লা ত্রয়োদশী; ক্ষণ পরেই ত বিমল জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া যাইবে—কিন্তু আমার সঙ্গিণীগণ সমস্ত দিন এত পরিশ্রম এবং অতখানি অনিয়মের পর অতটা পথ চলিতে দিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন তাহাদের লইয়া একস্থানে ঘাসের উপর বসিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। অদূরে একটী ছোট্ট বালিকা আমার ক্রয় করা মাটীর পুতুল দেখিয়া উহা লইবার নিমিত্ত মাতার নিকট আবদার ধরিল। খেল্‌নাটী তুলিয়া ঐ মেয়েটীর হাতে দেওয়ায় মাতা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া ঐ পুতুলটী আমাকে ফিরিয়া দিতে আসিতেছিলেন, আমি যখন বলিলাম "আচ্ছা দিদি এ খেল্‌নাটী নিয়ে আমার মেয়ে ত খেলা করিত? মনে করুন এটীও আমারই মেয়ে।" তখন তিনি একটু হাসিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

বাবার মোটার দেওঘর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে উহাতে করিয়া আমরা আশ্রমে রওনা হইলাম। চড়্‌কি পাহাড়ের নিকট মোটারখানি আসিতেই দিবসের কার্য্যান্তে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অস্ত গেলেন।

রক্তিমরাগে রঞ্জিত পশ্চিম গগনের মনোলোভা শোভা দেখিতে দেখিতে গুরুভগিণীগণের সহিত সমস্ত দিনের আনন্দের আলোচনা করিতে করিতে আশ্রমে ফিরিলাম। যখন পৌঁছিলাম তখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে ধরণী হাসিতেছে। নির্ম্মলাদিদি, সরলাদিদি, অনিলাদিদি প্রভৃতি সকলে চলিলেন তখন "ধ্যানকুটীরে" শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম দিতে। সুতরাং আমিও তাঁহাদের সহিত তথায় চলিলাম। তখন "ধ্যানকুটীরে" আরত্রিক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নির্জ্জন আশ্রম, নীরব মেদিনী, উজ্জ্বল চন্দ্রালোক, সম্মুখে গুরুদেবের সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি, সঙ্গে গুরুভক্তি পরায়ণা গুরুভগিণীগণ,—সবই যেন প্রাণে অভিনব আনন্দের বারতা আনিতেছিল।

'বিশুদ্ধ নিবাসে' ফিরিয়া বিশ্রামের সময় মনে পড়িল বাবাত এখনও ফিরেন নাই? যতবার অনুসন্ধান করিলাম শুনিলাম তখনও সব শিষ্যাগণই আসিতেছেন, বাবা আসেন নাই। দ্বিপ্রহরে তপোবনে গমনকালে বাবা র‍্যাপারখানিও সঙ্গে লইয়া যান নাই দেখিয়া তখন পাহাড়েই আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম—"বাবা, কাহাকেও বলিয়া দিলে বাবার র‍্যাপারখানি আসিত। কারণ ফিরিতে ত সন্ধ্যা হইবে। মোটারে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে?" সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ সহনশীল দ্বন্দ্ব রহিত বাবা আমার তখন এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ভাবিলাম এত রাত্রি হইয়া গেল গায়ে ত মাত্র ঐ গৈরিক গামছাখানি, ঠাণ্ডা না লাগে। তাহাতে আবার বিমল জ্যোৎস্নায় চরাচর প্লাবিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে আশঙ্কা জাগিল হয়ত বাবা পদব্রজেই বা ফিরেন? যা' ভাবিয়াছিলাম হইলও তাহাই। একে সমস্ত দিন মোটার ড্রাইভার পরিশ্রম করিতেছে, সে বিবেচনায়, আবার পেট্রোলও কমিয়া

আসিয়াছে, সেজন্যও বটে, আর এমন জ্যোৎস্না—বাবা ত আদৌ পরিশ্রমে কাতর নহেন? সুতরাং কয়েকটী অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ বাবা পদব্রজেই ৮॥টা রাত্রে আশ্রমে ফিরিলেন। বাবার নিরাপদে পৌছান সংবাদ পাইয়া মনটী আনন্দ পাইল বটে কিন্তু অনেক কথা অন্তরে জাগিতে লাগিল। যখন কাঁশী হইতে বাবা দেউঘরে ফিরিলেন, তখন বাবা—একটা হুকুম করিলেই তাঁর নিজের মোটার যশিডি স্টেশানে তাঁহাকে লইতে যাইতে পারিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বাবা আরও ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে আশ্রমে পৌছিতে পারিতেন। অত শীতে আবার ড্রাইভারের কষ্ট হইবে বলিয়া বাবা কখনও যশিডিতে মোটার যাইতে হুকুম দেন নাই। আবার আজ তাঁ'রই দুখানি মোটার এতবার পাহাড়ে যাতায়াত করিল, আর তিনি কিনা এই শীতে সামান্য বস্ত্রে, নগ্নপদে, পদব্রজে ফিরিলেন। এ অপূর্ব্ব চরিত্রের তুলনা কোথায়?

---

# দীক্ষার দিন স্মরণে

অদ্য ৮ই মাঘ, আমার দীক্ষার দিন। আজ দীক্ষার ঠিক ২৮ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে কল্য আমার গুরুভগিণীগণদের এবং বাবার শিষ্যাদিগকে "বিশুদ্ধ নিবাসে" আহ্বান করিয়াছি—কিঞ্চিৎ সৎপ্রসঙ্গে এবং কীর্ত্তনে আনন্দে সময় অতিবাহিত হইবে এই আকাঙ্ক্ষায়। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি এবং নিত্যকর্ম্ম অন্তে পুনরায় স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে চলিলাম বাবাকে প্রণাম করিতে।

দেখিলাম বাবার দ্বার তখনও রুদ্ধ। দ্বারের নিকট ভূমিতে প্রণাম পূর্ব্বক চলিলাম ধ্যানকুটীরে। বাবাকে পূর্ব্বদিনই বলিয়া রাখায় ধ্যানকুটীরের দ্বার উন্মুক্তই ছিল। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সুবৃহৎ তৈল চিত্রখানির নিকট তাঁহার পাদুকা নিম্নে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। কি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি! উজ্জ্বল তেজঃ-ব্যঞ্জক চক্ষু দু'টী যেন হৃদয়ে শক্তি জাগাইয়া তুলিতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে চৌকির উপর গুরুদেবের বসিবার আসনোপরি গুরুমহারাজের একখানি রঙ্গিন চিত্র। ঐ গৃহে শ্রীগুরু-মহারাজেরর ব্যবহারে ছোট ছোট দ্রব্যগুলি এখনও সযত্নে তেমনি সজ্জিত রহিয়াছে। চিত্র নিম্নে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ দেখিয়া পরে গুরুমহারাজের খড়ম জোড়াটী পূজা করিলাম। ধূপ, দীপ, পুষ্প, চন্দন, জল শঙ্খ, নৈবেদ্যাদি সবই বাবা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখাইয়া ছিলেন। ঐ ধ্যানকুটীরের পুরোহিত শিব শঙ্কর। সে উপস্থিত ছিল। আমি পূজা এবং জপান্তে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করতঃ পরিপূর্ণ অন্তরে যখন আশ্রমের দিকে ফিরিলাম তখন ৯৷৷০টা বেলা। হরিমণ্ডপে তখন বাবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নদীয়া বিহারীকে আহ্বান অন্তে বাবা তখন গাহিতে ছিলেন— শ্রীমৎ৺পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারিজীর রচিত এই গানটী—

"জান না রে মন, পরম কারণ, শ্রীগুরুচরণ ভরসা রে।<br>
সর্ব্বসিদ্ধি দাতা, পরম দেবতা, দয়াময় দিন শরণ রে॥<br>
পাবি অনায়াসে চতুর্বর্গ ফল, ভব মরু মাঝে ছায়া সুশীতল,<br>
( সেই ) কল্পতরু মূলে, ভক্তি গঙ্গাজল<br>
সযতনে কর সেচন রে॥

নিস্তার করিতে সংসার তুফানে, পথ দেখাইতে প্রেমের ভবনে,
জ্ঞান কিরণ চির-বিতরণে, অজ্ঞান তিমির নাশন রে ॥
দয়াময় যিনি দেব দীনবন্ধু,
ভক্ত চিদাকাশ হাসন ইন্দু,
যাচে দীন দাস কৃপাকণা বিন্দু,
প্রেমানন্দে রাখ মগন রে ॥"

সমস্ত দিনটী প্রত্যহই যেরূপ ভাবে কাটে সে দিনও সেইরূপই আনন্দে কাটিল। বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ অন্তে দ্বিপ্রহরটী বাবার বালেশ্বরী মাতার পূজাদর্শন, হোমদর্শন, নাট মন্দির পার্শ্বে শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিতে মাল্যদান, প্রণাম,—অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ ইত্যাদি। বাবা সে দিন মহাভক্ত হরিদাসের মুলুকের রাজার আদেশে বাইস বাজারে অসহনীয় বেত্রাঘাতের বিষয় পাঠ করিলেন। সেই তিতিক্ষাপরায়ণ, ক্ষমা, করুণার প্রতিমূর্ত্তি সমাধিমগ্ন সাধুর অপূর্ব্ব চরিত্র, বাবার মুখে বড়ই চমৎকার লাগিতেছিল। সেই মহাভক্তের দেহে অজস্র বেত্রাঘাত, তাহা উপেক্ষা করিয়া যখন তিনি বেত্রাঘাতকারীদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তখন আমার যীশু খৃষ্টের ক্রুশ বিদ্ধ করিবার সময় শ্রীভগবানের নিকট তাহাদের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা মনে পড়িতেছিল। যাঁহারা সেই রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের সকলের হৃদয়ের ভাব একই। বাবার মুখে বাখ্যা সহ ঐ কাহিনী এবং মাঝে মাঝে গীতার শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক তাহার বিশদভাবে বাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতেছিল।

তৎপর বাবা প্রত্যেক দিনের মত "নর্ম্মদাকুণ্ড" পরিক্রমা করিতে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভক্তগণও চলিল। বাবার সহিত বৃহৎ টর্চ্চ হস্তে সত্যেনও চলিল। ইতঃপূর্ব্বে বাবার নর্ম্মদা পরিক্রমা দর্শন করি নাই। তাই ভাবিলাম একটু দেখিয়া আসি। বাবার ভ্রমণ যেমন দ্রুত, তেমনি লঘু পদক্ষেপ,—সঙ্গের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। উহা দর্শনে বহুদিনের একটী ঘটনা মনে পড়িল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা, ঐ দিন কৈলাসপতি শ্রীশ্রীহংসমহারাজের নিমন্ত্রণে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ গিয়াছিলেন কৈলাস পাহাড়ে, আমাদের 'ডজ্' কারে—আমার পুত্র হেমাদ্রিশেখর সে দিন ছিল মোটারের চালক। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে "কৈলাস কুঠী" পৌঁছাইয়া দিয়া কৈলাস পাহাড়ের নিম্নে সে প্রতীক্ষায় ছিল। উভয় মহাত্মার কথোপকথন অন্তে শ্রীশ্রীহংসমহারাজের সহিত শ্রীশ্রীগুরুদেব আসিলেন মুক্ত চবুত্রায়। হঠাৎ দেখিলাম অতি লঘুপদে গুরু-মহারাজ কৈলাস পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গ লইলেন আমার স্বামী এবং ছোট বাবা ৺পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারিজী—নামিয়া ছুটিলেন গুরুদেব যশিডির পানে। আমার স্বামীর বরাবরই খুব দ্রুত চলা অভ্যাস। সুতরাং তাঁহার গুরুমহারাজের সহিত চলিতে কোন কষ্ট হইল না। কিন্তু ছোট বাবা অতিশয় হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অন্যান্য ভক্ত এবং শিষ্যদের সহ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীকে মোটারে লইয়া হেমাদ্রি তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল গুরুমহারাজের নিকট।

বাবার ভ্রমণ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বোক্ত আনন্দের স্মৃতিগুলি

হৃদয়ে মনন করিতে করিতে কখন যে বাবার পশ্চাতে কতবার ও কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়াছি তাহা জানিনা। সন্ধ্যাবেলা "যুগল মন্দিরের" শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি শব্দে এবং ধ্যান কুটীরের কাঁসি ঘণ্টা নিনাদে চমকিত হইলাম বটে কিন্তু তখন একবার ইচ্ছা হইল এই ত সাম্‌নেই ধ্যান কুটীর,—একটী বার শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিয়া যাই। প্রণাম অন্তে মনে হইল ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটু সময় ২।৪ মিনিট কাল জপ করিয়া লই। কতক্ষণ তথায় বসিয়াছিলাম তাহাও জানিনা,—যখন বাবা প্রতিদিনের মত ধ্যান কুটীরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণাম নিবেদন করিতেছিলেন, সেই সময় পুনরায় চমক ভাঙ্গিল। সর্ব্বনাশ, গৃহে যে আজ বহুজনকে আহ্বান করিয়াছি? লজ্জিত মনে, শঙ্কাকুল চত্তে ছুটীলাম গৃহের পানে। পথিমধ্যে বাবার সহিত সত্যেনকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে "বিশুদ্ধ নিবাসে" ডাকিলাম।

সে বাবাকে তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া বিশুদ্ধ নিবাসে যাইবে বলিল। সত্যই যা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে দুই-তিন জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিবাসে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আর নিভাননী দিদি টুলে বসিয়া আমাকে অজস্র গালাগালি দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া উহার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। লজ্জিত অন্তরে দিদির নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাগিলাম। দিদিকে বলিলাম, "দিদি সর্ব্ব বিষয়ে আপনার এই ক্ষুদ্র ভগিনীটী অনভিজ্ঞা হইলেও এটুকু ভদ্রতা জ্ঞান তাহার আছে যে, গৃহে কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলে, বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহাদিগের আদর অভ্যর্থনা করিতে হয়। কিন্তু দিদি আজ যেন সব কি হইয়া গেল। ইহা শুধু আমারই দোষ

নয়, গুরুদেবেরও লীলা খেলা।” এত কৈফিয়তেও দিদির তিরস্কার না কমিয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একে একে তখন অন্যান্য গুরুভগিনীগণ সন্ধ্যাবন্দনা অন্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আমার সকল লজ্জা নিবারণ করিলেন আমার গুরুভগিনী নির্ম্মলাদিদি। ৩৪।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দিদি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের সাধনায় স্বচ্ছহৃদয় দিদি আমার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার মিষ্ট কোমল কণ্ঠে সুধাবর্ষী ভজন আরম্ভ করিলেন। তখন সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঘা পড়িল। সহৃদয়া গুরু ভগিনীগণ তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র বোনটীর সকল ত্রুটী, দোষ, অপরাধ ক্ষমা করিয়া তন্ময় চিত্তে উহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ভজন অন্তে সকলেই আনন্দের সহিত জলযোগ করত স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি চলিলাম আশ্রমে কীর্ত্তন শুনিতে। বাবাকে বলিলাম—“বাবা আমার স্বামী বলিতেন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃর মধ্যে প্রেয়ঃ ত্যাগ করত শ্রেয়ঃই গ্রহণ করিবে। আমি যে বাবা তাঁহার আদেশ সব সময় রক্ষা করিতে পারি না।” আজকার নিজের দোষত্রুটী বাবার নিকট মুক্ত কণ্ঠে অকপটে স্বীকার করিলাম। সহৃদয় বাবা সর্ব্বদাই সব মৃদু করিয়া লন। তিনি অতি সহজ স্বরে বলিলেন “যাহারা আজ বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কাল গৃহে ডাকিয়া খাওয়াইয়া দিবেন।” তৎপর প্রায় দুই ঘণ্টা অবধি বাবার সেই সুমধুর সর্ব্বদুঃখহর, প্রাণ মনো-মুগ্ধকর কীর্ত্তন শ্রবণান্তে বাবার শ্রীহস্তের হরিলুট গ্রহণান্তর বিশুদ্ধ নিবাসে ফিরিলাম। অত রাত্রে শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিল না। সমস্ত দিনের আনন্দের আলোচনায় হৃদয়টী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র আধারে শ্রীগুরুর অসীম কৃপা স্মরণে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইতে চলিল।

# রাণা বোধজং বাহাদুর এবং উজ্জ্বলা দেবীর দীক্ষা

মাঘ মাস, বাংলা সন ১৩৫২, শুক্লা সপ্তমী তিথি। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজের মাতুল ও প্রধান মন্ত্রী মান্যবর রাণা বোধজং বাহাদুর এবং তাঁহার স্ত্রী উজ্জ্বলা দেবী কিশোর বয়স্ক একটী পুত্র সহ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই দীক্ষা লাভের অভিলাষী হইয়া ইহারা কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আসিয়া করণীবাদ মহল্লার অন্তর্গত "জোড়াকুঠি" নামক বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এখন কিঞ্চিত ইহাদের পরিচয় দিই। ইনি ইংরাজের সহিত নেপালের তৃতীয় যুদ্ধে প্রথিতযশা বীর স্বর্গীয় মহারাজা স্যার জেনারেল জংবাহাদুরের পৌত্র এবং এলাহাবাদ ফাপামৌর সর্ব্বজন বিদিত ধর্ম্মবীর জেনারেল ৺পদ্মজং বাহাদুরের পুত্র। ইহাদিগের শিবকুঠির সাধু-সেবা সারা ভারত জুড়িয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যেমন মহৎ বংশে জন্ম তেমনি গুরুপূজার ষোড়শোপচায় উপাদান সম্ভার দেখিয়া তাঁহার বিরাট হৃদয়েরও সেইরূপ পরিচয় পাইলাম। ঐকান্তিকী গুরুপাদ-পদ্মে ভক্তি, শ্রদ্ধা, আগ্রহ ব্যতীত বুঝি সর্ব্ব প্রযত্নে ঐরূপ বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ বা ঐরূপ সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞক্ষেত্র নানারূপ সম্ভারে সজ্জিত করা যায় না। খাট, বিছানা, বেডকভার, ছাতা, পাখা, আসন, গালিচা, নানাবিধ রৌপ্য নির্ম্মিত বাসন, কাঁসার বাসন, শ্বেত প্রস্তরের বাসন, বিবিধ প্রকারের ফলমূল, সর্ব্ব প্রকারের আনাজ, চাউল, ডাইল, সাজি পূর্ণ নানাবিধ মসল্লা, বহু প্রকারের সন্দেশ, প্রণামী এবং দক্ষিণা

বাবদ ৪খানি রেকাবী রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা পরিপূর্ণ। উজ্জ্বল গৈরিক সিল্কের বস্ত্র, ঐ প্রকার গায়ের চাদর, গামছা, চন্দন কাষ্ঠের কারু-কার্য্যখচিত পাদুকা, অতি চমৎকার হস্তিদন্ত নির্ম্মিত ধূপশলাকা-দানী প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভারে ঐ বৃহৎ হোম কক্ষের অর্দ্ধেকের অধিক স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি গুরু সমীপে ভক্ত হৃদয়ে কত কুণ্ঠা। গুরু সন্নিকটে রাজা বাহাদুরের মুখমণ্ডলের অকিঞ্চন ভাবটুকু উপভোগ্য। রাণাবাহাদুরের রাণী ত্রিপুরার রাজকুলোদ্ভবা। রাণী শ্রীযুক্তা উজ্জ্বলা দেবী পরম ভক্তিমতী এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সহধর্ম্মিণী। উভয়ে একত্রে সন্তানাদি পরিবৃত হইয়া অনেক সময়েই বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ নিমিত্ত আশ্রমে আসিয়া থাকেন। উঁহাদের দেখিলে মনে আনন্দের উদয় হয়। কারণ ভক্তি-ধন বঞ্চিত ব্যক্তি বহু ঐশ্বর্য্যশালী বা প্রতাপান্বিত নরপতি হইলেও তাঁহাকে সৌভাগ্যবান বা শ্রেষ্ঠব্যক্তি বলা চলে না। আশ্রমস্থ সকলে এবং গুরুভগিণীগণ ইঁহাদিগের পরিবেশে এবং ভক্তি দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

আর একটী ছোট কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করা উচিত মনে করি। তাহা এই,—আমাদের বড় ষ্টেটের চিরহিতৈষী ম্যানেজার স্বর্গীয় তারিণী-চরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্বগ্রামবাসী ও আত্মীয়, হালিসহরনিবাসী সাবর্ণ্য কুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় রাণা বোধজং বাহাদুরের সেক্রেটারী ও সর্ব্বাধ্যক্ষ। অনুসন্ধানে জানিলাম রাজাবাহাদুরের এই গুরুলাভ শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ বাবুরই ঐকান্তিক প্রযত্নে সহজসাধ্য হইয়াছে। অবশ্য গুরুকৃপা না হইলে কাহারও গুরুলাভ হয় না, তবে উপলক্ষ্য ও উপেক্ষণীয় নহে। নীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্বলক্ষণ বিভূষিত। ইনি তাঁহার মাতৃহীন দুইটি পুত্রের উপনয়ন বাবার কৃপায়

করণীবাদ আশ্রমেই নির্ব্বাহ করিলেন। সে নিমিত্ত নীলুবাবু সশ্রদ্ধ হৃদয়ে বাবাকে কত কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। নীলকৃষ্ণবাবু রাজা রাণা বাহাদুরের বিশেষ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বিধায় উপনয়নের আর্থিক ব্যয়ভার রাণা বাহাদুরই বহন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। নীলকৃষ্ণবাবুকে বাবাও বেশ পছন্দ করেন বলিয়া মনে হইল। কারণ একদিন দেখিলাম হোমগৃহে বাবা তাঁহার স্বহস্তের অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া নীলুবাবুর হাতে পরাইয়া দিলেন।

এখন একটু হালিসহর সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। হালিসহর যেখানে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের জন্মভূমি, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইষ্টগুরু ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস, চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি মহাপ্রভুর ষোড়শ জন বিখ্যাত পার্শ্বদের ও ভক্তের জন্মভূমি। ঐ হালিসহর গ্রামের পার্শ্বে নরহট্ট বা নৈহাটীতে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী, এবং শ্রীজীব গোস্বামীর জন্মভূমি। শুনিয়াছি সাহিত্যসম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ হালিসহরে নীলকৃষ্ণ বাবুদের বাড়ীতেই ৺রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ন। নীল কৃষ্ণবাবুর পিতা ৺বিনয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী আমাদের দিঘাপতীয়ার জুনিয়র রাজ ষ্টেটে রাজর্ষির ন্যায় মহাসাধক, মহাতাপস, কর্ত্তব্যে অবিচল, দানবীর, আমার মধ্যম ভাশুর * ৺বসন্তকুমার রায়ের অধীনে থাকিয়া প্রায় ২০ বৎসর চাকুরীর পর দেহত্যাগ করেন।

---

* স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায়ের পুত্র কুমার ৺বসন্তকুমার রায়।

# শ্রীমতি জোছনা মাতার বিশুদ্ধ নিবাসে আগমন

আমি করণীবাদ "বিশুদ্ধ নিবাসে" আসিয়া পরমানন্দে সদাকাল সৎসঙ্গে বাস করিলেও মাঝে মাঝে যখন মনে হইত আমার বড় মেয়ে জ্যোছনা আমারই নিকট আসিয়াছে, সে যদিও তাহার "গোবিন্দ" বিগ্রহ লইয়া সমস্ত দিন তাঁহার সেবা পূজাতেই সময় অতিবাহিত করে। তবুও তাহার প্রতি আমার ঠিক কর্ত্তব্য পালন হইতেছে না মনে করিয়া মাঝে মাঝে কুণ্ঠাবোধ করিতাম। শ্রীমৎ মোহনানন্দজী আমার মনোভাব বুঝিয়া একদিন শ্রীমতী জ্যোছনাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন :—

"মা জ্যোছনা! তুমি তো মা তোমার পিতামাতার সত্ত্বময় শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা যে পবিত্র আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছ, সংসারের দ্বন্দ্ব, কোলাহল, রাগদ্বেষ ও পরীক্ষার মাঝে, এই সাত্ত্বিক বৃত্তিটির পুষ্টিসাধন ও বৃদ্ধিসাধনে নিরন্তর যত্নবতী থাকিলে তোমার ন্যায় সাধিকার অন্তর শান্তির সৌম্য সুষমা ও আত্মিক প্রসাদে পূর্ণ থাকিবে। তাই আমার মনে হয় তোমার মা উপর্য্যুপরি প্রাপ্ত শোকের দ্বারা সন্তপ্তা হইয়া এখানে শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের চরণ ছায়ায় অবস্থানের দ্বারা যে শান্তি ও আনন্দ পাইতেছেন তাহাতে তোমার প্রতি তাঁহার অকর্ত্তব্য সাধিত হওয়ায় তাঁহার অন্তরে যে সঙ্কোচ বিদ্যমান থাকে, তাহা তুমি নিশ্চয় নিবারণ করিতে পার। তোমার মাতৃস্নেহটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহার শান্তিলাভের সমর্থন করিয়া এবং

ইহাতে অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমার মনে এধারণা দৃঢ় রহিয়াছে।”

বাবার এই পত্রখানি পাইয়া জ্যোছনা মাতা তাঁহার গোবিন্দজী ( “কাঙালের ঠাকুর” ) লইয়া করণীবাদ “বিশুদ্ধ নিবাসে” কয়েক দিনের নিমিত্ত আসা স্থির করিল। বিশেষতঃ বাবার কীর্ত্তনে মুগ্ধচিত্ত জ্যোছনা মাতার অন্তর পূর্ব্ব হইতেই দ্রব হইয়া উঠিয়াছিল এবং এইদিকেই অন্তর টানিতেছিল।

---

# করণীবাদে কৃষ্ণপ্রেমের আগমন

একেত করণীবাদ আশ্রমে সদাকাল উৎসব। দুইবার দীর্ঘকাল-ব্যাপী কীর্ত্তন শ্রবণ, হোমদর্শন, অপরাহ্ণে একঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ, তৎপর সায়াহ্নে নর্ম্মদা পরিক্রমা, “যুগল মন্দিরে” আরত্রিক দর্শন এবং ধ্যানকুটীরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আরত্রিক দর্শন ধ্যানকুটীরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আরত্রিক দর্শনাদিতে স্নানাহারের ও বিশ্রামের সময় মিলে না, তাহাতে গোবিন্দ কয়েক দিনের জন্য আলমোড়া পাহাড় হইতে আনিয়াছে সাধু কৃষ্ণপ্রেমকে। ইনি সাহেব। পূর্ব্বে এই সাধু লক্ষ্ণৌ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইহাতে উঁহার বহু অর্থ উপার্জ্জন হইত। ইনি চিরদিনই ধর্ম্মপ্রাণ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করতঃ সম্পূর্ণ এই পথে নামিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত

এবং প্রকৃত বৈষ্ণব। অতিশয় দীনভাব। কেহ যদি উঁহাকে মাটিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে তবে তৎক্ষণাৎ ধুলাবালি, কঙ্করাদি বিচার না করিয়া মৃত্তিকায় স্বয়ং মস্তক রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করেন। সকলের সঙ্গে একাসনে বসিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইনি শিখাসূত্র তিলকধারী পুরা বৈষ্ণব, বেশে এবং ব্যবহারে। সতত হাস্য বদন। বাঙ্গলা কথা-বার্ত্তা ত বলিতে পারেনই, ভগবৎ-কীর্ত্তনও অতি ভাবের সহিত গহিয়া থাকেন। আলমোড়া পাহাড়ে গুরুদত্ত রাধারাণী, রাধিকামোহন বিগ্রহ মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিয়া ঐ বিগ্রহের নিত্য পূজা অর্চ্চনা এবং স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত পূর্ব্বক ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদ নিজে গ্রহণ করেন। আলমোড়া পাহাড়ে উঠিতে হয় ১৫ মাইল। যদিও ইঁহার মনটী বরাবরই ছিল বৈরাগ্য পূর্ণ কিন্তু যশোদা মাতার (ইনি সাধুর দীক্ষা গুরু) কৃপা লাভের পর হইতে এই প্রেমিকসাধু একেবারেই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করত একখানি মাত্র গৈরীক বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া আলমোড়া পালাড়ে পরমানন্দে অতি দীনভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। সাধু নগ্নপদ, মুণ্ডিত মস্তক, কণ্ঠে তুলসীর মালা, উন্নত নাসিকায় তিলক এবং অঙ্গে অতি সাধারণ বহির্ব্বাস। বদনখানিতে যেন ভালবাসা বিচ্ছুরিত হইতেছে। কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে নামের প্রভাবে প্রায় জ্ঞান রহিত হ'ন। অনবরত নামগান গাহিতে গাহিতে আদৌ সময় বোধ থাকেনা। একটি লাইনই পুনঃ পুনঃ গাহিয়া শ্রোতৃগণকে বিমোহিত করেন।

একে ত হেথায় চিরবসন্ত। এখানে এ নন্দন কাননে, পারিজাত পুষ্প চির অম্লান, চির সুরভিত, তাহাতে আবার গোবিন্দ মণি-

কাঞ্চনের সংযোগ করিল। চলিলাম গঙ্গাশ্রমে* একদিন কিছু পাইবার প্রত্যাশায়। দেখিলাম কৃষ্ণপ্রেম অতি সাধারণ ভাবে একখানি চৌকীর উপর বসিয়া আছেন। প্রণাম পাইবার ভয়ে প্রণাম করিলাম না। হাত তুলিয়া নমস্কার করাতে তিনিও দুইখানি হাত তুলিয়া অবনত মস্তকে নমস্কার করিলেন ঐ স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কথা তুলিলাম। বলিলাম—"আপনার গুরুর প্রধান উপদেশ কি কি দয়া করিয়া আমাকে বলুন। আমি আজ কিছু লইবার আশায় আসিয়াছি—কিছু না পাইলে এখান হইতে যাইব না।" অতি ভাল মানুষের মত সাধু দীনভাবে বলিলেন—"তবে আপনি বসিয়া থাকুন, আমার ত কিছু নাই, আমি কি দিব?" আমি বলিলাম—"আমার গুরুদেব বলিতেন কোলের ছোট ছেলে মায়ের খুব আদর পায়' সেই আদর পাইবার লোভে আমি চিরদিনই ছোট ছেলে হইয়া রহিয়াছি। তাই আমার আব্দার বেশী। সুতরাং আপনি যতই নিজেকে গোপনের চেষ্টা না করুন আমি কিছু লইবই।"

তাঁহার সহিত ঘণ্টা কালব্যাপী যে সকল কথোপকথন হইল তাহার সার সংগ্রহ এই :—তুমি যতই বাসনা কামনা নামরূপী বাঁধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করনা কেন,—বর্ষাকালে যেমন পুকুরের তলদেশ হইতে জল উঠে তদ্রূপ মনের অভ্যন্তর দেশ হইতে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ নূতন নূতন বাসনা কামনার উদ্ভব হইবে। ইহার উপায় একমাত্র গুরুর কৃপা। 'গুরু কৃপাহি কেবলং'। আমি চেষ্টা পূর্ব্বক তাড়াইব

---

* শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবুর বাসার নাম গঙ্গাশ্রম। প্রাণগোপাল বাবুর সহধর্ম্মিনী পুত্র, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রাদি সহ তথায় রহিলেও আশ্রম মধ্যে 'সন্তোষ আশ্রমে" প্রাণগোপাল বাবু একাকী সাধন ভজনাদিতে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন

বলিলে কিছুই দূর করিতে সমর্থ হইবে না। গুরু কৃপাতেই মাত্র সব আবর্জ্জনা দূর হইয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দজী যেমন বলিতেন "Learn, Learn" অর্থাৎ শিক্ষা কর, শুধু জীবন ভরিয়া শিক্ষা কর,' তদ্রূপ সাধুর গুরু যশোদা মাতার উপদেশ "Love, Love" অর্থাৎ ভালবাস, নিজের সমান সকলকে ভালবাস।

সাধু বলিলেন এ পথের পরম শত্রু অহং। এই অহঙ্কার, অভিমান, গর্ব্ব সব ত্যাগ করত নিজেকে অতি দীন মনে করিয়া অনুক্ষণ শ্রীগুরুর পাদপদ্মে শরণ লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে এবং সকলের প্রতি আত্মতুল্য ব্যবহার করিতে হইবে। আর চাই সদাকাল অনুস্মরণ।

জ্যোছনা মাতার হস্তে হরিনামের থলেটী দেখিয়া সাধু আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং হাস্যময় মুখে তাঁহার উপবীত শোভিত শুভ্র বক্ষদেশ হইতে গৈরিক বহির্ব্বাসের মধ্য হইতে তাঁহার হরিনামের থলেটী বাহির করিয়া দেখাইলেন। আমিও হাসিয়া আমার গলার মালার সহিত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের রঙ্গিন এনামেল করা সুন্দর মূর্ত্তিটী দেখাইলাম। ইহাতে পরম গুরুভক্ত সাধু বিশেষ উল্লাসিত হইয়া আমাকে বলিলেন— "আমাদের উভয়ের নাম জপ দ্বারা তবুওত কিছু পরিশ্রম করিতে হয় আর আপনার সেটুকুও করিতে হয় না।"

বাবা একদিন দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণপ্রেমকে ভক্তবৃন্দ সহিত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মৃত্তিকাতে আসনোপরি উপবেশন পূর্ব্বক হাত দিয়া নিরামিষ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ জ্ঞানে সাধু পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিলেন। তাঁহার সহিত আহার করিতেছিলেন প্রেসিডেন্সি

কলেজের সিনিয়র হেড প্রফেসার নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, রামকৃষ্ণ মিশনের ধ্যান চৈতন্য ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ এবং গোবিন্দের অগ্রজ গৌর গোপাল প্রভৃতি। বাবা স্বয়ং সাম্নে থাকিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক ইহাদের সকলকে আহার করাইতেছিলেন। মাটিতে আসনে বসিয়া আহারান্তে সাধারণভাবে হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক যখন সকলে সহাস্য বদনে কথোপকথনে গঙ্গাশ্রমে চলিলেন, তখন আমি গোবিন্দকে কৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম যে "কতদিন হইল ইহার এইরূপ ভাব হইয়াছে?" গোবিন্দ হাস্যের সহিত বলিল "এ সাধু বরাবরই পাগল, তবে শ্রীশ্রীযশোদা মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর আরও অধিক পাগল হইয়া গিয়াছে।" আমি অগ্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ প্রেমকে বলিলাম "দেখুন, আপনাকে গোবিন্দ 'পাগল' বলিতেছে। আপনি যদি আমাকে উকিল নিযুক্ত করেন, তবে আমি আপনার এ অপবাদ খণ্ডন করিয়া দিই।" সাধু মৃদু হাসিয়া অতি ভাল মানুষের মত বলিলেন— "যে সত্যই পাগল তাহাকে ত সকলে পাগল বলিবেই, উহা কেমন করিয়া আপনি খণ্ডন করিবেন?" তখন উঁহারা বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন বলিয়া আমিও গৃহে ফিরিলাম।

বাবা যখন অপরাহ্ণে নর্ম্মদা পরিক্রমা করেন ঐ সময় একদিন গোবিন্দ কৃষ্ণপ্রেমজীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া প্রথমে বাবার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনে উভয় উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। তৎপর হরিমণ্ডপে বাবার কীর্ত্তন-কালে গোবিন্দ কৃষ্ণপ্রেমকে যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তখন অভিমানশূন্য নিত্যানন্দের অবতার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমজী নিম্ববৃক্ষমূলে ঝরা পাতার মাঝে মৃত্তিকায় বসিতেছিলেন—আমি তাড়াতাড়ি গিয়া

আমার গায়ের র‍্যাপারখানি খুলিয়া তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত পাতিয়া দিয়াছিলাম। পরে বাবার ইঙ্গিতে গোবিন্দ কৃষ্ণপ্রেমকে আনিয়া হরিমণ্ডপে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ নামে গড়্‌গড়্‌ মাতোয়ারা সাধু ভাবের সহিত দুলিয়া দুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। তৎপর শিব-মন্দিরে কীর্ত্তন অন্তে বাবার হস্তের সিল্কের কাপড় ও উড়ুনীখানা প্রাপ্ত হইয়া সাধু মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। তৎপর দিন ঐ বস্ত্রে ঐ সুগৌর দেহখানি আবৃত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম যখন সহাস্য বদনে দীনভাবে শিব-মন্দিরের বারান্দায় প্রবেশ করত কীর্ত্তন গাহিলেন তখন দর্শকমণ্ডলী নির্নিমেষ নয়নে ঐ সুপবিত্র মূর্ত্তিখানি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছিলেন। বাবাও অতি ভাবের সহিত সে দিন সুন্দর সুন্দর কৃষ্ণ বিষয়ক মধুর সঙ্গীত অতি টানা সুরে পুনঃ পুনঃ গাহিয়া কৃষ্ণপ্রেমকে এবং শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন। যখন বাবা কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন তখন কৃষ্ণপ্রেম মুদ্রিত নেত্রে, হেট মস্তকে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিতেছিলেন।

তৎপর আসিল বিদায়ের দিন। শুনিলাম অদ্য কৃষ্ণপ্রেম এই আনন্দের মেলা ভাঙ্গিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছেন, অমনি ছুটিলাম গঙ্গাশ্রমে। দেখিলাম সাধু আরও কয়েকটী ভক্তের সহিত আহারে বসিয়াছেন। গৃহকর্ত্রী সুরবালাদিদি পরিতোষ পূর্ব্বক সকলকে আহার করাইতেছেন। দেখিলাম নিরভিমান সাধু হাস্য কৌতুকে সকলকে আনন্দ দান করিয়া সেবা করিতেছেন। আমি কৃষ্ণপ্রেমজীকে বলিলাম, "একবার গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া রাজসাহীতে এই দীন কুটীরে নিশ্চয়ই পদার্পণ করিতে হইবে।"

অপরাহ্নে নর্ম্মদা পরিক্রমাকালে শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলে, নিকটে উপবিষ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম আমাকে বলিলেন," কৃষ্ণপ্রেমজী ট্রেণে উঠিবার সময় পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—"হেমলতা মাতাকে গিয়া আমার প্রণাম জানাইও।" বাষ্পে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় উত্তর না দিতে পারায় তিনি ভাবিলেন আমি বোধ হয় শুনিতে পাই নাই। ঐ নিমিত্ত পুনরায় পূর্ব্বোক্ত কথাটি আমাকে শুনাইলেন। আমি সেবারও কোন কথা না বলিয়া, শুধু তাঁহার উদ্দেশ্যে হাত তুলিয়া প্রণাম করিলাম।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। একদিন প্রাণগোপাল-বাবুর সহধর্ম্মিণী স্বরবালা দিদির ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের "গঙ্গাশ্রমে" কীর্ত্তন সভা বসিয়াছিল। প্রথমে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোবিন্দ দুইটী কীর্ত্তন গাহিয়াছিল। তৎপর শ্রীশ্রীমোহনানন্দজী এবং কৃষ্ণপ্রেম যেরূপ ভাবের সহিত কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন, তাহাতে প্রত্যেক গুরুভগিনী এবং নিমন্ত্রিত ভক্তগণ অতিশয় বিমোহিত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তন শেষে কৃষ্ণপ্রেম দণ্ডায়মান হইয়া যখন তাঁহার শুভ্র দীর্ঘ বাহু-যুগল উর্দ্ধে উঠাইলেন তখন মুগ্ধ গুরুভগিনীগণ অপলক নেত্রে ঐ সাধুর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ভাবাতিশয্যে সাধু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেওয়ালের সহিত পৃষ্ঠদেশ স্থাপন পূর্ব্বক নির্ব্বাক নিষ্পন্দ ভাবে রহিয়াছিলেন। সাধুর নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু বর্ষণ হইয়া বক্ষদেশ সিক্ত হইতেছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম যে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইনি ছুটী পাইলে মাঝে মাঝে "সন্তোষ আশ্রমে" প্রাণগোপালবাবুর নিকট সৎসঙ্গের নিমিত্ত আসিয়া কয়েকদিন

অতিবাহিত করিয়া যান। ইহার ভিতরে কিছুমাত্র বিদ্যার গর্ব্ব নাই এবং অতি নিরভিমান সজ্জন ব্যক্তি।

একদিন আমার "কাশীর স্মৃতির" খাতা খানি ইঁহাকে পড়িতে দিয়া বলিয়াছিলাম "পাঠ পূর্ব্বক আপনি ইহার একটু সমালোচনা করিলে আমি উপকৃত হইব।" পরে পাঠান্তে যখন তিনি খাতাখানি নীরবে আমার হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম "কৈ, কেমন লাগিল তাহা ত কিছু বলিলেন না?" তখনো তিনি নীরব রহিলে, পুনঃ ঐ প্রশ্ন করায় হাসিয়া আমাকে বলিলেন "আপনি ত যাহা দেখেন তাহাই অবিকল লিখিয়া যান।" আমার স্থূল বুদ্ধিতে ঠিক বুঝিলাম না ইহা প্রশংসা কি নিন্দা।

---

## গঙ্গাশ্রমে গুরুভগ্নিগণের সহিত সৎপ্রসঙ্গ

২৩শে মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এই আশ্রমে বিদ্যাদায়িনী, জ্ঞান প্রদায়িনী শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতার মূর্ত্তি তুলিয়া বিবিধ আয়োজনে পূজা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস বাবা বেদীস্থিত বীণা হস্তে হংসোপরি উপবিষ্টা, নানাবিধ আভরণে শোভিতা, শ্বেত বরণী মাতার সম্মুখে বসিয়া ভক্তি সহকারে সুললিত স্বরে যে মাতার স্তব-স্তুতি গাহিয়াছিলেন তাহা এখনও হৃদয় মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছে।

সে দিন অপরাহ্নে ভাগবৎ পাঠান্তে বাবা যখন নর্ম্মদা কুণ্ড পরিক্রমা করিতে গেলেন তখন ভাবিলাম কয়দিন হইল গঙ্গাশ্রম যাওয়া হয় নাই,

একটু আজ সুরবালা দিদির নিকট যাই। গিয়া দেখিলাম অনেক গুরুভগ্নী বেষ্টিত হইয়া দিদি বসিয়া আছেন। সকলেই আমাকে কিছু সৎকথনের নিমিত্ত ধরিয়া বসিলেন। উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বর্ম্মণের সহধর্ম্মিণীর অনিলা দিদি আমাকে অনেক সময় আদর করিয়া তাঁহাদের মৌচাকের মধ্যে আমি 'মক্ষীরাণী' বলিয়া আদর করেন। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কিছু বলিতেই হইল। আমার নিজের ভাণ্ডার ত শূন্য। চিরদিনই গোবিন্দের উদ্যানে যে সব পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় উহাই সাজি ভরিয়া সাজান আমার কর্ম্ম। তাই তাঁহাদের অনুমতী লইয়া আমার ঝোলা হইতে খাতাখানি বাহির করিয়া শুনাইলাম। যথা—

"চিত্ত গুরু পাদপদ্মে লাগিয়া থাকিলে সুখী হইবে। কারণ গুরুই ব্রহ্মরূপ। শ্রীগুরুচরণ নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা তুমিও ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে। গুরু বিনা সমস্তই বৃথা জানিও। শত চেষ্টা কর গুরুস্বীকার না করিলে কিছুই হইবে না জানিও।"

"সাধনায় দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু সব দুঃখ অগ্রাহ্য হইয়া যায় তাঁহাকে নিশ্চয় পাইব এই বিশ্বাসে।" বিশ্বাস ও ভক্তিই সার বস্তু।

তাঁহার সমীপে বসিতে হইবে। সমীপে বসাই উপাসনা। তাঁর প্রতি যাহার হৃদয়ের ভালবাসা নাই, তাহার আবার সন্ধ্যাপূজা কি? বিনা ভক্তিতে ভালবাসা কোথায়? বিনা সাধনায় ভালবাসা নাই। চিত্তাকাশে মানস পূজা নিত্য অভ্যাস ব্যতিত ঈপ্সিততমকে পাইবে না। চিত্তাকাশে স্থিতি ভিন্ন ধারণাভ্যাসী না হওয়া পর্য্যন্ত ভালবাসার স্থায়িত্ব নাই।"

"যেখানে দুঃখের প্রতিকার করা যায় না সেখানে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। না করিলে অধিক দুঃখ আসিবেই। কোন কিছুতেই

আসক্তি, কোন কিছুতে স্বল্প লোভ হইলেও উহা মানুষকে নষ্ট করে। নাইবা আমার অর্থ রহিল, নাইবা লোকে আমাকে আদর করিল—এ সমস্তই অনর্থ। অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করাই উচিৎ। আমি 'হরি' 'হরি' করিয়া সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া যাইব। আমি 'হরি' 'হরি' করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যাইব। এইরূপে দুঃখ সহ্য করিয়া গেলে মানুষ তখন তাঁর কৃপা অনুভব করে এবং শেষে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ধৈর্য্য বড় সাত্ত্বিক। যাহার ধৈর্য্য আছে সেই জানে কি ধন, কি জন, কি কাল কিছুই তাহার দুঃখের কারণ নহে। মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। আমার দেবতা সর্ব্বত্র আছেন—আমার হৃদয়েও আছেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকলের চরম ফল যে মনঃসংযম তাহাই করিব। সব সহ্য করিয়া যাইব।

"ভালবাসিতে হইবে সেই মহাপুরুষকে, সেই ভূমাকে। মানুষের সার পদার্থ ভালবাসা। পুরুষ হও, নারী হও, জ্ঞানী হও বা ভক্ত হও, যোগী হও বা কর্ম্মী হও, যার ভালবাসা ফুটিলনা, তার জীবন সফল হইল না। তার জীবনই ব্যর্থ হইল। "কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

ভালবাসার বস্তু যা তা হয় না। যাহাকে তাহাকে ভালবাসা যায় না। যা-তার উপরে ভালবাসা পড়িতে পারে কিন্তু ভালবাসার বস্তু যদি ভূমা না হয়, "বিন্দু যে বিন্দুই" তাহা যদি না দেখা যায় তবে ভালবাসা এক স্থানে স্থির থাকে না। ভালবাসা হাত ফেরা-ফেরী করে, ভালবাসা ছুটিয়া যায়। ভূমাকে দেখিতে শিখিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত কঠোর সাধনা করিতে হইবে।"

"তাঁহাকেই সর্ব্বদা ভিতরে লইয়া থাকিবার জন্য সাধন ভজন কর, করিয়া বাহিরে তাঁহাকেই দেখিতে অভ্যাস কর।" 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র' ইহা তখন হইবে যখন ভিতরে তাঁহাকেই লইয়া থাকিবার অভ্যাসটী পাকা হইবে। আর "সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" তখন হইবে যখন সেই বিশ্বরূপ, ইহা একবারও ভুল হইবে না। তখন যাহা দেখিতেছি বা মনে করিতেছি তাহা তাঁহারই অঙ্গে দেখিতেছ বা মনে ভাবিতেছ, তিনিই তাই হইয়াছেন ইহার দৃঢ় অভ্যাস হইবে।

শ্রবণ করিলেই শুধু হইবে না, তাহার মনন চাই। যেরূপ সাধন করিলে সব বস্তুই সে হইয়া যায়, সেইরূপ সাধনা চাই। মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা বা অনুরাগ চাই।

অনাত্মাই মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল। অনাত্মা সমস্ত দোষের আকর। চিত্ত যখন অনাত্মা হইয়া থাকে তখন চিত্ত হইতে অনাত্মার চিন্তা দূর করিতে হইবে। ইহাই সাধনা। অনাত্মার দোষ দর্শন করিয়া অনাত্মাতে অভিমান ত্যাগ কর, সর্ব্বদা অনাত্মাকে অগ্রাহ্য কর ও অভিমান শূন্য হইয়া যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও।"

"যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা আগমাপায়ী, যায় আসে, তাহা অনিত্য ইহা নিশ্চয় জানিয়া দুঃখ সহ্য কর। করিতে করিতে যখন দেখিবে জগৎ তোমাকে সুখদুঃখে হৃষ্ট বা ব্যথিত করিতে পারে না, যখন বিচার দ্বারা বা বিচারের প্রয়োগ দ্বারা দেখিবে, তুমি সুখে দুঃখে ধীর অবিচলিত হইয়া রহিয়াছ, তখন তুমি অমরত্ব লাভ করিবে। ইহাই হইল সত্ত্ব ভূমিতে স্থিতি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ। "সুখ দুঃখ আসে সত্য, থাকে না আবার, তাই সুখ দুঃখ বোধ

অনিত্য অসার। সহ কর অস্থায়ী এ হরষ বিষাদ, ইহাদের বশীভূত হইলে প্রমাদ ॥”

একদিকে ঈশ্বর ভাবনা প্রবল কর; এবং অপরদিকে অনাত্মার চিন্তা মন হইতে দূর কর—এই সাধনা করিতে পারিলেই চিত্ত ব্রহ্মে রমন করিবে। ব্রহ্ম বস্তুতে রমন করিবার ইচ্ছা হইলে, অনেক প্রকার পথ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ একটী পথ। চিত্ত ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে যোগ সিদ্ধ হয় না।”

“অহংকর্ত্তা” এই বলবান কৃষ্ণসর্প তোমায় দংশন করিয়াছে। বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া তুমি পুড়িয়া মরিতেছ। দেখনা কেন। ‘অহং’ ‘মম’ বলিয়া বলিয়া সকল দুঃখ সৃজন করিয়াছ। এক্ষণে এক উপায় আছে। “নাহংকর্ত্তা” এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান কর। দেখিবে তুমি বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। কোন দুঃখ তোমার নাই, জনম মরণ নাই, বড় নির্ম্মল বস্তু তুমি। তুমি সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, ইহা সত্য। তুমি কেবল নিষ্কামকর্ম্ম, চিত্তশুদ্ধি, উপাসনা, চিত্তের একাগ্রতা, বিচার, ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতির দ্বারা নিজের স্বরূপ নিশ্চয় কর। এই নিশ্চয় বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অজ্ঞান গহন দগ্ধ কর; নিশ্চয় জানিও, অজ্ঞান ভস্ম হইবেই। ভগবান বলিতেছেন “জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।” অজ্ঞান মন দগ্ধ কর, দগ্ধ করিলেই সুখী হইবে—অনন্ত কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবে।”

ক্ষুদ্রচিত্ত হইও না। নিজের ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনে প্রয়াস কর, ব্রহ্মস্বরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর। স্মরণের জন্য চিত্তশুদ্ধি, উপাসনা ও বিচার আশ্রয় কর তবেই ব্রহ্মে রমন করিতে পারিবে। এ সকলে প্রবৃত্তি না হয়, গুরুসঙ্গে সৎসঙ্গ অভ্যাস কর। গুরুব্রহ্ম রূপ। গুরু, সর্ব্বস্বরূপ।

গুরু মন্ত্রস্বরূপ। যখন যাহা কর, গুরু সঙ্গেই থাকেন। পথের ধারে চক্ষু বুঁজিয়া অকার্য্য কর, তুমি ভাব কেহই দেখেনা। ছি ছি! ব্রহ্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ, পরিপূর্ণ পদার্থ। একটু বিচার করিলে বুঝিবে, এই দৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু আছে, জ্ঞানই তাহার ভিত্তি। যাহা কর, সবই জানেন তিনি, সমস্তই দেখেন তিনি। তিনি ব্যাপক। তুমি যাহাকে বিপদ ভাব, তাহা তোমার সম্পদ। যদি স্মরণ রাখিতে পার যে তিনি তোমায় দেখিতেছেন। মন্ত্র-জপ যে কর, তাহাও তাঁহার সঙ্গ জানিও। কিছুদিন শুধু অভ্যাস কর। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা পরপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাঁর চরণ দুইটীতে মস্তক রাখিয়া স্থির থাক। তুমিও ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে। কেবল বিষয় তোমায় চঞ্চল করে মাত্র। এসব যাহা দেখিতেছ, এ সংসার তোমার সাধের কাজল, কেবল চিত্তস্পন্দন প্রসূত কল্পনা মাত্র। এসব ভূতবুদ্ধি ছাড়। কথায় ভূত ছাড়ে না সত্য, তুমি গুরু আশ্রয় কর। গুরু কর্ম্ম, উপাসনা, বিচার রূপ মন্ত্রে তোমার ভূত ছাড়াইয়া দিবেন। গুরুকে আশ্রয় করিয়া সব ভার তাঁহার উপর দিয়া তুমি তাঁহার ভাবনা কর ও তাঁহারই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম কর। গুরু উপদেশে চিত্ত অন্তর্মুখী কর। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা, ধারণা ধ্যান নিত্য অভ্যাস কর। যখন তুমি তুমি করিয়া সবই তুমি হইয়া যাইবে, তখনই সিদ্ধি। তা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনা।”

“হৃদয়ে তোমায় লইয়া না বসিলে জগৎ তুমি-ময় হয় না। অন্তরে তোমার সমীপে বসিতে অভ্যাস না করিলে বাহিরে যে সর্ব্বত্রই তুমি এ যেন শেখান কথার মত হইয়া যায়—এ যেন Map এ কাশী দেখার মত তোমায় দেখা হয়। তোমার সমীপে বসাই উপাসনা।”

রাণী মদালসা পুত্র অলর্ককে বলিয়াছিলেন—"হে পুত্র! অসঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যদি তুমি অসঙ্গে অপারগ হও তবে সৎসঙ্গ করিও। কামনা ত্যাগ প্রয়োজন। যদি সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিতে অশক্ত হও তবে মোক্ষ কামনা কর। অন্য কামনা বন্ধনের হেতু।" ব্রহ্মলাভ সম্বন্ধে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাও দিদিদের শুনাইলাম—

"এই যে দেবাদিদেব সর্ব্বদেব ময়,
পরমাত্মাকেই ধর করিয়া নিশ্চয়।
দেহ মধ্যে খুঁজিলেই পাওয়া যায় তাঁ'রে,
জ্বলিতেছে মধ্যমণি যেন কণ্ঠহারে॥
কঠোর তপস্যা যোগে কাম ক্রোধ জয়
চিত্ত শুদ্ধি হয় মাত্র আর কিছু নয়॥
শাস্ত্র পাঠে, সাধু সঙ্গে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি,
মন লয় হইলেই ব্রহ্ম লাভ সিদ্ধি॥
স্বল্পে তুষ্ট রহিয়াই বৈরাগ্যের সনে,
ব্রহ্ম যুক্ত হ'তে যাঁরা পারে মনে মনে—
তাহাদেরই হয় ভবে ব্রহ্ম দরশন
পরমাত্মা জীবাত্মার যুগল মিলন॥
এই যে দেবাদিদেব জীব ঘটে ঘটে
আছেন চৈতন্য রূপে অতি সন্নিকটে।
শুধু চিত্ত রোধ করি থাকিলে বসিয়া;
দেখা নাহি দেন তিনি আপনি আসিয়া॥

না গেলে সংসার ভ্রান্তি আমি ও আমার
কথনই ব্রহ্ম দৃষ্টি হ'বে না তোমার।
আমি তুমি ব্রহ্ম নয়—আমি তুমি ভ্রান্তি,
আমি তুমি ঘুচিলেই ব্রহ্মসুখ শান্তি।
আমি তুমি মায়া এতো লোকাচার,
অখণ্ড চৈতন্য মূলে সবই একাকার।
ক্ষুদ্র আমিটুকু মাত্র হয় দুঃখময়,
যত আমি কাটে তত হয় সুখোদয়॥
আত্ম-বিচারের বুদ্ধি সত্ত্বগুণে হয়,
সত্ত্বগুণে ক্রমে হয় ব্রহ্মভাব ময়।
রজঃ তমঃ দুই গুণে অহং বুদ্ধিবলে,
অহং ফল ঝরিলেই ব্রহ্মফল ফলে।
অহং বোধ মায়া বুদ্ধি মরণের হেতু,
গভীর নিষ্কাম বুদ্ধি ভবার্ণবে সেতু।
অহং স্বপ্ন ছাড়িলেই মুক্তি তা'র নাম,
বুঝিলেই জীবন্মুক্তি নিত্যলীলা ধাম॥"

যখন ধ্যানকুটীরে এবং যুগলমন্দিরে কাঁশরঘণ্টা নিনাদিত হইয়া উঠিল তখন চমক ভাঙ্গিল—এখন যে সন্ধ্যাবন্দনার সময় উপস্থিত? দিদিদের নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইয়া চলিলাম ধ্যানকুটীরে গুরু প্রণামান্তর প্রাত্যহিক জপ নিমিত্ত। বাবা তখন ধ্যানকুটীরে ঘৃতের প্রদীপটী প্রজ্জ্বলিত পূর্ব্বক গুরু প্রণামান্তর সন্ধ্যাবন্দনা করিতে গৃহে রওনা হইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—

এই কবিতাটী কুমারনাথের লেখা। ভাল লাগায় খাতায় উঠাইয়া রাখিয়াছিলাম।

"মা, আজ নর্ম্মদা পরিক্রমাকালে আপনি না থাকায় বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।" একে ঘণ্টা ব্যাপী সৎকথনে পূর্ব্ব হইতেই চিত্ত দ্রব ছিল, তাহাতে এই স্নেহের স্পর্শ—ক্ষুদ্র আধারে এতটা ধারণের স্থান কোথায়?

---

# বাবার মন্দার পাহাড়ে গমন

শুনিলাম বাবা নাকি আজ নিজ মোটারে ভাগলপুর যাইবেন। মন্দার পাহাড় দেখিয়া রাত্রে নাকি তিনি আশ্রমে ফিরিবেন। চলিলাম বাবাকে প্রণাম করিতে। দেখিলাম বাবার দ্বারে আমলকী তরুচ্ছায়ায় বাবার মোটার প্রস্তুত। স্নানান্তে বাবা প্রস্তুত হইয়া ক্ষণকাল শিষ্যগণ বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন তাঁহার বসিবার কক্ষে। প্রণামান্তে দক্ষিণ ধারে উপবেশন করিলাম। সব সময় কিছু পাইবার ইচ্ছা মনে সজাগ থাকে তাই স্থান, কাল ভুলিয়া বাবাকে প্রশ্ন করিলাম—"বাবা, 'আত্মাঞ্জলি'র অর্থ কি?" বাবা নির্ব্বিকারভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "আত্মনিবেদন"। মৃদু হাসিলাম।

ক্ষণপরে বাবা উঠিয়া বালেশ্বরী মাতার মন্দিরে গিয়া মাতাকে এবং গুরু মহারাজের মূর্ত্তিকে সভক্তি প্রণাম পূর্ব্বক কতিপয় অন্তরঙ্গ সহ মোটারারোহণে প্রস্থান করিলেন। বাবা কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে, কোন একটি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এইরূপ ইষ্টদেবী এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক উহা করিয়া থাকেন। নিম্ববৃক্ষ মূলে "কথা প্রসঙ্গ" গ্রন্থ রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা সরলাবালা মিত্রও বাবাকে যাত্রা

কালে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। সামনে তাঁহাকে দেখিয়া আজিকার কথাগুলি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। বলিলাম—"দিদি, স্বচক্ষে দেখিতেছি বাবার সময় কত কম, তাহাতে অদ্যকার গমন উন্মুখ বাবাকে এরূপ প্রশ্ন করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, কিন্তু দিদি বাবার নিকট আসিয়া শুধু যে হরিনাম শুনিয়া প্রসাদ খাইয়া চলিয়া যাইব তাহা ত মন চাহিতেছে না। আরও কিছু অধিক পাইবার প্রত্যাশা করি। আত্মাঞ্জলি অর্থ যে আত্মনিবেদন ইহা হইল অভি-ধানের কথা, আমি যে শুধু ঐটুকু শুনিবার জন্য বাবা'ক প্রশ্ন করি নাই বাবা তাহা বিলক্ষণই জানেন। শুধু সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন বাবা ঐরূপ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।"

সরলা দিদি মনোযোগসহ আমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মনোভাব বুঝিয়া অতি সুন্দর উত্তর দিলেন, ব'লিলেন—"বাবার মুখ হইতেও হাত অধিক চলে। আপনার কোন বিষয় শিক্ষার ইচ্ছা থাকিলে আপনি বাবাকে উহা লিখিয়া জানাইবেন, পাইবেন।" দিদিকে নমস্কার পূর্ব্বক শূন্য আশ্রম হইতে 'বিশুদ্ধ নিবাসে' ফিরিলাম।

ঐ দিন একখানি কাগজে লিখিলাম—"কবি বলিয়াছেন—

"মানব মনের কথা হে অন্তরযামিনী,
তুমি যত জান তাহা, মানব রসনা
পারে কি বর্ণিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে সাধ্বি !"

—তাই বলি বাবা, যাহা পেলে আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, যাহা



১০

পেলে সকল বাসনার অবসান হয়, তাহাই আমাকে প্রদান করিয়া আমার চাহিবার ইচ্ছা চিরতরে মিটাইয়া দিউন।”

রাত্রে শয়নের সময়ও শুনিলাম আশ্রমে বাবা প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। বুঝিলাম অদ্য কীর্ত্তন শ্রবণ-সুখ হইতে বঞ্চিতই হইতে হইল।

পর দিন বাবাকে নিত্যকার মত প্রণাম করিতে আশ্রমে আসিলে তাঁহাকে ঐ কাগজখানি দিলাম। কীর্ত্তন কালে হরি মণ্ডপে গমনের পূর্ব্বে বাবার হস্তের প্রসাদ সহ যে কাগজখানি পাইলাম তাহাতে বাবা লিখেছেন “মা আপনার ক্ষুধার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। আর সব চেয়ে বাঞ্ছনীয় পুর্ণতাটুকু গ্রহণ করিবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা তাহাও অকৃত্রিম। কিন্তু দুঃখের বিষয় অপূর্ণতার দৈন্য ও কার্পণ্য এমন উপযুক্ত পাত্রটীকে দিবার মত আহার্য্য বস্তু এখনও আমার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় নাই। যেটুকু লইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন উহা আপনার নিজেরই সংগৃহীত ভাণ্ডারের। বাবা লিখিয়াছেন ঃ—

পথ হারা হ'য়ে যে জন নিয়ত<br>
খুঁজিতেছে কোথা পথ,<br>
সেজন অপরে যদি পথ দেখায়<br>
নিশ্চয় তাহা বিপথ ॥<br>
বিবেকের বাণী যে জন শুনিয়া<br>
বিচার লইয়া চলে<br>
ভৃঙ্গের মত মধু সংগ্রাহী<br>
(সে) বিপথে কভু না চলে ॥

নামের সহিত ধ্যানের সাধনা
পাশরি অন্য সকলি,
(শুধু) আত্মদেবের প্রীতিটী কামনা
তা'রে বলি আত্মাঞ্জ ল ॥ ”

বাবা ত সমস্তই বলিয়াছেন, হৃদয়স্থিত বিবেকের বাণী শুনিয়া সর্ব্বদার নিমিত্ত নাম জপ এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানাভ্যাস করিতে হইবে। নিজের প্রীতি কামনায় কর্ম্ম না করিয়া শুধু তাঁহারই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে হইবে। নিজেকে ভুলিয়া তাঁহার স্মরণে সদাকাল রহিলেই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মাঞ্জলি দেওয়া হইল। যেমন বাবা এই বিরাট আশ্রমের কর্ত্তা হইয়াও নিজে সদাকাল চিত্ত তাঁহাতে সংলগ্ন রাখিয়াছেন। নিজের প্রীতি কামনায় কোন কর্ম্মই করেন না, অন্তরস্থিত ইষ্টদেবের প্রেরণায় সকল কর্ম্মই উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া যান। এই বিরাট আশ্রমের অধিপতি হইয়াও একাকী কখনো কখনো সাধনার অনুকূল স্থানে নিরুদ্দেশ হইয়া রহেন।

---

গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥” গীতা ১০।১০

অর্থাৎ “সপ্রেম ভজনাকারী সেই নিত্য যুক্তগণে, দেই বুদ্ধিযোগ, যা'তে পায় আমি সনাতনে॥” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন—‘তুমি যদি তাঁহার দিকে এক পা অগ্রসর হও, তবে তিনি তিন পা অগ্রসর হইয়া আসেন।” সুতরাং আমাদের হতাশ হইবার কিছু নাই।

বাবা একদা এই দুইটী বিষয় বলিয়াছিলেন—

সংসারের মধ্যে রহিয়াও শ্রীভগবানকে লাভ করিবার উপায়—কর্ত্তা ভোক্তা না হ'য়ে সাক্ষী বা দ্রষ্টা হয়ে থাকা। মানুষ বহুদিনের অভ্যাসের ফলে নিজের অহংরূপ আত্মাকে দেহ ও কর্ম্মের মধ্যে এবং দৈনন্দিন জীবনের ভাবধারার মধ্যে এমন ভাবে সংযুক্ত করে রেখেছে যে প্রকৃতির সমস্ত আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে সত্যকার আমিরূপ আত্মা একেবারে আবৃত হয়ে পড়েছেন। ছায়ার এই বন্ধনই হ'ল সংসার। কিন্তু বিচার, সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা এই ছায়ার, এই ভোক্তার বা জীবের বিম্বরূপ কায়াকে, প্রেরকরূপ সাক্ষীকে সংসারের সকল স্পন্দনের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন বাস্তবিক আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই ভগবান্ গীতাতে সংসারের বা সামাজিক জীবনের কোথায়ও নিন্দা করেন নাই। ছায়ারূপ মিথ্যা আমির কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধিকেই হেয় ও পরিত্যজ্য নির্দ্দেশ করেছেন—

"গৃহস্থোঽপি ব্রহ্মানিষ্ঠঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত তচ্চাত্মনি নিবেদয়েৎ॥"

অর্থাৎ "গৃহস্থ ব্রহ্মানিষ্ঠ হতে পারে, তত্ত্বজ্ঞানী হ'তে পারে যদি সে প্রতি কর্ম্মের মূলে আত্মাকে অনুভব করে, তাঁর চরণেই নিজেকে নিবেদন করতে পারে।"

বাবা আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আত্মনিবেদন বস্তুটি কি? বেদন মানেই অনুভূতি, নিবেদন অর্থই হ'ল প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা নিঃশেষে অনুভূতি। সুতরাং আত্মার নিঃশেষে অনুভূতিই হ'ল আত্মনিবেদন। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে আত্মার

অনুভূতিই এবং সেই অখণ্ড সর্ব্বাশ্রয় নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতির পরম আশ্রয়ে জীবের সকল পরিচ্ছিন্ন খণ্ড অনুভূতিগুলিকে সমর্পণ করাই হ'ল আত্মনিবেদন।"

---

## বাবার কুণ্ডায় গমন

সেদিন অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ শ্রবণ মানসে আশ্রমে গিয়া দেখি বাবার দরজায় দণ্ডায়মান তাঁহার মোটার। বাবার বারান্দায় 'বিরাট বাহিনীর' অভাব দৃষ্টে বুঝিলাম বাবা আজ নিশ্চয় অন্যত্র গমন করিবেন। শুনিলাম কুণ্ডায় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ আজ কি উপলক্ষে বাবাকে তথায় আহ্বান করিয়াছেন। বাবা সভাপতি হইবেন, কিছু বলিবেন,—সুতরাং মায়ীগণ পূর্ব্বেই কুণ্ডায় চলিয়া গিয়া বাবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ক্ষণ পরেই বাবার দ্বার খুলিল। তিনি প্রথমে, বালেশ্বরী দেবী ও গুরুমহারাজের মূর্ত্তির নিকট প্রণাম করিয়া মোটরে উঠিয়া বসিলেন। অঙ্গে সাধারণ বস্ত্র, বরং গৈরিক গামছাখানি সেদিন পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন দেখিলাম। আমার খুব ইচ্ছা কুণ্ডায় গিয়া সভাতে বাবা কি বলেন তাহা শ্রবণ করি, কিন্তু এই সহর প্রান্তে নির্জ্জন স্থানে গাড়ী কিম্বা রিক্সা পাইব কোথায়? সহরের মধ্য হইতে উহা আনাতেই বহু বিলম্ব হইবে, ততক্ষণ হয়ত বাবার প্রত্যাবর্ত্তনের

সময় হইবে। মনে তীব্র ইচ্ছা, এদিকে কোন উপায় নাই। সাম্নে মোটরে বাবা উপবিষ্ট, সুতরাং বাবাকে "কি করিব" প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন,—"কুণ্ডা ত খুব দূর নয়? ধ্যান-কুটীরের ওদিকে মাঠের মধ্য দিয়া গেলে অতি নিকটেই হয়।" বুঝিলাম বাবা ঈঙ্গিত করিতেছেন হাঁটিয়া যাওয়ার। একে তখনও প্রখর রৌদ্র, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনে ইতঃপূর্ব্বে কখনও যাই নাই, পথও অপরিচিত। কিং কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বাবার মোটারখানি ছাড়িয়া দিল। দ্বারোয়ান দ্বারা সঙ্গিনীগণদের খবর পাঠাইয়া অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি আনিতে বলিয়া অনির্দ্দেশ পথের অনুগমন না করিয়া বাবার মোটারের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। বলা বাহুল্য অচিরাৎ মোটার ত অদৃশ্য হইলই এমন কি পথের ঘন ধূলারাশিও মিলাইয়া গেল। তখন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি গৈরিক পরিহিত একটী কিশোর বয়স্ক সাধু। তিনি কোথায় যাইবেন প্রশ্ন করায় বলিলেন, "চর্‌কি" পাহাড়ে। আমি রামকৃষ্ণ মিশন কোথায় প্রশ্ন করায় তিনি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক অদূরে একটী স্থান দেখাইয়া দিলেন। উহার উপরে গৈরিক নিশান উড়িতেছিল। সাধু বাম দিকে চলিয়া গেলেও আমার সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আর কোন শঙ্কার কারণ রহিল না। তথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম ছোট আঙ্গিনার উপর চন্দ্রাতপের নীচে দু'খানি চৌকি পাতা। তদুপরি কম্বল বিছাইয়া একখানি গৈরিক বস্ত্রখণ্ডের উপর বাবা উপবিষ্ট। নিকটে দুই তিন জন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সন্ন্যাসী। নিম্নে মৃত্তিকায় সতরঞ্চির উপর কয়েকটী বালক হারমোনিয়াম সহ উপবিষ্ট। তাহাদের পশ্চাতে ভক্ত মাতৃগণ বসিয়াছেন। সম্মুখে গেটের দিকে কতকগুলি ভদ্রলোক কেহ উপবিষ্ট, কেহ দণ্ডায়মান।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বালকগণ সঙ্গীত গাহিল। তৎপর বাবা কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। বাবা যে কি বলিতেছেন তাহা ঠিক মত সব কথাগুলি শুনিতে না পাইলেও অনুমানে বুঝিলাম স্বামী বিবেকানন্দজীর অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন। যদিও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণই আমাদের সকলের কর্ত্তব্য, কিন্তু মহাপুরুষের যাহা সম্ভব, সকলের পক্ষে তাহা নহে। যেমন কোন ক্ষুদ্র পাত্রস্থিত জলমধ্যে সামান্য কিছু নিক্ষেপ করিলেই উহা অপবিত্র হইয়া যায়, কিন্তু প্রবাহিত গঙ্গা বক্ষে বহু অপবিত্র বস্তু পতিত হইলেও গঙ্গা কখনো অশুদ্ধ হ'ন না। বরং অপবিত্র বস্তুও গঙ্গাস্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। সূর্য্যের প্রখর তাপে অশুচি বস্তুও শুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু লণ্ঠনের স্বল্প আলোক দ্বারা তাহা কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি সমর্থবান্ ব্যক্তি, যিনি মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে যে আচরণ সম্ভব সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কিম্বা যে সাধু সন্ন্যাসিগণ স্বামীজীর সমকক্ষ নহেন তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ আচরণ ক্ষতিকর; এইরূপ যেন সব কি বলিলেন বলিয়া মনে হইল। বাবার বক্তৃতা ভঙ্গের সঙ্গেসঙ্গে বালকগণ করতালি দিয়া উঠিল। মিশনের সাধুগণ কিছু বলিলে এবং বালকগণ আর একটী সঙ্গীত গাহিলে সভা ভঙ্গ হইল।

বাবা মোটারে উঠিবার সময় আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "মা, আমি আশ্রমে গিয়া মোটার পাঠাইতেছি আপনারা উহাতে যাইবেন।" আমি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলাম, "বাবা, আসিবার সময় রৌদ্র মধ্যে যখন আসিতে পারিয়াছি তখন এই ঠাণ্ডার সময় অল্প পথ পদব্রজেই বেশ যাইতে পারিব।" বাবা কি মনে করিয়া তাঁহার বড় বাসের মত মোটারখানিতে অনেকগুলি শিষ্য, শিষ্যাকে সঙ্গে

লইয়া আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। রাণু বলিয়া একটী বাবার ভক্ত মেয়ের গৃহ সহরের মধ্যে অবস্থিত। দয়ালু বাবা সকলেরই সুখ সুবিধা হৃদয় দিয়া বুঝেন। তাই তাহাকে তাহার বাসায় নামাইয়া দিয়া পথে আরও দুই চারিজন ব্যক্তিকে গৃহে নামাইয়া দিয়া অবশেষে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

---

## বিশুদ্ধ নিবাসে বাবার গোবিন্দজী দর্শন

হৃদয়-মন্দিরে যাঁহার পূজা হয় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে কাহার সাধ না হয়? তবুও সঙ্কোচ কতখানি প্রবল সেই কথাটি এখন বলি। ৮ই মাঘ, যে দিন গুরু ভগিনীদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, ঐ দিন হোম কক্ষে, হোম অন্তে বাবা দণ্ডায়মান হইলে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি বলিলেন "মা, আজ শুধু মেয়েদেরই নিমন্ত্রণ, না, ছেলেরও নিমন্ত্রণ আছে?" স্থূল বুদ্ধি লোকের সবই বুঝিতে বড় বিলম্ব হয়। বাবার প্রশ্নের আমি উত্তর দিলাম, "বাবার শিষ্যা এবং আমার প্রিয় গুরু ভগিনীগণের সহিতই আমার বিশেষ পরিচয়। বিশেষতঃ গুরু ভ্রাতৃগণের সহিত আমার সেরূপ পরিচয় নাই। এই নিমিত্ত শুধু মাতা এবং ভগিনীগণকে বলিয়াছি।" বাবা আফিস কক্ষে গমন করিলে পশ্চাৎ দিক হইতে নিভাননী দিদি মৃদু স্বরে বলিলেন, "আপনি ওকি বলিলেন? বাবা যে স্বয়ং যাইতে চাহিলেন?" তখন আফিস কক্ষে

গিয়া করজোড়ে বাবাকে বলিলাম—"বাবা কয়টার সময় আপনার বিশুদ্ধ নিবাসে যাওয়ার সুবিধা হইবে?" বাবা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, নিত্যই ত আপনার প্রদত্ত উপভোগ্য খাদ্যগুলি সেবায় লাগিতেছে, সুতরাং আর কেন?" বাবা বোধ হয় আমার মনের সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়াই সেদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

তৎপর জ্যোছনামাতা বিশুদ্ধ নিবাসে আসিলে একদিন বাবাকে বলিয়াছিলাম, "বাবা কবে আপনি গোবিন্দ দর্শনে যাইবেন? মাতা নিত্যই আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।" নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় বাবার অবসর নিতান্তই অল্প। প্রায় দিনই লোকে বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন। একদিন বাবা সহর মধ্যে কীর্ত্তনীয়াগণের আমন্ত্রণে গমন করিলেন। একদিন কুণ্ডায় রামকৃষ্ণ মিশনে আহুত হইয়া তথায় স্বামী বিবেকানন্দজীর সম্বন্ধে কিছু বলিলেন, একদিন ভক্তের আমন্ত্রণে ভাগলপুর গমন করিলেন, সুতরাং বাবার শুভ পদার্পণ কামনায় নীরবে প্রতীক্ষায় ছিলাম। অবশেষে ঐ আনন্দের দিন উপস্থিত হইল। এখন সেই কথাটাই বলি। সে দিন ছিল ভৈমী একাদশী, ২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোছনা প্রভা তাহার গোবিন্দজীর নিত্য পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। আমি প্রাতে বাবার দর্শন মানসে চলিলাম নর্ম্মদা কুণ্ডে। সুবৃহৎ ঘাটের বাম দিকে বাবা বিস্তৃত সোপানোপরি পূর্ব্ববৎ পূজাহ্নিকে মগ্ন। আমি ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অবতরণ পূর্ব্বক বাবাকে প্রণাম করত তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা দু'খানি বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া দিলাম। ক্ষণপরেই উষার রক্তিম রাগ মলিন করত জগৎ প্রাণ সূর্য্যদেব উদয় হইলেন। দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলাম—

"ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে
জগৎ প্রসূতি স্থিতি নাশ হেতবে
ত্রয়ী ময়য়া ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥"

যতক্ষণ বাবা ধ্যান পূজা চণ্ডীপাঠাদি করিলেন আমিও ততক্ষণ দূরে বসিয়া জপ করিলাম। ডাহিন পার্শ্বে ধ্যান কুটীরে গুরুগত প্রাণ গুরুভগিণীগণ একে একে আসিয়া গুরুদেবের চিত্রখানিতে প্রণাম করত চলিয়া গেলেন। সামনে "যুগল মন্দিরের" ঘাটে পূজারী ব্রাহ্মণগণ স্ন'ন করিতেছিল। সুবৃহৎ মন্দিরের প্রতিবিম্ব নর্ম্মদা-কুণ্ড বক্ষে ধারণ করত যেন তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। নর্ম্মদার উত্তর পারে সুবৃহৎ আম্রবৃক্ষগুলি মুকুলে পরিপূর্ণ, তাহার ঘন সুগন্ধে বায়ুস্তর আমোদিত। মধুলোভী অলিকুল গুঞ্জন করত মধু সংগ্রহে রত। প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়র প্রফেসার নলিনীকান্ত ব্রহ্ম ধীরে ধীরে সোপান শ্রেণী অবতরণ পূর্ব্বক তাঁর নিত্য কর্ম্মের জন্য জল লইয়া গেলেন। দুই একটী গুরু ভগিণী ভক্তিনম্র চিত্তে ধীরে ধীরে আসিয়া বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। বহুজন পূর্ণ আশ্রম, কর্ম্ম চঞ্চল স্থান—কিন্তু বাবার ধ্যান-ধারণা-পূজার্চ্চনা প্রভাবে সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ। ৮টা পর নিত্য কর্ম্ম সমাপ্তে বাবা দণ্ডায়মান হইয়া স্বহস্তে ধৌত তাঁহার স্নানের সিক্ত বস্ত্রগুলি আসন দ্বারা জড়াইয়া বামকক্ষে লইয়া পুস্তকাদি ও পূজোপোকরণগুলি দ্বারা পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ব্যাগটী বাম হস্তে ধারণ করত, রূপার কমণ্ডলুটী জলপূর্ণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে লইয়া আশ্রমে গমন করিলেন। আমিও বাবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাবা আমাকে বলিলেন "আজ জ্যোছনা মাতার গোবিন্দজী দর্শনে

যাইব।" আনন্দের আতিশয্যে কথা বলিতে পারিলাম না। জ্যোছনা মাতার নিকট ঐ সংবাদ পাঠাইয়া আমি বাবার রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় জপান্তে সন্ধ্যায় অদ্য বাবার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কি কি আবশ্যক সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

দিনটী পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তন শ্রবণে, হোম দরশনে, ভাগবৎশ্রবণে, সৎসঙ্গে, সৎপ্রসঙ্গে কাটিল। অপরাহ্নে বাবার সহিত নর্ম্মদা পরিক্রমা পর বাবা যখন যুগল মন্দিরে ও ধ্যান কুটীরে প্রণাম পূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখী হইলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া বিশুদ্ধ নিবাসে যাইব বলায় তিনি বলিলেন "অর্দ্ধঘণ্টা পর যাইব।" ঐ সংবাদ বহন করত গৃহে গিয়া দেখি ভক্তিমতী ভগিনীগণ গৃহ গুল্‌জার্‌ করিয়া সানন্দে বাবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। জ্যোছনা মাতা তাহার গোবিন্দর সামনে প্রায় ৪টা বেলা হইতেই বসিয়া থাকে, অন্য ত কথাই নাই। আজ অন্ন বিহীন উদর বলিয়া আদৌ মুখখানি তাহার শুষ্ক নয়, বরং আরও উজ্জ্বল দীপ্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। সুগন্ধি ধূপশলাকাগুলি বহু পূর্ব্ব হইতেই বাবার প্রতীক্ষায় জলিয়া জলিয়া পূজার ঘরটী আরও অধিক সুগন্ধে ভরপূর করিয়া তুলিয়াছে। প্রতীক্ষার সময় অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং যখন নিভাননী দিদি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "এই বুঝি আপনার বাবার আধ ঘণ্টা ?" বিপদ গণিলাম, শঙ্কিত হৃদয়ে আরও অধিক অগ্রসর হইতে না দিয়া নির্ম্মলা দিদিদের ভজন গাহিতে, আগমনী গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সদা প্রস্তুত, হাস্যময়ী, স্বচ্ছ হৃদয়া দিদি আমার অনুরোধ ব্যর্থ যাইতে দিলেন না। তৎপর একে একে আর সব গুরুভগিনীগণও অতি মধুর ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত গাহিয়া কক্ষটী আনন্দে মাতাইয়া তুলিলেন। এত আনন্দের মধ্যেও নিভাননী দিদি মাঝে

মাঝে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটী করিতেছিলেন। এমন সময় আমার নির্দ্দেশ মত আমার ভৃত্য সনাতন গেট্ হইতে শঙ্খধ্বনি করিল। অমনি ছুটিলাম জলপাত্র হস্তে প্রাঙ্গণে। বাবা তাঁহার বৃহৎ টর্চ্চ হস্তে গেটে প্রবেশ করিতেই সঙ্গে করিয়া বারান্দায় লইয়া আসিয়া পাদপদ্ম ধৌত করত ঐ জল ভক্ত মায়ীদের হাতে হাতে দিলাম। আলপনা অনুসরণ পূর্ব্বক বাবা গোবিন্দজীর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক একেবারে সম্মুখস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে গোবিন্দজীকে প্রণাম করিলেন। বাবা সঙ্গে করিয়া গোবিন্দজীর নিমিত্ত প্রচুর উপঢৌকন আনিয়াছিলেন। প্রণাম অন্তে সত্যেনের হস্ত হইতে গোবিন্দজীর নানাবিধ উপহারগুলি লইয়া একে একে তিনি সম্মুখে রাখিতে লাগিলেন। কত যে কি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারুকার্য্য-খচিত ক্ষুদ্র বাক্সে অতি সুগন্ধি জাফ্রান, এক শিশি আতর, সুদৃশ্য একটী আধারে সুগন্ধি ধূপশলাকা, চন্দনের মালা একটী, একখানি সুত্রে গ্রথিত অতি সূক্ষ্ম তুলসী মালা এক সহস্র দানাযুক্ত, মিষ্ট, পুষ্প ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একটী মাতার আনন্দবর্দ্ধক অতি দিব্য দ্রব্য—ক্ষুদ্র আলমারী মধ্যে দ্বারকা তীর্থ হইতে বাবার আনিত একখানি দ্বারকাধীশের রৌপ্যের মত উজ্জ্বল বর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি। উহার আচ্ছাদনের উপর বাবা কয়েকটী অতি সুন্দর কথা স্বহস্তে লিখিয়া নীচে নিজের নাম লিখিয়া দিয়াছেন। বাবাকে ভক্ত-হস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য পরাইয়া তাঁহার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া সকলে পুনরায় প্রণাম করিলাম। বাবাকে শুনাইবার নিমিত্ত গুরুভগিণীগণকে ভজন গাহিতে অনুরোধ করায় লজ্জা বশতঃ কেহ সম্মত হইলেন না। তখন জ্যোছনা মাতাই বাবাকে অনুরোধ করিল তাহার গোবিন্দজীকে

কীর্ত্তন শুনাইতে। বাবা প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনা অন্তে শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবুর নিকট "সন্তোষ আশ্রমে" গিয়া থাকেন। কোন ছোট খাট কারণে বাবার বান্ধা ধরা নিয়মের বড় ব্যতিক্রম হয় না, তাই আমি বাবার মনোভাব বুঝিয়া মাতাকে ঐ সাধ আর এক দিন পূর্ণ হইবে আশ্বাস দিলাম। বাবা আশ্রমে গমন করিলে গুরুভগ্নিগণও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। আমি পুনরায় প্রস্তত হইয়া ৯টা রাত্রে বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ নিমিত্ত জ্যোছনা মাতা ও সঙ্গিনীগণ সহ আশ্রমে চলিলাম। বাবা তখন সন্তোষ আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত সংবাদ পত্র পাঠান্তে প্রত্যেক দিনের ন্যায় 'হরি মণ্ডপের' একধারে অন্ধকারে সপার্ষদ উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্বরচিত এই সঙ্গীতটী অতি মধুর দীর্ঘ টানা সুরে গাহিতেছিলেন—

"জাগো, জাগো হে প্রেমের ঠাকুর
ঐ পাষাণ বিগ্রহে, মম হৃদয় মন্দিরে।
কত দীরঘ দিবস করিনু পূজা কতই আগ্রহে
ঐ পাষাণ বিগ্রহে, মম হৃদয় মন্দিরে॥
কত ধূপ দীপ নিভে গেল হায়,
কত আঁখি বারি ঝরিল ধরায়,
তবু জাগিলে না নিঠুর দেবতা রহিলে ভুলে
এই হৃদয় মন্দিরে, ঐ পাষাণ বিগ্রহে।
হৃদয়ে আমার উঠিছে ফুটিয়া বেদনার শতদল,
জাগ জাগ সেথা প্রেমের দেবতা রাখ তব পদতল
তুমি যে সত্য তুমি যে দয়াল দাও সবে বুঝাইয়ে,
ঐ পাষাণ বিগ্রহে, এই হৃদয় মন্দিরে॥

বহুদিন হ'তে আমার আমিরে তোমারে করেছি দান,
চিরটি দিনের হে প্রিয় বান্ধব, কর কর মোরে ত্রাণ,
তোমারি দিব্য 'মোহন' মূরতি আছে মন প্রাণ ছেয়ে,
ঐ পাষাণ বিগ্রহে, এই হৃদয় মন্দিরে ॥

তৎপর বাবা এই সঙ্গীতটী গাহিলেন—

"চরণ ধরিতে দিওগো আমারে নিওনা নিওনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ-দুঃখ দিয়ে বক্ষে রাখিব জড়ায়ে ॥
চির পিপাসিত কামনার ভার বহিয়া ফিরি কত আর।
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিও হার ফেলোনা আমারে ছড়ায়ে ॥
স্খলিত শিথিল কামনা বাসনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি চরণে মিলিয়া ॥
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে।
তোমারি করিয়া লইগো আমারে বরণেরি মালা পরায়ে ॥

বাবা আবার গাহিলেন—

"ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়, তবু মন-প্রাণ তোমারে চায়।
অন্তরে রয়েছ অন্তরযামী আমা চেয়েও আমায় জানিছ স্বামী ॥
কত সুখে মোরে রেখেছ হায়, তবু জেনো প্রাণ তোমারেই চায় ॥
ছাড়িতে পারিনি অহমিকারে ঘুরে মরি শিরে বাহিয়া তাহারে।
ছাড়িতে পারিলে বাঁচিব গো হায়, শুধু মন-প্রাণ তোমারেই চায় ॥
আমার যা'কিছু সকলি কবে, নিজ হাতে তুমি কাড়িয়া ল'বে।
সকল হারায়ে পাবগো তোমায়, মনে মনে মন তোমারেই চায় ॥

বাবা পুনরায় গাহিলেন—

"গরব মম হরেছ প্রভু দিয়েছ বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিয়া ধরিব আজ॥
তোমারে আমি পেয়েছি বলি মনে মনে কেবল মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে করিতে তোমারি কাজ॥
জানিনাকো প্রভু মম ঘরে ঠাঁই কোথা যে তোমার তরে,
নিজেরে তোমার চরণ পরে সঁপিনু মহারাজ॥
তোমারে ছেড়ে দিবসযামী আমার পানে তাকাই আমি,
নয়নে তোমারে দেখিনা স্বামী হে হৃদয় অধিরাজ।
গরব মম হরেছ প্রভু দিয়েছ মহাকাজ॥
বাঁধিয়াছ মম শকত বাঁধনে খুলিব কেমনে আজ॥

বাবার স্বরচিত এই সঙ্গীতটী যখন বাবা তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ গাহিতেছিলেন তখন ভাবাধিক্যে বাবার নেত্রযুগল হইতে অবিরাম অশ্রু ঝড়িতেছিল।

---

## বিশুদ্ধ নিবাস হইতে লাল কুঠিতে প্রত্যাবর্ত্তন

বাবাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিয়াছিলাম, স্নেহলতা দিদি আসিবার সংবাদ পাইলেই যেন তিনি আমাকে দুই একদিন পূর্ব্বে জানান। স্যার আর, এন, মুখার্জ্জির জেষ্ঠ্যা কন্যা, বাবার শিষ্যা স্নেহলতা ব্যানার্জ্জি যদিও আমার বাল্যবন্ধু কিন্তু উভয়ের এই নিদারুণ ভাগ্য

বিপর্য্যয় পর পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি আসিবেন, তাঁহার সহিত বহুদিন পর সাক্ষাৎ হইবে ইহা আনন্দেরই কথা। কিন্তু আশ্রম হইতে যে দূরে যাইতে হইবে ইহাই যা' দুঃখের বিষয়। বাবা বলিয়াছিলেন "স্নেহলতা আসিবার সঠিক সংবাদ পাইলে আপনাকে জানাইব।" ক্রমে সেই দিনটী উপস্থিত হইল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার, দিদি বিশুদ্ধ নিবাসে আসিবেন শুনিয়া আমি ১লা ফাল্গুন, বুধবার, লালকুঠীতে আসা স্থির করিলাম। সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া যখন সন্ধ্যাবেলা বাবার নিকট তাঁহার বসিবার কক্ষে প্রণাম করিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলাম, তখন তথায় রাণা বোধজং বাহাদুর সস্ত্রীক বসিয়াছিলেন। আলোকোজ্জ্বল আনন্দময় গৃহ, বাবার স্নেহহাসিপূর্ণ বদনমণ্ডল, রাজ-মাতুলের সম্মান-সূচক মিষ্ট ব্যবহার, সুতরাং বিদায় লইয়া উঠিতে কিছু বিলম্বই ঘটিল। বাবা আমাকে ষ্টেশনে পৌছাইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই তা'র মোটার প্রস্তুত রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার গোযানে অপরাহ্ণেই আমার মালপত্র ষশিডি চলিয়া গিয়াছিল। রওনা হইবার পূর্ব্বক্ষণে বাবা যখন পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করিলেন, মাঝে মাঝে আসিবেন," তখন আমি আর কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম না। ষ্টেসনে পৌছিয়া বুঝিলাম কিছু পুর্ব্বেই আসা উচিত ছিল, কারণ ট্রেনগুলি প্রায় মানুষ দ্বারা ভর্ত্তি। তবুও কোনপ্রকারে স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইলাম। ক্ষণপরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। তখন মনন আরম্ভ হইল। এই ৩১ দিন বাবার সস্নেহ ব্যবহার, অবিরাম সৎসঙ্গ, স্নেহময়ী গুরুভগিনীগণের প্রাণভরা ভালবাসা, সবই একে একে মনে পড়িতে লাগিল। অবসর ক্ষণে "কথা প্রসঙ্গ" রচয়িত্রী

সরলা দিদির নিকট গিয়া বসিলে তিনি যে "গুরুশিষ্য সংবাদ" (গুরুমহারাজ এবং রামচরণ বস্থর কথা) লিখিতেছেন উহা পাঠ করিয়া কত আনন্দ লাভ করিতাম। সরলাদিদি সপ্তাহে দুই-দিন মৌন থাকেন, তবুও আমাকে দেখিলে দিদির কি হার্ষোৎফুল্ল মুখ। মাসাধিক কাল বাবার মুখে কীর্ত্তন-শ্রবণ, বাবার হোমদর্শন বাবার মুখে গীতার শ্লোক সহ চৈতন্য ভাগবত ব্যাখ্যা সহিত শ্রবণ, নর্ম্মদা কুণ্ড পরিক্রমা, যুগলমন্দির ও ধ্যানকুঠীরে বাবার সহিত প্রণাম দিয়া নিজেকে যেমন কৃতার্থ মনে করিতেছিলাম, তেমনি ভক্তিমতী স্নেহশীলা ভগিনীগণের ভালবাসাও বড় উপেক্ষণীয় নহে। মাঝে একবার আমার গুরুভগিনী লেডি সরকার আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহারও এই ছোট ভগিনীর প্রতি কত স্নেহ। যখন দিবসে নির্ম্মলা দিদি, অনিলাদিদি, সরলাদিদি, কুণ্ডার বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পত্নী জ্যোৎস্না দিদি প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতেছিলাম, তখন তাঁহাদের সেই পুনঃ পুনঃ আহ্বান, সে কি মধুর! স্নেহের সহিত নির্ম্মলাদিদি যখন আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন তখন আমার মনে হইতেছিল শ্রীশ্রীগুরুদেবের অসীম স্নেহ ভালবাসাই আজ আমি তাঁহার প্রিয় শিষ্যাগণের মধ্যে দিয়া পাইতেছি। কাশীর সরলাদিদিকে একদিন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার আর কিছুই পরিচয় নাই, মোহন আমার ভাই, ইহাই আমার পরিচয়।" শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজীর পূর্ব্বাশ্রমের ইনি মাসতুত ভগিনী হন। বৃদ্ধাদিদির সদাই প্রসন্ন আনন এবং আমার প্রতি সতত সস্নেহ ভাবটী আমার বড় মিষ্টি বোধ হইত। এতগুলি নানা গুণযুক্ত ভগিনীগণের মধ্যে যখন আমাকে ইঁহাদের নিকট

অতি ক্ষুদ্র মনে হইত তখন তাহাতেও আমি হতাশ বা দুঃখিত হইতাম না। মনে করিতাম, প্রভো! তোমার এ নন্দন কাননে আমি অতি ক্ষুদ্র যুঁই ফুল। তা বলে কি অধম সন্তানে ক্ষান্ত আছে তব স্নেহকণা, তাই বলে আমারে কি তুমি প্রাণভরে ভালবাসিছ না? এ বিশ্ব যখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে আলোকিত হয় তখন সে আলোক কি শুধু উত্তম বস্তুর উপরই নিপতিত হয়? দেবতার মেঘ কাঁটা বনেও যে বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েন না। তিনি যে কৃপাসিন্ধু, তাঁহার দয়া অগাধ। সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি! আজ চলন্ত ট্রেণে ঐ সকল কত কথাই না মনে হইতে লাগিল।

প্রায় ১১টা রাত্রে ট্রেণ আসিয়া যশিডি ষ্টেশানে থামিল। গৃহে পৌঁছিয়া উদাস প্রাণে শয্যায় শয়ন করিলাম।

---

# বাবার পত্র

আশ্রম

১৪।২।৪৬

পরদিন বাবার এই পত্রখানি পাইলাম। বাবা লিখিয়াছেন—

স্নেহময়ী মা আমার! আপনি স্থূলতঃ দূরে গেলেও মানসক্ষেত্রে সর্ব্বদাই এখানে উপস্থিত আছেন, তবুও আজ সকাল থেকেই আপনার স্থূল অভাবটী সর্ব্ব কার্য্যে ও সর্ব্ব সময়ের জন্য জেগে আছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হ'ল আপনি গিয়েছেন, তবুও মনে হ'চ্ছে যেন কতদিন দেখা

হয় নাই। এবার আপনার আন্তরিক পরিচয় পাইয়া, আপনার অশেষ গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় আনন্দ অনুভব ক'রেছি। শনিবার দিন আপনি প্রত্যূষের ট্রেণেই আসিবেন। কারণ কীর্ত্তন বোধ হয় সেদিন ৮টার সময় হইবে, আর ঐ দিন ভাণ্ডারার জন্য কাজও আছে অনেক। মঞ্জুদেবীকে * সঙ্গে লয়ে আস্‌বেন জেনে পরম আনন্দিত হ'লাম। আপনার বালিকার মত অন্তর-বাহির সরলতাপূর্ণ ও উদারতা-পূর্ণ স্বভাবটী সকলেই অনুভব ক'রেছে। সকলেই আপনার উপস্থিতির অভাব উপলব্ধি ক'রে ক্ষুব্ধ হ'চ্ছে। প্রীতি আশীর্ব্বাদ জানিবেন। জ্যোছনা মা'র ভাবটী কত মধুর, মন কত উদার এবং সরল তাহা সহজেই উপলব্ধি ক'রেছি। তাঁকে আমার প্রীতি আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি

তিন বৎসর আমার স্বামীর রাজসাহীতেই পারলৌকিক কার্য্য যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছি। এবার ইচ্ছা জাগিল তাঁহার এত শ্রদ্ধা প্রীতির স্থান এই আশ্রম, এত প্রিয় গুরু-ভ্রাতৃগণ, পুণ্যক্ষেত্র এই বৈদ্যনাথ ধাম, এবার তাঁহার কার্য্যটী এই স্থানে সম্পন্ন করি। সেই প্রস্তাব বাবার নিকট করায় তিনি সম্মত হইলেন এবং মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ভাণ্ডারার দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন। যশিডিতে আমার পরিচিত ব্যক্তি যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও বাবা লইয়া যাইতে বলায় আমি মঞ্জু বহিনের কথা লিখায় বাবা ঐরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মঞ্জুর সহিত আমার

* মঞ্জুরাণী শ্রীশ্রীহংস মহারাজের শিষ্যা। ইনি যশিডিতে তাঁহার নব নির্ম্মিত গৃহ "মঞ্জুশ্রী"তে তখন বাস করিতেছিলেন। ইনি চৌগ্রামের রাণী এবং সুসঙ্গের রাণীদিদি সুরমা দেবীর দৌহিত্রী।

"কৈলাস আশ্রমে" প্রথমে শ্রীশ্রীহংস মহারাজের নিকট কৈলাস পাহাড়েই সাক্ষাৎ। অশেষ গুণসম্পন্না অতিশয় গুরুভক্তি পরায়ণা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতি, সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ বহিনটীর সহিত অচিরাৎ আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার যশিডির নিজ গৃহ "মঞ্জুশ্রীতে" ঐ সময় অবস্থান করায় আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিব বলায় বাবা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

---

# মাঘীপূর্ণিমায় ভাণ্ডারা

প্রাতে নিত্যকর্ম্মাদি অন্তে সূর্য্য প্রণামান্তে সকলকে ডাকিলাম আশ্রমে যাইবার নিমিত্ত। জ্যোছনা মাতা আজ একটী বিশেষ দিন বলিয়া অতি প্রত্যূষেই বসিয়াছে তাহার গোবিন্দর নিকট। সে সেদিন একটু বিশেষরূপ গোবিন্দজীর ভোগ-অর্চ্চনা করিবে বলিয়া আশ্রমে যাইতে অসম্মত হইল। তাহার নিকট উপযুক্ত লোক রাখিয়া অবশিষ্ট লোকজন সঙ্গে লইয়া আমি আশ্রমে রওনা হইলাম। দেওঘর পৌছিয়া সে দিনও গাড়ী ভাড়া করিলাম না। পদব্রজে চলিলাম ঘন আম্র-মুকুলের গন্ধে ভরা সুরভিত পথ দিয়া। দার্জিলিঙে গ্রীষ্মকালে আকাশে পাপিয়াগুলি উড়িয়া উড়িয়া যেরূপ, "চোখ গেল, চোখ গেল" বলে, "বউ কথা কও, বউ কথা কও" পাখী অবিরাম রব তুলিয়া মনে আনন্দের হিল্লোল উঠায়, এ স্থানে তদ্রূপ না হইলেও পথের দু'ধারে মুকুলিত আম্র

শাখার অভ্যন্তর হইতে কোকিল সুমিষ্ট "কুহু, কুহু" তানে পাথকগণের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। পথে দেখিবার বা শুনিবার অনেক কিছু রহিলেও সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মন ছুটিয়াছিল সম্মুখে আশ্রম অভিমুখে।

"জানি না ত বুঝি নাত চলেছি কাহার পানে।
সাগর হ'তে সলিল উঠি, ভূধর হ'তে নিঝর ছুটি
কেবা জানে কেন পুনঃ ধায় জলধির পানে
তারি মত চলেছি যেন কোন্ অজানার টানে॥"

অদ্য যে কীর্ত্তন কিছু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইবে শুনিয়াছি, তাই বুঝি মনের এ ব্যাকুলতা?

গন্তব্য স্থানে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। গেলামও বেশ উপযুক্ত সময়। ভক্ত মাতাদের নিকট গিয়া বসিতেই বাবা দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। আজ শিব-মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বাবা তাঁহার চির অভ্যস্ত মধুর স্বরে গীতার এই শ্লোকগুলি গাহিলেন,—

"প্রয়াণ কালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যাযুক্ত যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

অর্থাৎ—

"করি মৃত্যু কালে চিত্ত অবিচল,
ভক্তিযুক্ত যোগ বলে যেই জন
ভ্রূমধ্যে করিয়া প্রাণ সমাবেশ
চিন্তে, পায় দিব্য পুরুষ পরম॥"

আবার বাবা গাহিলেন—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
য প্রযাতি ত্যজেদ্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

অর্থাৎ—"উচ্চারি ওঁকার ব্রহ্ম, আমাকে করি স্মরণ, যে যায় ত্যজিয়া দেহ, সে পায় গতি পরম॥" অমনি সুমিষ্ট কণ্ঠে নিজের দেওয়া সুরে বাঙ্গলায় পুনরায় গাহিয়া তৎপর গাহিলেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনঃ হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

নিশ্চয়, এ সম্বন্ধে কি আর কোন সংশয় আছে? মহাপ্রভুও যে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তবৃন্দগণকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা যেখানে গা'বে আমি তথা অনুক্ষণ।"

অদ্য এই সব কথা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিতেছে। সেদিনও এইরূপ বুভুক্ষিত হৃদয়ে অতৃপ্ত অন্তরে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, এই আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-তলে। দেখিলাম শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন আশ্রমের "গোবিন্দ কৃষ্ণাবাস" বারান্দায়। সেই তেজোদীপ্ত বদন, দীর্ঘ জটাজুট মণ্ডিত মস্তক, বিশাল ললাট দেশ ত্রিপুণ্ড্র শোভিত, হৃদয়ের অসীম বলের পরিচয় দিতেছে ধূর্জ্জটীর মত গম্ভীর মূর্ত্তিখানি। পদ-নিম্নে বসিয়াছেন গুরুদেবের স্নেহের দুলাল কিশোর বয়স্ক গৈরিক পরিহিত সুন্দর, পবিত্র, মোহনমূর্ত্তি মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। অতি সুমধুর স্বরে সুউচ্চ কণ্ঠে তিনি গাহিতেছেন, এই গুরুপদ কুসুমত্রয়ী—

## দ্বিতীয় খণ্ড

১

"চন্দন চর্চ্চিত বিবুধ সমর্চ্চিত কলিমল বর্জ্জিত গুরুচরণম্,
ঋতু রিপু নির্জ্জিত দুর্জ্জন তর্জ্জিত রাগবিবর্জ্জিত ভয় হরণম্।
ত্রিভুবন বন্দিত মুনি মন নন্দিত হরিহর মোদিত মতি করণম্।
ব্রহ্মবিলাস মনোহরিবাস বিবেক প্রকাশ সকল শরণম্॥

২

ভাসিত ভাল জটাভর ব্যাল বিভূতি বিলাস মনোহরণম্
বঞ্চিত কাল মনোহর মাল প্রণত নৃপজাল সুখী করণম্।
জ্ঞানবিমোদ সুভক্তি প্রমোদ সুনত কৃতবোধ কৃপানিলয়ং
প্রণমামি সদা কলয়ামি যদা নহি যামি তদা যমরাজ ভয়ম্॥

৩

"বালানন্দ গুরাবানন্দং মনোহরকন্দ ইহাস্তি বরে
বায়ুনিরোধ সদোদিত বোধ বিলাস বিরোধ মতিপ্রবরে।
ধর্ম্মপ্রদীপ বিমুক্তি সমীপ বিলোকিত নীপ বিহারবরে,
জটা নির্গঙ্গ সুকীর্ত্তি তরঙ্গ মনোভবভঙ্গ সদৃষ্টি হরে॥"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ তলে বসিয়া সেই তরুণ তাপসের মুখনিঃসৃত ভক্তিআর্দ্র হৃদয়ের সঙ্গীত সুধা পান করিতে করিতে যখন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছি তখন সঙ্গীত বন্ধ হইল। গুরুমহারাজকে বলিলাম "বাবা, আরও একটী গান শুনিব।" স্নেহের সহিত মৃদুহাস্য করিয়া সেই মহাযোগী মহেশ্বর আমাকে বলিয়াছিলেন, "মা পরে হ'বে।"

উদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "কি চমৎকার সঙ্গীত বাবা,— এ সঙ্গীত নিশ্চয়ই ভগবান শুনিতে পান।" অতি মৃদু স্নিগ্ধকণ্ঠে গুরুদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "মা, তিনি পিপীলিকার কথাও শুনিতে পান।"

কতদিন হইয়া গেল—"তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল"। এখনো আশ্রমে সেই বৃদ্ধ কাকাতুয়াটী "কাকাতুয়া, "কাকাতুয়া," ধ্বনি করিয়া আগন্তুকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহাকে ২৮ বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ দেখিয়াছি। গুরুদেব ঐটীকে কখনো কখনো স্বহস্তে খাবার দিতেন।

তিনি শিব মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনটিতে যখন বসিতেন তখন দেখিতাম ঐ কাকাতুয়াটী পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক গুরুমহারাজের ক্রোড়ে বসিয়া আছে, আর গুরুদেব উহার ডানায় মাথায় সেই ভক্তহৃদি-বাঞ্ছিত বরাভয়প্রদ হস্তখানি ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেছেন। কেবল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বড় আদরের সেই কামধেনুটী আর নাই, সে মারা গিয়াছে। ঐ দালানে আর একটী নূতন কামধেনু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। হায়, এ পৃথিবীতে কোন স্থানইত অপূর্ণ থাকে না? কবি বলিতেছেন—

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হ'বে।
বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে॥"

যে যায় সেই শুধু আর ফিরিয়া আসে না।

কীর্ত্তন অন্তে বাবা যখন বালেশ্বরী মাতা পূজা করিতেছিলেন, তখন ঋত্বিক্ ব্রহ্মগণ হোমকক্ষে বিপুল আয়োজনে উচ্চৈস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ

পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া হোম করিতেছিলেন। যদিও এ সকল অনুষ্ঠান আশ্রমের প্রায় নিত্যকার্য্য, কিন্তু শুনিলাম আজ ইহা আমার স্বামীর উদ্দেশ্যেই হইতেছে। বাবার সকল কার্য্যই নিখুঁত।

দ্বিপ্রহরের পর আহারাদির ব্যাপার চলিল। বাবার নিমন্ত্রণ, বাবার আয়োজন, সুতরাং ইহা যে কিরূপ বিরাট ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। যশিডি হইতে মঞ্জু বহিন রিক্সা করিয়া আসিয়াছিলেন। আহারান্তে বাবার অফিস কক্ষে তাঁহার পদতলে গিয়া উভয়ে বসিলাম। অন্যদিন বিচারবতী, বাক্‌পটু মঞ্জুর সহিত কথা বলিতে কিছু চিন্ত পূর্ব্বক বলিতে হয়। আজ স্বয়ং বাবা সম্মুখে, সুতরাং মনে বল বেশী তাই নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বাবাকে বলিলাম 'আচ্ছা বাবা, জ্ঞানী মঞ্জু বহিনের বোধহয় মত out of sight out of mind একি সত্য কথা? বাবা সবেগে দুই দিক মস্তক দুলাইলেন, বলিলেন 'না'। পুনরায় বলিলাম 'বহিন বলেন, ভালবাসা বলিয়া ঠিক কিছু নাই' অনুকূল হইলেই তাহাকে ভাল লাগে, প্রতিকূল হইলেই আর তাহাকে ভাল লাগে না।' নির্ব্বিবাদে সমস্ত কথাগুলি হজম করিয়া যাওয়া বহিনের স্বভাব বিরুদ্ধ। বহিন তর্কদ্বারা কত বড় বড় মত খণ্ডন করিতে সমর্থ, সুতরাং মঞ্জু বিনীত মৃদুস্বরে বাবাকে সমীহ পূর্ব্বক তাঁহার ঐসকল বাক্যগুলি যে বাস্তবিকই মিথ্যা অনর্থক নয় তাহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। "কবে বাবার কীর্ত্তন শুনিতে আসিবে" বলায়, বহিন আগামী কল্য সন্ধ্যার ট্রেণে আসিবেন বলিলেন। ১১টা রাত্রের পর কীর্ত্তন অন্তে ট্রেণ মিলে না, পাল্কী গাড়ীও ঠিক তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয় বলিয়া আমি পূর্ব্বেই মঞ্জুকে বলিয়াছিলাম—"বাবা তোমাকে তাঁহার

নিজের মোটারেই পৌঁছাইবেন।" তবুও সুচতুর বহিনটী আমার, বাবাকে প্রশ্ন করিয়া কথাটী তাঁহার নিজমুখ হইতে শুনিয়া লইলেন। আগামী কল্য আসিবেন বলিয়া মঞ্জু রাণী বাবার নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

অপরাহ্নে সে দিনও ভাগবত পাঠ শুনিলাম। নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কানাই নাটশালে কৃষ্ণবর্ণ একটী বালক নিমাইকে দর্শন দান করায় মনটী নিমাইয়ের বড় ব্যাকুল হইয়াছে। নবদ্বীপে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও নিমাই সেই কৃষ্ণবর্ণরূপ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। নির্জ্জনে নীরবে বসিয়া মৃত্তিকায় কি অঙ্কন করিতেছেন, তুই চক্ষের ধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধামাতা ভাবিতেছেন ছেলের আমার একি ব্যাধি হইল? কিশোরী বধূ ভাবিতেছেন, পতির নিকট কিছু কি অপরাধ করিলাম?

সায়াহ্নে পূর্ব্ববৎ নর্ম্মদা কুণ্ড পরিক্রমা ও যুগল মন্দিরে, ধ্যান কুটীরে প্রণামান্তে বাবা গেলেন গৃহে সন্ধ্যাবন্দনা নিমিত্ত। আমি তখন ধ্যানকুটীরে জপ করিলাম। বাবা যখন ৮॥টা রাত্রে প্রাণগোপাল বাবুর নিকটে, তখন গেলাম তাঁহার নিকট প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় লইতে। বাবা জ্যোছনা মাতার নিমিত্ত প্রসাদ এবং একখানি পত্র আমাকে দিলেন।

হরি মণ্ডপে তখন কীর্ত্তন সভা বসিয়াগিয়াছে। অন্ধকারে সতরঞ্চির উপর কীর্ত্তনীয়াগণ সহ প্রাণকৃষ্ণজী বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া বসিয়াছেন। অন্য কোণে নিভাননী দিদিকে দেখিয়া বিদায় হইতেই তিনি বলিলেন "কাল যখন মঞ্জুরাণীকে লইয়া আসিবেনই তখন আজ কেন যাইবেন?

এখন কীর্ত্তন, এখানে বসুন।" আমি বলিলাম, তা'কি কখনো সম্ভব? আজ রাত্রে থাকিব কোথায়? দিনে যেন বারান্দায় বা নিমগাছ তলেও থাকা চলে, কিন্তু রাত্রে ত বাবা আশ্রমে থাক্‌তে দবেন না?" দিদি বলিলেন, "কেন আমার বাড়ীতে থাকিবেন।" একে দিদির পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, তাহাতে আবার কীর্ত্তন শুনিবার লোভ, সুতরাং দ্বিধায় পড়িলাম। বলিলাম-"বাবার নিকট যে বিদায় লইয়া, আসিলাম আজ থাকিলে বাবা কি ভাবিবেন? মনে করিবেন, নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটার বাড়ীতে ভাতের অভাব।" প্রাণকৃষ্ণজী বলিলেন "মহারাজ কখনই তাহা ভাবিবেন না, তিনি ভাববেন ভগবানে কি প্রবল অনুরাগ।" দিদিকে বলিলাম, "রাত্রে আপনার বাড়ী থাকিতে পারি এক সর্ত্তে যদি আপনি আহারের জন্য অনুরোধ না করেন।" পশ্চাৎ হইতে বাবা বলিয়া উঠিলেন, "যে খাইবে না, তাহাকে থাকিতে দেওয়া হইবে না।"

এখন কীর্ত্তনের সময়, সুতরাং বিনা তর্কে তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব স্থানে নীরবে বসিয়া গেলাম। আমার ভৃত্য সনাতন কে গৃহে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইলাম এবং ঐ সঙ্গে বাবার প্রদত্ত প্রসাদ ও পত্রসহ।

প্রায় দুই ঘণ্টার অধিক হরিনাম শ্রবণ পর, হরিলুট-গ্রহণান্তর যখন নিভাননী দিদিসহ তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া শয়ন করিলাম তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখা ঐ সঙ্গীতটী মনে হইতেছিল—

"কত আজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই ॥
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই ॥"

এরূপ ভাবে থাকা আমার জীবনে এই প্রথম। ভাবিলাম বাবা কাষ্ঠের

পুতলী যেন কুহকে নাচাইতেছেন। কত শক্তি ধরেন এই শক্তি-ধর। যে ব্যক্তি সামান্য কারণে সুবিধা অসুবিধা বোধ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠে তাহার পক্ষে ত সবই সম্ভব হইতেছে? নিজেই অবাক্ হইতেছি।

---

## জ্যোছনা মাতাকে বাবার পত্র

শেষ রাত্রে উঠিয়া স্নানান্তে জপান্তে চলিলাম নর্ম্মদাকুণ্ডের দিকে। সোপানোপরি বাবা পূর্ব্ববৎ আসীন। আমি প্রণাম পূর্ব্বক বাবার পাদুকা দু'খানি অঞ্চলে মুছিয়া পুনরায় জপে বসিলাম। আশ্রমে ফিরিয়াই দেখি সহাস্য মুখে জ্যোছনা মাতা সম্মুখে। আমি কেন বাবাও আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। জ্যোছনা মাতা গোবিন্দ পূজা পরই প্রাতের ট্রেণে কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছে।

বাবা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলে মাতা ঐ কল্যকার লিখিত বাবার পত্রখানি বাহির করিয়া আমাকে পাঠ করিতে দিল। পত্রখানি এইরূপ—

আশ্রম<br>১৬।·২।৪৬<br>মাঘী পূর্ণিমা<br>শনিবার।

স্নেহের মা জোছনা,—তোমার পত্রখানি পেয়ে সাতিশয় আনন্দিত হ'লাম। আমার দ্বারকাধীশের প্রেরণাতেই তোমার ন্যায় ভক্তিমতী

ও নিষ্ঠাবতী মা, ভগ্নী ও কন্যার নিকট দ্বারকাধীশকে রক্ষিত করে এবং তাঁহার যথোপযুক্ত সেবা হবে ও হচ্ছে জেনে কত যে চিত্তে আনন্দ হয়েছে তাহা লিখিতে পারিনা। মা! তুমিও তোমার রাজরাণীত্ব ছেড়ে দিয়ে যাঁর অভয় চরণ সেবায় ধ্যানে নিজেকে অহরহ নিমজ্জিতা করে রেখেছ তিনি তোমাকে বাহিরে নিষ্কিঞ্চনা ও দীনতমা করে অন্তরে রাজরাজেশ্বরী করে আপন করে রেখেছেন। তাই সহজেই বুঝি, তুমি কি দিব্য আনন্দের স্পর্শ ও অনুভূতি লাভ করে বাহ্য জগতের প্রতি উদাসীন হ'তে পেরেছ।

মা! তাই সেদিনও তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলাম "মনকে আলাদা করে রাখার" অর্থ হল, মনের চঞ্চলতা ও বিপক্ষে সঙ্কুল নিম্নভূমিতে না থেকে নিরন্তর তাহার ঊর্দ্ধস্তরে বুদ্ধির রাজ্যে ও ক্ষেত্রে বিরাজিত রাখা। বুদ্ধি চালিত মন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না। বুদ্ধি চালিত ইন্দ্রিয়ের চালক মন ইন্দ্রিয়গণকে বিবেকের পথে লইয়া চলে। মানুষের সকল কর্ম্ম ও সকল চিন্তা ছন্দ, শান্তি, সুষমায় পূর্ণ হয়ে উঠে। এই বুদ্ধি ক্ষেত্রে বা মনের স্বাক্ষীর ক্ষেত্রে বিচরণ করবার উপায় হলো নিত্য জপ ও ধ্যান। তুমি মা, সহজেই এই দিব্য সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছ। তাই তোমার কাছে মনটি আলাদা হয়েই আছে।

মা, সামান্য প্রসাদ তোমার জননীর হাতে দিলাম, উহা লইলে পরম আনন্দিত হ'ব।

শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের চরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, শান্তি, আধ্যাত্মিক প্রসাদ কামনা করি। আজ তোমার পুণ্য কর্ম্মা ৺পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে তোমার জননী আশ্রমে যে ভণ্ডারার ও ব্রাহ্মণ ভোজনের

ব্যবস্থা করেছেন তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি অক্ষয় শান্তি লাভে স্বর্গ থেকে তোমাদের উপর তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা বর্ষণ করে চিরানুপ্রাণিত করে রাখুন, ইহাই আজ মদীয় শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের চরণে কামনা করি।"

বাবা বাহির হইলেন এবং হরিমণ্ডপে কীর্ত্তন অন্তে শিব মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এই নূতন সঙ্গীতটী গাইলেন—

"বিদায় বিদায় এবে লইনু বিদায়।
এ জনমে এই শেষ তোমায় আমায়॥
কাঁদে মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, কাঁদিবে জীবের হিয়া।
দুখী যারা তরে যাবে ও আঁখি ধারায়॥
স্নেহ পাগলিনী ঐ জননী আমার, তুমি দেখ তারে,
ভবে কেহ নাই যার,

কাঁদিলে নিমাই বলে, আদরে ধরিয়া গলে,
"মা" বলে ডাকিয়া তুমি ভুলাইও তায়॥
হে মোর নদীয়া, প্রিয় জন্মভূমি, আমার নদেবাসী ভাগীরথী তুমি,
দাও মোরে বিদায় চলে আমি যাই।
মোহন মুরলী ঐ ডাকিছে আমায়॥"

তৎপর বাবা এই সঙ্গীতটী গাহিলেন—

এস গৌরাঙ্গ এস গৌরাঙ্গ এস গৌরাঙ্গ চাঁদ হে।
এস শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ নদীয়া বিহারী এস হে॥
একা যদি আস্‌তে নার নিতাই চাঁদকে সঙ্গে কর,
এস নদীয়া বিহারী গৌরহরি॥

আমি হৃদয় পাতিয়া দিব ধূলায়
হৃদয়ে নাচিবে গৌর রায়
নাচ হে নাচ, নাচিবে বিশ্ব নটবিহারী রঞ্জন ॥
এস হে গৌর প্রাণ মোর প্রণত চিত্ত পাবন।
এস হে প্রেমসিন্ধু গৌর কষিত কণক গঞ্জন ॥
প্রেম বিভোর ভাবেতে আজ,
হৃদয়ে আমার করহে বিরাজ
আমি হৃদয় ভরি নেহারি রূপ তৃষিত আঁখি রঞ্জন ॥
আমি মূঢ়মতি দীনহীন, কঠিন পরাণ ভকতি বিহীন,
তরাও আমারে দীনবন্ধু অকৃত অধমতারণ ॥
শিখায়েছ আমায় নাম গান, ভুবনে করেছ নামেরই দান,
আমি পিপাসু পরাণে পীযূস পানে করিব নাম কীর্ত্তন ॥
তুমি কি নাম আনিলে কি সুধা ঢালিলে
নদীয়া মাঝারে আসিয়া।
তোমার নামেরই প্লাবনে ডুবিল ভারত অবনী যাইল ভাসিয়া ॥
গৌর একি নাম এনেছ, পতিত পাবন নাম এনেছ,
কাল নিবারণ নাম এনেছ, পতিত পাবন কাল নিবারণ
অধম তারণ নাম এনেছ। কারেও বাকি রাখলে নারে,
ঘরে ঘরে নাম বিলালে, কারেও বাকি রাখলে নারে ॥
আচণ্ডালে নাম বিলালে, জাতের বিচার করলে নারে
আচণ্ডালে নাম বিলালে কারেও বাকি রাখলে নারে
গৌর একি নাম এনেছ ॥
সুধা ভরা নাম এনেছ ॥

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে—বাবাকে প্রণাম অন্তে নিভাননী দিদি দ্বিপ্রহরে আমাদের আহারের কথা বলায় দিদিকে বলিলাম—"বাবার গৃহেই প্রসাদ পাইব। বিশেষতঃ জ্যোছনামাতা কয়েক বৎসরাবধি প্রসাদ ব্যতীত কাহারও গৃহেই অন্নাদি গ্রহণ করেন না।"

কিছু বিঘ্ন ঘটায় অদ্য মঞ্জুরাণী আশ্রমে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং হোমদর্শন, প্রসাদ গ্রহণ, ভাগবত শ্রবণ, নর্ম্মদাকুণ্ড পরিক্রমাদি পর বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক "লালকুটিতে' প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

---

## আশ্রম পথে বর্ষণ

এই বৃদ্ধ বয়সে যষ্ঠিখানি সম্বল, সুতরাং তাহা সঙ্গে লইতে বড় ভুল হয় না। আর এত সাধু সঙ্গেও এখনো দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারি নাই বলিয়া, ছাতাটিও প্রায় সঙ্গেই থাকে। কিন্তু সেদিন করনীবাদ রওনা হইবার সময় ছাতাটি সঙ্গে লইতে কেন বা ভুল হইয়া গেল। ষ্টেশান পর্য্যন্ত অন্যদিকে মন ছিল বলিয়া আকাশপানে চাহিবার অবসর ঘটে নাই। ট্রেণ ছাড়িলে আকাশপানে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম ঘন মেঘ। এ আদৌ—

শুভ্র মেঘের রাশি, পথহারা হয়ে যাইতেছে চলে,
গগন প্রান্তে ভাসি॥

নয়, গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দ্বারা গগন আচ্ছাদিত। দেওঘর পৌঁছিয়া আশ্রমে রওনা হইতেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী রোডে বৃষ্টি আসিয়া গেল।

সঙ্গে ছাতা নাই, ভাবিলাম দেখি গুরু কি করেন !! যখন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রকাণ্ড বাড়ীর বিস্তৃত বাগানের গেটের সাম্‌নে, তখন বিলক্ষণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিহারীলাল বাবুর সেজ পুত্রবধূ মেনকারাণী চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের বারান্দা হইতে বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে নামিয়া আসিয়া গেট্ হইতে আমার হাতখানি ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে মেনকা দিদিকে আশ্রমে ২।৪দিন দেখিয়াছি কিন্তু ইঁহার সহিত আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। নাম যে 'মেনকা' তাহাও জানিতাম না। অদ্যকার এইরূপ অযাচিত সদ্ব্যবহারে অতিশয় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলাম। শুনিলাম ইনি শ্রীশ্রীমোহানন্দ ব্রহ্মচারিজীর শিষ্যা। ইঁহারই শ্বশুর এই প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মেনকাদিদির সহৃদয়তায় সন্তুষ্ট হইলেও এতক্ষণ ওদিকে বুঝি কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গেল মনে করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। মেনকা দিদির নিকট পুনঃ পুনঃ বিদায় চাওয়ায় আমার ব্যগ্রতা দর্শনে দিদি কয়েকটী ছাতা আনিয়া আমাকে দিলেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়া সেই বৃষ্টির মধ্যেই চলিলাম আশ্রমে। পৌঁছিয়া দেখিলাম তখনও কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। বাবার বারান্দায় স্নেহলতা দিদি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দেখিলাম দিদির স্বভাবটী সেই পূর্ব্ববৎই আছে। কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। দিদি আমার সমবয়স্কা, মনটি বাৎসল্য ভাবে পরিপূর্ণ, বাবাকে তিনি "নিমাই" বলিয়া সম্বোধন করেন এবং পুত্রের ন্যায় "তুমি তুমি" বলিয়া কথা বলিয়া থাকেন। দিদি অতিশয় বুদ্ধিমতী, ভক্তিপরায়ণা, বিদুষী। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া উভয়েই আনন্দিত হইলাম। বাবার বহুপ্রকারের ছবি দিদির নিকট রহিয়াছে। একদিন

বিশুদ্ধ নিবাসে গিয়া উহা দৃষ্টে লোভ প্রকাশ করায় উদারহৃদয়া দিদি আমার, উহা হইতে দুই একখানি আমাকে উপহার দিয়া তাঁহার বিরাট হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। দিদি সহাস্য বদন। কিন্তু আমার কোন বাক্য, ব্যবহার বা পরিচ্ছদ দিদির ঠিক মনোমত না হইলে ধমক দিতেও ভুলেন না।

বৃষ্টি থামিয়া গেল। ছাতাগুলি আমার ভৃত্য সনাতন দ্বারা মেনকা দিদির নিকট ফিরত পাঠাইয়া দিয়া আমি প্রত্যেক দিনের মত দিদিদের সহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। সেই সুরধনী ধারার ন্যায় অবিরাম সঙ্গীত একটীর পর একটী অবিশ্রাম চলিল।

আশ্রমটী যেন সমুদ্র বিশেষ, এখানে সবগুলি নদী আসিয়া সম্মিলিত হয়। সকল গুরু ভগিনীদেরই এই স্থানে আসিয়া দর্শন পাই এবং সৎপ্রসঙ্গে আনন্দিত হইয়া থাকি। অনিলা দিদি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের প্রসঙ্গে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া থাকেন। তাই সেদিন তাঁহাকে আমার ঝোলা হইতে খাতাখানি বাহির করত তন্মধ্যস্থিত আমার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সীতেশ বাবুর লিখিত এই কবিতাটি পাঠপূর্ব্বক শুনাইয়া উভয়েই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলাম।

## শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারিজীর শ্রীচরণে

( ১ )

"ধরণীতে খণ্ড করি পাত নাই তব সিংহাসন,
নহ রাজ্য কামী
অসি, ভল্ল, শূল মুখে হান নাই মরণ ভীষণ
রণাঙ্গনে নামি ;

দৈন্য বলে জিনিয়াছ বন ভূমি, নহে সৈন্য বলে,
জন ভূমি চাহ নাই আনিবারে অধিকার তলে,
হৃদি-রাজ্যে সমাসীন, লোক মাঝে আজ,
তুমি মহারাজ।

( ২ )

প্রেমে আনিয়াছ স্বর্গধরা মাঝে, নবম বরষে
ছেদি মায়া পাশ।
ত্যজি মাতা, ত্যজি গৃহ, সর্ব্বত্যাগি বরিলে হরষে,
আশ্রয় আকাশ।
কিশোর ভিখারী বেশে, বাহিরিলে নব ব্রহ্মচারী ;
কানন কান্তার মাঝে, শৈলে, দণ্ড কমণ্ডুল ধারী।
প্রকৃতি খুলিয়া দিল প্রেমের ভাণ্ডার
সম্মুখে তোমার।

( ৩ )

ভ্রমিয়া ভারত ভূমি পদব্রজে, আসিন্ধু অচল,
আসি তপোবনে,
খনিয়া আঁধার গুহা, আরম্ভিলে তপঃ অবিরল ;
অসাধ্য সাধনে।
দেখা দিলে যোগীশ্বর : শূক কীট আপনারে ঘিরি
রচি বর্ম্ম রহে ধ্যানে, কাটি তাহা পুনঃ আসে ফিরি
আলোকে সুন্দর কান্তি, অতি সঙ্গোপনে
প্রজাপতি রূপে॥

( ৪ )

একি রূপ অপরূপ, শিরঃ শোভী ধূম্র জটাজাল
ভূতলে চুম্বিত,
মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ড দীপ্তি, দীর্ঘ দেহ বাহু সুবিশাল
আজানু লম্বিত।
বিভূতি ভূষিত অঙ্গে, অনুরাগে নেত্র ঢল ঢল,
রুদ্রাক্ষ দুলিছে কণ্ঠে, স্থূললাটে ত্রিপুণ্ড্র উজ্জ্বল
দ্বিতীয় শঙ্কর যেন বৈদ্যনাথ ধামে
বালানন্দ নামে।

( ৫ )

হে শিব ত্র্যম্বকরূপী তপঃসিদ্ধি অম্বিকারে লয়ে
তপঃ শৈলোপরি
কৈলাসে গিরিশ যথা উমা সাথে এক অঙ্গ হয়ে
নিত্যকাল ধরি
বিরাজিছ ; মহাকাল বৈদ্যনাথ সান্নিধ্যে তোমার
মহাতীর্থে তীর্থপতি ত্রিতাপিতে ডাক বার বার ;
কাশীতে ত্রৈলঙ্গ যথা বিরাজিত,
ত্রিলোক পূজিত।

( ৬ )

হে ত্রিকালদর্শী ঋষি জ্ঞান নেত্রে দেখেছিলে তুমি
ধর্ম্ম সনাতন

হ'বে ক্ষুণ্ণগ্লানি পূর্ণ ; স্বৈরাচারে এ ভারত ভূমি
হ'বে নিমগন ,
সংস্থাপিতে ধর্ম্ম পুনঃ রক্ষিবারে ধর্ম্ম প্রাণ জনে,
আসিলে শঙ্কর মূর্ত্তি, লয়ে শিষ্য উপশিষ্যগণে,
কম্বুকণ্ঠে নিনাদিলে গভীর ওঙ্কার,
প্রণব হুঙ্কার।

( ৭ )

গঠিলে বিচিত্র মঠ ; হোমগন্ধী বিচিত্র আশ্রম
কাম ধেনু পুত,
সিদ্ধি প্রদা ক্ষাত্র শক্তি, পদে যার ব্যর্থ পরাক্রম
সোনানী অযুত ;
মহাদেব দেবী-হৃদে উচ্চশির তুলিল মন্দির,
বেদমন্ত্রে স্তোত্র গাঁথা প্রাতঃ সন্ধ্যা উঠে সুগম্ভীর
অনন্ত আকাশ পথে নিবারি মরণ ;
হে ভীততারণ।

( ৮ )

ভাগ্য বিড়ম্বিত আমি, দিন শেষে আশ্রম দুয়ারে,
আশ্রয়ভিখারী,
আসিলাম, চক্ষু শ্রুতিহীন, দীন মগ্ন অন্ধকারে
নহি অধিকারী।

হেরিলাম প্রবেশিতে সিংহদ্বার অমৃতসদনে
তব জ্যোতিঃ, মহাগুরু ধাঁধিল গো এ অন্ধ নয়ন ;
যথা রহি রহে যেন কণ্ঠে মাতৃনাম,
হে দেব প্রণাম ॥”

বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ পর বাবাকে আজ একটি অনুরোধ করিলাম, বলিলাম— বাবা প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী এবং বাবার অনুরক্ত আর কতিপয় সাধুভক্তদের যদি বাবা অনুমতি করেন তবে তাঁহারা একবার যশিডির লালকুটীতে গিয়া বেড়াইয়া আসেন। বাবা তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার বৃদ্ধ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপার্জ্জনক্ষম যুবক পুত্রবিয়োগে একান্ত শোকাতুর চিত্তে করণীবাদে বাস করিতেছিলেন, বাবার সৎসঙ্গদ্বারা তাঁহার ঐ গভীর শোক নিবারণ নিমিত্ত। তাঁহাকে লালকুটীতে আহ্বান করিলাম। দন্তহীন, সহাস্যমুখ, একান্ত বাবার অনুরক্ত তাঁহার ক্যাশিয়ার বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী কুণ্ডায় “জ্যোৎস্না ভিলাতে” বাস করেন। তাঁহাকে বলিলাম ; শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গৃহ হইতে কাহাকেও না জানাইয়া আশ্রমে আসিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছেন, কিছুকাল সৎসঙ্গ মানসে তাঁহাকে বলিলাম। ধ্যানচৈতন্য ব্রহ্মচারী, বাবার কীর্ত্তনকালে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে বলিলাম ; নিভাননীদিদির পুত্র সত্যেনকেও বলিলাম— শুধু বাবাকে আহ্বান করিতে সাহসে কুলাইল না। লালকুটিতে বাবাকে নিমন্ত্রন করি নাই শুনিয়া বাবার অন্তরঙ্গগণ বিশেষ আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন,— “এ কি, এযে শিবহীন যজ্ঞ ?” ঠিক মত বাবার সন্মান প্রদর্শন করিতে না পারি, তাঁহার আদর অভ্যর্থনা সেবার কোন ত্রুটি

হইয়া যায় বলিয়া মনে এই সঙ্কোচ। বাবা যে "নির্ম্মাণ মোহা জিতসঙ্গ দোষা; অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবিত্তকামাঃ।" তিনি যে সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ", সামান্য সুবিধা অসুবিধা জ্ঞান বিবর্জ্জিত তাহা এই স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর।

অপরাহ্নে বাবার ভাগবত পাঠ অন্তে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় হইয়া লালকুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। রওনা হইবার পূর্ব্বে বাবাকে পুনরায় অনুরোধ করিলাম, আমি ১৫।১৬ জন সাধু ভক্তগণকে বলিয়াছি, বাবা যেন দয়া করিয়া তাঁহাদের দেওঘর ষ্টেশান পর্য্যন্ত তাঁহার মোটারে পৌঁছাইয়া দেন।

---

# লালকুটীতে ভক্ত সমাগম

১০ই ফাল্গুন প্রাতঃকাল হইতে এই দীন কুটীরে যতটুকু সম্ভব বাবার ভক্ত এবং অনুরক্তগণের নিমিত্ত আয়োজনে ব্যস্ত রহিলাম। দ্বিপ্রহরে যশিডি ষ্টেশানে ভক্তদের অভ্যর্থনা নিমিত্ত লোক পাঠাইয়া নিজে বারান্দায় প্রতীক্ষায় রহিলাম। গেটের নিকট ভক্তবৃন্দকে দর্শন মাত্র হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক, "জয় গুরুমহারাজের জয়," "জয় বাবা বৈদ্যনাথজীকি জয়," উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমিতে প্রণাম করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই আহার্য্য প্রস্তুত ছিল। সকলে হস্ত মুখপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আহারে বসিলেন। প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী এবং অন্যান্য আরও দুই একজন অন্নগ্রহণ না করিয়া শুধু ফলাহার করিলেন। সে নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে

প্রস্তুত ছিলাম। সুতরাং বিশেষ অসুবিধা হইল না। আনন্দ পূর্ব্বক সকলে আহারাদি করিয়া যখন বিশ্রাম করিতে গেলেন তখন আমাকে আহার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। উঁহাদিগের বিশ্রাম অন্তে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিয়া আমার ঠাকুর ঘর (পূজার স্থান) দেখাইলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রী জীবেন্দ্র কুমার দত্তের লিখিত "পার্ব্বতী" নামক একটি কবিতা পাঠে অতি আনন্দিত হইয়াছিলাম। ঐ কবিতাটির কিছু বাদ দিয়া উহার সঙ্গে কিছু সংযোগ করিয়া গোলাপ ফুলের লতাদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক একখানি কার্পেটের উপর "প্রতীক্ষা" নাম দিয়া, কার্পেটে যে প্রকাণ্ড কবিতাটি লিখিয়াছিলাম, ঐটী ভক্তগণকে পাঠ পূর্ব্বক শুনাইলাম। কবিতাটি এইরূপ :—

## ভিক্ষা

১

"প্রিয়তম! প্রাণতম! আরাধ্য দেবতা মম,
কত দীর্ঘকাল হায়! কেটে গেল স্বপ্ন সম।
তোমারি আকাঙ্ক্ষা করি রহিয়াছি প্রতীক্ষায়,
পিপাসিত আত্মা মোর তোমাতে ডুবিতে চায়॥

২

কখন শৈশবে চিত্তে জেগেছিলে অকস্মাৎ,
তুমিই সর্ব্বস্ব মোর কৃপাময় বিশ্বনাথ।
সেই হ'তে অনুক্ষণ উৎসর্গিয়া প্রাণমন,
অন্তরে বাহিরে তোমা করিতেছি অন্বেষণ॥

৩

হে প্রভো! হে স্বামী মোর, সখা মোর প্রিয়তম!
কতকাল রবে আর দীনা প্রতি নিরমম?
মনে হয় কত কাছে, তবু তুমি কত দূরে—
পরাণ ব্যাকুল কর কি যেন আকুল সুরে॥

৪

অন্তর্য্যামী তুমি দেব, অন্তরের সাধ মম,
নহেত অজ্ঞাত তব, কেন তবে নিরমম!
বিশ্বের উৎসব মাঝে আমি কি একেলা নাথ,
র'ব ঘোর অন্ধকারে, কর কৃপা-আঁখিপাত॥

৫

শুনেছি শ্মশান তব বড় প্রিয় বাসভূমি,
শ্মশান এ হৃদি হেন কোথা আর পাবে তুমি?
তোমার বিহনে নাথ সব পুড়ে হ'ল ছাই,
বিচ্ছেদের দাবানল, হের জ্বলে চারি ঠাঁই।

৬

শুনেছি ভিখারী তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ নিরন্তর,
আমি যে তোমারে ভিক্ষা মাগিতেছি সদা প্রভু,
বঞ্চিতা এ ভিখারিণী মনে কি পড়ে না কভু?

৭

উচ্ছ্বসিতা মন্দাকিনী বুঝি মোর অশ্রুজলে,
ও রাঙ্গা চরণ দু'টী ধৌত করে' দিবে বলে।
আমার প্রাণের কথা আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়া'—
তরঙ্গে তরঙ্গে ওই উঠিতেছে তরঙ্গিয়া॥

৮

এস তুমি এস আজ অপ্রকাশে স্বপ্রকাশ।
প্রকাশিয়া প্রেম জ্যোতিঃ ছিন্ন কর মোহ পাশ॥
আশুতোষ, ভোলানাথ, আশু তুমি তুষ্ট স্তবে,
শ্রীপদ আশ্রিতা প্রতি শুধু কি বিমুখ রবে?

৯

এস তুমি, এস আজ, যোগেশ্বর! মহেশ্বর।
আছি তব প্রতীক্ষায় কত যুগযুগান্তর!
আমারে নিস্তব্ধ কর এ গভীর স্তব্ধতায়!
শাশ্বত শরণ দিয়ে রাতুল চরণছায়॥

১০

এস তুমি, এস আজ হে শঙ্কর! ত্রিপুরারী,
ঘুচায়ে, মুছায়ে মোর আজন্মের অশ্রুবারি;
সার্থক কৃতার্থ করি জীবন পরাণ মম,
লহ তব পূজা অর্ঘ্য হৃদয়েশ প্রিয়তম॥

১১

জাহ্নবীর ধারা সম হৃদয়ের প্রীতি মম,
অন্বেষিছে সদা তোমা, চাহিছে গো প্রিয়তম ॥
যদি না তোমারে লভি ফিরিব না গৃহে আর,
তোমারি অভাবে মোর মরুময় এসংসার ॥

১২

কি নামে ডাকিব তোমা, কি নাম জানিনা অত
প্রভু, স্বামী, সখা, বলে ডাকিতেছি অবিরত।
ধরার প্রখর তাপে সন্তাপিত দেহ মন,
কোথা স্নিগ্ধ স্পর্শ তব জুড়াইতে এ দাহন ॥

১৩

আমার মর্ম্মের আশা আজন্ম তপস্যা মোর,
রবে কি অপূর্ণ প্রভু, দয়াসিন্ধু চিত্ত চোর
হৃদয় মাঝারে নাথঃ যদি বা দিয়াছ ধরা,
যেও না করুণা করে, হে ভব ভাবনা হরা ॥"

এই কবিতাটি শ্রবণে সকল ভক্তই অতিশয় অনন্দিত হইলেন এবং প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আরও প্রসংশার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অসমাপ্ত "কাশীর স্মৃতি" কিছু পাঠ করিয়া শুনাইলাম।

তারপর মঞ্জুরাণীর * কথা উঠায় ইহারা তাঁহাকে জানেন বলায় মঞ্জুকে আহ্বান পূর্ব্বক "মঞ্জুশ্রীতে" একখানি পত্র লিখিলাম।

১৫।২০ মিনিটের মধ্যে তাহার উত্তর আসিল। মঞ্জু বহিন লিখিয়াছেন, "আপনারা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

* চৌগ্রামের রাজা রাজেশকান্ত দেবশর্ম্মণের সহধর্ম্মিনী।

আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। ১০ মিনিটের মধ্যেই আমি রওনা হইতেছি।”

শুনিলাম “কৈলাসাশ্রমে” যখন শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজের নিমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত স্নেহলতা দিদি আসিয়াছিলেন, আবার বাবার আহ্বানে যখন কৈলাসপতি “রামনিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে” গিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত শ্রীমতী মঞ্জু বহিন তথায় গিয়াছিলেন। বহিনের হাস্যময়ী মুখ এবং সুন্দর বিনীত মিষ্ট ব্যবহারে অনেকেই প্রীত হইয়াছিলেন।

যখন ভক্তদের নিকট হইতে ভজন শুনিতেছি তখন মঞ্জুবহিন আসিলেন। আনন্দের সময় বড় শীঘ্র কাটিয়া যায়। ট্রেনের সময় উপস্থিত হওয়ায় ভক্তগণ অনেক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিনের স্মৃতিগুলি মনন করিতে করিতে একবার মনে হইয়াছিল বাবাকে আহ্বান করিলে বেশ হইত—আনন্দটী সম্পূর্ণ হইত। বাবার নিজের মোটরে বাবা আসিতেন, আবার সেবা অন্তে নিজের মোটরেই চলিয়া যাইতেন। ইহাতে আর বাবার অসুবিধা কি হইত? কিন্তু পরে মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলিয়া যে বাবা উপস্থিত হইলে হয়তো সকলের প্রতি সমান মনোযোগ হইত না; সুতরাং ইহাই ভাল হইয়াছে। মনে মনে সেই দিনই স্থির সঙ্কল্প করিলাম সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ কয়ত বাবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজসাহীতে একবার কয়েকদিনের জন্যও লইয়া যাইতেই হইবে।

# দেশে ফিরিবার নিমিত্ত আহ্বান

প্রাতের ডাকে অনেকগুলি পত্র পাইলাম। এইবার দেশে ফিরিবার জন্য তাগাদা আসিয়াছে। বিশেষতঃ চৈত্রমাসে জোছনা মাতার শ্বশুরালয়ে যাইতে হয় না। তাই প্রমোদও * ফাল্গুন মাসের মধ্যেই জ্যোছনা মাতাকে কলিকাতায় প্রত্যাশা করিতেছে। দেশে ফিরিবার কথা মনে হইয়া মনটী বড় দমিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে আহারাদি অন্তে চলিলাম আশ্রমে বাবার নিকটে। বাবা ছিলেন তখন আফিস কক্ষে, আমি তথায় গিয়া বাবাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার পদনিম্নে উপবিষ্ট হইলাম। হৃদয় মধ্যে আলোড়িত হইতেছিল—বাবা কয়েক দিনের মধ্যেই পক্ষকালব্যাপী মহারুদ্র যজ্ঞ আরম্ভ করিতেছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের মহারুদ্র যজ্ঞ দর্শন করিয়াছিলাম। এখন আশ্রমে বাবা প্রত্যেক বৎসরই বিরাট মহারুদ্র যজ্ঞ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয় হেতু উহা একবারও দর্শন ঘটে নাই। অবিলম্বে এই উৎসব আরম্ভ হইবে, আর এই আনন্দের মেলা ত্যাগ করিয়া আমার কিনা দেশে ফিরিতে হইবে? বাবাকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা বাবা, লোকে যে কাজ করে তাহা কি সব স্বইচ্ছায়?" বাবা তৎক্ষণাৎ ডাহিন দিকে মস্তক

* আমার বড় জামাতা বাবাজী ভাগ্যকুলের জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রমোদকুমার রায়।

হেলাইলেন! উত্তরটী কিন্তু আমার আদৌ মনঃপূত হইল না। বাবাকে বলিলাম—"এই যে আমি এখন দেশে যাইব ইহা কি আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক যাইতেছি? তিনি নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন—"হ্যাঁ।" তখন আমি স্বগত নিজে নিজে বলিলাম—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"দূর বনতলে
যদি চিত্ত ঘুরে মরে
বিদ্ধ মৃগ সম,
চির তৃষ্ণা লেগে থাকে, দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে, তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই গৃহবাসে!"

হায়রে! মনে মনে কত চিন্তাই উদয় হইতে লাগিল। এই অনুক্ষণ হরিনাম ধ্বনিদ্বারা মুখরিত আশ্রম, গুরুভগিণীগণের সহিত কতশত সৎপ্রসঙ্গে সময় ক্ষেপণ, তাঁহাদিগের প্রাণভরা ভালবাসা, সম্মুখে সতত পবিত্রমূর্ত্তি কত সাধুভক্ত, ব্রহ্মচারী-সন্দর্শন, সর্ব্বোপরি বাবার অসীম স্নেহ, আশ্রিত জনের প্রতি কত গভীর মনোযোগ, ইহা ত্যাগ করত দেশের কঠিন, কর্কশ কর্ত্তব্যের মধ্যে যাইতে কি প্রাণ চায়? এই ভক্তি-রসে সরস পবিত্র ভূমি, সহানুভূতিপূর্ণ-প্রাণ গুরুভগিনীগণের একগ্রামে বাঁধা হৃদয়-তারগুলি ত্যাগ করিয়া ঐ মরিচীকার পিছনে ধাইতে কে ইচ্ছা করে?

মরুভূমির মরিচীকায় যে পথিক একবার ভ্রান্ত হইয়াছে, সে কি ঐ শুষ্ক উষর ক্ষেত্রে অলীক স্রোতস্বিনী দৃষ্টে আর সুশীতল নীরভ্রমে লুব্ধ চিত্তে সেদিক ধাবিত হয়? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত জন

মরিচীকার সবুজ বৃক্ষগুলির বহু শাখা-পত্র-পুষ্প দৃষ্টে একবারই প্রতারিত বিমোহিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন—

"সংসার কেমন, যেন আমড়া,
শাঁসের সাথে খোঁজ নাই, শুধু আঁঠি আর চামড়া।"

অপরাহ্নে আমার এক গুরুভ্রাতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা দিদি, আপনি শ্রীমৎ মোহনানন্দজীকে বাবা বলেন কেন? তিনি ত আপনার গুরুভ্রাতা?" এ প্রশ্নের উত্তর ছিল অনেক। যথা, 'বাবা আমার গুরুভগিনী বীণা দিদির * পুত্র, সুতরাং আমার সন্তান স্থানীয়। কিম্বা বাবা আমার পুত্র হেমাদ্রিশেখরের সমবয়স্ক, কাজেই বাবা ত আমার সন্তান তুল্য; অথবা 'চাঁদ মামা সকলেরই মামা', অর্থাৎ যাহাকে সকলে বাবা বলে তিনি আমারও বাবা ইত্যাদি। কিন্তু এসব ভাব হইল গৌণ, প্রধান কথা হইল যিনি আমার গুরুমহারাজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাকে শ্রীশ্রীগুরুদেব পুত্রাধিক অসীম স্নেহে কত দিন অবধি কত যত্নে শিক্ষা-দান করত তাঁহার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার যাঁহার নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যিনি কিশোর কাল অবধি একান্ত গুরুগত-প্রাণ—তাঁহার সহিত যে আমার কি সম্পর্ক তাহা আমার দুর্ব্বল লেখনি দ্বারা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বা ভাষা নাই।

"গতিভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ॥"

আমার প্রকৃত যাহা মনোভাব তাহাই গুরুভ্রাতার নিকটে ব্যক্ত করিলাম।

---

* শ্রীমৎমোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজীর গর্ভধারিণী। ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। প্রকৃত নাম "বিনয়িনী দেবী।"

অদ্য এই কথাটী লিখিতে বসিয়া ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ পথে আসিয়া গেল। ১৩৪২ সালে শীত কালে আমি গিয়াছিলাম আমার পতিদেবের সহিত প্রয়াগে কুম্ভমেলা দর্শনে। একদা ত্রিবেণীর চরায় বাঁধের পরপারে ডাহিন দিকে শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ গিরিজীর ছাউনীতে গিয়াছি তাঁহার দর্শন মানসে। সে দিন বুঝি কি একটী পর্ব্ব ছিল, সেই উপলক্ষে শ্রীশ্রীভোলানন্দগিরি মহারাজের জনৈক প্রৌঢ় শিষ্য শ্রীশ্রীমহাদেবানন্দ গিরিজীকে সচন্দন পুষ্প মাল্য এবং ফল-ফুলদ্বারা পূজা করিতেছিলেন। তিনি ভক্তি-গদগদচিত্তে যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন এখন যদিও উহা সঠিক আমার স্মরণ নাই কিন্তু তাহার ভাব এইরূপ। যিনি আজ এই গুরুর আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন তিনি যদিও সকলেরই পূজ্য সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এই আসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন এপূজা যে তাঁহারই চরণ উদ্দেশ্যে তাহা তাঁহার প্রত্যেক বাক্যগুলির দ্বারা প্রকাশ পাইতেছিল। ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও যাহা একবার অন্তর স্পর্শ করে তাহা অন্তর মধ্যে চির মুদ্রিত হইয়া যায়।

# দেওঘরে শিবচতুর্দ্দশী

কবি মানকুমারী বসু তাঁহার কাব্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"ধন্য তুমি পুণ্য ভূমি ধন্য দেওঘর।
ধন্য তুমি মহাতীর্থ, তোমার পরশে চিত্ত,
মন্দাকিনী স্নাত যেন পূত কলেবর॥"

কবির প্রত্যেকটী কথাই যেন আমার অন্তরের কথা। একে এই পুণ্য ভূমি শিবরাজধানী, তাহাতে আবার ইহা আমার গুরুস্থানে। সে দিন ছিল শিবচতুর্দ্দশী।

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীগণের কণ্ঠে বাবা ৺বৈদ্যনাথের জয়ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম ঐ দিন বৈদ্যনাথজী দর্শনে মন্দিরে যাইতে হইবে। এখন ঐ জয়ধ্বনি শ্রবণে মন নৃত্য করিয়া উঠিল। ঝটিতি প্রস্তুত হইলাম করণীবাদ আশ্রমে যাইব বলিয়া। ২৮ বৎসর অবধি যে প্রতিবৎসর যশিডিতে আসিতেছে তাহার পূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল অদ্যকার এই বিশেষ দিনে ট্রেণে যাত্রীগণের কি ভয়াবহ ভীড়। জ্যোছনা মাতা দ্বিপ্রহরে মন্দিরে এইরূপ ভীড়ের আশঙ্কা করিয়া যশিডির সেনিটোরিয়মের শিব-মন্দিরে গিয়া শিব-পূজা করিবে বলিয়া আমার সহিত তখন আশ্রমে যাইতে অস্বীকার করিল। যশিডি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ট্রেণের যা' অবস্থা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম ট্রেণে আজ যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। প্রত্যেক গাড়ী যাত্রীদ্বারা সম্পূর্ণ ভর্ত্তি এবং হ্যাণ্ডেল ধরিয়া বাহিরে বহু ব্যক্তি দণ্ডায়মান আছে। উহা দৃষ্টে লোক পাঠাইলাম ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া আনিবার জন্য, কিন্তু ঐ লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল মোটর, ট্যাক্সি, পাল্কীগাড়ী কিম্বা টম্‌টম্, এমন কি একখানি রিক্সা পর্য্যন্ত

অন্য মিলিবে না। তখন ভৃত্য সনাতনকে বলিয়া দিলাম যদি গো-যান পাও তবে তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। অনেক চেষ্টার পর সনাতন যখন উহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন ঐ সংবাদে মন কিছু নিরুৎসাহ হইয়া গেল। আমার মন বুঝিয়া সনাতন সংবাদ দিল আমাদের লালকুটীর দরবারী মালীর নাকি একখানি গো-শকট আছে। উৎসাহ ভরে তৎক্ষণাৎ হুকুক দিলাম যে উহাই এখানে লইয়া আইস। যখন কোন উপায়ই হইল না, আর মনে এত তীব্র ইচ্ছা, সুতরাং উহাতে আর কোন দ্বিধা বোধ করিলাম না। মহা উৎসাহে সনাতন ছুটিল গৃহ পানে। ১৫।১৬ মিনিটের মধ্যেই সে গো-যান লইয়া উপস্থিত হইল। আগ্রহাতিশয্যে এবং বহু বিলম্ব হইয়া যাইতেছে আশঙ্কায় ঐ বাঁশের কঠিন পাটাতনের উপর একটী কম্বল পর্য্যন্ত বিছাইয়া লইতে ভুলিয়া গেলাম। গো-গাড়ী চালাইতেছিল সনাতন। গাড়ীর উপরে টাপা (ছই) ছিল না, সঙ্গে দ্বারবান্, সঙ্গিনীসহ আমি বসিয়াছি গাড়ীর উপর। আশ্রমে পৌছিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগিল। যশিডির শুষ্ক ঘাস দ্বারা যে নিরীহ প্রাণী দুইটী কঙ্কালসার দেহ লইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছে, এই বিলম্বের নিমিত্ত তাহাদের আর দোষারোপ করা চলে না। যখন করণীবাদের রাস্তায় গাড়ী প্রবেশ করিল তখন দুই একজন গুরুভগিনীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া আমার মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। যখন আশ্রমে পৌছিলাম তখন বাবার কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সেই ১২টা বেলায় নূতন ছাদ দেওয়া মণ্ডপ-গৃহের হোমের স্থানে বাবা উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ মণ্ডপ-গৃহে যেমন সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিগুলি রহিয়াছে, তেমনি গৃহের চতুর্দ্দিক দেওয়ালে অতি চমৎকার রঙ্গীন চিত্রদ্বারা শোভিত।

দেওয়ালের বহির্দ্দিকে চারি বেদের চারটী মহাবাক্য খোদিত রহিয়াছে। এক দেওয়ালে রহিয়াছে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম ;" অপর দেওয়ালে "অহং ব্রহ্মাঽস্মি ;" অপর দুই দিকের দেওয়ালের মাঝখানে লেখা রহিয়াছে— "প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম ;" ও "তত্ত্বমসি।"

আমাকে দেখিয়া বাবা বলিলেন—"এবার এই বেলাতেই বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে যাওয়া, সুতরাং আপনারা আমার মোটরে এখনই রওনা হ'ন।" অন্যান্য গুরুভগিনীগণ সহ মন্দিরে রওনা হইলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে অসম্ভব ভীড়। যদিও চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনী, তবুও ৺কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দুর্গাদিদির মুখের কাহিনীটী মনে করিয়া মনে সংশয় উদয় হইল। যদি বাবার সহিত বৈদ্যনাথজী দর্শন না পাই তবে এত প্রচেষ্টা এত আয়োজন সকলই বৃথা হইবে। যখন একটী মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি সেই সময় বাবা তাঁহার মোটরে স্নেহলতা দিদিদের সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিতে আমার ভীড়ের নিমিত্ত বিলম্ব হইল। বহু প্রতীক্ষার পর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ, সে এক দুরূহ ব্যাপার। অনেক কষ্টে বাবার সহিত মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিলাম। বাবা মন্দির মধ্যে দ্বারে দাঁড়াইয়া অন্যান্য শিষ্যগণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে বলিলেও ভয়ঙ্কর ভীড়ের নিমিত্ত তাহা অসম্ভব হওয়ায় দ্বার-রক্ষক দ্বার বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। তখন বাবা ফিরিলেন বৈদ্যনাথজী পূজন করিতে। আমি বাবার সঙ্গে যাইতে সমর্থ হইলেও বৈদ্যনাথজী হয়ত স্পর্শ করিতে পারিব না মনে করিয়া পূর্ব্বেই বাবার হস্তে প্রণামী দিয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম—৺বৈদ্যনাথজী কলসি কলসি গঙ্গাজল ও ভক্তের হস্তের অজস্র বেলপত্র দ্বারা একেবারে

ডুবিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডাগণ উহা দুইহাতে অপসারিত করিতেছে। প্রকাণ্ড ঘৃতের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত মন্দির মধ্যে বাবা বৈদ্যনাথজীর নিকট উপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন। আমি নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিলাম এবং পরে প্রণাম করিলাম। তারপর মন্দির হইতে বাহির হওয়া, ঐরূপ দূরূহ ব্যাপার। লোকের ভীড়ে দেহ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিলেও আজিকার দিনে বাবার সহিত যে বৈদ্যনাথজী দর্শন পাইয়াছি উহাই সৌভাগ্য মনে করিলাম। একদল শিষ্যাকে বাবা তাঁহার মোটরে আশ্রমে ফিরিতে আদেশ দিলেন। বিশেষ চেষ্টাদ্বারা কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলাম বটে—কিন্তু বাবার মোটরের সন্ধান পাইলাম না। কয়েকটী গুরুভগিণী আমাকে দেখিতে পাইয়া সাদরে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন। বাবার নিকট হইতে আসিবার সময় কোন্ দরজায় বাবার মোটর আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসা হয় নাই, সুতরাং এই কর্ম্মভোগ। সামনে দিয়া অনিলা দিদির গাড়ীখানি তাঁহাদের লইয়া গৃহে ফিরিতে-ছিল। আমাদের দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া তাড়াতাড়ি তিনি নামিয়া পড়িলেন এবং কোচ্‌ম্যানকে হুকুম দিলেন বৌমাদের নামাইয়া পুনরায় গাড়ী লইয়া আসিতে। আমি অনিলা দিদিকে বলিলাম—"দিদি আপনি নামিলেন কেন? আপনি বাড়ী গিয়া গাড়ী পাঠাইলেই পারিতেন?" দিদি বলিলেন—"সেকি কথন হয়? আমি আপনাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিব।" হইলও তাহাই; গাড়ী ফেরৎ আসিলে দিদি আমাদিগকে আশ্রমে পৌছাইয়া দিয়া তবে নিজে বাড়ী গেলেন। দিদির মন এত ভাল যে তিনি সব সময়ই অপরের সাহায্য করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক।

আজ আশ্রমে সকলেরই উপবাস। সুতরাং আজ বাবার পাকাবাড়ীতে

কোন কর্ম্মই নাই। সমস্ত দিন সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে কাটিল। আজিকার রাত্রিটিও নিভাননী দিদির গৃহে কাটাইলাম। অপরাহ্নে জ্যোছনামাতা কাকিমাদের সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিয়া বাবার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া রাত্রে ৺বৈদ্যনাথের মন্দিরে চলিয়া গিয়াছিল। মাতার হৃদয়ে ভক্তিভাবের আধিক্য বশতঃ ঐ দারুণ ভীড়েও মাতার দর্শনের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই।

---

## আশ্রমে মহারুদ্র-যজ্ঞ আরম্ভ

প্রাতঃকালে প্রত্যেক দিনের মত বাবাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জানিতাম না আজ সন্ধ্যার সময় বাবার বিরাট যজ্ঞের অধিবাস। তাই প্রত্যেক দিনের মত দর্শণ, শ্রবণ ইত্যাদিতে আনন্দে দিন কাটাইয়া অপরাহ্নে লালকুঠী যাইবার জন্য রিক্স করিয়া দেওঘর ষ্টেশনে রওনা হইলাম। আজও যে কল্যকার মত সেই ভয়াবহ ভীড় তাহা পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই। ষ্টেশনে গেট বন্ধ, শুনিলাম টিকিট বিক্রয় হইতেছেনা, কারণ সমস্ত গাড়ীগুলি সম্পূর্ণ ভর্ত্তি। অনেক কিছু মনে পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে সঙ্গে প্রত্যেক বৎসর নিজেদের মোটর যশিডিতে আসিত। আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা পূরণ করিতে স্বামীই সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দিতেন। প্রত্যেক বৎসর এই দিনে আমি নিজ মোটরে স্বামীসহ আশ্রমে গুরুদেবকে প্রণাম করিতে যাইতাম। ভীড় সম্বন্ধে গুরুদেবকে বলায় তিনি বলিতেন "মন্দিরের

অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মন্দির চুড়ায় প্রণাম করিলেও একই ফল হয়।" রাত্রি-বেলা জ্যোছনা মাতা সাঙ্গ পাঙ্গ সহিত ৺বৈদ্যনাথজী দর্শন করিতে যাইব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমার স্বামীই উপযুক্ত লোকজন সঙ্গে দিয়া মাতার ইচ্ছা পূরণ নিমিত্ত মোটরে করিয়া তাহাদের মন্দিরে পাঠাইতেন। অতিশয় ভীড়ের নিমিত্ত আমাদের বিরাট দেহধারী গোলাপ ধন পাণ্ডা উহাদিগকে পুনঃপুনঃ দর্শন করাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হইত। হয়ত সুর্য্যোদয়কালে মাতার মনোভিষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া অধিক দক্ষিণা পাইবার আশায় মাতাকে বলিত—"খোকী, বাবাকে যাইয়া বলিও পাণ্ডাজী খুব সুন্দর করিয়া বৈদ্যনাথজী দর্শন করাইয়াছে।" আমার ছোট ভগিনী কুন্দ এবং জ্যোছনা মাতা প্রভৃতি দর্শন পর সানন্দে আশ্রমে গিয়া গুরুমহারাজকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করত বাড়ী ফিরিয়া ঐ সকল কথা কত আনন্দে আমাদের নিকট গল্প করিত। আমার স্বামীর সুবলিষ্ঠ পক্ষপুটে আমি সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকায় এবং সর্ব্বকর্ম্মের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিতেন বলিয়া এই বাহিরের জগতের সহিত এ পর্য্যন্ত আমার আদৌ সম্যক পরিচয় নাই। তাই ভাবি—"আমি যেন শব সম, তুমি মম সব।"

অদ্য লালকুঠিতে যাইতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় রিক্সাতেই আশ্রমে ফিরিলাম। বাবা তখন নর্ম্মদা পরিক্রমা করিতেছিলেন। বিদায় লইয়া যাওয়ার পর পুনরায় তিনি আমাকে সাম্‌নে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিলেন। সংবাদ শুনিয়া বাবা বলিলেন—"তবে আমার মোটর আপনার জন্য আনাইয়া দিই?" আমি বলিলাম—"যদি থাকিবার একটু স্থান মিলে বাবা, তবে ২।৪ দিন এখানেই থাকিব

আর বাড়ী যাইব না।" আশ্রমের পূর্ব্বদিকে আঠার বাড়ী জমিদারের একটি ভাড়াটে বাড়ী কয় দিন যাবত খালি ছিল, ঐ বাসার সন্ধান বাবা দিলেন। সঙ্গের লোকজনকে পাঠাইলাম তুই একটি ঘর পরিষ্কার পূর্ব্বক বাসোপযেগী করিবার নিমিত্ত। বাবার সহিত নর্ম্মদা পরিক্রমা এবং সন্ধ্যাবন্দনা অন্তে যখন আশ্রমে ফিরিলাম তখন দেখিলাম "হরিমণ্ডপ" বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছে। যে বেদীতে রাধাকৃষ্ণের ছবি ছিল ঐ বেদিতে অতি সুন্দর স্বর্ণ মুকুট, স্বর্ণ বংশী ধারী এবং অলঙ্কার আদি পরিহিত সুপরিচ্ছদে শোভিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শোভা পাইতেছেন। ঐ মণ্ডপে দেবদারু পত্র দ্বারা স্থানে স্থানে গেটের মত প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে লাল, সবুজ হলদে নীল ইত্যাদি নানা রঙ্গের ইলেকট্রিক বাল্ব দ্বারা বিচিত্র বর্ণের আলোকে উজ্জ্বল এবং বহুবিধ সুন্দর সুন্দর সুদৃশ্য চিত্রদ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে। বিগ্রহ সম্মুখে রৌপ্য কলস স্থাপিত করত উহার উপরে আম্রশাখাপোরি একটী নারিকেল স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ সুশোভিত বারান্দার এককোণে বসিয়া আমি জপ করিতে লাগিলাম। বাবা নিজ গৃহে পুনরায় সন্ধ্যা বন্দনা অন্তে ঐ মণ্ডপে আসিলে এই অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা অবধি একপক্ষ ব্যাপী যে মহারুদ্র যজ্ঞ ও অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে তাহার অধিবাস আরম্ভ হইল। অনুষ্ঠান অন্তে প্রাণকৃষ্ণজী বিগ্রহ স্থাপিত বেদীর সামনে উপবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অদ্য বিশেষ একটি দিন বলিয়া কীর্ত্তনও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

নিশিপালন জন্য অদ্য রাত্রে সামান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করত যখন রাত্রি ১২টায় গিয়া নূতন বাসায় শয্যায় শয়ন করিলাম তখন দিবসের সব

কথাগুলি এবং সন্ধ্যা হইতে এই আনন্দের ব্যাপারগুলি বুকের মধ্যে অনেক কিছু জাগাইতেছিল। রবি ঠাকুরের ঐ গানটী মনে পড়িল—কবি বলিয়াছেন,,—

"কী পায়নি, তা'র হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজী।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি॥
ভাল বেসেছিনু এই ধরণীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি॥
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে।
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার,
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারে বার
মনে পড়ে তাই আজি॥"

তাই ভাবিতে ছিলাম—"ঘন জনতার মাঝে ছাড়িয়া দিছুনু হিয়া নজ পুরে ফিরেছে সে সাঁঝে।"

পরদিন প্রাতে যখন বাবাকে ও ধ্যান কুটীরে প্রণামের নিমিত্ত আশ্রমে গেলাম, দূর হইতেই হরিমণ্ডপের অখণ্ড কীর্ত্তন-

ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রিই নাম-গান হইয়াছে। বাবার ঘাটের কার্য্য সমাপ্ত হইলে ৮॥টায় আশ্রমে আসা হইল। একে একে তখন গুরুভগিনীগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাবার নির্দ্দিষ্ট গৃহে দুই রাত্রি বাস করিয়া তিনদিন অবধি বিবিধ আনন্দের সাড়ায় মুখরিত আশ্রমে পরমানন্দে বাস পূর্ব্বক বাবার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ২২শে ফাল্গুন বুধবার লালকুঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কারণ আমাদের গাড়ী রিজার্ভের সংবাদ আসায় এখন আমাদের দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতে হইবে।

হয়ত এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটী বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আজ সম্বরণ করিতে পারিতেছিনা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী ১৩৫০ সালে সরস্বতী পূজার দিন আমাকে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। উহার উপকারীতা কিরূপ তাহা ক্রমশঃ বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। পরের বৎসর ১৩৫৩ সালে পৌষ মাসে আমি যখন যশিডিতে ছিলাম তখন একদিন অকস্মাৎ আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান সতীশচন্দ্র মজুমদারের একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম। ২৫শে পৌষ শুক্রবার বেলা ১১॥টার সময় আমাদের মাতৃদেবী সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এবার মাঘমাসে রাজসাহী ফিরিব পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এই সংবাদে একেবারে মর্ম্মাহত হইলাম। ৭৬ বৎসর বয়সে উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের সাক্ষাতে ইষ্ট স্মরণে শ্রীগুরুর ছবি বক্ষে ধারণ করত, গীতা শ্রবণ করিতে করিতে অনায়াসে বিনাক্লেশে এই যে মহাযাত্রা ,ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু মাতৃদেবীর শেষ সময় আমি যে দূরে রহিলাম ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। ঐ টেলিগ্রাম প্রাপ্তে ভ্রাতার গৃহে সকলেই কিরূপ শোকাকুল চিন্তা করত

তৎক্ষণাৎ রাজসাহী রওনা হইব দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। যাহার কোন স্থানে যাতায়াতের উদ্যোগ করিতে ১০।১৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়, তাহার ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া দেশে রওনা হইবার কথায় সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইল। কিন্তু "সঙ্কল্প শুদ্ধ হইলে সিদ্ধ হইবে," ইষা শ্রীগুরুর উপদেশ সুতরাং গুরুকৃপায় সত্যই সন্ধ্যার মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেণে হাওড়া রওনা হইতে সক্ষম হইলাম। একখানি First Class কুপে রিজার্ভ পাওয়া এখনকার এই বিভ্রাটের দিনে যে কিরূপে সম্ভব হইল তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোন-পো শ্রীমান সুভাষচন্দ্র চৌধুরী এবিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করায় সেও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল।

হরি, হরি, যাহা লিখিতে বসিলাম তাহা হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করি। স্বামী অদ্বৈতানন্দজী সেদিন আমায় বলিয়াছিলেন, "মনে যে কোন একটী সৎসঙ্কল্পের চিন্তা করিবেন। এবংউহা পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ঐ সঙ্কল্পে অবিচলিত রহিবেন। ঐ সঙ্কল্পটী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সঙ্কল্প মনে স্থান দিবেন না, দেখিবেন উহা নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে। দুই, তিনটী সঙ্কল্প পূর্ণ হইলে মনের বল বৃদ্ধি পাইবে। যে সঙ্কল্পে বিকল্প উদয় হয় তাহা কখনো পূরণ হয় না।" তাই বলিতেছিলাম ২৬শে পৌষ আমি যদি দেশে রওনা হইবার সঙ্কল্প ঐরূপ দৃঢ়ভাবে মনমধ্যে পোষণ না করিতাম, তাহা হইলে কখনই কৃতকার্য্য হইতাম না। শ্রীগুরু কৃপায় তেমন সর্ব্বদিকে সুবিধাও ঘটিত না।

———

# যশিডি হইতে কলিকাতা যাত্রা

১৩৫২ সালে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ আমাদের নিমিত্ত একখানি রিজার্ভ গাড়ী ষ্টেশানের একপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। এ দুইদিন জিনিষপত্র গোছাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকায় মনে ইচ্ছা থাকিলেও আশ্রমে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এ দুই দিনই জ্যোছনা মাতা গোবিন্দজীর পূজা অন্তে কীর্ত্তন শুনিতে আশ্রমে কিছুক্ষণের জন্য গিয়াছিল। তাহার মুখেই এ দুইদিনের আশ্রমের উৎসবের সংবাদ পাইলাম। ৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার জ্যোছনা মাতার হস্তে বাবার এই পত্রখানি পাইলাম——

করণীবাদ আশ্রম
৭।৩।৪৬

স্নেহময়ী মা আমার,

সত্যই এবার মনে হইতেছে আপনি বুঝি চলিয়া যাইতেছেন। এই যে আপনি এবার পূজার পর প্রায় ৩ মাস কাল কাছে কাছে ছিলেন এবং সর্ব্বদা আপনার সরলতা ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জিজ্ঞাসু বৃত্তি লইয়া আনন্দ দান করাইতেছিলেন তাহা হইতে সত্যই বঞ্চিত হইতেছি। তবে বাহ্য মিলন ও সান্নিধ্য অনিত্য। অন্তরের সান্নিধ্য দেশ কালের ব্যবধানেও অনুদিন বৃদ্ধিলাভ করে। আপনি আপনার চিরপ্রসন্নময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে সতত আমাদের হৃদয়-স্মৃতিতে জাগিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান আপনার সকল বাহ্য অন্তরায় ও অশান্তি দূরীভূত করিয়া আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতা করিয়া রাখুন।

মা, আপনার ভক্তি, বিশ্বাস, শক্তি, সাহসই, আপনাকে অপরিসীম আনন্দদান করিতেছে।

জ্যোছনা মাতা তাহার ইষ্ট দেবতা এবং গুরুদেবের সঙ্গে আমাকেও যে স্মরণ করেন ইহা মাতার ভক্তি এবং পবিত্র হৃদয়ের পরিচয়। আপনি এবং জ্যোছনা মাতা আমার প্রীতি আশীর্বাদ জানিবেন।" ইতি—

রওনা হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই আর আশ্রমে গিয়া বাবার দর্শন লাভের সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পত্র দ্বারাই বাবার নিকট শেষ বিদায় লইলাম।

৮ই মার্চ্চ শুক্রবার, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মালপত্রসহ গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। একখানি গাড়ীতে জ্যোছনা মাতাসহ আমি, অপর খানিতে-মালপত্রসহ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য ব্যক্তি। জ্যোছনা মাতা গাড়ী রিজার্ভএর সংবাদ পাইলে প্রথমে বলিয়াছিল, "মা, আমাদের নিমিত্ত ২।৪খানি বার্থ রিজার্ভ করিলেইত যথেষ্ট হইত, গোটা গাড়ী রিজার্ভের কি আবশ্যক ছিল? কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে ঐ নির্জ্জন গাড়ীতে মাতা যখন গোবিন্দজীর ঝাঁপিটী লইয়া বসিতে সমর্থ হইল তখন আমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিলনা। যথাকালে ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া লাগিল এবং আমাদের গাড়ীখানি উহাতে জুড়িয়া লইয়া হাওড়া অভিমুখে রওনা হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে নিরাপদে আসিয়া হাওড়া পৌঁছিলাম বটে কিন্তু পূর্ব্বে জামাতা বাবাজীকে এবং বড়দিদিকে*সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও দেখিলাম দুই স্থানের কোন স্থান হইতেই মোটর আসে নাই। হাওড়ায় নামিয়া টেলিফোনে আমাদের পৌঁছান সংবাদ দুই বাড়ীতে দিয়া আমরা গঙ্গা-

* দিঘাপতিয়ার রাজমাতা। রাজা ৺প্রমদা নাথ রায় বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী, শ্রীযুক্তা রাণী গিরিজ.কুমারি রায়।

স্নান করিতে গেলাম। নূতন বৎসর হইতে ট্রেণের সময় বদল হইবার নিমিত্তই মোটর আসিবার এই বিলম্ব। অবিলম্বে দুই স্থান হইতে দুই-খানি মোটর আসিলে মাতা বিদায় হইয়া নিজগৃহে রওনা হইল এবং আমিও বড়দিদির বাড়ীতে চলিলাম।

সমস্তদিন বড়দিদির সহিত কাটিল এই কয়মাসের আনন্দ উৎসবের নানা গল্পে। ঐ গল্পে তিনিও খুব আনন্দ পাইতেছিলেন। অদ্যই আমি রাজসাহী রওনা হইব শুনিয়া বড়দিদি বলিলেন, "তাহাকি কখন হয়? ২।৪দিন পর তুমি রাজসাহী যাইও। আজ মালপত্র সহ লোকজন যাক্ না কেন?" বুঝিলাম এ ২।৪দিন আর শেষ হইবে না। বর্ষাকালে চূড়ামণি যোগে কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া ৪।৫ দিনের জন্য বড়দিদির নিকটে উঠিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার আদর যত্নে এবং অনু-রোধে ৫ সপ্তাহকাল যে কিরূপ আনন্দের সহিত কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিলাম না, উহা মনে করিয়া অদ্য রাত্রে আমার রাজসাহী যাওয়াই স্থির রাখিলাম।

বড়দিদির সন্তানগণ * সাদরে সঙ্গে লইয়া আমাকে মোটরে শিয়াল-দহ ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিল। পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর ২৬ শে ফাল্গুন আমি গুরুকৃপায় ৪।৫ মাস পর রাজসাহী আসিয়া নিরাপদে পৌছিলাম। গৃহখানিও দেখিলাম আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। আমার সেজ ভগিনীর কন্যা শ্রীমতী উমারাণীর শুভ বিবাহ গুরুদাসপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রূপেন্দ্র নাথ কুণ্ডুর সহিত নির্ব্বাহ হইতেছিল।

---

* কুমার শৈলেশ নাথ রায়, কুমার তুষার কুমার রায়, কুমার শুভেন্দু প্রকাশ রায়।

# নবদ্বীপ গমন নিমিত্ত বাবার কলিকাতায় আগমন

গৃহে ফিরিলাম বটে, বহু কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া রহিলাম ইহাও ঠিক, কিন্তু গভীর ভাবে মনন কার্য্য চলিতে লাগিল। রাজসাহীতে যদিও তেমন সৎপ্রসঙ্গের সুবিধা নাই, কিন্তু অনবরত-কাল করণী-বাদের স্মৃতিগুলি মনোমধ্যে চলিতে থাকায় সৎসঙ্গের কিছু অভাব বুঝিলাম না। সতত মন আনন্দে পূর্ণ থাকায় "কাশীর স্মৃতির" ন্যায় "করণীবাদের স্মৃতি"ও লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ফলে আনন্দের উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সময়ের বেশ সদ্ব্যবহার হইতেছিল।

বাবাকে যেরূপ সতত কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়াছিলাম; তাহাতে আবার বিরাট মহারুদ্র যজ্ঞের নিমিত্ত ক্ষণকাল তাঁহার অবসর ছিলনা বটে, তবুও মাঝে মাঝে বাবার সংবাদ পাইতাম। যখন ১৫দিন পর পূর্ণিমা তিথিতে ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল তখন যজ্ঞের বিভূতি ও নির্ম্মাল্য সহিত বাবার একখানি আশীর্ব্বাদি পত্র পাইলাম।

করণীবাদ থাকা কালে একদিন শুনিয়াছিলাম বাবা নাকি নবদ্বীপ ধাম কখনও যান নাই, যজ্ঞ অন্তে অবসর হইলে ঐ স্থানে কয়েক-দিনের জন্য তাঁহার যাইবার ইচ্ছা আছে। বাবা এত তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন শুধু এত নিকটে নবদ্বীপ উহা দর্শন হয় নাই শুনিয়া যেমন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম তেমনি খুসীও হইয়াছিলাম। কারণ আমার স্বামী এত দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, এমন কি ২৩।২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সেজ ভ্রাতা কুমার শরৎকুমার রায়ের সহিত ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ভ্রমণে গিয়াছিলেন, আমাকে লইয়া কাশী, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল

হরিদ্বার, অযোধ্যা, মসুরী-পাহাড়, দেরাদুন, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি সকল স্থান দেখান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সব দেখাইয়া উহার বিশেষত্বগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আবার এদিকে দক্ষিণে পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক সাক্ষীগোপাল, কিছুই বাদ যায় নাই। আবার আসামে গৌহাটী, কামাখ্যা-পাহাড়, শিলং সমস্তই দেখাইয়াছেন। শিলং এ অপরাহ্ণকালে বিসপ ফল্‌স্‌ দেখিতে গিয়া কিছু বিলম্ব হওয়ায় সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল এবং ঘন মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় চতুর্দ্দিক ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়া যাওয়ায় কর্দ্দমযুক্ত অসমান পিচ্ছিল পথে অন্ধকারে অগ্রসর হওয়া অতি সুকঠিন হইলেও সেই অদম্য উৎসাহযুক্ত নির্ভীক মহাপ্রাণ ব্যক্তির উৎসাহে সে দিন দলের অতগুলি ব্যক্তি সকলেই নির্ব্বিঘ্নেই বাসায় ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাতে গুরুকৃপা অনুভব করিয়া আমরা প্রত্যেকেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। দার্জ্জিলিং ত সঙ্গে করিয়া কতবারই লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এত নিকটে নবদ্বীপ ধাম, উহা তিনি স্বয়ং দেখেন নাই বা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবারও সুযোগ ঘটে নাই। একবার কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ ধামে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দিন আমার বেশী রকম জ্বর আসিবার নিমিত্ত বিঘ্ন ঘটিল, আর যাওয়া হইল না। ভাবিলাম বাবার সহিত যদি নবদ্বীপ ধাম যাওয়া ঘটে তবে বেশ ভালই হয়। ভূতলে একত্রে সচল এবং অচল চাঁদ দর্শন করিয়া ধন্য হই। করণীবাদ হইতে আসিবার সময় এই নিমিত্ত বাবাকে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিলাম, যখন আপনি নবদ্বীপ যাইবেন তখন আমি সংবাদ পাইলে তথায় যাইব।

কলিকাতায় আসিয়া আঠারবাড়ী হাউসে শ্রীযুক্ত প্রমোদবাবুর নিকটে বাবা উঠিলেন এবং আমাকে পত্র দিলেন তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপধাম যাইতেছেন এবং আমাকেও ঐ নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। মহা উৎসাহে আমি মালপত্র গুছাইয়া সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যখন মহা ব্যস্ত, এই সময় ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ) হঠাৎ কি জানি কেন অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া পায়ের মধ্যস্থলে বিশেষরূপ ক্ষত হইল। বুঝিলাম ইহা তাঁহারই লীলা-খেলা। নতুবা দিনে দ্বিপ্রহরে হঠাৎ এরূপ ঘটিবে কেন? ১৫ দিন যাবৎ একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় রহিলাম। শয্যায় শয়ন করিয়া স্নানাহার জপাদি সবই হইতে লাগিল। এত অসুবিধার মধ্যেও নিজের স্বভাব ত্যাগ হইল না। বাবা এ বৎসর গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং যাইবেন বলিয়াছিলেন। সুতরাং দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে আমি বাবাকে কয়েকদিনের নিমিত্ত রাজসাহী আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুতও হইতেছিলাম। যখন অকর্ম্মণ্য হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম, তখন ঐ অবস্থাতেই শিল্পকার্য্য চলিতে লাগিল। গৈরিক বর্ণের বস্ত্রের উপর সবুজ রেশমী সূতা দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা দ্বারা কুশান, আসনগুলি যখন এক একখানি সমাপ্ত হইতে লাগিল তখন মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। নিজেদের বাগানে স্বরোপিত কার্পাস বৃক্ষে ফল হইলে ঐ ফল উঠাইয়া ঐ তুলা দ্বারা যখন সযত্নে কুশান ও আসনগুলি স্বহস্তে প্রস্তুত করত ঐগুলি অপরকে দেখাইতেছিলাম তখনও অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতেছিলাম। শুধু মনে খেদ হইতে লাগিল বুঝি এ যাত্রা বাবার সহিত আর নবদ্বীপ যাওয়া ঘটিল না। দুঃখ প্রকাশ করিয়া বাবার নিকট একখানি পত্র লিখিলাম। ৬ই এপ্রিল শনিবার বাবার

নবদ্বীপ যাইবার দিন ধার্য্য হইয়াছিল। হঠাৎ ৮ই এপ্রিল বাবার একখানি পত্র পাইলাম। বাবা লিখিতেছেন—

৭।৪।৪৬

কলিকাতা

"স্নেহময়ী মা, আপনার দুইখানি পত্রই পাইলাম। আপনার পায়ের ব্যথাটি ক্রমশঃ উপশম প্রাপ্ত হইতেছে জানিয়া পরম আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইলাম। ভগবান মঙ্গল করুন। আপনি অচিরে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিতে সমর্থ হউন।

মাতৃদেবী গতকল্য রাত্রে ১।২৫মিঃ ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অদ্য একটু আগেই ঐ শরীরের দাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আশ্রমের বহু পরিচিত ও ভক্তগণ এতদুপলক্ষে কেওড়াতলা দাহমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমাদের নবদ্বীপধাম এ যাত্রায় বোধ হয় যাওয়া হইল না। আগামী ১৮ই এপ্রিল বোধহয় দার্জ্জিলিং যাওয়া হইবে। দার্জ্জিলিং যাইবার পথে রাজসাহী যাইব কিম্বা ফিরিবার পথে রাজসাহী যাইব তাহা আপনাকে পরে জানাইতেছি।

আপনার বড়দিদি প্রতিদিনই কীর্ত্তন শুনিতে আসেন। আপনার কথা, অভাব ও সান্নিধ্য-রাহিত্য প্রতিদিনই মনে পড়ে।

আপনি আমার প্রীতি আশীর্ব্বাদ জানিবেন ও কুন্দমা এবং অন্যান্য সকলকে জানাইবেন। যদি আপনি কলিকাতা আসেন তবে এক সঙ্গেই রাজসাহী যাওয়া হয়।" ইতি—

পত্রখানি পাঠে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বাবার গর্ভধারিণী বীণা দিদি আমার গুরুভগিনী। পূর্ব্বে উভয়ে একত্রে বহুবার আশ্রমে গিয়াছি।

এমন কি পূর্ব্বে গুরুমহারাজের নিকট আশ্রমে যাইতে বীণাদিদির বাসা হইতে তাঁহাকে আমার মোটরে লইয়া আশ্রমে যাইতাম। তিনি মোহনানন্দজীর বাল্যকালের কত ঘটনা আমার নিকট গল্প করিয়াছেন। শুধু অধিক বাৎসল্য স্নেহ বশতঃ বীণাদিদি যখন তাঁর "মোহনের" কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন সেইটুকু ঠিক আন্তরিকতার সহিত সায় দিতে পারিতাম না। কারণ সে "মোহন" শুধু তাঁর একলারই থাকিত, আজ যে তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই। তিনি যে ভবিষ্যতে এইরূপই হইবেন ইহা যেন দিব্য চক্ষে তখনই দেখিতে পাইতাম। দিদি যে সেই পুত্র, তাঁ'র অতি আদরের ধন "মোহনেরই" সামনে আজ দেহত্যাগ করত গুরুপাদপদ্মে স্থান লাভ করিলেন ইহা বড়ই ভাগ্যের কথা। যদিও ঐ পত্রে বাবা লিখিয়াছিলেন "এবার বোধ হয় আর নবদ্বীপধাম যাওয়া হইল না." কিন্তু জানিতাম, যে গৌর আমাকে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। সেই লীলাময়েরই এই লীলা। মাতৃ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বাবা নিশ্চয়ই নবদ্বীপ যাইতে সমর্থ হইবেন। যদি ততদিনে আমার ক্ষতস্থান আরোগ্য হয় তবে সেই প্রেমিক ঠাকুরের দর্শন সৌভাগ্য আমার ভাগ্যেও নিশ্চয় ঘটিবে।

আমার পত্র পাইয়া পুনরায় ২৭শে চৈত্র বাবা যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন উহা আমি ২৮শে চৈত্র বৃহস্পতিবার পাইলাম। বাবা লিখিতেছেন—

"স্নেহময়ী মা, আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পায়ের ক্ষত ও ব্যথাটা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং অচিরেই আপনি হাঁটিতে পারিবেন জানিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরা আগামী ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণে ৺নবদ্বীপধাম যাইবার দিন স্থির করিয়াছি। ২৪শে, ২৫শে,

এপ্রিল নাগাদ ফিরিয়া ২৮শে এপ্রিল রাজসাহী যাওয়া হইতে পারে। ৺মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ কৃত্যের জন্য ইহার পূর্ব্বে নবদ্বীপ যাওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। ৩রা বৈশাখ তাঁহার কার্য্য হইবে, সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। আপনি বরাবর কলিকাতায় চলিয়া আসুন। এক সঙ্গে নবদ্বীপধাম যাইয়া পুনঃ কলিকাতায় ফিরিয়া এক সঙ্গেই আবার রাজসাহী যাওয়া হইবে। আপনি রাজসাহী হইতে দার্জ্জিলিং যাইবার নিমিত্ত গাড়ীর ব্যবস্থাটী পূর্ব্বেই করিয়া রাখিলে ভাল হয়। রাজসাহীতে বোধ হয় ৩।৪ দিন থাকিলেই আপনার সন্তোষ হইবে। আমাদেরও দার্জ্জিলিং যাওয়া তাহা হইলে শীঘ্র হয়।

আপনি ও অন্যান্য সকলে আমার প্রীতি আশীষ জানিবেন। জ্যোছনা মাতা ও আপনার বড়দিদি প্রায় প্রতিদিনই কীর্ত্তনকালে রাত্রে এখানে আসিয়া থাকেন। ইতি—

---

## ৺বীণাদিদির শ্রাদ্ধ বাসরে বাবা

অবশেষে গৌরের কৃপায় ক্ষত অনেকটা আরোগ্য হইল। ক্ষতস্থান তখনও সম্পূর্ণ না শুকাইলেও এবং সামান্য ব্যথা রহিলেও উহা উপেক্ষা করত আমি ২রা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল সোমবার রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় রওনা হইলাম। বড়দিদির নিকট আমি পূর্ব্বেই যাইব বলিয়া পত্র দিয়াছিলাম। ৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিলে বড়দিদির পুত্র আমাকে

মোটারে নিজে ড্রাইভ করিয়া তাহাদের গৃহে লইয়া গেল। বড়দিদির আদর-যত্নের কথা কিছু নূতন নহে। বাবার দ্বিতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোজমোহন দেবশর্ম্মা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের উভয়ের নিকটই মাতার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছিলেন। আমরা উভয়ে বেলা ১১টায় ৩০নং, রসা রোড, তাঁহাদের বাসভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সাম্‌নে অনেকটা স্থানে প্রকাণ্ড একটী চন্দ্রাতপ খাটান হইয়াছে। মৃত্তিকায় সতরঞ্চি বিছাইয়া তদুপরি বিরাট সভা। সভার মধ্যস্থলে কাষ্ঠের উপর গুরুদেবের একখানি অতি সুন্দর সহাস্য রঙ্গীন মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির দুই ধারে বড় বড় ফুলের তোড়া ও দুই পার্শ্বে সুগন্ধি ধূপশলাকা গন্ধ বিতরণ করিতেছে। তার পার্শ্বে বাবার পিতা ৺হেমবাবুর একখানি বৃহৎ সুন্দর ফটোগ্রাফ্। তাঁহারও চতুর্দ্দিকে পুষ্প দ্বারা সুশোভিত। ঐ সভাস্থলে তিনটি ষোড়শ সাজান হইয়াছে। মশারি যুক্ত তিন-খানি খাট, উহাতে বালিস বিছানা সজ্জিত রহিয়াছে। খাটের সহিত হেমবাবুর ও ৺বীণাদিদির দুইখানি ছবিতে পুষ্পমাল্য দুলিতেছে। খাটের সামনে বড় বড় পিতলের সড়া করিয়া উহাতে বিবিধ প্রকার ভোজ্য দ্রব্য সাজান হইয়াছে। একধারে গৈরিক পরিহিত একজন কীর্ত্তনীয়া দণ্ডায়মান হইয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মধুর স্বরে কীর্ত্তন গাহিতেছেন। উহার নিকট চতুর্দ্দিকে বহুজন-মণ্ডলী বেষ্টিত সৌম্যকান্তি বাবা ঋজুভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বড়দিদি তাঁহার বাগানের ম্যাগ্‌নোলিয়া পুষ্পগুলি গুরুমহারাজের ছবির নিম্নে প্রণাম করিয়া তোড়ার মধ্যে সাজাইয়া দিলেন। আমি ঐ স্থানে প্রণাম পূর্ব্বক বাবাকে আসিয়া যখন প্রণাম করিলাম

তখন বাবা আমাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন। দেখিলাম বাবার মুখখানি একটু শুষ্ক। শুনিলাম বাবা এ দশ দিন অন্ন গ্রহণ করেন নাই, শুধু ফলাহার করিয়াছেন। জানিলাম এখানে ও নাকি বাবা প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ বাসরে পরিচিত লোক দেখিলাম বহু। যখন বেলা ১টার সময় আমরা বিদায় লইয়া উঠিলাম, তখন বাবার ক্যাসিয়ার বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী দু'খানি মাটির থালায় বহুবিধ মিষ্ট সামগ্রী সজ্জিত করিয়া সহাস্য মুখে আমাদের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। সাবিত্রী দিদিকে নমস্কার করায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার। আমাদের মোটারের সামনে আসিয়া সাবিত্রী দিদি আমাদের সযত্নে মোটরে তুলিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা ঐ শ্রাদ্ধ বাসরে বাবার কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছায় যখন আমরা সকলে আসিয়া পৌছিলাম তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বহুস্থান হইতে বহু ব্যক্তি কীর্ত্তন শুনিবার নিমিত্ত ঐ সভায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রায় ৯টা বাজিতে চলিল তবুও বাবা অনুপস্থিত। এতগুলি ব্যক্তিকে হতাশ করিতে আদৌ সাবিত্রী দিদির ইচ্ছা নয়, সুতরাং ঐ বৃষ্টির মধ্যে ৪২নং রূপচাঁদ মুখার্জ্জির লেনে, ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত প্রমোদবাবুর গৃহে বাবাকে আনিবার নিমিত্ত তিনি নিজ মোটরে ছুটিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর দিদি আসিয়া সংবাদ দিলেন বাবা অচিরাৎ আসিতেছেন। ঐ বৃষ্টির মধ্যেই বাবা যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বড় দিদি মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "বাবা, ৮টা ত অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে।" বাবাও মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—

"মা, বৃষ্টি হইতেছিল যে।" ঘণ্টা খানেক কীর্ত্তন শুনিয়া আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যে দুই দিন বাবা কলিকাতায় ছিলেন প্রত্যহই প্রমোদবাবুর বাড়ীতে আমরা গিয়া বাবাকে দর্শন করিয়াছি এবং কীর্ত্তন শুনিয়াছি।

---

## বাবার নবদ্বীপ ধাম গমন

অবশেষে ১৬ই এপ্রিল, ৬ই বৈশাখ শুক্রবার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দিবস অপরাহ্ণে বাবা সশিষ্যশিষ্যা নবদ্বীপ ধাম রওনা হইবেন হাওড়া ষ্টেশন দিয়া। বড়দিদিও এ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বেই টিকিট কাটা হইয়াছিল। আমরা ঐ দিন প্রস্তুত হইয়া নিজ মোটরে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম। ক্ষণকাল পরেই বাবাও সদলবলে পরি বেষ্টিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২।৩খানি গাড়ী বাবার শিষ্যশিষ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বাবার গাড়ীতে শুধু তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ উঠিল। সাবিত্রীদিদি প্রকাণ্ড একবস্তা ডাব লইয়া উঠিয়াছিলেন। ট্রেণ ছাড়িলে বস্তা হইতে এক একটী ডাব বাহির করিয়া সহস্তে উহা কাটিয়া গুরুভগিণীগণের সেবা দ্বারা তিনি পূণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। আমার গুরুভগিণী শ্রীযুক্ত মোনজমোহনের শ্বাশুড়ী পদ্মালয়া দিদি ২।৩টী ডাব খাইলে সাবিত্রী-দিদি আমাকেও আদর করিতেছিলেন। একে তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে

আবার আমার তখন জ্বর আসিতেছিল সুতরাং দিদির অত আদর আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। গাড়ী একটী ষ্টেশনে থামিলে দিদি ২।৩টী ডাব লইয়া অপর ব্যক্তিগণের সেবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা নবদ্বীপ ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দিদির বন্দোবস্তে পূর্ব্ব হইতেই কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে ভাড়া ছিল। জাষ্টিস্ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বাবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সাবিত্রীদিদি বাবাকে লইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিয়া তথায় রওনা হইলেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে বাবার বিরাট বাহিণীও তথায় চলিলেন। আমরা নবদ্বীপ ধাম যাইতেছি বলিয়া বড়দিদি পূর্ব্বেই সারদেশ্বরী আশ্রমের বর্ত্তমান অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাপুরী দেবীর নিকট পত্রে এবং টেলিগ্রাফে সংবাদ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরীদেবী শারিরীক অসুস্থতার জন্য মধুপুর বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র স্থানীয় পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র নাথ এম্, এ, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে আমাদের অভ্যর্থনা নিমিত্ত উপস্থিত রাখিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপের "স্বাস্থ্য নিবাস" আমাদের নিমিত্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে কয়দিন আমরা নবদ্বীপ ধাম ছিলাম সুরেনবাবু প্রত্যহই দুই বেলা আমাদের তত্ত্ব লইতেন এবং আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। অদ্যও প্রথমে নবদ্বীপ ধামের সারদেশ্বরী আশ্রমে লইয়া গিয়া তথাকার মাতাজীদের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ করাইয়া, প্রসাদ দিয়া "স্বাস্থ্য নিবাসে" নিজে আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। রাত্রে বড়দিদি সাঙ্গ-

পাঙ্গ সহিত মহাপ্রভু দর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন। আমি অসুস্থ শরীরে ঘরখানি কিছু ঠিকঠাক করিয়া লইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

---

# নবদ্বীপে বাবার কীর্ত্তন

বড়দিদির তত্ত্বাবধানে এবং পরদিন প্রাতঃকালেই তিনটি কুইনাইনের বড়ি প্রয়োগ করায় আমার জ্বর আর তিষ্ঠিতে পারিল না। কবি বলিয়াছেন—

"শমন তুই পালা পালারে চাঁদ গৌর এল।
যে দেশেতে নাই হরিনাম সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল॥"

সুতরাং এবার গৌরের রাজত্বে আসিয়া শীঘ্রই জ্বরের হাত হইতে অব্যাহতি লাভে সমর্থ হইলাম। শনিবার প্রাতঃকালে সকাল বেলাটি দুই একস্থানে বিগ্রহ দর্শন করিয়া দ্বিপ্রহরে প্রায় ১৪।১৫ জন ব্যক্তি মহাপ্রভুর প্রসাদ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করত বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে জজ সাহেবের বাড়ীতে বাবার নিকট চলিলাম। প্রাতঃকাল হইতেই আমরা যে কয়েক দিন নবদ্বীপে থাকিব দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আমাদের নিমিত্ত ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমাদের এক আত্মীয় নাম শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ মাধব সাহা তিনি ৭ বৎসর হইল তাঁহার পাঁচুপুরের পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এই গৌরের রাজধানীতে একখানি দোতালা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করত তথায় সস্ত্রীক পরমানন্দে

বাস করিতেছেন। বলা বাহুল্য বাবার কীর্ত্তন শুনিতে এই ভক্ত-ব্যক্তিও সপরিবারে আমাদের সঙ্গ লইলেন।

আমরা বাসায় পৌঁছিলে বাবা গঙ্গাতীর ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদল সাধারণ কীর্ত্তনীয়া খোল করতাল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন গাহিয়া চলিয়া গেল।

সে দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। ছোট গৃহ; সুতরাং বহু ব্যক্তির স্থানাভাব, বিশেষতঃ গৃহমধ্যে অতিরিক্ত গরম। সেই নিমিত্ত দোতালার ছাদের উপর বাবার কীর্ত্তন সভা বসিল। প্রথমে বাবা টানা সুরে গুরু বন্দনা গাহিয়া এই সুন্দর সুন্দর গানগুলি গাহিলেন—।

কে গো তুমি কাঙ্গাল বেশে দেশ বিদেশে কেঁদে বেড়াও?
অতি বড় ব্যথার ব্যথি ( তাই ) নয়ন জলে বক্ষ ভাসাও।
অধম পাপী আচণ্ডালে স্নেহের কোলে নাওহে তুলে,
দিব্য প্রেমের আঁখি খুলে বাঞ্ছিত পথ দেখায়ে দাও।
অনর্পিত প্রেম বিলায়ে ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইয়ে
জীবের ভব ক্ষুধা, সুধা দিয়ে চিরতরে মিটায়ে দাও॥
এমন দয়াল কে গো তুমি, বিলালে প্রেম চিন্তামনি,
ধর লও বলে প্রেমের ধ্বনি আচণ্ডালে বিলায়ে দাও॥
যমুনা তীরে কদম তলে বাজাতে বাঁশী রাধা বলে,
সেই না তুমি গৌর হয়ে নদে এসে আজ জীব তরাও॥”

বাবা আবার এই কীর্ত্তনটি গাহিলেন—

“এসেছে পারের তরী ত্বরা করি, চল্‌নারে ভাই ভবের কূলে
শুনেছি গৌর নিতাই, তা’রা দু’ভাই পার করিছে বিনা মূলে॥

সে নায়ের মাঝি সেরা, আপনি গোরা, ডাকছে রে তুই বাহু তুলে।
বলিছে বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, কে যাবেরে আয়না চলে॥
চাহে না পারের কড়ি, গৌর হরি, আপনি নিতাই নিচ্ছে তুলে।
মিছে আর ভয় কি বল, পারে চল হরি বল হৃদয় খুলে॥
যা থাকে বেচাকেনা সেরে নেনা, পড়বি ঘোরে আঁধার হ'লে।
এ ভবের হাটে এসে, রইলি বসে, হিসেব নিকেশ গিয়ে ভুলে॥
হরিনাম পারিস যত, কেন্‌না তত, জমা খরচ যাবে মিলে।
চলে আয় থাকৃতে বেলা, ভাঙ্গবে মেলা, পারের তরী যাবে চলে॥"

পুনরায় এই কীর্ত্তনটি গাহিলেন—

"এমন মধুমাখা হরিনাম নিতাই কোথা হ'তে এনেছে।
এ নাম একবার শুনে হৃদয় বীণে আপনি বেজে উঠেছে॥
আরও কতদিন শুনেছি এ নাম, কখনও এমন করেনি পরাণ
আজ কি জানি এক নব ভাবোদয় হৃদয় মাঝেতে হ'তেছে॥
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর
আজ অজানিত কোন উজল আলোকে আমারে লইয়ে চলেছে॥
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় তোর হ'ল এতদিনে
ঐ যে প্রেমের পশরা, ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে॥
আজ হ'তে নিমাই তোমার সাথে রব; জ্ঞানের গরব আর না করিব।
(আজ) সব ছেড়ে দিয়ে, হরি হরি বলে, আমার নাচিতে বাসনা হয়েছে॥

বাবা গাহিলেন—

যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে তা'রা দু'ভাই এসেছে রে।
(তারা) দু'ভাই এসেছে রে।

যারা জীবের দুঃখ সইতে নারে, তা'রা তা'রা
তারা দু'ভাই এসেছেরে।
(যারা ব্রজের মাখন চোরা-যারা জাতি বিচার নাহি করে
যারা আপপামরে কোল দেয়, যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়)
যারা হরি হয়ে হরি বলে, যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল
যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়, যারা আপন পর নাহি বাছে
জীব তরাতে তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে ॥"

বাবা গাহিলেন—

"আশার আশায় আছি বসে আসবে বলে প্রাণের গোরা।
শূন্য প্রাণে ডাকছি তারে, কেঁদে কেঁদে হই গো সারা ॥
দ্বারে দ্বারে প্রেম যেচে সেবার এসে কেঁদে গেছে।
এবার এলে ছাড়ব না'ক রাখব করে নয়ন তারা ॥

চিনেও তখন চিনি নাই
সে যে আধার ভুবন আলো করা—
এবার এলে সকল ভুলে চরণ তলে লুটব মোরা ॥

গৌর হে, ত্রিলোকের পতি হ'য়ে
জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে
বিলাইলে নাম-প্রেম পশরা ॥

যেমন সে-দিন কেঁদে গেছ,
তেমনি এখন কাঁদছি মোরা,
তার যে দুঃখ সয় না প্রাণে
একবার এসে দাও হে ধরা ॥

বাবা এইরূপ আরও কত সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত গাহিলেন। সবগুলিই অতি চমৎকার। কীৰ্ত্তন ভঙ্গ হইলে, প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

---

## দিবসে বিগ্রহ দর্শন এবং রাত্রে বাবার কীৰ্ত্তণ শ্রবণ

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃকালে বড়দিদি সহ গৌরাঙ্গ প্রভুর মঙ্গল আরতী দেখিতে মন্দিরে চলিলাম। তখনও মন্দিরদ্বার মুক্ত হয় নাই। সামনে বিরাট নাটমন্দিরে বৈষ্ণবগণ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি-সহ কীৰ্ত্তন গাহিয়া প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে। বহু ভক্ত ব্যক্তিগণ ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে ঐ কীৰ্ত্তন শুনিতেছেন এবং মহাপ্রভুর দর্শন নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মহাপ্রভুর মন্দির গাত্রে লিখা রহিয়াছে—

"বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নিত্যানন্দ ময়।
সৰ্ব্বগুণনিধি সৰ্ব্বরসের আশ্রয়॥"

দ্বার মুক্ত হইলে আমরা মহাপ্রভু দর্শন ও মন্দির পরিক্রমা করিলাম। তৎপর আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দির এবং নিকটে আর যে সকল বিগ্রহ আছেন সবই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। আমার সঙ্গিনীগণও বিগ্রহাদি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইতেছিল। দ্বিপ্রহরের পর আজও আমরা রাধাগোবিন্দজীর উৎকৃষ্ট প্রসাদ প্রায় ১৩।১৪ জন ব্যক্তি পরিতোষ পূৰ্ব্বক আহার করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম পর আমার ঝোলাটী বাহির করিয়া উহার মধ্য হইতে "কমলাকান্তের দপ্তরের"

ন্যায় আমার নূতন লিখিত এবং পুরাতন খাতা পত্রগুলি বাহির করিয়া ১৩৪২ সালে যে আমরা কলিকাতা হইতে মোটরে করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থান পাণিহাটী দেখিতে গিয়াছিলাম, উহাই আমার সঙ্গিনীগণকে পাঠ করিয়া শুনাইলাম। গঙ্গাতটোপরি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ। বৃক্ষের মূল বাঁধান। স্থানটী অতি মনোরম। ঐ বৃক্ষমূলে ৪২১ বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতে পুরীধামে যাইবার পথে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বৃক্ষের বামধারে অতি সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড ঘাট। ঘাটের সোপানগুলি অতিশয় প্রশস্ত। আমরা ঐ সোপানে বসিয়া গঙ্গার পরপারে পশ্চিম গগণে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম এবং জপ করিয়াছিলাম।

পুরাণ খাতাখানি হইতে ৪।৫টী কবিতাও পাঠ করিয়া শুনাইলাম—

১

বহুদূর হ'তে আসিয়াছি প্রভো
তোমার দুয়ারে আজ হে।
দীরঘ নিদাঘ দিন অবসান
ধীরে নেমে আসে সাঁজ হে॥

তপত এ তনু ভাণুর কিরণে,
কণ্টক কত ফুটেছে চরণে,
এসেছি অবশ শ্রান্ত পরাণে
তোমারি দ্বারেতে প্রভু হে॥

এসেছে কাঙ্গাল শুনে তব নাম,
হেথা দিন দুঃখি পায় সুখ ধাম,

শুনি কল্পতরু তব নিকেতনে
নিয়ত করে বিরাজ হে ॥
কেহত হতাশ ফিরে না হেথায়,
আমি কি হে শুধু মরম ব্যাথায়
চলে যাব নাথ নিরাশ হইয়া
শূন্য হৃদয় লইয়া হে ?
জানি আমি প্রভু পীড়িত ঘৃণ্য,
কে বা কোলে আর লবে তুমি ভিন্ন ?
তব স্নেহ ক্রোড় সদা প্রসারিত
দূরিতে দীনের লাজ হে ॥
যাহা ইচ্ছা কর র'নু দ্বারে পড়ে,
নীরবে কাঁদিব শ্রীচরণ ধরে—
তোমা বিনা আর কি কাজ করমে,
মরমে মম কি কাজ হে ?

২

আর একটি কবিতা—

ওপারে মন্দির হ'তে কতদিন ডাক মোরে,
কি করুণ তব বীণা আহ্বানে পাগল করে।
শান্ত সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে কতদিন,
এপারে বসিয়া আমি একাকী নৈরাশ্য লীন,
শুনে সে আহ্বান গীত, উদ্‌ভ্রান্ত মম চিত,
কিন্তু কি নিগড়ে ধরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে ॥

সম্মুখে রেখেছ যেন দুর্গম অন্তর মোর,
নিরমম বৈতরণী তাহে কি তরঙ্গ ঘোর !
ডাকিয়া কাঁদাও প্রাণ কি যেন মোহন স্বরে,
অথচ যা'বার পথ রেখেছ কণ্টকে ভরে ॥
কতকাল রব বসে এপারে তরীর আশে,
আশার কুহকে ভাবি ঐ বুঝি তরী আসে.
প্রতীক্ষা কি ব্যর্থ হ'বে চিরকালই দূরে রবে ?
কাঙ্গাল বলিয়ে আমায় ল'বেনা মন্দির দোরে ॥

৩

আর একটী কবিতা শুনাইলাম—

তোমার করুণা মন্দাকিনী
বহুক জীবন ভরিয়া হে।
তোমার আশীষ কুসুম আমার
পড়ুক মাথায় ঝরিয়া হে ॥
শুভ শঙ্খধ্বনি তব আরতির
শ্রুতি মাঝে যেন বাজে চিরদিন
তোমার পূজার অর্ঘটী যেন
লই সমাদরে বরিয়া হে ॥
তোমার চরণ নখর প্রভায়
অজ্ঞান তিমির যেন দূরে যায়
ভব সিন্ধুপারে যেতে যেন পারি
তব পদ-তরী ধরিয়া হে ॥
তব অঙ্গের মোহন গন্ধে

মনোভৃঙ্গ যেন ছুটে সানন্দে
পুলক আবেশে অবশ হৃদয়ে
যেন মরি তোমা স্মরিয়া হে ॥
( ১ )

আর একটী কবিতা পাঠ করিলাম—

নির্ম্মূল কর বাসনা আমার
নির্ম্মল কর মর্ম্ম,
কর্ম্ম করি তব সমর্পিত
জাগ্রত কর ধর্ম্ম ॥
( ২ )

বিরতি নিরত কর এ চিত্ত,
কেড়ে লও যত বিষয় বিত্ত,
চিরতরে কর বিরত আমার
বাসনা-বিলাস-নর্ম্ম ॥
( ৩ )

দাও শ্রীচরণে পরানুরক্তি
উন্মুখী কর পরম শক্তি,
মুক্ত কর এ শক্ত বাঁধন,
তব নাম হোক বর্ম্ম ॥
( ৪ )

শ্রীগুরু ইষ্টে দাও গো নিষ্ঠা,
দূরে ত্যজি যেন বিভূতি বিষ্ঠা,

কর প্রতিষ্ঠা জীবন উপরে
তোমার আনন্দ হর্ম্ম্য ॥

পুনরায় উহাদিগকে এই কবিতাটী শুনাইলাম :—

( ৫ )

এমন মিলন-মন্দিরে কবে আসিবে গো তুমি প্রাণের দেবতা।
ব্যর্থ প্রতীক্ষায়, এ জীবন যায়, হায়! সদা সহি কি নীরব ব্যথা ॥
কত যে যুগের কত যে সাধনা,
কত যে আনন্দ কত যে বেদনা,
নীরবে বহিয়া কত অশ্রু দিয়া
মুছেছি গেহের কত মলিনতা।
নিভৃত বেদীতে রচিয়া আসন,
প্রাঙ্গণে পাতিয়া রেখেছি বসন,
আসিবে বা কবে তাহে পদ ফেলি,
পূত হ'ব মেখে ধূলি পবিত্রতা।
রতন প্রদীপ রেখেছি জ্বালিয়া,
হেম ঘটে পাদ্য রেখেছি ঢাকিয়া,
আছি নীরজন আয়োজন ক'রে,
নিরজনে বুকে বহি' ব্যাকুলতা।
আদরে রেখেছি বীণাটী বাঁধিয়া,
গা'ব বলে গীত রেখেছি সাধিয়া,
তোমা বিনা প্রভো, এ জীবনে শুধু,
বেদনা বিধুর মধুর ব্যর্থতা।

এ জীবনে যদি নাহি দিবে দেখা,
এমনি রাখিবে মোরে চির একা,
তবে মাঝে মাঝে যেন প্রাণে বাজে
দীপ্ত করি' স্মৃতি তব আশাকথা॥

সন্ধ্যাবেলা কলিকাতার হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া সে দিনও বাবার মধুর কীর্ত্তন শুনিলাম। শুনিলাম বাবা নাকি ভক্তের আহ্বানে শীঘ্রই কালনা চলিয়া যাইতেছেন। বাবার সঙ্গে মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শন এবারও বুঝি ঘটিয়া উঠিল না।

---

## অপরাহ্নে বাবার মায়াপুরে গমন

বাবা বালক বালিকাদের হস্তে মিষ্টদ্রব্য দিতে ভালবাসেন শুনিয়া বড়দিদি সেদিন প্রচুর লজেন্স আনাইয়াছিলেন। ঐগুলি বাবাকে দিবার নিমিত্ত আমার হস্তে দিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাবার নিকট যাও, আমি একটু পরে যাইতেছি।" আকাশে ঘনঘোর মেঘ দেখিয়া এখনই বৃষ্টি আসিবে মনে করিয়া আমি তখনই বাবার উদ্দেশে রওনা হইলাম। পথিমধ্যেই দর্শন পাইলাম বাবার। তিনি পদব্রজে প্রাণকৃষ্ণজী এবং অন্যান্য বহু শিষ্যশিষ্যা সহ চলিয়াছেন সেই দিনই মায়াপুর দর্শনে।

ঘোড়াগাড়ী হইতে নামিয়া বাবাকে বড়দিদি প্রদত্ত লজেন্সগুলি দিয়া প্রণাম করিতেই বাবা সহাস্য বদনে আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে আহ্বান করিয়া সেই স্বচ্ছন্দে লঘু পদে অগ্রসর হইলেন। আকাশ ক্রমশঃই কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ঢাকিয়া আসিতেছিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম অগ্রেই বাবা গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াছেন। আমরা তিনখানি পালকী গাড়ী পূর্ণ শিষ্যা ভক্তগণ যখন তথায় পৌঁছিলাম তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বায়ুতে বাবার অঞ্চল এবং কৃষ্ণ কেশ উড়িতেছে। পূর্ব্বেই দু'খানি নৌকা ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি বড়দিদিকে তাড়াতাড়ি আসিতে সংবাদ পাঠাইয়া বাবার সহিত নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। গগন-মণ্ডলে যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, যেরূপ জোরে বায়ু বহিতেছে, তাহাতে গঙ্গাবক্ষে গমন কতখানি যে আনন্দজনক হইবে, মনে সংশয় জাগিলেও শুনিলাম বাবা নাকি কল্যাই কাল্না যাইতেছেন, সুতরাং বাবার এই সঙ্কল্পে অনর্থক আর বাধা প্রদান করিলাম না। নৌকায় উঠিয়া বসিবার পূর্ব্বেই প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী আমাকে বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার পরপারে নেমে আরও একমাইল হেঁটে যেতে হ'বে।" ব্রহ্মচারিজীর ঐ কথা শুনিয়াও কিছুমাত্র ভয় পাইলাম না. কারণ সঙ্গে যে বাবা আছেন, অন্তর নির্ভয়। নৌকা দু'খানিতে ছই বা টাপা রহিলেও বাবা কিন্তু উহার মধ্যে না বসিয়া বাহিরেই বসিলেন। আঠারবাড়ীর জমিদার গৃহিণী বীণাপাণি দিদির ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাবু বাবার মাথায় ছাতা ধরিয়া বসিলেন। অবশ্য কিছুক্ষণ অমিয়বন্ধু ব্রহ্মচারীও বাবার মস্তকে ছাতা ধরিয়াছিলেন। নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত সুরেন বাবু, বড়দিদি, তাঁহার ভগিনী এবং অন্যান্য ২।১জন ব্যক্তি সহ আসিয়া

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের দুইখানি নৌকা ভর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিলেন। বৃষ্টি বেশ জোরেই আসিল। বৃষ্টির জল হইতে বাবার মস্তকটি রক্ষা পাইলেও ঐ জলে বাবার স্কন্ধদেশ এবং দক্ষিণ জানু-খানি সম্পূর্ণ ভিজিয়া যাইতেছিল। সাবিত্রীদিদির মেজ পুত্র, তাঁহার আদরের সুদাম, যাহাকে আমি "স্বর্ণকমল" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি, সেও নত মস্তকে ভক্তিনম্র চিত্তে বাবার নিকট বসিয়াছিল। নিকটে সাবিত্রীদিদি, প্রমোদবাবুর সহধর্ম্মিণী বীণাপাণিদিদি, আমার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্তহীরণ ডাক্তারের ভগিনী পদ্মালয়াদিদি, সকলেই কিছু কিছু ভিজিলেন। ছইএর মধ্যে আমি, সাবিত্রীদিদির কনিষ্ঠ পুত্র, সত্যেন, প্রাণকৃষ্ণজী, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বাবু শচীন মিত্র, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয় মুস্তফী, বাবার ড্রাইভার বদ্রি নারায়ণ, এবং রসুয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডী চোবে। অপর নৌকাখানিও আদৌ খালি নয়, তাহাতেও ঐ প্রকার ভীড়। নৌকাগুলি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল বৃষ্টির বেগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি থামিয়া গেল। আমাদের নৌকাখানি ছিল পুরাতন, নিম্নেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল, কারণ নৌকার তলদেশ অনেকটা জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সুব্যবস্থাকারিণী, সেবা পরায়ণা সাবিত্রীদিদি যখন আমাকে বড়দিদির নৌকাতে পাঠাইয়া নৌকার মাঝিকে ঐ জল তুলিয়া ফেলিতে বলিলেন তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা দিদি, এ নৌকায় আমি থাকাতেই কি এইরূপ জল উঠিয়াছে?" বাবা গম্ভীর বদনে যখন বলিলেন "আচ্ছা দেখা যাউক, ও নৌকা খানির আবার কি দশা হয়,"

তখন কেহ আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বাবার ঐ বাক্যটী বলিবার ভাব দেখিয়া স্থরেন বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। ইতিমধ্যে গঙ্গার অপর পারে মায়াপুর আসিয়া নৌকাগুলি লাগিল। ইতঃ পূর্ব্বে সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছিল, সামনে সন্ধ্যা, খাড়া উচ্চপার, কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ, সুতরাং সকলের মন যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন দ্বিধাশূন্য নির্ভীক উৎসাহপূর্ণ মন লইয়া বাবা টর্চ্চ হস্তে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে বৃষ্টি বারিতে আর্দ্র পিচ্ছিল উচ্চপার অতিক্রম করত উপরে উঠিয়া গেলেন। বাবার ভক্তগণ বাবার পশ্চাতে অনুসরণ করিলেন। আমার বড়দিদি তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গগণ সহ মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন আকাঙ্ক্ষায় বাবার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। সেদিন অতগুলি লোকের সঙ্গে মাত্র ২।৩টী টর্চ্চ আসিয়াছিল। নৌকায় মাত্র সাবিত্রীদিদি, আমি, এবং আর ২।১টী বৃদ্ধ অসমর্থ ব্যক্তি অবশিষ্ট রহিলাম। পবিত্র গঙ্গাবক্ষে নীরব তরণীপরি সন্ধ্যাবেলাটী জপে বেশ আনন্দে কাটিল। চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে উপরে টর্চ্চলাইটের আলো দৃষ্ট হইল। বুঝিলাম ইহা বাবার হাতেরই নিশ্চয়। আমার অনুমান মিথ্যা নহে, অচিরাৎ বাবা আসিয়া নৌকায় উপবেশন করিলেন। সাবিত্রীদিদি বাবার চরণ ধৌত করিয়া দিতে গিয়াছিলেন কিন্তু বাবা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া স্বয়ং ক্ষিপ্রহস্তে ঐ কর্ম্মটী সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার গামছাখানি দ্বারা নিজে নিজেই চরণ দু'খানি মুছিয়া গঙ্গাজলে হস্ত ধৌত করিয়া সন্ধ্যাবন্দনায় বসিয়া গেলেন। সেই পবিত্র স্থান, পবিত্র সঙ্গ, নীরব সন্ধ্যাকাল, বুঝি কাহারই চেষ্টা দ্বারা মনঃসংযম করিতে হয় না—আপনা আপনিই অন্তর মধ্যে জপ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ একে একে বড়দিদি এবং বাবার শিষ্যশিষ্যাগণ

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার তিনখানি নৌকা পরপারে ফিরিয়া চলিল। তখন ঐ নৌকা মধ্যে বাবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মৃদুস্বরে ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। প্রথমে মেঘ বৃষ্টি দেখিয়া যেরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলাম সর্ব্বশেষ উপসংহারটী দেখিলাম আনন্দদায়কই হইল। আমাদের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিলে বাবা নামিয়া পড়িলেন। সাবিত্রী দিদির কনিষ্ঠ পুত্র আমাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া তীরে উঠাইয়া দিল। নৌকাতেই কীর্ত্তন হইল বলিয়া মনে করিলাম আজ বুঝি আর বাড়ীতে গিয়া কীর্ত্তন হইবে না। তাই বড়দিদি ও আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া স্বাস্থ্য নিবাসে রওনা হইলাম। বাবা পদব্রজে তাঁহার বাসাভিমুখে অন্তরঙ্গগণের সহিত রওনা হইলেন।

---

## বাবার কাল্‌নায় গমন

স্বাস্থ্য নিকেতনের অতি নিকটের কাঁচকামিণীর দেবালয়ে অতি সুন্দর গৌর-নিতাই মূর্ত্তি। উজ্জ্বল ইলেকট্রিক্ আলোতে স্বর্ণ বর্ণ সুসজ্জিত মূর্ত্তি দুইটী অতিশয় সুন্দর লাগে। প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা প্রায় প্রত্যহই ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিতে যাই। অদ্য ঐ মূর্ত্তি দর্শন অন্তে রাধাগোবিন্দজীর মঙ্গল আরতি দেখিতে চলিলাম। ওখানকার নাট মন্দিরেও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহ বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন গাহিয়া বিগ্রহের

নিদ্রাভঙ্গ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইলে অন্ত দেখিলাম রাধিকার অঙ্গে একখানি সুন্দর শান্তিপুরী নীলাম্বর শাড়ী। স্বর্ণের মুকুট এবং নানাবিধ অলঙ্কারের সহিত ভক্তদত্ত এই জরীপাড় শাড়ীখানি অতি শোভন হইয়াছে। গোবিন্দের মস্তকেও স্বর্ণ মুকুট এবং গলদেশে অতি সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পমাল্য। উজ্জ্বল ইলেকট্রিক্ লাইটে ঐ শোভা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। আমরা ভক্ত মাতাদের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে ঐ আরতি দর্শন করিলাম। মন্দিরের দ্বারের উপরে এই কবিতাটুকু লিখা রহিয়াছে—

"নামে রুচি, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।
সর্ব্বদায়ই এই তিন থাকে যেন মনে॥"

আরও দু'ই এক স্থানে বিগ্রহ দর্শন করিয়া আমরা চলিলাম বাবার বাসায়। আজ দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই বাবা কাল্নায় রওনা হইয়া যাইতেছেন। বাবার গৃহদ্বার তখনও রুদ্ধ ছিল। শুনিলাম বাবা কল্য রাত্রে বাসায় ফিরিলে কীর্ত্তন শ্রবণাকাঙ্ক্ষী বহু ব্যক্তির সমাগমে পুনরায় ২ঘণ্টা অবধি কীর্ত্তন গাহিয়াছেন। সাবিত্রীদিদি যদি একটু দয়া করিয়া সংবাদ দিতেন তাহা হইলে কীর্ত্তন শুনিতে পাইতাম মনে করিয়া যখন তাঁহার উপর রাগ করিতেছি সেই সময় দিদি প্রসাদ বলিয়া হাসিমুখে আমার এবং বড়দিদির হস্তে দুইটি কমলালেবু দিলেন। এতক্ষণ অবধি ভ্রমণে একে জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে আবার প্রসাদ, সুতরাং রাগ কোথায় লুপ্ত হইল। বাবার ঘরের পশ্চাতে গিয়া ঐ কমলা লেবুটির সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হইলাম। ঘণ্টা খানেক পর সকলে রওনা হইবেন, সুতরাং সাবিত্রী

দিদি ঐ সব ৪০।৪২জন ব্যক্তির আহারের ব্যবস্থায় এবং ৩৫।৩৬টি মালপত্র এবং ৪খানি ক্যাম্পখাট্ প্যাক করাইতে মহা ব্যস্ত। পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখি মুক্ত বাতায়ন পথে বাবা দণ্ডায়মান। হাতে হাতে ধরা পড়িয়া হাসিয়া বাবাকে বলিলাম, "কাল আমরা কীর্ত্তন শুনিতে না পাওয়ায় সাবিত্রীদিদির উপর খুব রাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাবা ক্ষুধার সময় কি আর রাগ থাকে ?" বাবা আমার এতগুলি কথার উত্তরে সাবিত্রীদিদিকে ডাকিয়া আমাদের উভয়কে এবং আমাদিগের সঙ্গিনীগণকে আরও ফল-মিষ্ট আনিয়া দিতে বলিলেন।

বাবা এবার দার্জ্জিলিং যাইবার পথে আমার আমন্ত্রণে রাজসাহী নামিতে সম্মত হইয়াছেন। তাই বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আপনি যে সব বাড়ীতে অবস্থান করেন তাহার তুলনায় আমার "পান্থশালা"* গোয়াল তুল্য। আর দিদিদের যে সেবাযত্ন তাহাতে বাবার কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু বাবা, আমি ত কিছুমাত্র সেবা যত্ন করিতে জানি না, সুতরাং না জানি আমার পান্থশালায় গিয়া কত না বাবার অসুবিধা হইবে।" বাবা মৃদু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর

---

* আমার গুরুমহারাজের সম্মুখে কেহ যদি বলিতেন. 'আমার বাড়ী', তাহাতে শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ বলিতেন "ঐ বাড়ী তোমার কে বলিল ? তুমি ঐবাড়ীতে থাকিবার পূর্ব্বে ঐ বাড়ীতে আরও বহু ব্যক্তি বাস করিয়াছে, এবং তোমার অভাবের পরেও ঐ বাড়ীতে অন্তলোক বাস করিবে সুতরাং এটী তোমার বাড়ী কেমন করিয়া হইল ? তুমি মাত্র কিছুদিনের জন্য বাস করিতে আসিয়াছ। এটি তোমার পান্থশালা মাত্র। কিছুদিন পরই ওখান হইতে তোমার চলিয়া যাইতে হইবে।" "এসে দিন দুয়ের তরে এ সংসারে: অভিমানে মত্ত ল। ভাবিস্ ত আমার আমার, কোনটা আমার, তার কোন না তত্ত্ব পেলি ॥"

দিলেন, "মায়ের কাছে কি সন্তানের কোন অসুবিধা হয়?" কি মিষ্ট কথা! একটি ক্ষুদ্র কথায় কতখানি অন্তরের মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।

শিষ্যশিষ্যাগণ আহারে বসিতেছেন, বাবাও এখন সেবা করিবেন, সকলেই ব্যস্ত, সুতরাং আমরা চলিলাম বাবার নিকট বিদায় লইতে। বাবা তখন আমাকে বলিতেছেন,— "মা, কাল্নায় চলুন না? ওখানে গেলে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।" বাবার বাক্যে বলা বাহুল্য মনটি দুলিয়া উঠিল। বড়দিদি আমার অসুস্থ শরীর স্মরণ করাইয়া দিয়া কোনমতে আমাকে সংযত করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা যখন মহাপ্রভুর মন্দিরে আরত্রিক দেখিতে গেলাম তখন অনেক ভক্তমাতা বাবার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। অদ্য দ্বিপ্রহরে তিনি কাল্নায় চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। কারণ বাবার কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দ পইয়াছেন। আমারও ইচ্ছা ছিল একদিন গঙ্গাতীরে বাবার কীর্ত্তন হয় এবং সকলে শুনিয়া আনন্দ লাভ করে। এবার বাবা মাত্র ২।৩দিন নবদ্বীপ থাকায় অনেক সাধই অপূর্ণ রহিয়া গেল।

---

# পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে

পর দিন প্রত্যুষেই মনে হইল 'কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবন',- বাবা এখানে নাই, মনটি উদাস করিয়া দিল। আজ আর প্রাতঃকালীন আরতি দর্শনে না গিয়া গঙ্গার তীরে চলিলাম। তখনও আমাদের ভাড়াটিয়া গাড়ী দুইখানি দরজার দিকটে আসিয়া পৌঁছায় নাই। গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অপর পারে সূর্য্যোদয় দেখিতে দেখিতে ভক্ত-কবি নবীন সেনের "প্রভাস" কাব্যে লিখিত কবিতাটি মনে পড়িতেছিল—

"মহা নব কুরুক্ষেত্র জলিল পৃথিবী ব্যাপী ;
পশিল সে দাবানল ভারতে পতিত,—
ধর্ম্মহীন, বলহীন, ভারত জীবন হীন,
অন্তর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জ্জরিত।
তখন জাহ্নবী-তীরে, চারু নব বৃন্দাবনে,
আসিলেন গৌর হরি প্রেম অবতার ;
কি মধুর প্রেমরসে ভাসিছে ভারত ভূমি।,
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার !
কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণবাস পীতধড়া,
হয়েছে মোহন বাঁশী দণ্ড বৈরাগীর।
চন্দন হয়েছে ধূলা, প্রেমে-গোরা আত্মহারা,
নয়নে যুগল ধারা প্রেম জাহ্নবীর !

'হরি বোল ! হরি বোল !'-নাচে গোরা বাহু তুলি,
ধূলায় সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি।
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজস্র বিতরি।
'হরি বোল ! হরি বোল !'-গাহিতেছে নর নারী,
'হরি বোল ! হরি বোল !'-গায় ভাগীরথী,
'হরি বোল ! হরি বোল !'-গাইতেছে পশুপক্ষী'
'হরি হরি ! হরি বোল !'–গায় জলপতি।"

এই হরিনাম মুখরিত প্রেমের সাগর গৌরহরির রাজধানীতে আসিয়া,-যতটুকুই হউক না কেন বাবার পবিত্র সঙ্গ পাইয়া, অতগুলি গুরুভগিনী-গণের মিষ্ট মধুর সঙ্গ লাভে দিনগুলি যেন সুখ স্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া গেল। যে দুইদিন নবদ্বীপধাম রহিয়াছি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। সংক্ষেপ করিতে হইতেছে ৵।৪টি কারণে, যথা ৺কাশীর-স্মৃতির পাঠক পাঠিকা পাছে এই এক ঘেঁয়ে পাঠে বিরক্ত হ'ন সেই আশঙ্কায়, দ্বিতীয়তঃ যেরূপ * 'দুইকুড়ি চারকুড়ি' বৎসর বয়স হইল তাহাতে মনে হয় গণা দিনগুলি দিন দিনই ফুরাইয়া আসিতেছে, কবে উপর হইতে ডাক আসে কে জানে। শীঘ্র কার্য্যটি শেষ না হইলে অসমাপ্ত কার্য্য রাখিয়া

---

*আমার গুরুমহারাজের শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ বালেশ্বর শিবস্থাপন উপলক্ষে একবার করনীবাদ আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাই তাঁহার বয়স দাকি ২০০দুই-শত বৎসর হইয়াছিল। গুরুদেবের শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে তাঁহার 'বয়স কত' জিজ্ঞাসা করিতেন; তাহাতে তিনি রহস্য পূর্ব্বক নাতি শিষ্যগণকে উত্তর দিতেন—''দু'কুড়ি, চার কুড়ি হ'বে।" বৃদ্ধ দেহ হইলেও শুনিয়াছি তিনি তখনও নিজের কাজ নিজে-হাতেই সম্পাদন করিতেন।

চলিয়া যাইতে হয় এই ভয় হয়। তৃতীয়তঃ যেরূপ কাগজের অভাব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে— বিশেষতঃ এই আলস্যপরায়ণ কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধদেহ অধিক পরিশ্রমে অসমর্থ। তবে যদি গুরু ভিতর হইতে প্রেরণা দিয়া অধিক লেখান তবে আমি নিরুপায়।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥"

সন্ধ্যাবেলা বড়দিদিসহ আমরা দুইখানি গাড়ীতে গৌরাঙ্গ প্রভু দর্শনে চলিলাম। সে দিনও জোরে বায়ু বহিতেছিল। যে কারণেই হউক আমরা মহাপ্রভু মন্দিরের সাম্‌নে গিয়া বসিতেই বিদ্যুতের বাতি নিভিয়া গেল। আমরা কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া জপ করিলাম। বায়ু অধিক প্রবল হওয়ায় মনে করিলাম. অদ্য বুঝি গৌর কৃপা করিলেন না, যখন ফিরিয়া আসিয়া আমরা গাড়ীতে বসিয়াছি তখন আলো জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা মন্দির দ্বারে গেলাম, তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়া গেল। আমি বলিলাম, "কয়েকদিন ত গৌরের আরতি দেখিয়াছি, আজ না হয় বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।' বড়দিদি বলিলেন— "যখন সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি তখন দর্শন না করিয়া ফিরিব না।" অবশেষে গৌরহরি লুকোচুরি খেলা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তবাঞ্ছাই পূর্ণ করিলেন।

নবদ্বীপ আসিয়া গোপালের প্রতি অতিশয় বাৎসল্য ভাবপরায়ণা উষা মাকে দেখিলাম, গোপাল-ভক্ত চণ্ডীমাকে দেখিলাম, ললিতা সখীকে দর্শন করিলাম। তাঁহার আশ্রমের অষ্টধাতু নির্ম্মিত বৃহৎ গুরুমূর্ত্তি, ঐ সকল স্থানে সন্ধ্যাবেলা আরতি, আরত্রিক কালে বিশকা সখীর নৃত্য,

শ্রীবাসের বাসস্থানে প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য গোস্বামীকে, গোলকধামে লক্ষ্মী-নারায়ণ, হরিবোলা সাধুর আশ্রম, ধনী মারোয়াড়ীগণের স্থাপিত অষ্ট-প্রহর হরিনাম গাহিবার স্থান, মনিপুরের রাজার অতি সুপরিচ্ছদে শোভিত চমৎকার গৌর নিতাই মূর্ত্তি, অনেক কিছুই দেখিলাম। ভালও বেশ লাগিতেছিল, কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া গিয়া বাবার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে হইবে, ঘরবাড়ীগুলি পরিস্কার করিতে হইবে, সেই কথাটি সর্ব্বদা মনে পড়িতেছিল। কবি বলিয়াছেন—

"বিষয়ীর অন্ন খেলে তুষ্ট হয় মন।
তুষ্টমনে নাহি হয় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥"

প্রসাদের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া এই ছয়দিন দ্বিপ্রহরেই আমরা প্রসাদই পাইলাম। রাত্রে ঝি চাকরদের নিমিত্ত গৃহে আহার্য্য প্রস্তুত হইত। এখানে প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করিতাম। তাহাতেও বড় আনন্দ পাইতাম। ঐরূপ অবগাহন স্নানের সুবিধা খুব কমই ঘটে। যখন বাল্যকালে দিঘাপতিয়ায় নিজ বাড়ীতে বাস করিতাম তখনও ঐ চতুর্দ্দিকে জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত গৃহে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী স্নান এবং একঘাট হইতে অপর ঘাটে সন্তরণ পূর্ব্বক যাইতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতাম। আমার ননদ, ন'জা এবং অন্যান্য সঙ্গীনিগণ সহ সেই দীর্ঘকাল ব্যাপী স্নানের স্মৃতি জীবনে ভুলিবার নয়। আবার ১০।১১বৎসর পূর্ব্বে যখন স্বামী এবং পুত্র কন্যাগণসহ পুরীধাম গিয়াছিলাম, তখন মাসাবধি কাল প্রত্যহই সমুদ্রে স্নান করিয়াছি। কত লোকে কত হাঙ্গরাদি জল-জন্তুর ভয় দেখাইয়াছে, Under currentএ কত বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়াছে, কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে মনে শঙ্কার উদয় হইবার

অবকাশ পায় নাই। আবার এই বৎসর ৺কাশীর দারুণ শীতে পৌষ মাসে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে ৺বিশ্বনাথের অপার কৃপাই অনুভব করিয়াছি। পুনরায় গৌর কৃপা করিয়া এত শীঘ্র যে তাঁহার রাজধানীতে আনিবেন ইহা আশা করিতেই পারি নাই। সুতরাং গঙ্গা স্নানের এই সুযোগ একদিনও অবহেলা করি নাই।

সেদিন বড়দিদিসহ একত্রে দুইখানি গাড়ী ভরিয়া আমরা গিয়াছিলাম হরিসভায়। উহার নাটমন্দিরের থামের উপর বহু সুন্দর সুন্দর শ্লোক লেখা রহিয়াছে। সামনে দুইটি থামে লেখা রহিয়াছে—

"গো কোটি দানে, গ্রহণে চ কাশী,
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী,
সুমেরু তুল্যং হিরণ্যং দানে,
নহি তুল্য, নহি তুল্য গোবিন্দ নামে॥"

অপর একটি থামে লেখা আছে—

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণ॥"

একদিন সারদেশ্বরী আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ এম, এ, বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিয়া আমাদের সকলকে আশ্রমে প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। যদিও দুর্গাপুরীমাতা অসুস্থতার নিমিত্ত এখন আশ্রম হইতে দূরে আছেন তবুও তাঁহার কোন কর্ত্তব্যেরই ত্রুটি নাই। এখানে সুমিত্রা পুরী দেবী, ব্যাকরণ তীর্থা মঠাধ্যক্ষা, অজিতা মাতা, সুতপা মাতাগণ রহিয়াছেন। তাঁহারাই ছাত্রীবৃন্দ দ্বারা সেদিনো ভূরিভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। খাদ্য গুলির আস্বাদও

হইয়াছিল অমৃতের ন্যায়। মাতাদের মিষ্ট ব্যবহার, সুমধুর কীর্ত্তন, পূজা গৃহে বিগ্রহসজ্জা সবই বড় আনন্দ দান করিল।

আর একদিন অপরাহ্নে সুরেন বাবু গঙ্গাতীরে তাঁহাদের আশ্রম নির্ম্মাণ নিমিত্ত যে জমি লওয়া হইয়াছে তথায় আমাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী৺গৌরীপুরী মাতার দেহভস্ম তথায় বেদী নিম্নে রক্ষিত হইয়াছে। তথায় আমরা প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ অভ্যন্তরে গিয়া গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিকট ভজন গাওয়া হইল। স্থানটি বেশ বড় এবং চতুর্দ্দিক খোলা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মন্দিরে আরতি দর্শন জন্য উঠিতে হইল। সুরেন বাবুকে একখানি "কৈলাসপতি" গ্রন্থ প্রদান করায় তিনি উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। এই অভিমানশূন্য, মাতৃভক্ত, আশ্রমের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈরাগ্যবান ব্যক্তিটির ব্যবহার বড় চমৎকার।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নবদ্বীপবাসী শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী একদিন দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সেদিন অনেক কথাই হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুইটী বিষয়ই প্রধান। সৎপ্রসঙ্গ উঠায় তিনি বলিলেন—"বৃন্দাবনে তদীয়তা ও মদীয়তা—তাঁহার আমি কিনা 'কৃষ্ণের আমি' এবং 'আমার তিনি' কিনা—'আমার কৃষ্ণ', এই দুইটী মুখ্য ভাবেরই প্রাধান্য লীলা-গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শারদীয়া রাসোৎসবে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং তজ্জন্য শ্রীমতী রাধারাণী ও তদ্ যূথান্তর্গত সখীগণ এবং শ্রীমতী চন্দ্রাবলী ও তদ্ যূথান্তর্গত সখীগণের মধ্যে উক্ত ভাবদ্বয়ের পরাকাষ্ঠা পরীক্ষাই হেতুরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।"

উক্ত ভাবদ্বয়ের মধ্যে 'মদীয়তা'—আমার তিনি কিনা, আমার

কৃষ্ণ—শ্রীমতী রাধিকাতে এই ভাবের পরম এবং চরম পরিণতি পরিস্ফুট। এই ভাবটী যে ভাবরাজ্যের রাজ্যেশ্বর এবং মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীই যে ঐ ভাবরাজ্যের রাজ্যেশ্বরী. ইহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার স্বামীর সহিত কত বৎসর পূর্ব্বে এবং কোথায় আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়"? তদুত্তরে তিনি আমাকে যে সকল কথাগুলি বলিলেন উহা অবিকল লিখিতেছি— "সে আজ ২০।২২ বৎসর আগেকার কথা, শীত কাল, পৌষ মাস, খৃষ্টপর্ব্ব চলিতেছে। দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু মেমোরিয়েল লাইব্রেরীতে একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কথকতা করিতেছিলেন—বিষয় "শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।" স্বর্গীয় কুমার বাহাদুর হেমেন্দ্রকুমার ঐ কথকতা শ্রবণে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েন। আপনিও ঐ দিন সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তবে মহিলাগণের মধ্যে আপনি উপবেশন করায় সেদিন আপনাকে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম না। কথকতা সমাপনান্তে "হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সমস্যা" সম্বন্ধে হিন্দু-মিশনের জনৈক বক্তার বক্তৃতা হইবে ঘোষণা শুনিয়া গমনেচ্ছু জন-গণ শান্তভাবে আসন গ্রহণ করিলে পর আমি ঐ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। বক্তৃতা শেষে ঐ স্থানেই আমার কুমারের সহিত আলাপ হইল। স্বল্পকাল আলাপেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট হইলাম। তৎপর যশিডি ও রাজসাহীতে উভয়ের সহিত বহুবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।"

"সাধকদের জীবনে যুগপৎ দুইটী কর্ম্ম বা সাধনার সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বহিরঙ্গ কর্ম্ম এবং অপরটী অন্তরঙ্গ কর্ম্ম। 'প্রারব্ধ'

যদি কর্ম্মসাধনার অনুকূল হয় তবে সাধক জাগতিক বিরুদ্ধ কর্ম্ম প্রবাহের সঙ্গে সংগ্রাম না করিয়া স্বস্থমনে শান্ত চিত্তে কর্ম্মসাধনায় অগ্রসর হইতে পারেন। আর যদি 'প্রারব্ধ' কর্ম্মসাধনার প্রাতকূল হয়, তবে সাধকের প্রতিপদে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতঃ কর্ম্ম সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়।"

"স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের কর্ম্মজীবনে এই 'অনুকূল এবং প্রতিকূল' এই দুই অবস্থার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"মায়ের চরণ করিয়ে শরণ বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা,
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা ॥"

কুমার বাহাদুর রামপ্রসাদের এই সঙ্গীতটীর যেন সাক্ষাৎ ভাষ্য-স্বরূপ ছিলেন।" এইরূপ আমার স্বামীর সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথোপকথন পর শ্রীচৈতন্যজী প্রস্থান করিলেন।

---

## নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন

১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল, শুক্রবার প্রাতের ট্রেনে আমাদিগের কলিকাতা রওনা হওয়া স্থির হইয়াছে! অবশেষে সেই যাত্রার দিন আসিল। সেদিনও প্রত্যেকদিনের মত ৪॥ টায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দেখিলাম তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, সুতরাং চলিলাম গঙ্গাস্নান করিতে। গঙ্গায় পরিতোষ পূর্ব্বক স্নান আহ্নিক

সমাপ্ত করিয়া যখন 'স্বাস্থ্যনিকেতনে' ফিরিলাম, তখন দেখিলাম দুইখানি ঘোড়ারগাড়ী আসিয়া দ্বারে পৌঁছিয়াছে। মালপত্র উঠান হইয়াছে এবং বড়দিদিও নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। অবিলম্বে আমরা ষ্টেশানাভিমুখে রওনা হইলাম। বলা বাহুল্য আমাদের ট্রেনে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবাবু এবং শ্রীযুক্ত সুরেনবাবুও সঙ্গে চলিলেন। এই ভক্তি রসসিক্ত নদীয়ার পবিত্র ভূমি, গৌরের জন্মস্থান, সতত হরিনামে মুখরিত দেশ ত্যাগ করতঃ কর্ম্মকোলাহলময় ট্রাম, বাস্, লরী, প্রভৃতির শব্দে শব্দায়মান ভূমিতে ফিরিতে হইবে, বিশেষতঃ এখানকার পরিচিত জন-গণ পুনঃ পুনঃ আমাদের এই দেশে পুনরায় আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছিলেন এইজন্য মনটী কিছু ম্রিয়মাণ হইতেছিল। বেলা ১টার সময় হাওড়া ষ্টেশানে পৌঁছিয়া অবিলম্বে মোটার যোগে গৃহে পৌঁছিয়াই যখন শুনিলাম বাবা এবং সাবিত্রী দিদি কালনা হইতে কলিকাতা ফিরিয়া টেলিফোন্ যোগে ইতিমধ্যে ২।৩ বার আমাদের সন্ধান লইয়াছেন তখন আবার মনটী আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আমাদিগের নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছান সংবাদ এবং রাত্রে বাবার কীর্ত্তন শুনিতে যাইব টেলিফোনে সংবাদ দিয়া আমরা আহার অন্তে সন্তানগণ এবং বধূমাতা-গণের নিকট নবদ্বীপের গল্প করিতে লাগিলাম। ওখান হইতে কত সুন্দর সুন্দর কাঁসার ডিস্ ক্রয় করা গিয়াছে তাহা তাহাদিগকে দেখাইলাম। বড়দিদি ত ওখান হইতে অজস্র বাসন লইয়া আসিয়াছেন। আমার অতি সুন্দর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিখানি প্যাক্ থাকায় উহাদিগকে দেখাইতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার পর আমরা চলিলাম আঠারবাড়ী হাউসে বাবার কীর্ত্তন শুনিতে। দেখিলাম অজস্র লোকদ্বারা ঘরগুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবা তখনও উপর হইতে নামিয়া আসেন নাই। প্রমোদবাবুর কন্যা আমার লিখিত "কৈলাসপতি" এবং "মহাতাপস" গ্রন্থ ভক্তমাতাগণের সম্মুখে বাহির করায় তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত ঐ পুস্তকগুলি গ্রহণ করিলেন। প্রাণকৃষ্ণজী বলিলেন, কাল্নায় তাঁহারা তিনদিন বেশ আনন্দেই ছিলেন। সিঁড়িঘড়ের নিম্নে বাবার কীর্ত্তন-স্থান অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছে। টবে করা সুন্দর সুন্দর পাম্‌গাছগুলি যেমন ঐস্থানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলদানিগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ লম্বা ডাঁট বিশিষ্ট রজনী-গন্ধা এবং আরও বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও মাল্যদ্বারা ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। তেতালা হইতে তড়িৎ গতিতে বাবা নামিয়া আসিলে উজ্জ্বল আলো নিভাইয়া দিয়া একটী নীল বাল্বে আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। উচ্চ সুন্দর আসনোপরি বাবা উপবিষ্ট হইলে ভক্ত মাতাগণ বাবাকে বেলিফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। একজন মাতা একটী প্রকাণ্ড চম্পকপুষ্প দ্বারা গড়ে মালা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন, ঐটী স্তূপাকারে বাবার চরণে দিয়া প্রণাম করিলেন। উহার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। প্রথমে বাবা টানাস্বরে গুরুবন্দনা, গুরুস্তোত্র গাহিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এই সঙ্গীতটী অতি সুমধুর স্বরে গাহিলেন—

"তমো রাশি নাশি, জ্ঞানের আলোক,
যে করেছে পরকাশ।
যে হরেছে মোর, আকুল পিয়াসা,
বাসনারে করি নাশ॥

যাঁহার কৃপায়, আরাধ্য আমার
পাইয়াছি আজ আমি।
সে মোর আনন্দ, সে মোর দেবতা,
সে মোর জগৎ স্বামী॥

যাঁহার মঙ্গল চরণ পরশে,
লভিয়াছি মহাপ্রাণ।
সে যে কল্পতরু, "বালানন্দ" গুরু,
ব্রহ্মরূপে অবস্থান॥

"ব্রহ্মানন্দ" প্রেমে, সদা মগ্নপ্রাণ,
করনীবাগেতে বাস।
পূর্ণানন্দ হয়, যাঁহার স্বরূপ;
শুদ্ধ সত্ত্ব সুপ্রকাশ॥

"মূলাধার" হ'তে, "সহস্রার" ঘাটে,
উঠিতে যে শক্তি জাগে।
যে শক্তির খেলা, হেরে যোগিগণ
"গুরু" কৃপা অনুরাগে॥

সেই শক্তি সহ, অভিন্ন রূপেতে,
"সহস্র কমলে" বাস।
শিব শক্তি সেই, সেই মোর গুরু,
যাঁরে পূজি বার মাস॥

সেই গুরু পদ হৃদয়ে ধরিয়া
প্রণত হ'তেছি আমি।
কৃপা কণা প্রভো বিতরে দাসেরে
হে মোর হৃদয়-স্বামী ॥"

তৎপর আরও কত সুন্দর সুন্দর কীর্ত্তন বাবা গাহিলেন। Col. A. C. Chatterjeeর পুত্র সৌরেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'গোরা নেচে চলে', সঙ্গীতটী অতি সুমধুর টানা সুরে গাহিয়া বাবা সকলকে মুগ্ধ করিলেন। অবশ্য সঙ্গীতটীর শেষের নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপ ভাবে গাহিলেন। রাত্রি ১০॥টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। তৎপব সকলকে স্বহস্তে বাবা হরিলুট বিতরণ করিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম !

---

# কলিকাতায় নানাস্থানে বাবার কীর্ত্তন

ঘটনাচক্রে এবার বাবার নবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বে ও পরে দিয়া কলিকাতাতে অনেক দিনই থাকা হইল। প্রমোদ বাবুর বাড়ীতে বাবা অবস্থান ও রাত্রে কীর্ত্তন গাহিলেও মাঝে মাঝে বাবাকে স্নেহলতা দিদি, লেডি সরকার প্রভৃতি ভগিণীগণ আহ্বান করিতেন। আবার রাত্রে—কীর্ত্তন নিমিত্তও অনেকে বাবাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। ইতি মধ্যে আমরা একদিন লেডি সরকারের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া আসিয়াছি। স্নেহলতা দিদির বাড়ীতে নবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বে ও পরে ২।৩ বার গিয়াছি। তাঁহার আদর যত্ন এবং জলযোগের কথা লিখিতে হইলে 'পুঁথি বাড়িয়া যায়'। বাবার হাত হইতে যে হরিলুটের মিষ্ট পাইয়াছিলাম, উহা স্নেহলতা দিদিকে বাবার প্রসাদ বলিয়া দিয়া আসিয়াছি।

সে যাক্ এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। সে দিন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে বাবার কীর্ত্তনের নিমন্ত্রণ। আমরা 65/2 B, Beadon Street-এ বাবার কীর্ত্তন শুনিতে চলিলাম। তখনও বাবা তথায় পৌছেন নাই। সন্ধ্যা হওয়ায় তখন বিগ্রহের আরতি হইতেছিল। কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খনিনাদে, ধূপগন্ধে, উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইটে পূজাপ্রাঙ্গণ প্রপূরিত। ঐ স্থানে প্রণাম করিয়া গৃহিণীর অভ্যর্থনায় দ্বিতলে গিয়া আমরা বাবার কীর্ত্তন গাহিবার হলঘরে বসিলাম। গৃহখানি অতি সুসজ্জিত। চতুর্দ্দিক দেওয়ালে বড় বড় সুন্দর ছবি। বাবার বসিবার উচ্চ আসনটীর উপর লাল স্যাটীনের চতুর্দ্দিকে সবুজ স্যাটিনের বর্ডার দেওয়া চাদর বিছান। বাবার পশ্চাতের Back groundখানি অতি মনোহর। বড় বড় শ্বেতপদ্ম এবং লোহিত বর্ণ পদ্ম দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে। আসনের সম্মুখে প্রকাণ্ড দুইটী ফুলদানীতে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প এবং বড় বড় ডাঁটযুক্ত সুগন্ধি রজনীগন্ধা সজ্জিত করিয়া কয়েকটা বেলফুলের মালা তথায় রক্ষিত হইয়াছে। ধূপশলাকার সুগন্ধে স্থান সুরভিত। ভক্ত, শিষ্য, শিষ্যাগণ উন্মুখ আগ্রহে বাবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। এমন সময় নিম্নে বাবার মোটারের হর্ণ বাজিয়া উঠিল, অচিরাৎ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বাবা সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন-মুগ্ধকর কীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বে ঐরূপ টানা

স্বরে তিনি গুরুবন্দনা, গুরুস্তোত্র গাহিলেন। দুই ঘণ্টা কীর্ত্তনাদি পর বাবা স্বহস্তে সকলের হাতে মিষ্ট প্রদান করিলেন। তৎপর বাবা তড়িৎপদে গিয়া মোটারে উঠিলে আমি বড়দিদি সহ পুনরায় গৃহদেবতা দর্শনে চলিলাম। কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসনোপরি বিগ্রহমূর্ত্তিগুলি অতি সুসজ্জিত। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে, শ্বেতবর্ণ নির্ম্মিত মেজে ও উঠিবার সোপানগুলি যেন হাসিতেছে। গৃহের গৃহিণী এবং বধুমাতা সহাস্য বদনে প্রত্যেকের হস্তে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ডিসে করিয়া নানাবিধ সন্দেশ প্রদান করিতেছেন। শুধু ঐশ্বর্য্যে নয়; মিষ্ট-কোমল ভদ্র ব্যবহারে সকলেই বড় তৃপ্ত হইতেছেন। বধুমাতা ও গৃহিণীর নিকট আমরা বিদায় লইয়া গৃহে রওনা হইলাম।

---

# রাজসাহীতে প্রত্যাবর্ত্তন

সেদিন বাবার নিকট গিয়া দেখিলাম অন্যান্য গুরুভগিনীগণ সহ তথায় সাবিত্রী দিদিও উপস্থিত। বিনয়নম্র চিত্তে আজ দিদিকে রাজসাহী যাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলাম। বলিলাম—"দিদি, আপনাকে দয়া করিয়া নিশ্চয়ই এবার বাবার সহিত রাজসাহীতে যাইতে হইবে। যদিও আপনাকে আমার "পান্থশালায়" লইয়া যাইবার মত আমার সামর্থ্য নাই এবং আপনার উপযুক্ত সমাদর করা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, তবুও দিদি একবার কৃপাপূর্ব্বক দীন-

কুটীরে নিশ্চয়ই পদধুলি দিতে হইবে। আমি বাবার সেবা হয়ত ঠিক মত করিতে পারিব না, সুতরাং এই ক্ষুদ্র ভগিনীটীর হইয়া, নিজ গৃহ মনে করিয়া আপনিই বাবার সম্পূর্ণ সেবার ভার গ্রহণ করুন"। নিরভিমান, একান্ত গুরুগতপ্রাণ দিদি আমার, তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। বাবাকে পুনরায় অনুরোধ জানাইয়া প্রণাম পূর্ব্বক গৃহে ফিরিলাম।

বড়দিদির স্নেহসিক্ত মাতৃ-হৃদয় সর্ব্বদাই দিবার নিমিত্ত উন্মুখ। শ্রীশ্রীমোহনানন্দজীকে ফল, মিষ্ট প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ত দিতেছেনই এতদ্ব্যতীত বাবা দার্জ্জিলিং যাইবেন, তাঁহার কি কি দ্রব্য প্রয়োজন হইবে তাহা সর্ব্বদাই চিন্তা। কীর্ত্তনে বুঝি বাবার গলা একটু ভার হইয়াছে তাই Voice tablet, বাবার বুঝি একটু সর্দ্দি হইয়াছে তাই Vicks, ইউক্লিপ্‌টাস্ অয়েল, Vapex প্রভৃতি লইয়া বাবাকে দিবার জন্য কত আগ্রহ। শীতের দেশে গেলে বাবার থারমস্ বোতল লাগিবে, কিছু গরমকাপড়ের প্রয়োজন হইবে, এই সব সর্ব্বদাই চিন্তা। ২।৩ বার ফেরৎ দিয়া একটী ভাল থারমস্ ফ্লাস্ পাইলেও যখন গরম কাপড় মনোমত মিলিল না, তখন তাঁহাকে বলিলাম,—"বাবার প্রয়োজন অতি অল্প, আর বাবার আছেও প্রচুর জিনিষ, সুতরাং এ বিষয়ে ব্যস্ত হইবার কিছু নাই দিদি।"

আজ এই সকল কথা লিখিতে বসিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটী কথা মনে পড়িতেছে। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন বড়দিদি প্রত্যেক বৎসরই আমাদের সহিত যশিডিতে যাইতেন এবং "একাম্রশীলায়" বাস করিতেন, তখন আমরা সকলে একত্র হইয়া মোটারে করিয়া গুরুদেবের নিকট করণীবাদ আশ্রমে যাইতাম, আর সেই সময় বড়দিদি

এই প্রকার আমার সহিত পরামর্শ করিতেন। শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ কোন্ দ্রব্য পছন্দ করেন, কি কি বস্তু ব্যবহার করেন, কোন্ দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসেন, কোন্ জিনিষটী তাঁহাকে অর্পণ করিলে শোভন এবং ব্যবহার উপযোগী হইবে ইত্যাদি। শ্রীগুরুদেব অতি ছোট্ট কথাটীও শুনিতে পাইতেন। বড় দিদির ঐ প্রকার দানের ইচ্ছা, অথচ সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া এবং ক্ষুদ্র কথাটীও আমাকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিতেন—"ও আছে রাজা, আর তুমি উহার মন্ত্রী।"

সে যাক্, ১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার সাবিত্রীদিদিকে পুনর্ব্বার বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া, বাবার নিকট বিদায় লইয়া, বড়দিদিকে বলিয়া রাত্রির ট্রেণে রাজসাহীতে রওনা হইলাম। বুধবারে প্রাতঃ-কালে রাজসাহী পৌঁছিয়া বাবার নিমিত্ত এবং প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারি-দিগের নিমিত্ত গৃহগুলি প্রস্তুত রাখিতে মনোযোগী হইলাম।

---

# বাবার রাজসাহীতে আগমন।

বাবার ৩রা মে শুক্রবার রাজসাহী আসিবার দিন ধার্য্য হইয়াছিল। ঐ দিবস ৪॥০টায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে প্রাতঃকৃত্য ও নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া বাগানে গিয়া সাজি ভরিয়া প্রত্যেক দিনের মত ফুল তুলিলাম। তৎপর মোটার লইয়া বাবাকে আনিতে রাজসাহী ষ্টেশানে চলিলাম। পূর্ব্ব গগন রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেই এঞ্জিনের শব্দ শ্রুত হইল। আশায় ও আনন্দে বুকের মধ্যে ফুলিয়া উঠিল। ক্ষণপরে মেদিনী কাঁপাইয়া বহু ধুম উদ্গীরণ করত সশব্দে ট্রেণখানি প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া লাগিল। বাবা এঞ্জিনের নিকটেই গাড়ীতে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িলেন। সদ্য স্নাত সহাস্য মূর্ত্তি। চরণে প্রণত হইলাম। সাবিত্রী দিদি, প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী, রামকৃষ্ণ মিশনের ধ্যানচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচারীর শিষ্য অমিয় বন্ধু ব্রহ্মচারী, রংপুরের জমিদার মহারাজের শিষ্য সত্যেন সেন ; সকলেই একে একে নামিলেন। বাবার সঙ্গে আসিয়াছে তাঁহার রসুয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডী চোবে। সাবিত্রী দিদির সহিত তাঁহার পুরাতন পাচক ব্রাহ্মণ এবং দুইটী পুরাতন অনুগত ভৃত্য।

বাবাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পৌছিয়া দ্বিতলে তাঁহার কীর্ত্তন ঘরে লইয়া গেলাম। ঘরখানির চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিয়া Braketএর উপর নবদ্বীপ হইতে সদ্য আনিত পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রভুর মূর্ত্তিখানি দৃষ্টে—"কি পবিত্র দৃশ্য" উচ্চারণ পূর্ব্বক বাবা করজোড়ে প্রণাম করিলেন। দিদিকে পূর্ব্বেই ষ্টেশানে বলিয়াছিলাম, "দিদি, আমাকে গুরুদেব "দ্রষ্টা বনিতে" বলিয়াছেন, সুতরাং বাবার সেবার সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর।"

বাবা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি উপবিষ্ট হইলে আমি ঐ গৃহের পার্শ্বস্থিত গৃহখানি প্রাণকৃষ্ণ প্রমুখ ব্রহ্মচারিগণকে বাসের নিমিত্ত দেখাইয়া দিয়া তাহার পার্শ্বস্থিত কক্ষে সাবিত্রী দিদিকে লইয়া গেলাম। ঐ গৃহেই বাবার পাক এবং আহার হইবে। পূর্ব্বেই সাবিত্রী দিদিকে তাঁহার শয়ন গৃহখানি দেখাইয়া দিয়াছিলাম।

বাবার আগমন উপলক্ষে আমার জ্যৈষ্ঠা কন্যা জ্যোছনা মাতা, কনিষ্ঠা কন্যা প্রফুল্ল মাতা তাহাদিগের পুত্রগণসহ রাজসাহীতে আসায় প্রায় তিন বৎসর পর আজ এই দুঃখ হাহাকার পূর্ণ গৃহখানিতে আনন্দের বন্যা ছুটিয়াছে। কিন্তু আজ এই আনন্দের দিনে, এই সম্মানিত অতিথিগণকে গৃহে পাইলে যিনি বালকের মত স্বয়ং ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সেবার আয়োজন করিতেন, সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াও যাঁহার তৃপ্তি বোধ হইত না, তাঁহার কথাই আজ অধিক করিয়া মনে পড়িতেছে। কিন্তু হায়, "দিবা নিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে ক্রন্দনের নাহি অবসান"-তাহা এই তিন বৎসরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নি, আমার গুরুদেবের শিষ্যা, কুন্দ বহিনের উপর সংসারের অন্যান্য যাবতীয় ভার পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে বাবার নিকটে গিয়া বসিলে বাবা মৃদু হাস্যে আমাকে বলিলেন, "গলা বসিয়া গিয়াছে।" বলিলাম, "সেকি বাবা,

রাজসাহী বাসি কতদিন হইল বাবার কীর্ত্তন শুনিবে বলিয়া আশা করিয়া আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রত্যেক দিন যদি দুইবার করিয়া এইরূপ দীর্ঘ সময়াবধি কীর্ত্তন হয় তবে গলার আর কি দোষ ?"

---

# বাবার রাজসাহীতে তিন দিন

যে তিন দিন বাবা রাজসাহীতে এই পান্থশালায় অবস্থান করিলেন সে তিন দিন যে গৃহবাসি সকলেই কি আনন্দ অনুভব করিল তাহা বর্ণনাতীত। আমার কথা ত বলিবারই নয় গুরুকৃপায় এই মরা গঙ্গায় যে এমন বান ডাকিবে তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। সমস্ত দিন যেরূপ আনন্দে কাটিত, রাত্রে উহা মনন করিতেই রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যাইত।

প্রাতঃকালটী পূজার পুষ্প নৈবেদ্যাদি সজ্জিত করিয়া, হোমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলে বাবা ঐ সব পূজোপকরণগুলি লইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিতেন। গৃহে জপ, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠাদি সমাপ্ত করত বাহির হইলে সকলে সচন্দন পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করত বাবার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইত। কোনদিন বাহিরের কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আসিয়া বাবাকে কিছু প্রশ্ন করিতেন। কোনদিন Radio তে সংবাদ শ্রবণ অথবা গ্রামাফোনে "নিমাই সন্ন্যাস" দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত বাবাকে বহুব্যক্তি দর্শন করিতে আসিত। একদিন

কাকিমার পুত্র শ্রীমান বীরেনকুমার মজুমদার বাবাকে সেতার বাজাইয়া শুনাইল। কাকিমার কুমারী কন্যা কাত্যায়ণী এবং দৌহিত্রীদ্বয় বাবার নিমিত্ত বেলি-ফুলের কুঁড়ি দিয়া অতি চমৎকার মুকুট প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল। আমার সেজ ভগিণী সুশীলার চতুর্থ কন্যা উমারাণী কুণ্ডু বাবাকে তাহার সাধা গলায় কীর্ত্তন গাহিয়া শুনাইল। সকলের দেখাদেখি আমিও সেদিন আমার খাতাখানি খুলিয়া "স্বামিজী" নামক একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম।—

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ অবতার,
লীলা যাঁর করিতে প্রচার,
সপ্তর্ষি মণ্ডল ত্যজি ভূমণ্ডলে এসেছিলে নামি,
হে বিবেক স্বামী!

কুসুম সুষমা সিক্ত জীবনের তব অনাবিল প্রথম উষায়
কনক-কিরণ কান্তি বিহসিত হিরণ ভূষায়
উদ্ভাসিত সে মুহূর্ত্তে যৌবনের অরুণ আভাষ,
অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাস—
এনেছিলো অকস্মাৎ নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয়।
বিভিষিকা ময়!
অভাবের বিকট কঙ্কাল,
বিস্তারিয়া অস্থিসার দু'বাহুবিশাল
সেদিন আসিয়াছিল দিতে নিষ্পেষিয়া
তোমার তরুণ তপ্ত হিয়া!

কাশীর স্মৃতি

সেই ঘন অন্ধকার দুর্য্যোগের দিনে সংশয়ের ঘোর ঝঞ্ঝাবাত
নাশিতে আস্তিক্য বুদ্ধি, বিশ্বাসের মূলে, কেবলই করিতেছিল সবলে আঘাত।
সেই তব জীবনের চরম দুর্দ্দিনের রামকৃষ্ণ দীনের দেবতা
দুর্ব্বল অন্তরে তব দিয়াছিল আনি অভিনব আনন্দ বারতা !
অযাচিত তাঁহারই কৃপায়,
দেবীর দর্শন লভি জননীর দুটি রাঙ্গা পায়,
চিত্ত তব বিত্ত আশে করে নাই অনিত্য প্রার্থনা !
হে আজন্ম মহামতি সমুন্নতমনা !

শুধু তুমি চেয়েছিলে জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য
অবাধে কেবল নিত্য চিন্ময়ী মায়ের অপরূপ দর্শন-সৌভাগ্য।
সে যাচনা শুনি তব কামনাবিহীন পরা-ভক্তিভরা
অভয় দানিয়াছিল প্রসন্ন অন্তরে বরাভয়-করা !

আশৈশব শিবভক্ত, সন্ন্যাসের ছিলে অনুরাগী
ওগো সর্ব্বত্যাগী !
বুদ্ধের চরিত্রে তব শ্রদ্ধার ছিল না যে গো সীমা
গৈরিক বৈরাগ্যবেশে বিজড়িত যে বিচিত্র ত্যাগের মহিমা
সত্য ও সুন্দর,
কিশোর বয়স হ'তে সুকুমার চিত্তপটে এঁকেছিল চিত্র মনোহর।
ব্রহ্মজ্ঞানে তীব্র লিপ্সা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন অভিলাষ,
নিরাকার শূন্যে যবে ঘুরাইতেছিল বৃথা, চক্ষে বাঁধি মিথ্যা মোহ ফাঁস।

দ্বিতীয় খণ্ড

শুভক্ষণে দেখা দিল নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ,
পূর্ণ ব্রহ্ম তেজে যাঁর উদ্ভাসিত সত্য পথে
ক্রমে তব নবীন জীবন।

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেহ জ্ঞান মূর্ত্তি সর্ব্ব দ্বন্দ্বাতীত
ত্রিগুণ রহিত,
সৎচিৎ আনন্দ কান্তি মুখে
শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌম্য-সাধু, সতত সমাধিমগ্ন সুখে
ভক্তের আরাধ্য সেই পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র যাঁর
বারম্বার,
নির্ব্বিকল্প সমাধি লভিয়া
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তব হিয়া !
বরদ বেদান্ত মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আপনার আজন্ম ঈপ্সিত, বরিলে সন্ন্যাস ;
মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন গৈরিক অঙ্গবাস ॥

তারপর একদিন তুচ্ছ করি নিজ মোক্ষফল,
গুরু ইচ্ছা মাত্র শুধু করিয়া সম্বল,
লোকশিক্ষা দেশহিতে জনে জনে দিতে জ্ঞান দান
অনুষ্ঠিলে বিশ্বের কল্যাণ।

হে বঙ্গের গৌরবের ধন !
উৎসর্গ করিয়াছিলে আপনার সমস্ত জীবন !

## কাশীর স্মৃতি

প্রশান্ত সাগর পারে সম্মিলিত নিখিলের ধর্ম্ম সভাতলে
যেদিন দাঁড়ালে কুতূহলে
বিশ্বপ্রেমে উচ্ছ্বসিত প্রাণ
স্ফুরিল অধর পুটে বেদান্তের প্রথম আহ্বান,
তোমার সে অকৃত্রিম স্নেহ সম্ভাষণ,
অপূর্ব্ব পুলক প্রেমে দিয়াছিল ভরি মুহূর্ত্তেই সবাকার মন !

হে সন্ন্যাসী ! হে বীর সাধক !
উদাত্ত গম্ভীর গুরু তোমার সঙ্গীত
এনেছিল অকস্মাৎ এ জাতির অচেতন দেহে
অভিনব জীবন সম্বিৎ ।
তীব্র তব উদ্দীপনা ওজস্বিনী স্বরে
মোহাচ্ছন্ন কোটী চিত্ত পুরে
নিমেষে জ্বালিয়াছিল অপূর্ব্ব আলোক !
বিশ্বলোক, সেদিন বিস্ময়ে
বরণ করিয়াছিল বঙ্গের ভুবনজয়ী বেদান্ত-কেশরী, স্পন্দিত হৃদয়ে !
তোমার অভয় বাণী পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনিসম,
দৃপ্ত, অনুপম—
দিকে দিকে উঠেছিল সঘনে ধ্বনিয়া,
শত শত হৃদয় রণিয়া !

নিদ্রিত দেশের এই সহস্র বর্ষের অবরুদ্ধ বাতায়ান-দ্বারে,
আঘাত করিয়া বারে বারে—

ডাকি জনে জনে, গভীর গর্জ্জনে,
গিয়াছ বলিয়া অবিরত
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"
মোহাঞ্জন মুছাইয়া মলিন নয়নে
রঞ্জিত করিয়াছিলে জ্ঞানের কজ্জল,
তমঃ দমি শত চিত্ত সত্ত্ব-জ্যোতিঃযুত,
রজঃ-পুঞ্জ-প্রভা সমুজ্জ্বল !
মহা উদ্বোধন মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলে নিখিল ধরা।
তব জয় রথ
বহিয়া বলিয়া গেছে তুলি যশোধূলি জগতের নব নব পথ !
দামিনী দমক-দীপ্তিবৎ সেই চক্র-রেখা—
আসমুদ্র হিমাদ্রির সুবিস্তৃত বুকে আজও যায় দেখা।
প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান সুগভীর,
প্রেম-ভক্তি সম্মিলিত মহা কর্ম্মবীর,
নিত্য সিদ্ধ শুদ্ধযোগী, সাধক প্রধান,
হে কৌপিনী, খলু ভাগ্যবান !
স্বদেশের যেথা যত পতিত কাঙ্গাল, নিরাশ্রয়, অন্ন বস্ত্রহীন্,
অসহায়, রোগাতুর, নির্য্যাতিত, বুভুক্ষিত, দীন,
তা'দের কল্যাণ তরে ভাবিয়াছ তুমি নিরন্তর,
সতত দুঃখীর দুঃখে কাঁদিয়াছে সহৃদয় তোমার অন্তর।
কলুষিত দেশাচার, সমাজের অযথা পীড়ন
আমূল করিতে সংশোধন,
করেছিলে প্রাণান্ত যতন—

প্রাচ্যের প্রাচীন পথে, প্রতীচ্যের প্রেয়-প্রথা করি প্রবর্ত্তন !
অস্পৃশ্য অধম নীচ, পাপী-তাপী দরিদ্র ভিখারী, সবারে জানিয়া নারায়ণ
করেছ' কত না পূজা শ্রদ্ধা-প্রেমে সজল নয়ন !
তোমার সে ব্রহ্মনিষ্ঠা পরহিতে পরাকাষ্ঠা
সেবা-ধর্ম্ম, জীবে দয়া, অদ্বৈত আলোক, জানে সর্ব্বলোক।
গভীর স্বদেশ প্রেম ব্যক্ত হেরি প্রতিবাক্যে, প্রতিকার্য্যে তব
জাতির উন্নতি কল্পে উন্মেষিত নিশিদিন চিন্তা নব নব !
নরনারী নির্ব্বিশেষে, দেশে দেশে
শিক্ষার বিস্তার, বলিয়া গিয়াছ অনিবার
উন্মুক্ত করিয়া বিশ্ব সভাতলে আমাদের প্রবেশ দুয়ার ॥
কৃষি-শিল্প-বানিজ্য-ব্যবসা-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার—
ঘুচাইতে দেশ দৈন্য, দুর্ব্বলতা, দুস্থ অক্ষমের যত হাহাকার,
ভাগ্যহীন ভারতের পূর্ণকরি পুনরায় ষড়ৈশ্বর্য্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ॥
তোমার সে শুভ ইচ্ছা কল্যাণের শত উপদেশ,
জাগ্রত ভারতে আজি মূর্ত্তিধরি করিছে প্রবেশ।
হে পরিব্রাজক স্বামী ! পত্রাবলী তব, তন্দ্রাতুর অন্ধগণে দানিয়াছে দেব
দৃষ্টি অভিনব।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞান বারতা,
বর্ত্তমান ভারতের ভাবিবার কথা !
জ্ঞান-কর্ম্ম-রাজ-ভক্তি-যোগ—
নিত্য কত ভ্রান্তজনে প্রভো ! সত্যপথে করিছে নিয়োগ,
বৈরাগ্যের বীর বাণী, সন্ন্যাসীর গান,
মাতাইয়া তোলে আজও প্রাণ !

বরেণ্য, বাঞ্ছিত, তব শ্রীচরণ চুমি, এ ভারত ভূমি,
ধন্য হয়েছিল দেব, মহাভাগ্য মানি
যুগে-যুগে অবতীর্ণ যেথা ভগবান,
পেয়েছিল ফিরে তার গত পুণ্য, হৃত যশোমান।
মহাশক্তি সাধনার প্রভাবে তোমার,
বিশাল এ হিন্দুজাতি—পবিত্র হইয়াছিল আর একবার !
যাঁহার অশ্রান্ত চেষ্টা জাতির অন্তর হোতে মন্দাকিনী স্রোতে
মুছায়ে দিয়াছে কত যুগ যুগান্তের ঘন অন্ধকার,
হে মোর স্বদেশবাসী, অবনত শিরে দেশভক্ত সেইবীরে কর নমস্কার।

ভারতের চারিদিকে সঘন নির্ঘোষে, কোটি কণ্ঠে উঠুক ধ্বনিয়া উচ্চে আজ
জয়তু বিবেকানন্দ ! জয় স্বামীজির ! জয়, জয়, গুরু মহারাজ !!"

অপরাহ্নে বাবা মোটার যোগে পদ্মানদী তীরে ভ্রমণে চলিলেন। সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মচারীবৃন্দ। পদ্মার চরে ভ্রমণ অন্তে পদ্মাতীরে সন্ধ্যা বন্দনা পূর্ব্বক বাবা যখন গৃহে ফিরিলেন তখন আমি বাবার চরণদ্বয় ধৌত করিয়া মুছাইয়াদিলাম। বাবা পুনরায় জপের নিমিত্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। তৎপর কীর্ত্তন সভা জমিয়া উঠিল। উচ্চাসনে বাবা,— দুই পার্শ্বে ব্রহ্মচারীগণ এবং সত্যেন বাদ্যযন্ত্রসহ উপবিষ্ট হইলেন। বাবা আজ গাহিলেন কত গান, তন্মধ্যে এই গানটী সকলেরই অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিল—

"ভজ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দম্
ভজ মুরলীধারি গোবিন্দম্,
ভজ গিরিবরধারী গোবিন্দম্,

ভজ হৃদয়-বিহারী গোবিন্দম্,
ভজ যমুনা-বিহারী গোবিন্দম্,
ভজ মথুরা-বিহারী গোবিন্দম্,
ভজ গোকুল-বিহারী গোবিন্দম্,

ভজ গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥

ভজ হরে মুরারে গোবিন্দম্,
ভজ কৃষ্ণ পিয়ারে গোবিন্দম,
ভজ নন্দদুলালে গোবিন্দম্,
ভজ নয়ন ন তারে গোবিন্দম্,
ভজ সঙ্কট-তারণ গোবিন্দম্,
ভজ দুরিত নিবারণ গোবিন্দম্,
ভজ তন-মন-রঞ্জন গোবিন্দম্,
ভজ ভব-দুখভঞ্জন গোবিন্দম্,

ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥

ভজ কংস মুরারে গোবিন্দম্,
ভজ কৃষ্ণ কানাইয়া গোবিন্দম্,
ভজ ধেনু চড়াইয়া গোবিন্দম্,
ভজ বংশী বাজাইয়া গোবিন্দম্,
ভজ সন্তন তারণ গোবিন্দম্,
ভজ গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥"

এই সঙ্গীতটীর সহিত আমি আরও কিছু সংযোগ করিয়া ছিলাম। যথা—

ভজ গোপী-হৃদি রঞ্জন গোবিন্দম্,
ভজ কুঞ্জ কাননচারী গোবিন্দম্,
ভজ বনমালা কণ্ঠেধারী গোবিন্দম্,
ভজ ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠাম গোবিন্দম্,
ভজ জন-মন-বিমোহন গোবিন্দম্,
ভজ মননে মুক্তিদাতা গোবিন্দম্,
ভজ বিপদ ভঞ্জনকারী গোবিন্দম্,
ভজ মূরতি মনোহর গোবিন্দম্,
ভজ গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥

ভজ কালীয়-দমনকারী গোবিন্দম্,
ভজ অজামিল ত্রাণকারী গোবিন্দম্,
ভজ ব্রহ্মা বিমোহন গোবিন্দম্,
ভজ যশোদা দুলালে গোবিন্দম্,
ভজ ভক্ত-হৃদি-ধন গোবিন্দম্,
ভজ পুতানা-বিমর্দ্দণ গোবিন্দম্,
ভজ কংস নিসূদন গোবিন্দম্,
ভজ শ্রীরাধিকা প্রাণধন গোবিন্দম্,
ভজ গোবিন্দম, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥

ভজ শোক-দুঃখত্রাণকারী গোবিন্দম্,
ভজ শ্রীদাম-সুদাম-সখা গোবিন্দম্,
ভজ দ্বারকা-বিহারীনাথ গোবিন্দম্,
ভজ ভকত-হৃদয়-আলা গোবিন্দম্,

ভজ পঞ্চপাণ্ডব-সখা গোবিন্দম্,
ভজ পাঞ্চজন্য শঙ্খধারী গোবিন্দম্,
ভজ জগতের হিতকারী গোবিন্দম্,
ভজ অসুর-নিধনকারী গোবিন্দম্,
ভজ গোবিন্দম, গোবিন্দম, গোবিন্দম, ভজ গোবিন্দম্ ॥
ভজ ভৃগুপদ বক্ষে ধারী গোবিন্দম্,
ভজ সুদর্শন চক্রধারী গোবিন্দম্,
ভজ পাষাণ দ্রবকারী গোবিন্দম্,
ভজ স্মরণে মগনতনু গোবিন্দম্,
ভজ গোপনারী-চিত্ত-হারী গোবিন্দম্,
ভজ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী গোবিন্দম্,
ভজ দ্রৌপদীর লজ্জাহারী গোবিন্দম্,
ভজ গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥
ভজ দীন-জনে তারণ গোবিন্দম,
ভজ মানবের ত্রাণকারী গোবিন্দম্,
ভজ শিশুপাল বধকারী গোবিন্দম্,
ভজ দাম্ভিকের দর্পহারী গোবিন্দম্,
ভজ শিখিপাখা শিরেধারী গোবিন্দম্,
ভজ চন্দন চর্চ্চিত তনু গোবিন্দম্,
ভজ কর্ণে কুণ্ডলধারী গোবিন্দম্,
ভজ পীত বসনধারী গোবিন্দম্,
ভজ নবীন নীরদ নিভ গোবিন্দম্,
ভজ গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ ॥

বাবার সঙ্গীত সজীব, সরল, সুমধুর এবং প্রাণস্পর্শী। কিন্তু এবার সত্যই বাবার কণ্ঠ একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কীর্ত্তন অন্তে শ্রোতাদের হস্তে বাবা সন্দেশ প্রদান করিলেন।

"ষ্টুডেন্টস্ হোম" হইতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিশ্বানন্দজী আসিলেন। তিনি বাবাকে তাঁহাদের "হোমে" আহ্বান করিলেন। হোমের কম্পাউণ্ডে ছাত্রগণের স্বহস্তে রোপিত, সযত্নে বর্দ্ধিত নানা প্রকার আনাজ, পপিতা ও কলা প্রভৃতি তিনি বাবাকে উপঢৌকন দিয়া গেলেন। পরদিন অপরাহ্নে বাবার সহিত সাবিত্রী দিদি ও আমি কন্যাদ্বয় সহ চলিলাম 'হোমে।' হোমের দোতালায় বাবার নিমিত্ত একখানি গৈরিক আসন বিছান ছিল। বাবা গিয়া তাহাতে বসিলেন। বলাবাহুল্য তথায়ও সাবিত্রী দিদি মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দজীর আরতি-মন্দির, একতালা ছাত্রাবাসটী, ইন্দারা, বিস্তৃত কম্পাউণ্ড সব দেখিয়া বাবা পদ্মাতীরে চলিলেন। চর ভাঙ্গিয়া নদী-কিনারে হাঁটিয়া যাইতে হয় অনেকদূর। সুতরাং আমি সাবিত্রী দিদি সহ ঐ স্থানে রহিলাম, আর বাবার সহিত আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সতীশ এবং কন্যাদ্বয় চলিল। একে বাবার দ্রুত গমন, তাহাতে বালির উপর পা বসিয়া যায়,—তবুও পিতৃস্বভাব প্রাপ্ত কন্যাদ্বয় ঠিক বাবার পদ্মাতীর পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ স্থানে কয়েকটী বালক বাবাকে দর্শন করিয়া এতই মুগ্ধ হইল যে বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ নিমিত্ত তাহারা রাত্রে আসিবে বলিল এবং পরদিন রাজসাহী ষ্টেশন পর্য্যন্ত বাবাকে দর্শন জন্য গিয়াছিল। বাবা তাহাদিগের হস্তে প্রসাদ বলিয়া "রসকদম" সন্দেশ দিয়াছিলেন।

সে যাক্, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পর বাবার পদধৌত অন্তে পুনরায়

জপাদির পর পূর্ব্বদিনের মত কীর্ত্তন হইল। তৎপর বাবা স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

রাজসাহীর স্বনামধন্য উকিল ৺কিশোরী চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—৺অশোক চৌধুরীর পত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোৎস্না চৌধুরী আমাদিগের গুরুমহারাজের মন্ত্রশিষ্য। বাবা অসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বাবাকে দর্শন নিমিত্ত আসিলেন এবং তাঁহাদের গৃহে বাবাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ঐ দিবস দ্বিপ্রহরে বাবার সহিত আমরাও উঁহাদের গৃহে গেলাম। বাবার বসিবার স্থান শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের সজ্জিত ফটোর সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছিল। বাবাকে স্বগৃহে পাইয়া সকলের কত আনন্দ। বারম্বার বাবাকে প্রণাম করিলেন এবং সরযূ দেবী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এই মাসে আশ্রমে লইয়া গিয়া বাবার হস্তে তাহার পৈতা দেওয়া স্থির করিলেন।

এ তিন দিনের এই রাজসাহীর আনন্দের মেলায় যদি বড়দিদি উপস্থিত থাকিতেন্ তবে আরও অধিক আনন্দ হইত। কিন্তু বহুদিন পর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গীতা কলিকাতার গৃহে আগমন করায় তিনি রাজসাহী আসিতে সমর্থ হইলেন না। বড়দিদিকে রাজসাহীর বর্ণনা দিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব্ব মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীশুদ্ধানন্দের মন্ত্রশিষ্য ব্রহ্মচারী ধ্যান চৈতন্যজী চক্ষে একটী অঞ্জনী লইয়া রাজসাহী আসিয়া-ছিলেন। তিন দিন ঐটীর ব্যথায় কিছু কষ্ট ভোগ হইল। অঞ্জনীর প্রথম অবস্থায় কেঁল্যাঘাসের রস লাগাইলে উহার বেদনা উপশম হয় এবং বসিয়া যায়। সেইজন্য উহা লাগাইয়া বিস্তর চেষ্টাও করা হইল, কিন্তু ফল হইল না। অঞ্জনটী দার্জ্জিলিং রওনা হইবার দিন

ফাটিয়া বাহির হওয়ায় তিনি অনেকখানি আরাম বোধ করিলেন।

শ্রীশ্রীজগবন্ধু সুন্দরের আশ্রিত অমিয়বন্ধু ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমৎ প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী এবং শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ সেন তাঁহারা সকলে বেশ সুস্থ এবং আনন্দে ছিলেন।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রভাত কুমার মজুমদার এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধু শ্রীমতী রেণুকা মজুমদার এবার বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল।

---

## বাবার দার্জ্জিলিং যাত্রা

অবশেষে ৬ই মে, সোমবার, ২৩শে বৈশাখ, বাবার দার্জ্জিলিং রওনা হইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সময় কাহারও মুখের দিকে চাহে না, অনন্ত কাল হইতে কাল অনবরত বহিয়া চলিয়াছে।

সেদিন অতি প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হইতেই মনে পড়িল বাবা আজ দার্জ্জিলিং চলিয়া যাইবেন। বাবাকে হয়ত আর কত দিন দর্শন পাইব না মনে করিয়া দুঃখ না হইয়া অনবরত কেবলই মনে হইতেছিল—"তিনি এসেছিলেন,—পুনরায় আস্‌বেন্ বলেছেন," যতই এই কথাটী মনোমধ্যে চলিতে লাগিল ততই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজে বলেছেন এখানে এসে তাঁ'র নাকি কোন অসুবিধা হয় নাই।

প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাপনান্তে উপরে বাবার নিকট গেলাম। জ্যোছনামাতা পূর্ব্বেই বাগানের পুষ্প লইয়া গিয়া গৌরাঙ্গ প্রভুর

মূর্ত্তিটি সজ্জিত করিয়াছিল এবং গন্ধরাজ পুষ্প দ্বারা বাবার নিমিত্ত মাল্য রচনা করিয়া বাবার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। বাবা গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া হোমাগ্নি বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সকলের প্রণাম ও চরণামৃত লওয়ার পর প্রাতঃকালটি কাটিল জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের জ্ঞান-পিপাসার রসদ যোগাইতে। পরে বাবা হাত মুখ ধুইয়া সেবায় বসিলে আমি ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে করিয়া নীচে আনিয়া আহারে বসাইলাম। তাঁহারা আহার অন্তে উপরে গমন করিলে সাবিত্রী দিদি সহ আমরা বাবার প্রসাদ পাইলাম। দিদি তাঁহার অভ্যাস এখানেও বজায় রাখিয়াছেন। ঐযে দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র বাবার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, রাত্রে আর জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিবেননা। প্রাতে সামান্য দুগ্ধ পর্য্যন্ত নয়।

বাবার বিশ্রামের পর যখন দ্বিতলে বাবার নিকট গমন করিলাম তখন দেখিলাম সাবিত্রী দিদি সকল দ্রব্যাদি উঠাইয়া রওনা হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। দেখিলাম বাবার বসিবার নূতন আসনখানি এবং কুশানগুলি উঠান হয় নাই। বলিলাম. "দিদি, একি? বাবার এ দ্রব্য গুলি যে পড়িয়া রহিল?" দিদি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাবা মৃদু হাস্যে বলিলেন, "মা, ওগুলি এখানেই থাকুক। ঐগুলির নিমিত্ত আবার আমার এখানে আসিতে হইবে।"

ট্রেনের সময় হইলে আমরা বাবাকে লইয়া মোটারে এবং সাবিত্রী দিদির প্রচুর মালপত্র সহ যে তিনখানি পালকী গাড়ী গেল তাহাতে সমস্ত আত্মীয়স্বজন ষ্টেশনে চলিল। ট্রেনের কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া বাবাকে কিছুক্ষণ Waiting room এ বসান হইল। ঐসময় বাবা সহাস্য মুখে বালকদের হস্তে মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ রেণুকা বাবাকে "ওঁ" লিখিয়া একখানি রুমাল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। উহার এম্‌ব্রয়ডারি শিল্পকার্য্য বেশ ভাল হয়। আমার কনিষ্ঠা কন্যা প্রফুল্লমাতা বাল্যকাল হইতেই শিল্প-কার্য্যে অতিশয় সুদক্ষ। আজ কথাপ্রসঙ্গে বাবাকে তাই বলিলাম, "বাবা, প্রফুল্‌মাতা যখন কোনো নূতন শিল্প প্রস্তুত করে তখন আমাকে আনিয়া উহা দেখাইয়া প্রণাম করিয়া বলে—"মা, তুমি রত্নগর্ভা।" তাই বলি "বাবা, এবার প্রফুল্‌মাতা একটি—গৈরিক স্লিপে্‌াভার প্রস্তুত করিবে। আর আমি বাবার হস্তস্থিত এই ঝোলাটীর মত একটী ঝোলা প্রস্তুত করিব। বাবা দেখিয়া বিচার পূর্ব্বক বলিবেন কোন্‌টী অধিক সুন্দর হইয়াছে। আমি রত্নগর্ভা কিম্বা আমার মা রত্নগর্ভা এইবার বাবা তাহা স্থির করিয়া দিবেন।"

ষ্টেশান কাঁপাইয়া ট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে লাগিল। আমরা বাবাকে লইয়া ট্রেনের দিকে চলিলাম। সতীশ মালপত্র উঠাইবার দিকে গেল। সাবিত্রী-দিদি বাবার আসন বিছাইয়া বাবাকে ট্রেনের সিটে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। ঈশ্বরদী পর্য্যন্ত বাবা এই ট্রেনে যাইবেন। তৎপর বাবা অন্য ট্রেনে বদ্‌লি হইবেন। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নি কুন্দবালা আমার নিকট প্রস্তাব করিল ঈশ্বরদী পর্য্যন্ত তাহারা বাবাকে পৌছাইয়া দিবে। তাহার অঞ্চল হইতে সে আমার ভাণ্ডারের চাবিটী খুলিয়া আমার দ্বারবান সরযূর হস্তে দিয়া দিল। বলা বাহুল্য ১৭।১৮ জন ভক্ত ও ঈশ্বরদী যাইবে বলিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল। তখন সাবিত্রী-দিদি আমার হাত ধরিয়া ট্রেনে উঠাইয়া লইলেন। বলিলেন, "আপনিও চলুন।" বিস্মিত হইয়া দিদিকে বলিলাম "সেকি, এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ? আমাকেও কি দিদি সাধু বানাইতেছেন?" বাড়ীঘর অগোছাল

রাখিয়া, কাহার উপর কোন ভার না দিয়াই বাবার সহিত সকলে মিলিয়া আনন্দ করিয়া চলিলাম। প্রফুল্লমাতার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বারিধি ভূষণ মজুমদার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াই আসিয়াছিল, তাহার এখন কয়মাসের ছুটী সুতরাং সে বাবার সহিত এক মাসের জন্য দার্জ্জিলিং চলিল। ট্রেনের ফ্যান্ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে তাহার বাক্সটী খুলিয়া তন্মধ্য হইতে যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া উহা মেরামত করিয়া চালাইয়া দিল।

আমি ঘামিয়া গিয়াছি দেখিয়া সেবাপরায়ণা সাবিত্রী-দিদি তোয়ালেখানি ভিজাইয়া আনিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। আমি দিদিকে বলিলাম, "দোহাই তোমার, গৃহে তুমি Host এর পার্ট act করিলেও এখানে আমায় রেহাই দাও। আমি একটু বাবার নিকট বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে জপ করিয়া লই।"

৩।৪টী ষ্টেশন বাবার সহিত সকলে বেশ আনন্দের সহিত চলিলাম। আড়ানী ষ্টেশানে ট্রেনখানি থামিলে দেখা গেল রাজসাহী অভিমুখী একখানি Passenger ট্রেন তথায় দণ্ডায়মান। বাবা বলিলেন, "মা, আমিতো ১২টা রাত্রির পরই দার্জ্জিলিং মেলে রওনা হইয়া যাইব। তারপর রাত্রিটী ঈশ্বরদীষ্টেশনে বসিয়া থাকিয়া কাটাইতে আপনাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইবে। সুতরাং আপনারা ঐ ট্রেনে রাজসাহী ফিরিয়া যান।" সাবিত্রী দিদিকে তিনি ঐ ট্রেনখানি ২।৩ মিনিট থামাইয়া রাখিবার কথা বলিয়া আমাদিগকে ঐ গাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বাবার গাড়ীতে আমরা যে কয়জন ছিলাম সকলেই সন্ধ্যার সময় রাজসাহী ফিরিয়া আসিলাম বটে কিন্তু কুন্দ ভগিণী এবং আরও ৭।৮ জন ভক্ত ব্যক্তি বাবার সহিত ঈশ্বরদী পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা আসিয়া রাজসাহীতে

পৌঁছিল এবং কলহাস্যের সহিত রাত্রির বিবরণ আমাকে শুনাইল। যদিও রাত্রে উহাদের ষ্টেশনে একটী বর্ষাতির উপর বসিয়া কোন প্রকারে কাটিয়াছে কিন্তু যতক্ষণ বাবা তথায় ছিলেন ছেলেরা বাবাকে কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছে, উহাদিগকে বাবা কত খাবার দিয়াছেন, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের হরলিক্স ফুড খাইতে দিয়াছেন ইত্যাদি কত কথা বলিয়া তাহারা শুনাইল। কয়েকদিন অনবরত সকলের মুখে শুধু বাবার কথাই চলিল।

## দার্জ্জিলিং এর পত্র ঃ—

Enes Lodge
Darjeeling
7|5|46

স্নেহময়ী মা! তিনদিন আপনাদের অনুপম স্নেহ, সমাদর, যত্ন ও আতিথ্যপূর্ণ পুণ্য বাতাবরণের ছায়ায় দিনাতিপাত করিয়া মধুর আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ মিলনের অবসানে মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া অবধি সর্ব্বদাই আপনাদের কথা মনে পড়িতেছে। আমরা গতকল্য রাত্রে ঠিক সময়েট্রেনে উঠিয়াছি এবং এখানেও বেলা ১১৷৷টার সময় পৌঁছিয়াছি। শিলিগুড়ি ও এখানে লেডি সরকারের কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত থাকিয়া খুব আদর অভ্যর্থনা ও যত্ন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। বাড়ীখানিও খুব মনোরম ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। গতকল্য আপনাদিগকে

আড়ানীতে নামাইয়া দিয়া হয়ত আপনাদের ক্লেশবহুল রাত্রি যাপনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ দিয়াছি, কিন্তু তদবধি এ পর্য্যন্ত কেবলই মনে হইতেছে যেন কত আপন জনের নিকট হইতে কত বিদেশে কত পরজনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

কল্য ষ্টেশানে কুন্দমা এবং আর সকলের সঙ্গে বেশ আনন্দে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে। আপনারই তো অনুজা, তাই কুন্দমা'র হৃদয়টী যে কত স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মভাবনায় পূর্ণ তাহা এবার খুব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি আপনার বাহিরের ভাণ্ডারের ভার ও চাবী যেমন পেয়েছেন তেমনই গুরুমহারাজের অন্তর-ভাণ্ডারের ধন হইতেও বঞ্চিতা নহেন তাহা এবার বেশ বুঝিয়াছি।

শ্রীমান বারিধি ভাল আছে। দ্বিতলে স্বতন্ত্র বাথরুমযুক্ত কামরাতে আমার নিকটেই সে আছে। তাহার নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। সকলের কুশল দিবেন। সতীশ বাবু ও বাড়ীর ছোট থেকে বড় পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের কত যত্ন ও সমাদর করেছেন তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ধন ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমগ্র পরিবারটী কৃতার্থ হইয়াছে বুঝিলাম। আপনি, জ্যোছনা মা, প্রফুল্ল-মা, কুন্দ-মা এবং সতীশবাবু সকলেই আমার প্রীতি আশীর্ব্বাদ জান্‌বেন। ইতি—

বাবার আর একখানি পত্র এইরূপ—"Enes Lodge" Darjeeling. 12. 5. 46.

স্নেহময়ী মা!

আপনার দুইখানি পত্র পাইলাম। এখানে প্রায়ই বর্ষা ও কুয়াশা লাগিয়া আছে, বোধহয় আরও পূর্ব্বে আসিলে অধিকতর স্থানটী উপভোগ্য ও অবস্থান লাভজনক হইত। পারিপার্শ্বিক ঘটনায় আসিতে

বড় বিলম্ব হইয়া গেল। তবুও বৈকালে প্রায়ই আকাশ পরিস্কার থাকে, আমারাও প্রতিদিন নূতন নূতন স্থান ও রাস্তায় বেড়াই। শ্রীমান বারিধি খুব আনন্দে ও কুশলে আছে। যখনই যেখানে যাইতেছি আপনাদের কথা মনে জাগিয়া উঠিতেছে। তিনদিনের আনন্দ, সমাদর, যত্ন এবং আপনাদের আধ্যাত্মিক বাতাবরণের মধুর স্মৃতি অন্তরে অভিনব আত্মপ্রসাদ জাগাইয়া রাখিয়াছে।

সাবিত্রী মায়ী আগামীকল্য সপরিবারে এখানে আসিবেন এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন। প্রমোদবাবুর (আঠার বাড়ীর জমিদার) জ্যেষ্ঠা কন্যা, স্বামী ও দুইটী ছোট কন্যাসহ এই বাসাতেই আসিয়া উঠিয়াছেন। বাড়ীখানি বেশ বড়, বিধায় কোনও অসুবিধা হইবে না মনে হয়। আশা করি আপনার হাতের ব্যথা উপশম হইয়াছে। সকলে আমার প্রীতি আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি—"

শ্রীমান বারিধির পত্রে অবগত হইলাম বাবা দার্জ্জিলিংয়েও রাত্রে কীর্ত্তন করিতেছেন। তথায় সকলে বেশ আনন্দে রহিলেও গুরুদেবের তিরোধান উৎসব নিমিত্ত বাবাকে মে মাসেই করণীবাদ আশ্রমে ফিরিতে হইল। তথায় উৎসব কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সমাপন অন্তে বাবা পুনরায় পুরী রওনা হইলেন। তথা হইতে ২৫।৬।৪৬ তারিখে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

"অমূল্যধাম"
পুরী
25. 6. 46.

স্নেহময়ী মা! আপনার ৮।৬ ও ১৬।৬ তারিখের দুইখানি পত্রই পাইয়াছি। এখানে আসিয়া অবধি আপনার মনের অনুকূল এখানকার

বাড়ী, সৎসঙ্গ ও ধার্ম্মিক বাতাবরণের মধ্যে বারংবার আপনার অনুপস্থিতি এবং সান্নিধ্য অভাবের কথা মনে পড়িতেছে। যদি এই রথের সময় এখানে আসিতেন তবে খুবই আনন্দ লাভ করিতেন। হয়ত আর জীবনে অবকাশ হইবে না। আমরা ১৪ই তারিখে এখানে আসিয়াছি। আগামী ৮ই জুলাই কলিকাতায় ফিরিয়া দুইদিন তথায় থাকিয়া ১১ই জুলাই দেওঘর যাইব মনস্থ করিয়াছি, কারণ ১৪ই জুলাই, গুরুপূর্ণিমা।

আমরা এবারও গত বৎসরের মত অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহণের সময় কাঁশী যাইব। যাহাতে আপনি প্রস্তুত হ'ন সেই নিমিত্ত কয়েক মাস পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিলাম।

এখানে প্রাতে ১১টার সময় ভাগবত পাঠ, বৈকালে চৈতন্য ভাগবত পাঠ, রাত্রে কীর্ত্তন হইতেছে। রথ উপলক্ষ্যে আমার আসা নিমিত্ত করিয়া এই বৃহৎ বাড়ীখানিতে বহুলোক আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। লেডী-সরকার সকলের আতিথ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতি চমৎকার তাঁর অন্তঃকরণ। জগবন্ধু জরাক্রান্ত হইয়া মন্দিরে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছেন। রথ যাত্রার দিন নবকলেবর হইয়া বাহির হইবেন জানিলাম। সমুদ্র স্নান গ্রহণের দিন রাত্রিতেই মাত্র হইয়াছিল। হোম ঘরেই হয়। বাড়ীখানি একেবারে সমুদ্রের উপর, অতি নির্জ্জন।

৺জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার প্রসাদ, অঙ্গবস্ত্র এবং নির্ম্মাল্য পাঠাইলাম।

আপনি, শ্রীমান সতীশ, তাঁর পুত্র প্রভাত, কুন্দমা সকলে আমার প্রীতি আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি—

আর একখানি পত্র এইরূপ—

C/o, রাজা কিশোরী গোস্বামী
"অমূল্যধাম"। পুরী।
2.7.46.

স্নেহময়ী মা! আপনার পরম শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রেরিত, মাতৃস্নেহ বাৎসল্য রসপুষ্ট আমের বর্‌ফিগুলি গত পরশ্ব পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম, সেইদিন হইতেই প্রতিদিন ইহা সেবা করিতেছি।

মা, আপনাকে ভুলিতে পারি না, মেয়েদের অপেক্ষা মা ও ভগিনীর মূল্য অনেক বেশী, স্থান ও সম্বন্ধ আরও অধিক উর্দ্ধে অবস্থিত। এখানে সময়াভাব এবং কথঞ্চিৎ কর্ম্মব্যস্ততায় পত্র লিখিবার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের এই বাসাখানি ঠিক সমুদ্রের উপরেই অবস্থিত। ইলেট্রিক্‌লাইট্ স্তোনিটারী সবই আছে।

আমরা গত পরশ্ব রথযাত্রার সব কৃত্যগুলি খুব আনন্দের সঙ্গে করিয়াছি। একে একে এই ধর্ম্মশালাটীতে ৫০ জনেরও অধিক লোক আসিয়াছে। ৺কাশীর কাতুমা, দেওঘরের অনিলামায়ী, সাবিত্রীমায়ী, লেডি সরকার, প্রাণকৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকটী সাধু আসিয়াছেন। সে দিন মন্দিরে আহার হইল। পুরীতে আমরা পুনঃ রথযাত্রা পর্য্যন্ত থাকিব ঠিক করিয়াছি। দেওঘরে আশ্রমে গুরুপূর্ণিমার পূর্ব্বেই ১২ই তারিখে ফিরিব। প্রতিদিন এখানে পাঠ, কীর্ত্তন হইতেছে। ৺সত্যনারায়ণ পূজা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণে আপনাদের নিয়ত কল্যাণ কামনা করি। আপনার ন্যায় পরমা তপস্বিনী ভক্তিমতী সাধিকার তিনি আশ্রয়। সকল কঠোরতম পরীক্ষা তাঁহার

কৃপাবলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলে আমার প্রীতি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—"

বাবা পুরীর "অমূল্য ভবন" হইতে শ্রীমতী জ্যোছনা মাতাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন।

"স্নেহের মা জ্যোছনা! তোমার পত্রখানি আমি আজ ৫দিন হইল পাইয়াছি। এখানে আসিয়া অবধি তোমাদের কথা কত বারই না মনে উদয় হইতেছে। তোমার আদর্শ পিতা-মাতার সরলতা এবং ধর্ম্মের প্রসাদ তোমাদের অন্তঃকরণে কিরূপ কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলে উপলব্ধি করিলে আমার চিত্তটী আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তুমি যে মা রাধারাণীর দয়াতে অনুক্ষণ আনন্দ লইয়া আছ, তাহা সাংসারিক অতুল ঐশ্বর্য্যে ও বিভবের মধ্যে পাওয়া যায় না। ঐটী শ্রীভগবানের নিজস্ব দান। ইহা জগতের মূল্য বিনিময়েও পাওয়া যায় না। তোমার জীবনের এই অভিনব গতি যেন লক্ষ্যে যাইয়া সিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করে।

বারিধি অনেকদিন নিকটে থাকায় তাহার উপর একটা মমতা পড়িয়াছে। তাহার অভাবটীও এখানে উপলব্ধি করিতেছি। এবার আমি কলিকাতায় ফিরিয়া মাত্র ২দিন তথায় থাকিব। আশাকরি সে সময় কলিকাতায় কীর্ত্তন কালে সাক্ষাৎ হইবে। দিঘাপতিয়ার বড় রাণীমা কেমন আছেন? তাঁহার প্রাণঢালা উদার স্নেহ, সরলতা, নিরভি মানিতা সর্ব্বদাই মনে হয়। এমন পবিত্রচেতা সাধিকার সন্ধান খুব কমই পাইয়াছি। তাঁহাকে আমার সংবাদ জানাইও। তিনি স্নেহলতা মায়ীর নিকট যে বস্তু দিয়াছিলেন তাহা আমি পাইয়াছি। স্নেহাশীর্ব্বাদ

জানিবে। দ্বারকাধীশের চরণে তোমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। আবার পত্র দিও। ইতি—”

৺কাশীতে গিয়া বাবার পবিত্র সঙ্গ গুণে এবং অবিরাম সৎসঙ্গে যখন হৃদয় হইতে শোক, তাপগুলি ক্রমশঃ অপসৃত হওয়ায় প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম, তখন বাবাকে একদিন প্রশ্ন করিলাম “বাবা, এ আনন্দস্থায়ী হয় কি সে ?” তিনি বলিলেন—“মননের দ্বারা।” এই মননের ফলেই “কুম্ভমেলা সাধুসঙ্গ”, “কৈলাসপতি”, ও “মহাতাপস”এর সৃষ্টি। এই মননের ফলেই “৺কাশীরস্মৃতি”র উদ্ভব। এই বৃদ্ধ বয়সে, শোকে, তাপে জর্জ্জরিত হৃদয়ে এত ঝড়, ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করত আবার যে তীর্থ ভ্রমণ, গুরুপাঠ দর্শন, সাধুমহাত্মাদের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইব এ-আশা আর ছিল না।

গুরুকৃপায় সবই সম্ভব। তাই আজ বজ্রাহত শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জুরিত হইতে দেখিয়া, অসীম গুরুকৃপা উপলব্ধি করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। সর্ব্বশেষে আজ শ্রীগুরুচরণে, তাঁহার ভক্তবৃন্দের চরণে, আমার দেবোপম পতিদেবের চরণে, এবং সাধু মহাত্মা ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের চরণে পুনঃ পুনঃ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি। হংস যেরূপ নীরত্যাগ করিয়া ক্ষীরই গ্রহণ করে আশাকরি সুধী জনমণ্ডলী এ গ্রন্থের দোষ, ত্রুটী ত্যাগ করত ইহার সার অংশই গ্রহণ করিবেন।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!

# দ্বিতীয়খণ্ডের পরিশিষ্ট

## বাবার ফুলঝুরি পাহাড় ভ্রমণ

পর সালে—অর্থাৎ ১৩৫৩ সালের ২০শে পৌষ, শনিবার লালকুঠী হইতে করণীবাদ আশ্রমে চলিলাম বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ মানসে। তথায় পৌছিয়া শুনিলাম বাবা মাত্র ১৫।১৬ মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার মোটারে অন্তরঙ্গ ব্রহ্মচারীবৃন্দসহ ফুলঝুরি নামক পাহাড় ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। শুনিলাম করণীবাদ হইতে ২৬ মাইল দুরে এই পাহাড়টী অবস্থিত। পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই, বিশেষতঃ এই কিছুদিন পূর্ব্বে বাবা ভক্তগণসহ তপোবন গিয়া ৺তপোনাথজী পূজা করিয়া আসিয়াছেন, আবার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ত্রিকুট পাহাড় ভ্রমণে গিয়া শিষ্য-শিষ্যাসহ তথায় বন-ভোজন করিয়াছেন। সেই সকল গল্প বাবার শিষ্যাগণের মুখে শ্রবণ করত ঐ আনন্দের অংশ পাইবার সাধ মনে জাগ্রত হইয়াছিল। শুনিলাম পাকুরের রাণী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মোটারে তাঁহার সহিত সাবিত্রী দিদিও বাবার অনুসরণ করিয়াছেন। আশ্রমের দু'খানি গোযানে শেষ রাত্রে খাদ্যাদি দ্রব্য, রন্ধন উপযোগী বর্ত্তনাদি, সতরঞ্চি প্রভৃতি লইয়া পাচক ব্রাহ্মণগণ রওনা হইয়া গিয়াছে। এখন দুইখানি বৃহদায়তন বাস্ (bus) রওনা হইবে—আশ্রমস্থ ব্যক্তি ও গুরুভ্রাতা ভগিনিদের লইয়া। একখানি বাস্ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় গন্তব্য স্থানে রওনা হইয়া গেল। অপর খানির সাম্নের সিট হইতে প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী এবং যুগল মন্দিরের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ফণীবাবু আহ্বান করায় আমি বাস্ মধ্যে উঠিয়া এক পাশের একটী ছোট্ট সিটে উপবেশন করিলাম।

অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যাত্রা, কখন যে পুনরায় ফিরিব তাহার নির্ণয় নাই; সুতরাং আমার পুরাতন দ্বারবান সরযূকেও বাসে উঠিয়া বসিতে বলিলাম। কাঠের পাটাতনের উপর প্রকাণ্ড সতরঞ্চি বিছান ছিল এবং অর্দ্ধেকটা স্থান তখনই লোক দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণপরে নিভাননী দিদি পুত্র সত্যেনসহ, শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার ঘোষ বালক পুত্রসহ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (ওরফে মণিবাবু) এবং "মহাতাপস" গ্রন্থপাঠে মুগ্ধচিত্ত জনৈকা বৃদ্ধা মায়ী আসিয়া বাসে বসিলেন। পরে জানিলাম, ইনি আমার গুরু-ভগিনি। অপর দিকের সিটে কলিকাতার ডাক্তার লেনের "হেম কুটীরের" অধিবাসী শ্রীযুক্ত মানিকলাল দে এবং তাহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সুবোধরঞ্জন দে উপবিষ্ট ছিলেন *। ক্ষণকাল মধ্যেই বাস্‌খানিতে আর তিল মাত্র স্থান রহিল না, কারণ বাবা যখন যেখানেই যান না কেন বাবার সহিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গমন করিয়া থাকেন। পরিপূর্ণ বাসখানি তখন ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

পথের দুই দিকের দৃশ্য বড় চমৎকার। উপরে সুনীল স্বচ্ছ গগন। দূরে দূরে অবস্থিত ছোট বড় পাহাড়গুলির গাত্রে সবুজ বৃক্ষগুলি ধূসর বর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। রৌদ্রতপ্ত দিন। এদিক ওদিক মাঠে সবৎস গাভীগণ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি স্বেচ্ছামত বিচরণ ও তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও ক্ষুদ্র জলাশয়। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র পল্লী। উহার সুপরিস্কৃত প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া

* শ্রীমান্ সুবোধরঞ্জন দে কীর্ত্তনে অদ্বিতীয় এবং এম, এ, বি, এল. এ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট। ইঁহার পিতা শ্রীযুক্ত মানিক লাল দে অতি সুগায়ক ও ধ্রুপদে অদ্বিতীয়।

বালক-বালিকা ও সাঁওতাল রমণীগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমাদিগের দ্রুতগামী বাস্‌খানি অবলোকন করিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই আঁকা বাঁকা অসমান মেটে পথ আরম্ভ হওয়ায় বাস্‌খানি মাঝে মাঝে সজোরে ঝাঁকি দিয়া উঠিতেছিল! শুনিলাম এই ২৬ মাইল পথের মধ্যে চারটী পার্ব্বত্য নদী পার হইতে হইবে। প্রথম নদীটা পার হইতেই যে প্রবল ঝাঁকি, তাহাতে বুঝিলাম মস্তকটী সযত্নে রক্ষা করা আবশ্যক। কারণ প্রথম বারেই কাহারও কাহারও মাথা বাসের কাষ্ঠের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয় নদীটী পার হইবার সময় এতই প্রবল ঝাঁকি দিল যে আমি সিট হইতে আসিয়া নীচে সতরঞ্চির উপর পড়িলাম। অপর ব্যক্তিদের অতখানি না হইলেও সকলেই কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইয়াছিলেন।

হঠাৎ এই প্রকার হওয়ায় কিছুক্ষণ হাসির তরঙ্গ বহিল। পুনর্ব্বার পড়িবার ভয়ে সিটের উপর না উঠিয়া নীচেই স্থান করিয়া লইয়া বসিলাম। অদূরে গিয়া বাস্ থামিলে কারণ অনুসন্ধানে দেখিলাম বাবা তাঁহার গাড়ী হইতে নামিয়া সহযাত্রীদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রথমে তাহা না বুঝিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলাম—"বাবা, এখানে কি নাব্‌তে হবে?" বাবা বলিলেন—"না মা উঠ্‌তে হ'বে।" শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার ঘোষ—বীণা দিদির সহোদর ভ্রাতা—আমাকে বলিলেন, "শুনিলেন ত? বাবা উঠ্‌তে হ'বে বলেছেন, নামা হ'বে না।"

প্রায় ১১টার সময় মোটার ও বাস্‌গুলি আসিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে বাবা নামিয়া ঝটিতি চলিলেন পাহাড়ের দিকে। পথ বন্ধুর, সুতরাং পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত মোটার পৌঁছাইতে পারে নাই।

আমরা সকলে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বাবার পদাঙ্গ অনুসরণ করিলাম। যদিও দ্রুত গমনশীল বাবার নাগাল পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু ক্ষণপূর্ব্বে বৃক্ষলতাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ পাহাড়ের কিয়ৎদূর উঠিয়া যথায় বাবা উপবিষ্ট হইয়া চরণ দুখানি রাখিয়াছেন তথায় বৃক্ষশাখাদি অবলম্বনে কোন প্রকারে উঠিয়া ঐ পবিত্র পদরজঃ গ্রহণ করিলাম। নামিবার সময় পদস্খলনের সম্ভাবনায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করায় বাবা হাসিয়া বলিলেন—"এখানে চরণ ধূলি নিতে এসে বিপদে পড়লেন।" আমি বলিলাম, "তা কেন? যে সুপবিত্র চরণ ধূলিতে সকল বিঘ্ন-বিপদ বিনাশ হয় তাহার স্পর্শে কি কখনো বিপদ হ'তে পারে?"

বাবার সুব্যবস্থায় অচিরে পাহাড়ের বৃক্ষলতাগুলি কাটিয়া স্থান পরিষ্কার করা হইল। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ মিত্র এবং আরও উৎসাহী দুই চার জন ব্যক্তি আরও অধিক ঊর্দ্ধে একটী অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে বাবার আসন বিছাইয়া হোমের নিমিত্ত স্থান করিয়া দিলে বাবা ঐ প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা হোম অন্তে ঐ ফোঁটা তাঁহার ত্রিপুণ্ড শোভিত, রক্ত-চন্দন-রেখাঙ্কিত সুন্দর ললাটদেশে ধারণ করিলেন। আমরাও সকলে ঐ হোমের ফোঁটা লইলাম। যখন বাবা হোম করিতেছিলেন তখন ঐ অগ্নি-শিখার উপরে যে কম্পমান বায়ু উঠিতেছিল আমি ঐদিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়াছিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রস্তরোপরি বাবার শিষ্য-শিষ্যা উপবিষ্ট হইয়া বাবার হোম দর্শন করিতেছিলেন। উৎসাহী ভ্রাতৃগণ কেহ, বা কোন বালক পাহাড়ের কিয়ৎদুর ঊর্দ্ধে উঠিতেছিলেন। পাহাড়ের নিম্ন প্রদেশে অপেক্ষাকৃত বায়ু-বিরল স্থানে বাবার পাচক ব্রাহ্মণ উনুন নির্ম্মাণ করত নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য—যথা খিঁচুরী, কপির ডাল্না, বেগুনের

ফুলোরি, টোমেটোর টক্, পাঁপর ভাজা প্রভৃতি রন্ধনে নিযুক্ত। কেহ বা দূর হইতে ভারে করিয়া জল বহন করিয়া আনিয়া দিতেছে। কয়েকটী উৎসাহী গুরুভগিনী সহ অনিলাদিদি প্রাতঃরাশের নিমিত্ত ফল ছাড়াইতে ছিলেন। হোম অন্তে প্রথমে বাবা সামান্য জলযোগ করিলে তখন অনেকেই জলযোগ করিলেন। তৎপর বিস্তৃত সতরঞ্চি বিস্তার করত কীর্ত্তন সভা বসিল। বাবা খঞ্জনী হস্তে উপবেশন করিলেন। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র লইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট হইলেন। সেই মধুস্রাবী সঙ্গীত-ধারা অবিরাম ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। একে বাবার অফুরন্ত ভাণ্ডার, তাহাতে কলিকাতার মাণিক লাল বাবু ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুবোধ রঞ্জন দে তাঁহাদের শিক্ষিত সাধা সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিপুল আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বাবা কীর্ত্তন গাহিয়া পরে পিতা-পুত্রকে ইঙ্গিত করিলে ঐ বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহিত যখন তাঁহারা অমৃতবর্ষী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝি সাঁওতাল বালকগণের সহিত বনচারী জীবজন্তুগণও ঐ সুউচ্চ প্রাণ মাতানো কীর্ত্তনে বিমুগ্ধ হইতেছিল।

২টা বেলার মধ্যেই আহার্য্য প্রস্তুত সমাপ্ত হইল। পাহাড়ের পাদদেশ পরিষ্কৃত করিয়া জল ছিটাইয়া সালপাতা ও মাটির গেলাস দেওয়া হইলে বাবা শিষ্যমণ্ডলীসহ দণ্ডায়মান হইলেন। ডাহিন দিকে ভ্রাতৃবৃন্দ ও কিঞ্চিৎ দূরে বাম দিকে ভগিনিগণ গিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবেশন করিলে বাবা স্বয়ং সহাস্য বদনে সকলকে আহার্য্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অতি ক্ষিপ্রহস্তে অতগুলি ব্যক্তিকে পরিবেশন অন্তে বাবা স্বয়ং মাঝখানিতে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইয়া আহার্য্য গ্রহণ

করিলেন। বাসনে খাবারগুলি সজ্জিত রহিলেও বাবা একখানি সাল পত্রে উহা তুলিয়া লইয়া আহার করিলেন। তৎপর তিনি উৎসাহ যুক্ত হইয়া প্রান্তরের পরপারে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়টিতে উঠিবার নিমিত্ত রওনা হইলেন। উৎসাহপরায়ণ কয়েকটি ভ্রাতাও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। পাছে বিলম্ব হইয়া যায় মনে করিয়া আমরা ধীরে ধীরে বাসের দিকে গমন করিলাম। ঐ দিক হইতে উজ্জ্বল গৈরিক বাস যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ দেখিলাম। উহা অদৃশ্য হইলে তৃণোপরি উপবিষ্ট হইয়া ভগিনিদের সহিত বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করিলাম। প্রায় ৫টার সময় বাবা পাহাড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে আগমন পূর্ব্বক আসিয়া স্বীয় মোটারে উপবিষ্ট হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া উপবেশন করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সাবিত্রী দিদিকে লইয়া আশ্রমাভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন; আমরা কিন্তু বাবার মোটারের পশ্চাৎ দিকেই রহিলাম। ঐ নিস্তব্ধ বন-ভূমি মুখরিত করত কয়েকখানি যান চলিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশীর চন্দ্রোদয়ের সহিত প্রকৃতি মাতার নূতন রূপ পরিলক্ষিত হইল। ধূলিকুয়াশাশূন্য নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় স্নাত প্রকৃতির পুলকিত অপরূপ সুন্দর শোভা মুগ্ধ নয়নে প্রাণ ভরিয়া দর্শন অন্তে জপ করিতেছিলাম। হঠাৎ বাসের গতিরোধ হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম বাবার মোটার খানির কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। নামিয়া গেলাম,—দেখিলাম বাবার ড্রাইভার বদ্রি নারায়ণ উহা মেরামতে নিযুক্ত, আর বাবা স্থির হইয়া মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান করিতেছেন। যদিও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুপূর্ণ ভীতিজনক স্থল, কিন্তু যে স্থানে স্বয়ং বাবা রহিয়াছেন সে স্থানে শঙ্কার কি আছে?

চন্দ্রালোকে প্লাবিত প্রান্তরের শোভা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করত বায়ুর প্রকোপ হইতে রক্ষা মানসে পুনর্ব্বার গিয়া মোটারে বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবার সুমধুর কীর্ত্তন ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় সকলে আকৃষ্ট হইয়া তথায় নামিয়া গেলাম। দেখিলাম ঐ চন্দ্র কিরণে অধ্যুষিত বিশাল মুক্ত প্রান্তর মধ্যে একখানি আসনোপরি খঞ্জনি হস্তে বাবা গোমুখী আসনে ঋজু ভাবে উপবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছেন। চতুর্দ্দিকে নির্ভীক শিষ্যমণ্ডলী ও ব্রহ্মচারীগণ বাবাকে চক্রাকারে ঘিরিয়া বসিয়া স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্র সহ বাবার কীর্ত্তনের দোহার দিতেছেন। বাবা গাহিতেছিলেন—

"পশিলে তোমার আহ্বান কাণে ঘুমাতে পারি কি কেহ,
ব্যাকুল হইয়া দ্রুত চলি যায়, সঁপি মন প্রাণ দেহ॥
রাজার তনয় হয়ে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাস লইল বরি।
বিপুল সম্পদ, স্নেহ মমতা রাখিতে নারিল ধরি॥
শ্রীচৈতন্যদেব ত্যজি গৃহ সুখ, স্নেহমায়া পরিহরি।
তব অনুরাগী হয়ে সর্ব্বত্যাগী প্রচার করিল হরি॥
দিবা নিশি ডাকো আয় আয় আয়, যার কাণে যায়, সেই ছুটে যায়,
সংসারের শত প্রলোভন তার বিরাগ রোধিতে নারে॥
যাহারে তোমার করুণা অপার, থাকেনা তাহার মোহ অন্ধকার,
শত আয়োজন ভরা এসংসার, তা'রে কি ভুলাতে পারে?
দ্রুত চলি যায় লক্ষ্য সাধিবারে ত্যজিয়া মমতা স্নেহ।
হইয়া পাগল তব সাধনায়, হো'ক না সংসার শত সুখময়,
তবু ধূলী সম ছেড়ে চলে যায় আনন্দে সুখের গেহ।
তোমার মোহন মূরতি-সাগরে ডালি দেয় নিজ দেহ॥

তারপর বাবা যখন কবিগুরু রবি ঠাকুরের এই সঙ্গীতটী গাহিলেন, তখন হৃদয় মধ্যে অমৃত মন্দাকিনী বহিতেছিল। বাবা গাহিলেন—

"আমার এ হিয়াখানি তোমারি চরণতলে
বিছায়ে দিয়াছি পথের মাঝে।
জীবনে মরণে সখা আমি যে তোমারি,
জীবন সঁপেছিতোমারকাজে॥
আমার নয়ন কোনে কাল কাজল রেখা
ধুয়ে যায় নয়ন জলে।
নিতি আসে নিশীথিনী ঘুমের পসরা নিয়ে
নিতি ফিরে যায় বিফলে॥
দিবস যামিনী মোর পূজায় কাটিয়া যায়,
ধ্যানে তোমার বাঁশরী বাজে।
ভুবন ভরিয়া মোর গগন ছাপিয়া আলো
তোমার রাগিনী হৃদয়ে রাজে॥"

প্রায় ১।।০ ঘণ্টা চেষ্টার দ্বারা বাবার মোটারখানি মেরামত হইয়া চালু হইলে বাবা স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। বাবার মোটার অগ্রে লইয়া তখন আমাদের bus দু'খানি চলিল। প্রায় ৯।।০টা রাত্রে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাবা তাঁহার শয়ন-মন্দিরে চলিয়া গেলেন। ফণীবাবু bus হইতে সতরঞ্চি ও দ্রব্যাদি নামাইয়া লওয়াইলেন। অত রাত্রে যশিডি প্রত্যাবর্ত্তন অসুবিধা জনক ও কষ্টকর বোধে রাত্রিটী সাবিত্রী দিদির আদর যত্নে "সীতা কুটীরে" তাঁহার নিকট আনন্দে কাটিল। বাবার মোটার বিগড়ান উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান যে আমাদের কতখানি কীর্ত্তনানন্দ প্রদান করিলেন, তাহা সাবিত্রী দিদির নিকট মহানন্দে গল্প করিলাম।

পর দিবস প্রাতঃকালে পূজনীয়া শ্রীযুক্তা চারুশীলা দিদির তরফ হইতে যুগোল মন্দিরের ম্যানেজার প্রসাদ পাইতে বলায় প্রাতঃকাল হইতে ১টা বেলা পর্য্যন্ত "ধ্যান কুটীরের" বারান্দায়—সেই পুণ্য পীঠধামে সেই পুণ্য তীর্থস্থানে বাবার কীর্ত্তন শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। অদ্য কাশীধাম হইতে শ্রীমান গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় আসায় ঐ আসরে সে উপস্থিত থাকায় বাবা তাঁহাকেও ইঙ্গিত করায় সে মাতৃনামে আসর জম্‌কাইয়া তুলিয়াছিল। বলা বাহুল্য সুবোধ ও তাঁহার পিতা ঐ সভায় প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সুবোধ—"ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্ল্লভ" কীর্ত্তনটী ভাবের সহিত প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাবধি গাহিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে কীর্ত্তন অন্তে যখন ফণী বাবু ঘোষণা দিলেন অদ্য রাত্রে যুগল মন্দিরের নাট-মন্দিরে বাবার কীর্ত্তন হইবে তখন সে প্রলোভন ত্যাগ করাও আমার পক্ষে কঠিন হইল। সমস্ত দিনটী আনন্দে কাটাইয়া সন্ধ্যা বন্দনা অন্তে রাত্রে পুনরায় যুগোল মন্দিরের আলোকোজ্জ্বল সুবিস্তৃত নাট মন্দিরে বাবার কীর্ত্তনের আসর বসিল। বাবার মুখের অতুলনীয় কীর্ত্তন, সুবোধ ও তাঁহার পিতার সুমধুর সঙ্গীত-সুধা পানে বিমোহিত হইয়া সেদিন রাত্রিটীও "সীতা কুটীরে" বাস করত ফুলঝুরি পাহাড়ের পবিত্র আনন্দপ্রদ মধুর স্মৃতি বক্ষে করিয়া পর দিন যশিডি "লাল কুঠিতে" প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

# কলিকাতায় নব-বর্ষ

১৩৫৩ সালের শীতকালে শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজ ছিলেন যশিডিতে তাঁহার কৈলাস আশ্রমে। বড়দিদি কলিকাতা হইতে মাঘ মাসের মাঝামাঝি যশিডির "লালকুঠী"তে গমন করিলেন। উদ্দেশ্য গুরুদর্শন, গুরুসেবা, সাধুসন্ত দর্শন এবং বাবার কীর্ত্তন শ্রবণ করা। ফাল্গুনমাসে বাবার মহারুদ্র যজ্ঞকালে তিনি রাজসাহীতে আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন প্রতিবন্ধক থাকায় সে সময় আমি তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। তিনি চৈত্র মাসের প্রথমে যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত বম্বে গমন করিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন এবং মঞ্জুরাণীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। বড়দিদি কলিকাতায় পৌছিয়া ঐ সংবাদ দিয়া আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করত তার করিলেন। এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা আমার অসম্ভব, সুতরাং ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, বুধবারে আমি কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম। মঞ্জু বহিনের গৃহে বড়দিদিসহ কয়েকদিন প্রত্যহ গিয়া শ্রীশ্রীহংস মহারাজকে দর্শন এবং তাঁহার অজ্ঞান ধ্বংসকারী আত্মার কল্যাণকর উপদেশগুলি শ্রবণ করত্ পরম তৃপ্ত হইলাম। তিনি ২৫শে মার্চ্চ প্রাতে এয়ারোপ্লেনে (Aeroplane) যখন বম্বে রওনা হইলেন তখন দম্‌দমে বিমান বন্দরে (Air-port) বড়দিদিসহ উপস্থিত হইয়া আমরা তাঁহাকে বিদায় অভিবাদন করিলাম। বাবা আরও কয়েকজন সহযাত্রী সহ এয়ারোপ্লেনে

গিয়া উঠিলে আমরা ঐস্থানে কিছুক্ষণ রহিলাম। প্রথমে এয়ারোপ্লেনখানি কিয়ৎদূর উত্থিত হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিল। তৎপর ঘুরিয়া গগনমণ্ডলের বায়ুস্তর মথিত করিয়া মহাশব্দে বায়ুবেগে আমাদের মাথার উপর দিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। শুনিলাম একবার দ্বিপ্রহরে প্লেনখানি এলাহাবাদ নামিবে। তৎপর অদ্যই অপরাহ্নে শ্রীশ্রীহংস মহারাজ বম্বে পৌঁছিবেন।

এবারেও, অর্থাৎ ১৩৫৪ সালে বাবা পুরী যাইবেন। রাজসাহী থাকা কালীন বাবার যে পত্র পাইয়াছিলাম তাহাতে বাবা লিখিয়াছিলেন তিনি ২৮শে বা ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং আমি যেন তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতা পৌঁছি—এ কথাটী লিখিতে তিনি ভুলেন নাই। চারদিন প্রতীক্ষার পর ২৯শে মার্চ্চ বাবা কলিকাতায় পৌঁছাইলেন বটে কিন্তু তখন কলিকাতায় পুনর্ব্বার দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া গেল। 'সাবধানের বিনাশ নাই', বিশেষতঃ বড়দিদির পুত্রগণ অধিক সতর্ক। 'হঠাৎ বিপদ ঘটিতে পারে' বলিয়া তাহারা বিশেষরূপে আপত্তি প্রকাশ করায় ৫।৬ দিন বাবার দর্শন সৌভাগ্য অদৃষ্টে ঘটিল না। প্রথম আসিয়া বাবা ছিলেম ২৭বি, বিডন রো তে, বিনোদিনী মাতার গৃহে। তথা হইতে স্নেহলতাদিদি বাবাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া দুই তিন দিন রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য স্নেহময়ী স্নেহলতাদিদি বাবার প্রসাদ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। তারপর বাবার শুভ পদার্পণ হইল আঠারবাড়ী হাউসে। শ্রীযুক্ত প্রমোদ রায়চৌধুরী এবং তাহার সহধর্ম্মিণী গৃহকর্ত্রী শ্রীযুক্তা বীণাপাণী দেবীর গুরুভক্তি এবং বাবার শিষ্য-শিষ্যা অভ্যাগতগণের প্রতি সশ্রদ্ধ মিষ্ট ব্যবহার অনন্য সাধারণ। ঐ গৃহে প্রত্যহ প্রাতে ১০টা বেলা হইতে ১টা অবধি এবং

রাত্রি ৮টা হইতে ১০।।০ টা পর্য্যন্ত বাবার সেই সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। রাত্রে কারফিউ থাকিবার জন্য আমরা বাড়ীতে বদ্ধ থাকিতাম বটে কিন্তু প্রাতের ঐ কীর্ত্তন শ্রবণ সুখ হইতে কোন ক্রমেই নিজেকে বঞ্চিত রাখিতে পারি নাই। বিশেষতঃ কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলটী উপদ্রব বিহীন। বড়দিদির আগ্রহে তাঁহার সহিত প্রত্যহ কীর্ত্তন শুনিতে যাইতাম। এবার তথায় ডাক্তার লেনের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মানিকলাল দে ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুবোধরঞ্জন দে ঐ বিরাট আসরে যোগদান করায় আসরটি আরও অধিক জমিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত শচীন মিত্রের পুত্র ভীষ্ম হারমোনিয়াম বাজাইয়া মাঝে মাঝে সঙ্গীত গাহিতেন। বাবার বাম ধারে বেহালা, মৃদঙ্গ, খঞ্জনী প্রভৃতি হস্তে অন্যান্য ব্যক্তি এবং দোহার ধরিতেন প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী, নগেন ব্রহ্মচারী ও বাবার অন্তরঙ্গজন! ঐ দিকেই শিষ্যগণ এবং দক্ষিণ ধারে শিষ্যাগণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১লা বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল, নূতন বর্ষ। বড়দিদির কনিষ্ঠপুত্র কুমার শুভেন্দু প্রকাশ রায় সেদিন আমাদিগকে মোটার ড্রাইভ করিয়া বাবার নিকট লইয়া গেল। বাবা থাকিতেন তেতালায়। উহারই পার্শ্বে বড় গৃহখানিতে বাবার কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের রঙ্গিন চিত্রখানির নিম্নে সুকোমল গালিচাপরি পুরু আসন বিছাইয়া বাবার বসিবার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। দুইধারে পুষ্পাধারে স্তবকে স্তবকে নানাবিধ পুষ্প ও ধূপাধারে অগণিত সুগন্ধি ধূপশলাকা। আসনের দক্ষিণ ধারে বৃহৎ রৌপ্য থালায় নানাপ্রকার মিষ্টান্ন সুন্দর সিল্কের কভারে আচ্ছাদিত। বামধারে বাবার কণ্ঠে যে ভক্তদত্ত বিবিধ প্রকার পুষ্পের মাল্যগুলি পূর্ব্বে প্রদান হইয়াছিল উহা স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়াছে।

গৃহখানি হাস্যময়, গন্ধময়, আনন্দময়। প্রমোদবাবু অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত স্বয়ং তথায় উপস্থিত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীচে গাড়ীবারান্দা হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন। গৃহ-কর্ত্রী সহাস্য বদনে সকলকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করত বসাইতেছেন। সেদিন নব-বর্ষ উপলক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই নানাবিধ ফল, সন্দেশ, পুষ্প-মাল্য, প্রণামী লইয়া বাবার শ্রীচরণে প্রদান করিতেছেন। সকলের প্রণাম সমাপনান্তে ও সকলের ভক্তিভরা-অর্ঘ গ্রহনান্তর বাবা মধুর কণ্ঠে গাহিলেন—

"বিমল প্রভাতে সবে মিলি সাথে বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
যাহারি কৃপাতে লভিয়াছ প্রাণ, তিনি চিরসাথী তিনি ভগবান॥
তব ধন দেহ সংসার গেহ বিশ্বনাথের কৃপারি দান॥
সংসার মোহে, ভুলিয়োনা তাঁরে, তাঁহারি সেবাতে রাখ আপনারে।
সঙ্গের সাথী সেই চির-সুন্দর, সদাই মুখেতে লহ হরিনাম॥
দুর্ল্লভ নর-দেহ দেব দেবালয়, বিলাস ব্যসনে যেন নাহি হয় ক্ষয়,
তাঁহাতে রাখিয়া মতি, লইয়া তাঁহার স্মৃতি,
মুখে যেন অন্তিমে আসে হরিনাম॥
কত শোক পরিতাপ পেলে অনিবার,
তবুও ভাঙ্গেনা কেন মোহ অন্ধকার,
এ ভব কুটীল পথে, তাঁহারে লইয়া সাথে,
নিত্য প্রভাতে তুমি হও আগুয়ান॥
যখন মুদিবে আঁখি অন্তিম শয়নে,
আঁধার ঘিরিবে আসি প্রিয় পরিজনে,
তখন অন্তরে হরি, মোহন মূরতি ধরি,
লভিতে যেন গো পারি শান্তির ধাম॥

তারপর বাবা অতি সুন্দর দীর্ঘ টানা সুরে গাহিলেন :—

"তৃণ সম অকিঞ্চন দীনতম হয়ে।
তরুসম চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করিয়ে,
মানহীন মানীজনে করি মান দান,
সদাই মুখেতে ল'বে শ্রীহরির নাম ॥
বহুধা করিলে প্রচার তব প্রিয় নাম,
নামে তব সর্ব্বশক্তি করিয়াছ দান,
কালাকাল ভেদাভেদ কিছু নাহি নামে,
এমনি করুণা তব পাপী-তাপি জনে ॥
তথাপি দুর্ভাগ্য মম, রুচি না জন্মিল
পতিত পাবন নামে, বৃথা জন্ম গেল ॥
তোমার বিহনে প্রভু ক্ষণমাত্র কাল,
যুগ বলি মনে হয়, হে প্রিয় রসাল,
তোমার বিহনে বৈভব শূন্য মনে হয়,
তুমি যা'র হৃদে তা'র দৈন্য বা কোথায় ॥
নাহি চাহি ধন-জন প্রিয়তা সম্মান।
অন্য কিছু বাঞ্ছা চিতে নাহি ভগবান ॥
জন্ম জন্মান্তরে যেন এই কৃপা পাই,
ভুবন পাবন নামে আপনা হারাই ॥
পদাঘাতে যদি মোরে কর নিষ্কাশন।
আলিঙ্গন দিয়া বক্ষে কর বা ধারণ,
ইচ্ছাময় যাহা তব ইচ্ছা কর তাই,
চিরদাস জানি প্রভু পদে দিও ঠাঁই ॥

অন্যের কত কি আছে, তা'রা তা'তে ভোর,
তুমি ছাড়া কেহ নাই, কিছু নাহি মোর ॥"

তৎপর বাবা তাঁহার স্বরচিত এই সঙ্গীতটী গাহিলেন—

"যা'রা কাছে আছে তা'রা কাছে থাক,
তা'রা তো পারে না জানিতে।
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ,
আমার হৃদয়খানিতে ॥
যারা কথা বলে বলুক, আমি করিব না কা'রেও বিমুখ,
তা'রা নাহি জানে ভরা আছে বুক তব অকথিত বাণীতে ॥
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নিভৃত হৃদয়খানিতে ॥
তোমার লাগিয়া কাহারেও প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে কহিবনা কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোর রবে তব পানে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব নাম আমার হৃদয়খানিতে ॥
সবার সহিতে তোমার বাঁধন,
হেরি সদা যেন হে মোর সাধন।
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে,
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন রবে এ হৃদয়খানিতে
সবার মিলনে তোমারি মিলন পারি যেন নাথ বুঝিতে ॥"

তারপর সুবোধ কত গান গাহিলেন। ভীষ্ম হারমোনিয়াম বাজাইয়া গাহিলেন রবি ঠাকুরের এই সঙ্গীতটী :—

"আলোয় আলোকময় করো হে এলে আলোর আলো,
আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো মিলালো ॥

সকল আকাশ সকল ধরা, আনন্দ হাসিতে ভরা
যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো ॥
তোমার আলোক গাছের পাতায় জাগায়ে তোলে গান।
তোমার আলোক পাখীর বাসায় নাচায়ে তোলে প্রাণ ॥
তোমার আলোক ভালবেসে, পড়েছে মোর গায়ে এসে,'
হৃদয়ে মোর পবিত্র হাত বুলালো বুলালো ॥"

তৎপর গৃহখানি সুউচ্চ স্বরে প্রকম্পিত করিয়া মানিক বাবু গাহিলেন—

"বলরে বলরে বলরে বল গুরু কৃপাহি কেবলম্।
পাইলে গুরু কৃপার বিন্দু হইবে শীতলম্ ॥

হৃদয়-কাননে ফুটিবে ফুল, চারিদিক হ'বে সৌরভে আকুল,
গুরু কৃপাবলে অবশ হৃদয় হইবে সবলম্ ॥

জীবনের যত পাপ তাপ ভার,
গুরু কৃপাগুণে হ'বে ছারখার।
মরণ ঘুচিবে জীবন পাইবে
হইবে নির্ম্মলম্ ॥

হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার
উথলিবে প্রেমসিন্ধু পারাবার।
দেখিছ না যাহা দেখিবে হে তাহা
হইবে বিহ্বলম্ ॥

কি ভয় ভাবনা গুরু কৃপাগুণে,
কি করিবে শোক তাপের আগুনে,

গুরু কৃপাগুণে লভ সেই ধনে
হ'বে না বিফলম্॥"

প্রায় ১টার পর ঐ বিরাট আসর ভঙ্গ হইল। গৃহের জনমণ্ডলী এবং বারান্দার জনমণ্ডলী একে একে অগ্রসর হইয়া বাবার শ্রীচরণে পুনরায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। বাবা মৃদু হাস্যে প্রত্যেকের হস্তে পার্শ্বস্থিত ঐ মিষ্ট হইতে সন্দেশ ও কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। বাম পার্শ্বস্থিত বেল ফুলের, চাঁপা ফুলের, গন্ধরাজ ফুলের, রজনী গন্ধার ও কাঠ করবী ফুলের গড়ে মালাগুলি পূর্ব্বেই প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী বাম হস্তে সজ্জিত করিয়া লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, বাবা ঐ মালাগুলি লইয়া একে একে কীর্ত্তনীয়াগণের ও অন্তরঙ্গ এবং বালকদের কণ্ঠে স্বয়ং পরাইয়া দিতেছিলেন। আমরা বাবাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলে পুনরায় বীণাদিদি আমাদের হস্তে প্রত্যেক দিনের মত ফল মিষ্ট দিলেন। দিদি দুই তিন দিন পরিতোষ পূর্ব্বক বাবার প্রসাদও খাওয়াইয়াছেন।

বড়দিদির অত্যন্ত ইচ্ছা বাবাকে তাঁহার গৃহে একদিন লইয়া আসেন। এ ইচ্ছাটী জাগিয়াছে বহুদিন এবং বহুবার কিন্তু সঙ্কোচ বশতঃ তিনি এতদিন বাবাকে বলিতে পারেন নাই। কিন্তু বাবার ২০ শে এপ্রিল রবিবার পুরী যাইবার দিন স্থির হওয়ায় সঙ্কোচ ত্যাগ করত বাবাকে সেদিন বলিতে হইল। যদিও বাবার শিষ্যগণ এই হাঙ্গামার দিনে শঙ্কাসঙ্কুল ইণ্টালিতে যাইতে দিতে বাধা প্রদান করিতেছিলেন, কিন্তু বাবা ভক্তের অন্তরভাব বুঝিয়া ঐ বাধা মানিলেন না। ১৯শে এপ্রিল শনিবার তিনি আমাদের গৃহে পদধূলি দিবেন স্বীকৃত হইলেন।

বাবার অভ্যর্থনার নিমিত্ত বড়দিদি কয়দিন অবধি মহা ব্যস্ত। যাহারা বাবাকে দর্শন করিতে পায় না তাহাদের টেলিফোন করিয়া, পত্র দিয়া আমন্ত্রণ করিতেছেন। কত ফল, ফুল, কত মালা কত কি তিনি আনাইতেছেন, তবুও তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। অবশেষে ৫ই বৈশাখ, শনিবার বেলা ৯ টার সময় প্রস্তুত হইয়া তাঁহার পুত্র শুভেন্দুকে † মোটার লইয়া পাঠাইলেন বাবাকে আনিতে। আগ্রহাকুল চিত্তে আমরা পথ পানে চাহিয়া রহিলাম। বড়দিদির জ্যেষ্ঠা কন্যা উষাপ্রভা দে, দ্বিতীয় কন্যা * নীলিমা, সুবোধ সস্ত্রীক, আমার ন'ভাশুরের পুত্র ও বধূগণ, সম্বন্ধে আমাদের ভাশুর পো শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দিগেন্দ্র নাথ সাহা, (Director General of Registration) কত আত্মীয় কুটুম্বে সেদিন গৃহখানি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যথা সময় বাবা আসিয়া পৌঁছিলেন। বাবার মোটারে প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিজী, নগেন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র বাবু ও তাঁহার পুত্র ভীষ্ম। অন্য মোটারে সাবিত্রী দিদি ও বীণাদিদি ব্যতীত অন্য কেহ বড়দিদির এত আগ্রহে আহ্বান সত্বেও পাকিস্থান ভয়ে আসিতে সাহস পান নাই। যদিও বাবা মাত্র ঘণ্টা খানেক আসিয়া বড়দিদির গৃহে ছিলেন কিন্তু ঐ সময়টুকুই কত আনন্দে কাটিল। প্রমোদ বাবুর গৃহে সকলে কীর্ত্তন শ্রবণ নিমিত্ত প্রতীক্ষায় আছেন বলিয়া বাবা এখানে আর গান গাহিলেন না। ঐ সভায় হারমোনিয়াম বাজাইয়া সুবোধ গাহিল—

---

† কুমার শুভেন্দু প্রকাশ রায় Bengal Flying club, Dume Dume হইতে Aeroplane চালনা শিক্ষা করিয়া license পাইয়াছে এবং নিজে Aeroplane চালাইয়া করাচি পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিয়াছে।

* কাশিম বাজারের মহারাণী। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সহধর্ম্মিনী, নীলিমা প্রভা।

"কতদিন কত কাজে, সংসারের ধূলিমাঝে,
অনিত্য অসারে মজে বৃথা-দিন যায়।"

আর তাঁহার পত্নী শ্রীকমলা সুন্দরী একটী মাথুর গাহিলেন—"নীল যমুনার জল।" সকলের প্রণাম অন্তে বাবা যখন রওনা হইলেন তখন বাবার কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছায় আমিও সাবিত্রী-দিদির মোটারে বাবার পশ্চাদানুসরণ করিলাম। বলা বাহুল্য গৃহের কর্ত্তব্য সমাপন পূর্ব্বক বড়দিদিও কিয়ৎক্ষণ পর বাবার কীর্ত্তন সভায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমান বিবুধনাথ রায় * সুবোধের বন্ধু ও তাহার গুণাবলীর বিশেষ অনুরক্ত। সেদিন বিবুধর নিকট সুবোধের সুমধুর কীর্ত্তন প্রসঙ্গ উঠায় সে তাহার আরও অনেক প্রশংসা করিল। সুবোধের সঙ্গীতানুরাগ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, ভদ্র নম্র ব্যবহার, গুরুজনে ভক্তি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় বিবুধর বাক্য কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়।

এবার বহুলোক পুরীধাম যাইতেছেন এবং আমিও অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, বিশেষতঃ পুরীতে কলিকাতার মত উপদ্রব নাই বলিয়া আমি গতকল্য পুরী যাইব ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া বাবার হস্তে একখানি পত্র দিয়া আসিয়াছিলাম। অদ্য কীর্ত্তন অন্তে প্রণামকালে আমার হাতে বাবা যে পত্রখানি দিলেন তাহাতে লেখা ছিল—

"স্নেহময়ী মা! ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আনুকুল্যে আপনার পুরীধাম যাওয়া সম্ভব হ'বে জেনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হচ্ছি। আপনার হাস্যময়ী স্নেহবাৎসল্যময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে আরও কিছুদিন কাছে কাছে

---

* কুমার শরৎকুমার রায়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান বিবুধনাথ রায় B. S. C, (cal), British West Indees D. I. C. T. A. & Diploma of Agriculture.

পা'ব জেনে খুব আনন্দ হচ্ছে। পাঁচ হাজার খাটি কিম্বা মাটি পাবেন তা ৺জগন্নাথদেবই জানেন, তবে আমি যে "মা"টী পাব তাহা নিশ্চয়।"

পুরীর টিকিট মিলিল, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামিজীরা তাঁহাদের পুরীর আশ্রমে ৭ দিবস থাকিবারও অনুমতি দিলেন, বাবাও ঐ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র দিলেন, কিন্তু দিন দিন যেরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গৃহে অগ্নি সংযোগ তজ্জনিত সুদীর্ঘ সময়ের কারফিউ দৃষ্টে বড়দিদির পুত্রগণ আমার এখন পুরী যাওয়া কিছুতেই অনুমোদন করিল না। তাহারা বলিল "পুরী নিরাপদ হইলেও আপনি আসিয়া যখন হাওড়ায় পৌঁছাইবেন তখন যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য হাওড়ায় কারফিউ থাকে তবে আপনি কোথায় থাকিবেন, কেমন করিয়া বাড়ী আসিবেন?" চতুর্দ্দিকের ভয়াবহ ব্যাপার দেখিয়া কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। সুতরাং ২০শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যাবেলা বাবা সাধু ব্রহ্মচারীগণসহ যখন পুরী রওনা হইলেন তখন উদাস হৃদয়ে মনোনয়নে ঐ দৃশ্য দর্শন ছাড়া আর কোন উপায় দেখিলাম না। প্রত্যহ অপরাহ্ণে আমাদের রাস্তায় ৭টা হইতে ১২ ঘণ্টা কারফিউ আরম্ভ হওয়ায় হাওড়া ষ্টেশান পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গে যাওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর হইল না। শুনিলাম বাবা নাকি এক মাসের মধ্যেই পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

---

কুমার ৺হেমেন্দ্রকুমার রায়, ( দিঘাপাতিয়া )

# তৃতীয় খণ্ড

## —জীবন-স্মৃতি—
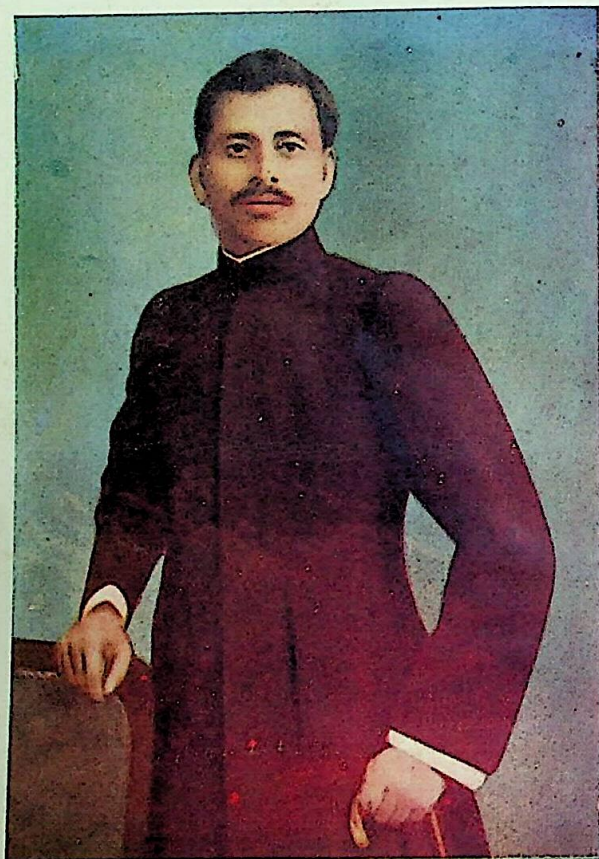
# তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

উন্নত সাধক-চরিত্রের অনন্ত ভাব, অলৌকিক মাহাত্ম্য এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ কার্য্যাবলী সাধারণ মানুষের পক্ষে সর্ব্বদা সহজবোধ্য নয়। কিন্তু আমাদেরই মত কোন সাধারণ মানুষের জীবনে যখন সেই মহত্ত্ব, সেই আদর্শনিষ্ঠা ও সেই লোকৈষণা প্রতিফলিত হয় তখন সহজেই তা ধরাছোঁয়া সম্ভব হয় এবং তাঁহার চরিত্র হইতে শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে সাধারণের সুবিধা ঘটে। তাই উন্নত সাধুমহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ খাঁটী মানুষের মহৎশিক্ষা জনসমাজের সম্মুখে সুপরিস্ফুট করিয়া ধরিবারও আবশ্যকতা প্রচুর।

লেখিকা "কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ" "কৈলাসপতি" প্রভৃতি গ্রন্থে বহু সাধুমহাপুরুষের পুণ্য জীবন-কথা ও সারগর্ভ উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। "কাশীর স্মৃতি" গ্রন্থখানিও তাহার গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীকে উপলক্ষ্য করিয়াই লিখিত। এই একই গ্রন্থে স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, ত্যাগব্রতী, দানশীল ও স্বদেশপ্রেমিকের জীবন-কথা স্থান পাইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এই প্রচেষ্টাকে অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না।

লেখিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা রায় স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরেরই সহধর্ম্মিণী। সাধ্বী আজীবন স্বামীর নিকটই অনাসক্ত জীবন যাপনের, দরিদ্রের দুঃখ মোচনের, ভগবদ্ভক্তি ও সাধুসঙ্গের প্রেরণা - পাইয়াছেন। সেই প্রেরণার স্মৃতি লইয়াই "কাশীর স্মৃতি" রচিত। সুতরাং সকল

প্রেরণার মূল উৎস এই মহৎ চরিত্রটী সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বরং তাঁহার লেখনীতে চিরকাল একটা অসম্পূর্ণতাই থাকিয়া যাইত।

স্বর্গীয় কুমার বাহাদুর সম্ভ্রান্তবংশে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মালিক ছিলেন। কিন্তু তজ্জন্যই যে দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিত—তাহা নয়। হেমেন্দ্রকুমারের মধ্যে যে আদর্শ মানুষটী জাগিয়াছিল উহাই সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা আকর্ষণ করিয়াছিল।

আজীবন ভোগবিলাসের ক্রোড়ে লীলায়িত হইয়াও ঐশ্বর্য্যের দুলাল হেমেন্দ্র কুমার সম্পূর্ণ ভোগ-মোহ-মুক্ত ছিলেন। গীতার নির্লিপ্ততা এবং নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ তিনি জীবনে সাধনা করিয়াছিলেন। আহারে-বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, আদবকায়দায় ও লোক-ব্যবহারে—কোন বিষয়েই তাঁহার ধনী-জন-সুলভ বিলাস-পরায়ণতা, ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ও অসৌজন্য প্রকাশিত হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই ধূলী-মলিন মর জগতের অনেক ঊর্দ্ধে আর একটী শান্তিময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় সত্ত্বা আছে। রাজ্যৈশ্বর্য্য উহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেই পরম সত্যবস্তুটীই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সমগ্র জীবন তিনি আত্মভোগ-বিমুখ হইয়া জাতি ও সমাজের কল্যাণ-সাধনে চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কত দরিদ্র বালক ও যুবক তাঁহার অর্থ সাহায্যে বিদ্যার্জ্জন পূর্ব্বক মানুষ হইয়াছে, কত নিঃস্ব অসহায় তাঁহার সদয় বাহুর আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে, কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত তাঁহার অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিবে? অথচ তাঁহার নীরব দান ও জনসেবার কথা কদাচ তিনি লোক-সমাজে প্রচার করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন না।

বাংলার রাজা ও জমিদারগণের মধ্যে তাঁহার সমসাময়িককালে তাঁহার মত আদর্শ মানুষ বিরল। পুণ্যশ্লোক কুমার বাহাদুরের আদর্শ-জীবন দেশের ধনী, রাজন্য ও জমিদারবর্গের অনুকরণীয় হইলে এই অধঃপতিত জাতির যথার্থ কল্যাণ হইবে। "জীবন-স্মৃতি" হইতে এই মহাপুরুষের চরিত্রের আরো বহু আখ্যায়িকা পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন।

বৌদ্ধ পূর্ণিমা,<br>২১শে বৈশাখ,<br>সন ১৩৫৪ সাল

স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ<br>ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ<br>২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# আমার পতিদেব সম্বন্ধে কতিপয় কথা

অদ্য এই "কাশীর স্মৃতি" লিপিবদ্ধ করিতে লেখনি হস্তে বসিয়া অনেক কিছুই মনে পড়িতেছে। পাঁচ বৎসর ছয় মাস বয়স্কা ক্ষুদ্র বালিকাকে গৃহে আনিয়া যিনি প্রথম হাতে খড়ি দিয়াছিলেন,—ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য, ভ্রমণ, সন্তরণপ্রিয় চঞ্চল বালিকার হৃদয়ে নিরস ভূগোল জ্ঞান জন্মাইতে একটী কমলালেবু হস্তে করিয়া ঐটি নানাপ্রকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া স্বর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী কি প্রকারে ঘুরিতেছে, দিবারাত্রি কেন হয়, চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য্য গ্রহণ কেন হয়, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তন কেন হয়, পরস্পর গ্রহ উপগ্রহগুলি কত সুশৃঙ্খলার সহিত সংঘর্ষ না হইয়া অনাদিকাল হইতে কেমন সুনিয়মে কত দ্রুত বেগে ঘুরিতেছে প্রভৃতি কথাগুলি কত ধৈর্য্যের সহিত কত যত্নপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বলিয়া শুনাইতেন। চঞ্চল বালিকার চতুর্দ্দিকে ধাবিত মনটিকে ঐ বিষয় হইতে আকর্ষণ নিমিত্ত কত কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী শুনাইতেন। যখন পৃথিবী স্বর্য্য হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন উহা কি ভীষণ উত্তপ্ত ছিল, পৃথিবীর স্থল হইতে জলের পরিমাণ কত অধিক, কত বৃহদাকার জলজন্তু ঐ জলে বাস করিত, যখন ক্রমে ক্রমে স্থলভাগ কিছু অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে লাগিল তখন বৃক্ষের উদ্ভব, ক্রমে ক্রমে স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি, ঐ সব জীব-

জন্তুর কত বৃহদাকার কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে প্রভৃতি কথাগুলির দ্বারা মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। আবার ঐতিহাসিক কত ঘটনাই না শুনাইতেন। মোগল বাদশাগণের ইতিহাস। কাহার পরে কে গদী প্রাপ্ত হইয়াছেন, কোন্ বাদশাহ ধর্ম্মপ্রাণ, হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, কে আবার সিংহাসন প্রাপ্তির দুর্নিবার লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া স্বীয় পিতাকে বন্দী করত ভ্রাতাগণকে কাহাকেও হত্যা, কাহাকেও কারারুদ্ধ, কাহাকেও কূট কৌশল অবলম্বনে অপরের নিকট বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করত স্বীয় সিংহাসন পথ বৈরীমুক্ত করিয়াছিলেন তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া শুনাইতেন। মনে জ্ঞানের সঞ্চারের নিমিত্ত মহাবীর শিবাজীর কথা, শিবাজীর কিরূপ গুরুভক্তি, বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, তাঁহার চিন্তাশক্তি কত গভীর ছিল তাহা গল্প করিয়া শুনাইতেন। আবার শিখগুরুগণের কাহিনী, দশম গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতি শিখগণের কত শ্রদ্ধা, কত গভীর ভক্তি ভালবাসা তাহা মধুর স্বরে সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। গুরুর রচিত ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি শিখগণ কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, অমৃতসরে স্বর্ণ-মন্দিরে প্রাত্যহিক পূজা, কড়া প্রসাদ বিতরণ সব গল্প করিয়া শুনাইতেন।

১২৯৬ সালে ৮ই আশ্বিন, দিঘাপতিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। ঐ ৮ই আশ্বিন, আমার জন্মদিন স্মরণ করিয়া, ঐ দিনে প্রত্যেক বৎসর,—ঐ বিলাসবর্জ্জিত মহাপ্রাণ ব্যক্তি, কোন সৌখীনদ্রব্য কখনো আমাকে উপহার প্রদান করেন নাই—দিয়াছেন প্রত্যেক বৎসরই এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার। ভক্ত কবি ৺নবীন সেনের "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", "প্রভাস", "অমিতাভ" "অমৃতাভ" প্রভৃতি। ৺নবীন সেনের

বাংলা ভাষায় পদ্যে লিখিত "গীতা" গ্রন্থখানি কত আনন্দের সহিত আনিয়া হস্তে প্রদান করিয়াছেন। শুধু ঐ সব কাব্যগ্রন্থগুলি উপহার দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই, উহার মধ্যস্থিত ভক্তি বিষয়ক জ্ঞান-গর্ভ উৎকৃষ্ট স্থানগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করত শুনাইয়া উহার মিষ্টত্ব অনুভব করাইয়া দিয়াছেন! আমার দীক্ষা গ্রহণের পর একবার গুরুদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"আচ্ছা বাবা, ভগবৎ নাম জপ করিতে সকলের নিকট ভাল লাগিবে কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"বালকের মুখে একখণ্ড মিশ্রি দিয়া দিলে উহা সে চুষিতে আরম্ভ করে। একবার উহার মিষ্ট আস্বাদন পাইলে আর উহা সে ত্যাগ করিতে পারে না, তখন সে অনবরত উহা চুষিতেই থাকে।" পড়িবার আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ভাল ভাল লেখকের, বড় বড় সাহিত্যিকের গ্রন্থগুলি আনিয়া পাঠ করিতে দিতেন। পাছে উহার শিক্ষার অংশ-গুলি ধরিতে না পারি বলিয়া সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "দেবী-চৌধুরাণীর" মধ্যকার নিষ্কাম ধর্ম্ম, "মৃণালিনী" গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ প্রভৃতি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শুনাইতেন।

আমার স্বামী যখন যে কাজ করিতেন তাহা অতি মনোযোগের সহিত। ধর্ম্মগ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করত উহার সার সংগ্রহ করা তাঁহার স্বভাব ছিল। সেই উপাদান দ্বারাই তাঁহার রচিত "ব্রহ্মলাভের পন্থা," "অধ্যাত্মযোগ" প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ভব। যখন তিনি গ্রন্থাকারে ঐ উপদেশগুলি প্রকাশ করিবেন বলিয়া ঐ লেখাগুলি পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছিলেন তখন সে কি অক্লান্ত পরিশ্রম। অতি প্রত্যূষে বা শেষ রাত্রে লিখিতে বসিতেন। কোন কোন দিন

প্রাতে তাঁহার লিখিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতাম টেবিলে তখনো প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি একমনে বসিয়া লিখিয়া যাইতেছেন। রাত্রি যে প্রভাত হইয়া গিয়াছে, তখন প্রদীপের কোন আবশ্যকতা নাই. সে দিকে লক্ষ্য নাই। এত গভীর মনোযোগ দ্বারা গ্রন্থগুলি তিনি রচনা করিয়াছিলেন যে, যে-কোন উপদেশ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় কোন্ স্থানে রহিয়াছে উহা গ্রন্থ খুলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া দিতে পারিতেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাল্লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

এই যোগভ্রষ্ট মহামানব পবিত্র ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করিয়া আদৌ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বিস্মৃত হয়েন নাই। যখন যৌবনকালে পরীক্ষা অন্তে দীর্ঘকাল ছুটির সদ্ব্যবহার জন্য উপযুক্ত গার্জ্জিয়ান মহাশয়গণের সহিত নানাস্থান ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, তখন ঐ সকল স্থানে দ্রষ্টব্যগুলি দৃষ্টে যেরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে তেমনি কোন্ স্থান সাধকের পক্ষে বাসের উপযোগী, কোন্ স্থানে নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে সাধন করিলে আত্মার কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাও লক্ষ্য করিয়া যাইতেন। উত্তরকালে যশিডিই সাধনার পক্ষে অনুকূল বুঝিয়া যশিডিতে গৃহ নির্ম্মাণ এবং বৎসরের ৪।৫ মাস কাল তথায় বাস ঐ কিশোর বয়সেরই মননের ফল।

আমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে পর সেই অবাধ প্রত্যেক বৎসরই পূজার পর যশিডিতে যাওয়া হইত। ৫।৬ বৎসর বড়দিদিও আমাদের সহিত তথায় গিয়াছিলেন এবং তিনি

"একাম্রশীলায়" বাস করিতেন। "লাল কুঠীর" গৃহে নিয়মিত জপাদির পরও যখন প্রাতে ভ্রমণে বাহির হইয়া "কবিরাজশীলার" নিভৃত কোটরে বসিয়া আমার স্বামী পুনরায় কিয়ৎক্ষণ জপ করিতেন তখন আমার বড়দিদি তাঁহার কনিষ্ঠ দেবরটীকে রহস্য পূর্ব্বক বলিতেন,—"ঠাকুরপো, হঠাৎ কোথায় পালিয়েছিলেন?" আমার স্বামী উত্তর দিতেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সেই কথাটি,—"নির্জ্জনে দৈ পাতিতেছিলাম।"

সাধারণ কণ্ঠীধারী বৈরাগীদের "যুগল হইয়া যুগল সাধনা করিতে হয়" প্রভৃতি কথাগুলি যে প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বীদের করণীয় নহে এবং উহা যে শুধু তাহাদেরই আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত রচিত, তাহা বুঝাইয়া গীতা সিংহনাদকারী, সুদর্শন চক্রধারী, অর্জ্জুন সখা, পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণের কি বিরাট মূর্ত্তিই না বাক্য দ্বারা ক্ষুদ্র বালিকার সুকোমল চিত্তপটে গভীরভাবে অঙ্কিত করিতেন। কার্ম্মুক হস্তে ধর্ম্মবেত্তা, পিতৃভক্তি পরায়ণ, প্রতিজ্ঞায় অটল, জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহার স্থান যে কত উর্দ্ধে, "নহে যাদবের তিনি, মানবের স্বামী," এই কথাটি কত প্রকারে তিনি কতবার শুনাইয়াছেন। সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণচরিত্র" তিনি পাঠ করিতে দিয়াছেন। যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণ যাঁহাকে সমাদর করিয়া থাকেন তাঁহার চরিত্রবল যে কতদূর,—তাঁহার সেই বিরাট রূপ বারম্বার বাক্য দ্বারা কোমল হৃদয়ে গভীররূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

শুধু আমার শিক্ষা-দীক্ষা কেন, ঐ মহাপ্রাণ ব্যক্তির সব কিছুই বিশেষত্ব যুক্ত ছিল। যে গৃহে, যে বংশে, যে পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের ঔরসে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের সুশিক্ষার দ্বারা বাল্য

হৃদয়ে সুসংস্কার বিশেষরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাঁহাদিগের বিষয়ও যৎকিঞ্চিৎ না লিখিয়া আজ থাকিতে পারিলাম না। আশা করি "কাশীরস্মৃতির" পাঠকপাঠিকাগণ ধৈর্য্য হারাইবেন না। যাঁহার ভাল না লাগে তিনি পরিশিষ্টটুকু নাও পাঠ করিতে পারেন। তবে একথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারি যে আমার স্বামী সম্বন্ধে একটি বাক্যও অতিরঞ্জিত কিম্বা মিথ্যা নয়। ইহা পাঠে সময় নষ্ট হইবে না। আমার স্বামীর বিলাসবর্জ্জিত শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সময়ের সৎব্যবহার, বিদ্যানুরাগ, সংযম, পরোপকার প্রবৃত্তি, প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত বিবেচনা, দয়াদাক্ষিণ্য, স্বজনপ্রীতি, আশ্রিত বাৎসল্য, ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদান নিমিত্ত সাধ্যেরও অতিরিক্ত দান, নানা সদনুষ্ঠানে মুক্ত হস্ত, বিদ্যার্থীগণের নবীন হৃদয়ে উচ্চ ভাবগুলির বিকাশ নিমিত্ত প্রযত্ন, সবই অনন্য সাধারণ। তিনি শুধু ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নিজের স্বার্থ, সুখ, সুবিধা, ষ্টেটের বৃদ্ধি করিয়া যান নাই। ঐ ত্যাগী মহাপ্রাণ, মহাপুরুষ রাজসাহীবাসীর হৃদয় কিরূপ গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিন, রাজসাহীবাসী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে যে শুধু আমার চক্ষেই সুন্দর ছিলেন তাহা নয়,—১৩৪৯ সালের ২৬শে ফাল্গুনে সন্ন্যাস ব্যাধিতে অতর্কিতে যে দিন তিনি এই দুঃখময় অশান্তি পূর্ণ ধরাধাম ত্যাগ করত তাঁহার উপযুক্ত ধামে মহাপ্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহার পরিত্যক্ত দেহটীর সম্মান প্রদর্শন নিমিত্ত পাঁচহাজার বা ততোধিক ব্যক্তি যেমন "পঞ্চবটী"তে পদ্মানদী তীরে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি রবাহুত বহুব্যক্তি শ্মশানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূরে বাঁধের উপর হইতে হস্তোত্তলন পূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে চিতায় অগ্নি

সংযোগ করিতে নিষেধপূর্ব্বক নিকটে পৌছিয়া সদ্যস্নাতঃ সুগন্ধি মাখান ঐ প্রাণহীণ দেহখানি দৃষ্টে পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন,—"কি উজ্জল সুগৌরবর্ণ,—রাজা, রাজপুত্র শুধু ধন, ঐশ্বর্য্যে, অর্থেই নয়। কি অপরূপ রূপ, দর্শনে চক্ষু জুড়ায়। কি সুন্দর উন্নত নাসিকা, জোড়া ভ্রু, বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটিদেশ কোন স্থানেই কোন খুঁতনাই। এই বয়সে এই অবস্থায় যে এত সুন্দর না জানি যুবক কালে সে কতই না সুন্দর ছিল।"

হরি, হরি, কি লিখিতে বসিয়া কি সব যেন লিখা হইয়া যাইতেছে। আমার পতিদেবের জীবনী কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনেক ব্যক্তি আমাকে বহুবার বহু অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিষয় আমি কি লিখিব? শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন M. A. পাশ করা ব্যক্তিই অপর M. A. পাশ করা ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে বুঝিতে সমর্থ হয় যে সে ব্যক্তি প্রকৃতই বিদ্বান কিনা।" আবার শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজ বলেন, "ব্রহ্মবিদ্ জানাই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিকে বুঝিতে সমর্থ হয়।" তাই বলি তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বুঝিবার শক্তি বা অতখানি জ্ঞান এ আধারে কোথায়? আর যদি বা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব বলিয়া লেখনি হস্তে ধারণ করি তাহা হইলে এত কথাই মনে ভীড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় যে কোনটী অগ্রে, কোনটি পশ্চাৎ লিখিব তাহা বুঝিতে না পারিয়া সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যায়। তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যে অনেক! যাহা বহু বৎসর পর সংঘটিত হইবে তাহা তিনি শুদ্ধান্তকরণ বশতঃ এবং দূরদৃষ্টি নিমিত্ত বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিতেন। যখন আমরা ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে নিজে হাতে প্ল্যান প্রস্তুত দয়ারামপুরের বিরাট রাজপ্রাসাদ-

খানি ত্যাগ করত হাজারীবাগ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম তখন আমাদিগের নূতন গৃহ কলিকাতায় নির্ম্মাণ নিমিত্ত বহুলোক বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এমন কি আমার বড় ভাশুর রাজা ৺প্রমদানাথ রায় বাহাদুরও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতা অনেক বিশেষত্বযুক্ত এবং তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সন্তানগণেরও শিক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া বারবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্পে অটল, অচল, দূরদর্শী পতিদেব তাহার উত্তরে তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে যদি ভবিষ্যতে কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় তবে কলিকাতাতেই প্রথম ঐ হাঙ্গামার সুত্রপাত হইবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যখন ভীষণ যুদ্ধ এবং কলিকাতায় অনবরতঃ বোমাবর্ষণ, বহুব্যক্তির প্রাণ নাশ, ধননাশ, বহু ক্ষতি সংঘটিত হইতে লাগিল, তখন আমি আমার পতিদেবের সেই ভবিষ্যৎ বাণী মনে মনে স্মরণ করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আবার আমার বড়ভাশুরের পঞ্চম পুত্র ইংলণ্ডে থাকাকালিন যখন ভীষণ ভাবে জার্ম্মান যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল তখন প্রথমেই আমার স্বামী বড়দিদিকে বলিয়াছিলেন আপনি শ্রীমান তুষারের শীঘ্র শীঘ্র এদেশে আসিবার ব্যবস্থা করুন, নতুবা পরে তাহার আসা কঠিন হইয়া উঠিবে।" নানা কারণে যখন তাহার আসিবার বিলম্ব ঘটিয়া গেল তখন আরও প্রবলভাবে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ জাহাজ ব্যতীতও যাত্রীপূর্ণ বহুজাহাজ জার্ম্মানগণ তখন ধ্বংশ করিতেছিল। শ্রীমান তুষার কুমার ঘুরা পথে কোনক্রমে নিরাপদে যখন স্বদেশে আসিয়া পৌছিল তখন শ্রীভগবানের চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণাম নিবেদন করিয়া স্বামীর ভবিষ্যত বাণীর কথা পুনরায় স্মরণ পথে উদয় হইল।

তাঁহার আবাল্য পবিত্র স্বচ্ছ হৃদয়। যখন অষ্টমবৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল তখন পিতার উইলের ব্যবস্থানুসারে সম্পত্তি যেমন Court of Words এ গেল তেমনি চারিটী নাবালক পুত্রের শিক্ষার ভারও সরকার হইতে দৃঢ়হস্তে ধারণ করত উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া ভ্রাতা চতুষ্টয়কে রাজসাহীতে শিক্ষাদান নিমিত্ত আনা হইল। শ্রীযুক্ত ৺অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺হরগোবিন্দ সেন মহাশয় দুইজনই অতি দৃঢ়চিত্ত, সত্যবাদী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। রাত্রে শয়নকালে এবং প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার সময় শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রণাম দিতে ইঁহারাই প্রথম জীবনে পতিদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজসাহীতে থাকাকালীন বাল্যকালে একবার পরীক্ষা অন্তে কত নম্বর পাইলেন জানিবার নিমিত্ত যখন আমার পতিদেব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেইসময় রাত্রে নিদ্রাবস্থায় একদা স্বপনে দেখিলেন বোর্ডের উপর সাদা অক্ষরে প্রত্যেকটী বিষয়ের নম্বর লিখা রহিয়াছে। যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট নম্বরগুলিই পাইয়াছেন। আবার উত্তর কালেও ২।৩ টী স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। একদিন নিদ্রাবস্থায় দেখিলেন,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংসদেব সপার্শ্বদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমার স্বামীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার পার্শ্বদদের দেখাইতেছেন—"এ আমার লোক, তোরা একে চিনিয়া রাখ্।" দেহ ত্যাগের এক বৎসর পূর্ব্বে একদিন বলিলেন—"মৃত্যুকালে কৈ বিশেষ ত কোন কষ্ট হয় না? আমি আজ স্বপনে দেখিলাম যেন আমার মৃত্যু হইল। কতকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি ব্যক্তি আসিয়া হরিনাম শুনাইতে শুনাইতে আমাকে সঙ্গে করিয়া

লইয়া গেল। প্রাণ বহির্গমনকালে শুধু কিছু নিশ্বাসের কষ্ট হইল মাত্র।" এইযে কোনরূপ ব্যাধিতে না ভুগিয়া অনায়াসে মৃত্যু ঘটিবে তাহা যেন তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

পাতালস্থিত শায়িত সিংহের মস্তকান্দোলনে যে ভূমিকম্প হয় না, ভূমিকম্পের প্রকৃত কি আগ্নেয়গিরি যে কি ভয়ঙ্কর তাহা বিষদভাবে বুঝাইতেন। ইটালিতে যখন গিয়াছিলেন তখন একমাত্র পথ প্রদর্শকের সহিত বিসুবিয়াস্ আগ্নেয়গিরি দেখিত গিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ পর্ব্বতের মুখ-বিবর হইতে ধূম উদ্গীরণ হইতেছিল। চতুর্দ্দিকে গলিত ধাতু বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদি যে ঐ আগ্নেয়গিরিরগহ্বর দেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে তাহা শুনাইয়া কৌতুহলাবিষ্ট বালিকার সরল হৃদয়ে কতই না বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।

ইংল্যাণ্ড ভ্রমণকালে একটী লেক্ দেখিয়া আমার স্বামী সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। লেকৃটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একখানি জালিবোটে উঠিতে হয়। মাঝি বোটখানি চালাইয়া একটী সাঁকোর নিম্নে আনিয়া কিরূপ কৌশলে উহা লেক্ মধ্যে প্রবেশ করায় তাহা বলিয়া ঐ লেকের চতুর্দ্দিকে কত নানাপ্রকার সুপরিচ্ছদে শোভিত ব্যক্তিগণ ভ্রমণ করিতেছেন, শুভ্রবর্ণ বালকবালিকাগণ সুন্দর পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া কিরূপ আনন্দে তথায় লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে, ঐ লেকের জলে নীলাভ বিদ্যুতের আলোকে স্থানটী একটী স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, নানাবিধ শ্রুতিমধুর বাদ্যধ্বনিতে কর্ণ-কুহরের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, স্থানে স্থানে জলযোগের কত সুন্দর ব্যবস্থা ও তাহাতে সুপরিচ্ছদধারিণীগণ বসিয়া সানন্দে জলযোগ ও বাক্যালাপে নিযুক্ত তাহা যেমন গল্প করিয়া শুনাইতেন তেমনি প্যারিসে একৃজি-

বিশানে গিয়া কত সুন্দর সুন্দর বড় বড় প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের প্রস্তুত চিত্র দর্শন করিয়া কত আনন্দ লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল দেশের মিউজিয়ামে কত অদ্ভুত, কত অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক দ্রষ্টব্য দ্রব্য রহিয়াছে তাহাও গল্প করিয়া শুনাইতেন। ঐসকল দেশে জীবজন্তু রাখিবারও বেশ বিশেষত্ব আছে। অতি স্বাভাবিক ভাবে যেন তাহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমার পতিদেবের জ্যোতিষ শাস্ত্রেও কিছু অধিকার ছিল। রাত্রিকালে যখন গগনমণ্ডল নক্ষত্রখচিত হইত তখন ঐ গ্রহ উপগ্রহগুলি দেখাইয়া উহাদের প্রত্যেকটির নাম, আকার প্রভৃতি বলিয়া কোন্ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার কিরূপ স্বভাব হয়, কিরূপ কর্ম্মপরায়ণ হয়, আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ হয় তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিতেন।

প্রকৃতি মাতার সৌন্দর্য্যে বিহ্বল আত্মহারা শিশুপ্রকৃতি সরল হৃদয় মহাপ্রাণ মানবটি পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্নায় ভ্রমণের ইচ্ছা শেষ বয়স পর্য্যন্ত দমন করিতে পারেন নাই। ভ্রমণ ছিল তাঁহার অতিশয় প্রিয়। দৈনিক অপরাহ্ণে নিয়মিত ভ্রমণ কোন কারণেই বাধা মানিত না। বর্ষাকালেও বর্ষাতি গাত্রে মাথায় ছাতা দিয়া নিয়মিত ভ্রমণ করিতেন। একবার এলাহাবাদ গিয়া কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তারগণ তাঁহাকে "সম্পূর্ণ বিশ্রাম" প্রয়োজন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি ঐ অবস্থায় এলাহাবাদের দারুণ শীত অগ্রাহ্য পূর্ব্বক ব্যাধির কষ্ট উপেক্ষা করতঃ অ্যাল্‌ফ্রেড্ পার্কে প্রত্যূষে ভ্রমণে বাহির হইতেন। নিয়মিত (Exercise) পরিশ্রম তিনি ১৩৪৯ সালের ২২শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। ঐ ক্ষীণ দেহে সুবলিষ্ঠ মনে শ্রীগুরু যে কি অসীম শক্তিই

দিয়াছিলেন তাহা যে তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছে সেই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছে।

যখন তাঁহার ৩২ বৎসর বয়স এবং আমার বয়স ২১ বৎসর, তখন আমরা আসিয়া রাজসাহীতে বাস করিতে লাগিলাম। ঐ সময় রাজসাহীতে আমাদের নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। যদিও ঐ কার্য্যের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ছোট হইতে বড়, সমস্ত কর্ম্মই পতিদেব স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে পছন্দ করিতেন। ঐ-গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধানও তিনি স্বয়ংই করিয়াছিলেন। যখন যে কার্য্য করিতেন অতি মনোযোগ সহকারে করিতেন। নিজের স্নানাহারের কথাও স্মরণ থাকিত না। উত্তরকালে স্বরচিত পুস্তকের প্রুফ্ পর্য্যন্তও তিনি স্বয়ং দেখিয়া দিতেন। কোন কার্য্যেই আলস্য বা অবহেলা তাঁহার ছিলনা।

তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর, দানবীর, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রাণ-সাধক,—তাঁহার নির্ম্মিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমিশনে একাধিক ছাত্রাবাস, উপাসনা মন্দির, চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে নারী-শিক্ষাগার নির্ম্মাণ নিমিত্ত উৎসাহ চিত্তে উহার ভিত্তিস্থাপন করা, রাজসাহীতে Students Home এ দ্বিতল ছাত্রাবাস, কিম্বা রাজসাহীর বালিকাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে—"প্রমথনাথ বালিকাবিদ্যালয়" স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যগুলির বিবরণ কিম্বা বহুঘণ্টাব্যাপী —ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামাদি সম্বন্ধে বিষদ বর্ণনা লিখিতে আমি আজ বসি নাই। অপর লোকের নিকট যাহা ক্ষুদ্র, অতি সামান্য কথা, কিন্তু আমার নিকটে যে তাহা অতি মূল্যবান এবং যাহা আজও হৃদয় ভরিয়া উজ্জ্বলরূপে অম্লানভাবে জাগরূক রহিয়াছে সেই হৃদয় উচ্ছ্বাসগুলিই আজ ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি।

১৩০৭ সালে একবার তিনি ২।১ জন মাত্র সঙ্গী লইয়া "পরেশনাথ"

পাহাড় ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথা হইতে আমাকে একখানি এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে তিনি সাধু হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছেন। ঐ সম্বন্ধে দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন—"আমায় ভুলিও না।" উহা যে সম্পূর্ণ ই রহস্য তাহা বুঝিবার মতন শক্তি তখন আমার হইল না। মনে বাস্তবিকই আশঙ্কা হইল যে বুঝিবা সত্য সত্যই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেছেন। ঐ-পত্র খানির উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—

"ভুলিব তোমায় ?"

ভুলিব কি হরি হরি, ভুলিব কেমন করি,
আপনার হৃদ্‌পিণ্ড ভুলা নাকি যায় ?
মানবে কি ভুলে আশা, ভুলে প্রেমী ভালবাসা ?
ভুলে কি সাধক চিত্ত ধ্যেয় দেবতায় ?"

সে সব কত পুরাতন,—বহুবৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু তবু যেন মনে হয় সেদিনের কথা।

এখন একটু ভাল ভাবে তাঁহার কথা গুছাইয়া যে বংশে, যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। যে মহামানবের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি তিনি সাধারণ মানব হইতে অনেক বিষয়ই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিলেন। ইনি ১২৮৩ সালের ২৭শে চৈত্র, রবিবার দিঘাপতিয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি রাজবংশোদ্ভব। দিঘাপতিয়ার রাজা স্বর্গীয় প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের ইনি চতুর্থ পুত্র। ইহার মাতার নাম রাণী ৺দ্রবময়ী। ইহাদের চারিটী পুত্র এবং একটী কন্যা। পুত্র কন্যাগুলি সকলেই পিতা-মাতার ন্যায় বহুগুণ-যুক্ত। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা স্বর্গীয় প্রমদানাথ রায় বাহাদুর

ছিলেন বহুগুণ-যুক্ত, উদার হৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ভ্রাতৃবৎসল, বহু রাজগুণে বিভূষিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন ডিগ্রি প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার ইংরাজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং বড়লাট সভায় তিনি সভ্য ছিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের তুষ্টির জন্য কখনও কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হয়েন নাই। এইসব কারণে তিনি অতিশয় লোকপ্রিয় ছিলেন। নাটোরের মহারাজা স্বর্গীয়—জগদীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার বিয়োগের পর হইতেই ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং অতি অল্প দিন পরে ১৯২৬ খৃঃ জুনমাসে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন।— মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স মাত্র ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। স্বদেশ তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ হইলেও তাঁহার শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ স্পেশাল ট্রেনে স্বদেশে আনিয়া পিতা-পিতামহের দাহস্থান বাক্‌সরের শ্মশানে সৎকার করা হইয়াছিল। ইহাতে স্বদেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা তিনি আরও অধিক লাভ করিয়াছিলেন।

৺রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ৺বসন্তকুমার রায় ছিলেন আদর্শ মানব, আদর্শ প্রেমিক, বিদ্বান্, পুরা রাজর্ষি। ইনি—দেখিতে যেরূপ অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন তেমনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্, এ, বি, এল্ ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি বিদ্যানুরাগী, মহাপ্রাণ, নিরভিমান, ধর্ম্মপ্রাণ। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরী পত্নীকে হারাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সন্তানহীন আদর্শ প্রেমিক পুরুষ মৃতা সহধর্ম্মিনীর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করত আরও ২৩ বৎসর কাল অতি পবিত্র ভাবে পূর্ণ ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ইনি—প্রতিবৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। ইহাতে

তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে ইঁহার একজন সহপাঠীবিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং জামনগরা নিবাসী ৺ব্রজনাথ সাহা ইঁহার তীর্থ ভ্রমণের সহচর ছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থই ইনি ভ্রমণ করিয়াছেন। যদিও ইনি সাধু ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু অতি সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বাক্য এবং ব্যবহারে বহুব্যক্তিকে আনন্দ দান করিতেন! ইঁহার অর্থদ্বারা বহুমানব-কল্যাণকর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। রাজসাহী সহরে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন. রাজসাহী District এ বহু নলকূপ এবং জলাশয় খনন হইয়াছে। রাজসাহী Student's Home এ একটী একতালা ছাত্রাবাস এবং একটী ইন্দারা খনন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজসাহী সহরে এবং অন্যান্য স্থানে আরও বহু জনহিতকর কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রাজর্ষির ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় সাধকপ্রবর ব্যক্তি আজীবনকাল তপস্যা-নিরত রহিলেও দুরারোগ্য ক্যান্সার্ ব্যাধিতে ইনি আক্রান্ত হন।—

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ইনি কলিকাতায় গঙ্গাতীরে ১৩২৭ সালে ৩১শে শ্রাবণ অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করেন।

২৩ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে নিমতলাশ্মশান ঘাটে সাধ্বীপত্নীর দাহকার্য্য যেস্থানে নির্ব্বাহ হইয়াছিল, সেই নিমতলাঘাটেই তাঁহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল।

তৃতীয় পুত্র কুমার স্বর্গীয় শরৎকুমার রায় বিদ্বান, সাহিত্যসেবী, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ইনি প্রতিষ্ঠাতা। তৎসংলগ্ন মিউজিয়াম্—যাহা রাজসাহীর গৌরব, যাহা দেখিতে দূর হইতেও লোক সমাগত হইয়া থাকে—তৎসমুদয় ইঁহারই

যত্নে সংগৃহীত। বহু সাহিত্যসেবীর ইনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহার পিতা রাজা ৺প্রমথনাথ রায় বাহাদুর রাজসাহী কলেজকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া যেরূপ রাজসাহী-বাসীদের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন তদ্রূপ ইনিও বাঙ্গালী জাতি জ্ঞান-গরিমায় যাহাতে সমুন্নত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। "মোহনলাল" নামক একখানি গ্রন্থ এবং "বরেন্দ্ররন্ধন" নামক একখানি পাকের পুস্তক ও "জলখাবার" নামক একখানি মেঠাই প্রস্তুতের পুস্তক ইঁহারি প্রণীত। কনিষ্ঠভ্রাতার দেহত্যাগের ঠিক ৩ বৎসর পরে ১৩৫২ সালে ২৯শে চৈত্র, পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে ইনি তাঁহার কলিকাতাস্থ গৃহে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। ইঁহার সতীসাধ্বী পত্নী মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে পতি-পুত্রাদির সম্মুখে পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

হিন্দুমহাসভার সভাপতি, অশেষ গুণালঙ্কৃত সর্ব্বকনিষ্ঠ চতুর্থকুমার স্বর্গীয় হেমেন্দ্রকুমার রায়। ইনি পরদুঃখকাতর, অতিশয় কর্ত্তব্য-পরায়ণ, স্বদেশভক্ত, হিন্দুজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, দয়ার্দ্রহৃদয়, বিদ্যানুরাগী, সাধক এবং সাধুসেবী, প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনুরাগী, কাব্যপ্রিয়, চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বাল্যকালে Water Colour এ বহু সুন্দর সুন্দর ফুলের ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। যুবক কালে ২।৪ খানা তৈলচিত্র অঙ্কন ও উহা একজিবিসানে দিয়া প্রশংসা এবং মেডেলও পাইয়াছিলেন।

ইঁহার জ্যোতিষ বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং কিছু কিছু উহার আলোচনাও করিতেন। নিজের যে ৬৩ বৎসর বয়সে একটী ফাঁড়া আছে এবং উহা যদি কোন প্রকারে কাটে তবে ৬৬ বৎসর যে আর কাটিবেনা তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে

বলিয়াছিলেন। তাঁর মনে মৃত্যুভয় আদৌ ছিল না। দেহ ক্ষীণ হইলেও সুবলিষ্ঠ তাঁহার মন সাধনায় কিরূপ অগ্রসর হইয়াছেন তাহার পরিচায়ক ছিল। সমস্ত কাজ ছিল তাঁহার ঘড়ি ধরা। বলিতেন "Time is money" ক্ষণকাল বৃথা ক্ষেপণ যেমন নিজেও করিতেন না, তেমনি কাহাকেও করিতে দেখিলে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। যেমন তিনি চরিত্রবান তেমনি সত্যানুরাগী ছিলেন। ভ্রমেও কখনো মিথ্যা কথা বলিতেন না। রহস্যছলেও কোনদিন মিথ্যা কথা মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। খেলিবার সময় পার্টনারের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি তাঁহার স্বভাব কখনো ত্যাগ করেন নাই। কত সুন্দর সরল প্রাণ ছিল তাঁহার। সংসারের আবিলতা স্বার্থপরতা ঐ বিশুদ্ধ-স্বভাব মহাপ্রাণ সাধকের চিত্তে কোন দিন ছাপ বসাইতে সমর্থ হয় নাই। কূট কৌশল, শঠতা, প্রবঞ্চনা যে কি, কতদূর যে লোকে লোকের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে তাহা তিনি বুঝিতেনইনা বা ধারণা করিতে পারিতেন না। তিনি যাহা একবার সঙ্কল্প করিতেন তাহা শত লোকের শত অনুরোধেও কখনো ত্যাগ করিতেন না। সঙ্কল্পে অতিশয় দৃঢ়চিত্ত এবং আশ্রিত বৎসল ছিলেন। বৃদ্ধ, অসমর্থ, রুগ্ন ব্যক্তিদের প্রতি করুণায় তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল। বহুবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং অনাথা নিরাশ্রয়া বিধবাগণকে তিনি নিয়মিত মাসহারা প্রদান করিতেন। বিলাসিতা, যাহা ধনী ব্যক্তিদের অঙ্গের ভূষণ, তাহা তাঁহার ত্রিসীমানায় স্থান পাইত না। দান করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি সমাজ সংস্কারক আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাবলম্বী ছিলেন। তিনি চিরদিনই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি কিম্বা বিদ্যানুরাগী কোন বিদ্যার্থী যুবক সাহায্যের প্রার্থনায় আসিয়া যেমন বিফল মনোরথ

হইয়া ফিরে নাই, তেমনি আবার বাল্যকালেও তিনি যে সামান্য 'পকেট মানি' পাইতেন, তাহা তিনি রাজকুমার হইয়াও কোন বিলাসিতায় ব্যয় করেন নাই, প্রার্থীগণকেই নিয়মিত ভাবে সাহায্য প্রদান করিতেন।

রাজা ৺প্রথম নাথ রায় বাহাদুরের একমাত্র কন্যা, নাম ইন্দুপ্রভা। ইনি কুমার ৺হেমেন্দ্র কুমার রায় হইতে সাড়ে চারি বৎসরের কনিষ্ঠা। এই সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনীটিকে চারিভ্রাতাই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কন্যাটির বয়স যখন আড়াই বৎসর তখন রাজা ৺প্রথম নাথ রায় মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধ মাতা, যুবতী স্ত্রী এবং নাবালক সন্তান-সন্ততিগণকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোক গমন করেন। উঁহার শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি—court of wards এ যায়। পুত্রগণের ন্যায় কন্যা ইন্দুপ্রভাচৌধুরাণীও অতিশয় গুণবতী। ইনি কর্ত্তব্যপরায়ণা, পর-দুঃখ-কাতরা, স্নেহময়ী, কাব্যামোদী এবং অতিশয় পতিভক্তিপরায়ণা। "শেফালিকা" এবং "কাননিকা" নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ ইঁহারি রচনা। মালঞ্চী গ্রাম নিবাসি স্বর্গীয় নবকুমার সাহা চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার সাহা চৌধুরীর সহিত ১৩০০ সালে অতি সমারোহে শ্রীমতী ইন্দুপ্রভার শুভ পরিণয় হয়। প্রমথ নাথ রায় বাহাদুরের সহিত পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়তা থাকায় অতি শৈশব কাল হইতেই মহেন্দ্র কুমার দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে লালিত পালিত হ'ন। আমার শ্বশুর মহাশয় এই সুদর্শন বালকটীর বিদ্যানুরাগ, সদ্‌ব্যবহার এবং সৎচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইঁহারই সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। এই মেধাবী বুদ্ধিমান দৃঢ়চিত্ত বালকটীর সহিত রাজপুত্র চতুষ্টয়ের চিরকালই অতিশয় সদ্ভাব।

মহেন্দ্র কুমার সাহা চৌধুরী দিঘাপতিয়া 'প্রসন্ননাথ' হাই স্কুল হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তৎপর তিনি কলিকাতায় গিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার পরই তাঁহার বিবাহ হয়।

কিন্তু সেবার তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তৎপর ১৮৯৫ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রাজসাহীতে ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতীতেও ইহার বেশ প্রতিপত্তি ও সুনাম ছিল। তিন বৎসর ইনি মিউনিসিপ্যালিটীর chairman এর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে ছয় বৎসরকাল মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন। ঐ সকল কার্য্যও তিনি অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইনি রাজসাহী কলেজের গভর্নিংবোর্ডের একজন সভ্য ছিলেন।

স্বর্গীয়কুমার বসন্তকুমার রায়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার উইলের সর্ত্তানুসারে কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়বাহাদুর, রাজা প্রমদানাথ রায়-বাহাদুর এবং মহেন্দ্রকুমার চৌধুরী তাঁহার ত্যক্ত State এ একজি-কিউটার নিযুক্ত হ'ন এবং উইলের সর্ত্তানুসারে "বসন্তকুমার এগ্রি-কালচার ইন্‌ষ্টিটিউট" স্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে চারি লক্ষ দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও নগদ পঁচিশ হাজার টাকা সমর্পণ করেন। ইহারা একজিকিউটার থাকা অবস্থায় রাজসাহী জেলার অনেক স্থানে পুষ্করিণী ও ইন্দারা খনন প্রভৃতি বহু সৎকার্য্য সাধন হয়। রাজা প্রমদানাথ রায় ও কুমার হেমেন্দ্র

কুমারের দেহত্যাগের পর এক্ষণে মহেন্দ্রকুমারই একমাত্র এক্জিকিউটার স্বরূপে কার্য্য করিতেছেন।

রাজসাহী এসোসিয়েসানে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দীর্ঘকাল সেক্রেটারী ছিলেন। বর্ত্তমানে ইহার বয়স ৭৫ বৎসর। স্বাস্থ্য বেশ ভাল হইলেও অত্যধিক রক্ত চাপ বশতঃ ডাক্তারগণ বিশ্রাম প্রয়োজন বলায় এক্ষণে তিনি ওকালতী এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বাল্যকালে উপযুক্ত গার্জ্জিয়ানদের অভিভাবকতায় এবং উপরিউক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ, কর্ম্মে অনলস, সুচরিত্র, বিদ্যানুরাগী, সাধনপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করায় কনিষ্ঠ কুমারের চিত্তে ঐ ভাবগুলি অতিশয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সহায়ক হইয়াছিল—আমার মধ্যম ভাশুরের রাজর্ষি তুল্য আদর্শ নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র।

আজ বাংলার হিন্দুদের সম্মুখে দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। এক কথায় তাহাদের জীবন যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার সমস্যা দেখা দিয়াছে। বাংলার হিন্দু মরিতেছে অগণিত; তাহাদেরই শত শত বৎসরের প্রতিবেশী মুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট লাঞ্ছিত অবমানিত, নিগৃহীত এবং উৎপীড়িত হইতেছে। ইহার মূলে রহিয়াছে হিন্দুদিগের সংগঠন-ক্ষমতার অভাব, যাহার নিমিত্ত স্মরণাতীত যুগ হইতে তাহাদিগকে নিজ বাসভূমিতে পরাধীন হইয়া পরবাসী হইয়া বাস করিতে হইতেছে।

আজ আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তদুপরি নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিবার মত নিরাপত্তাও নাই। কেহ আমাদিগকে আশার

দানবীর কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায়ের
অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত
বিদ্যার্থী-ভবন এর সম্মুখের দৃশ্য।

**রাজসাহী বিদ্যার্থী-ভবনের ছাত্রবৃন্দ**

মধ্যস্থলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত

**বিদ্যার্থী-ভবনের স্বাবলম্বী ছাত্রবৃন্দ**

নিজেদের প্রয়োজনীয় শাক-সব্জী ও তরকারী নিজেরাই চাষ করিতেছে।

বাণী শুনাইয়া আশ্বাস দেয়, যাহার উপর ভরসা করিয়া আজ আমরা নির্ভয়ে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারি এইরূপ পুরুষ-সিংহ আমাদের সম্মুখে না থাকায় আমাদের অবস্থা কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় হইয়াছে। তাই আজ বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপ্রাণ ব্যক্তিটীর কথা! তাঁহার ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক অতি দুর্লভ। 'কায়েন মনসা বাচা' তিনি হিন্দুদের সংগঠন কার্য্যের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সংগঠন ক্ষমতা ছিল অভূত-পূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ। তাঁহাকে দেখিলে মহামানব গান্ধীর কথা মনে সত্যই উদিত হইত। এই অতি সত্য কথা অনেকেই অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। আজ যদি সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তি জীবিত থাকিতেন তবে রাজসাহী সহরের চতুর্দ্দিকে সকলেই শুনিতে পাইতেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" আজ সকলে দেখিতে পাইতেন কি করিয়া হিন্দু অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। আরো দেখিতে পাইতেন সঙ্ঘের পর সঙ্ঘ তাঁহার অর্থে গঠিত হইতেছে,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িবার নিমিত্ত। কিন্তু তাহা আর হইবার নয়। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সবই অস্তমিত হইয়াছে, রাজসাহীর হিন্দুর বৈশিষ্ট্য, প্রতিষ্ঠা, ঐতিহ্য—এক কথায় তাহাদের মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কীর্ত্তিনাশার অতল তলে চিরতরে তলাইয়া গিয়াছে। আজিকার এই দুর্দ্দিনে আর কাহার প্রতি নির্ভর করিব? কাহার মুখ-প্রতি চাহিব?

শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী একদিন আমার স্বামী সম্বন্ধে বলিতে ছিলেন—কুমার বাহাদুরের বড় সাধ ছিল এবং পরিকল্পনাও তিনি ঠিক

করিয়াছিলেন যে সমগ্র বাংলা দেশকে সৎশিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধন বুদ্ধিদ্বারা সমুন্নত করিয়া তুলেন। এক আধ্যাত্মিক বনিয়াদের উপর সমষ্টিগত জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শুভাকাঙ্ক্ষাটীকে কার্য্যকরী রূপ প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনি প্রথমতঃ রাজসাহী জেলা হইতে কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার তিনটী মহকুমায় প্রথমতঃ তিনটী কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। ২০।২৫ খানা গ্রাম লইয়া প্রথমতঃ এক একটী কেন্দ্র স্থাপন হইবে। প্রত্যেকটী কেন্দ্র এক একটী তপোবন তুল্য হইবে। একটী মন্দির, একটী বিদ্যালয়, একটী খেলাধুলার মাঠ থাকিবে। ৫০।৬০ বিঘা জমির উপর কেন্দ্র (আশ্রম) প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথায় দিবসে বালক বালিকারা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিবে। রাত্রিকালে নৈশবিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জন-গণ সমবেত হইবে এবং আক্ষরিক জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে তাহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবে। মুখে মুখে তথায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল এবং বিশ্বের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কুমার বাহাদুরের বিশ্বাস ছিল যে এইভাবে কার্য্যারম্ভ হইলে ১০ বৎসরের মধ্যে দেশে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যে মানুষ নিজকে অসহায় মনে না করিয়া নব নব আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। কুমার বাহাদুর একার্য্যে স্বয়ং আশাতীত অর্থব্যয় করিবেন একথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। পরিকল্পনা স্থির হইল, প্রধান পর্য্যবেক্ষক স্থির হইল। কাজ আরম্ভ করিবার অধিক বিলম্ব নাই—যোগাযোগ বেশ ভালই হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দুর! দুর্ভাগ্য দেশের!! এই সুমহান্ কার্য্য বাস্তব

রূপ পরিগ্রহ না করিতেই দুরন্ত কাল কুমার বাহাদুরকে কবলিত করিয়া লইয়া গেল। কুমার বাহাদুর বলিতেন,—সৎচিন্তা নাকি কখনো ব্যর্থ হয় না। অনন্ত আকাশে নভোমণ্ডলে বায়ু-স্তরে নাকি সূক্ষ্ম বীজাকারে উহা বর্ত্তমান থাকে। উহা উপযুক্ত আধার পাইলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যরূপ পরিগ্রহ করে। জানি না কুমার বাহাদুরের এই সদ্ অভিপ্রায় সৎচিন্তা এখন কোথায় কিভাবে কোন্ স্তরে অবস্থিতি করিতেছে—কোন্ উপযুক্ত আধারকে আশ্রয় করিয়া ঐ কার্য্য রূপ পরিগ্রহ করিবে! তবে শ্রীভগবৎচরণে আজ এই প্রার্থনা তাঁহার করুণা নির্ঝর নামিয়া আসুক ধরিত্রীর বুকে এবং উপযুক্ত আধারকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করুক, সার্থক করুক, সম্পুর্ণ করুক কুমার বাহাদুরের এই অসম্পুর্ণ কার্য্যটী।

১৩৪৯ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ রাজসাহী "ষ্টুডেন্টস হোমের" প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ এবং ষ্টুডেন্টস্ হোমের বর্ত্তমান বিদ্যার্থীবৃন্দ আমার স্বামীকে যে "শ্রদ্ধার্ঘ্য" এবং "শ্রদ্ধাঞ্জলি" প্রদান করিয়াছিল তাহা এ স্থানে দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহা এইরূপ—

ওঁ

রাজসাহীর বিদ্যার্থী ভবনের
প্রবর্ত্তক

মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় বাহাদুরের প্রতি
শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে মহাত্মন্!

জীবন-প্রভাতে আমাদের বিদ্যার্থী জীবনের সেই এক পরম মুহূর্ত্ত যে দিন গতানুগতিক ছাত্র-জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিতে

ভাসিতে কতিপয় বিদ্যার্থী তোমার সেই নব প্রবর্ত্তিত বিদ্যার্থীভবনে স্থান লাভ করিয়াছিলাম। যেন তেন প্রকারেণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গল মুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে শত সহস্রের ন্যায় সাধারণ ভোগময় পারিপার্শ্বিক জীবনাদর্শ বরণ করাই যেদিন আমাদের জীবন-আদর্শ ছিল—বিদ্যার্থীজীবনে নীতি ও সংযমের প্রয়োজনীয়তা যখন আমাদের অনেকের নিকট স্বপ্নের অগোচর ছিল—জীবনের সেই অপমুহূর্ত্তে তোমারই সৃষ্ট ষ্টুডেণ্টস্ হোমের সংযমমূলক অভিনব আবহাওয়ার পরম পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। হে বরেণ্য শিক্ষা-সংস্কারক! সেদিন আমরা অনেকেই তোমাকে এবং তোমার প্রবর্ত্তিত "হোমের" আদর্শ পরিকল্পনাকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারি নাই। পরিশেষে বুঝিয়াছি, প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলার কোন্ লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার তোমার আকাঙ্ক্ষিত ছিল! হে মহান্! আমরা তোমারই এই বিদ্যার্থী-ভবনের তোমার সেই স্নেহমুগ্ধ প্রাক্তন বিদ্যার্থীবৃন্দ তুমি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ কর।

হে গরীয়ান্!

জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যে তোমার সেই পরম আদরের ছাত্রবৃন্দ আমরা আজ কেহ সন্ন্যাসী, কেহ গৃহীরূপে জীবন-নাটকের বিভিন্ন অঙ্ক অভিনয় করিতেছি। কিন্তু আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় অবস্থান করি না কেন বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও যে আদর্শ বীজ সেদিন তোমারই অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ ও বিফল হয় নাই। ইহা যে শুধু আমাদেরই গর্ব্বের বিষয় তাহা

নহে। তাহা তোমারও পরম গৌরবের বস্তু। হে মহিয়ান্, তুমি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর।

হে কর্ম্মযোগিন্,

ফলাশক্তিহীন হইয়া কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলে কিন্তু কর্ম্মফল দাতা শ্রীভগবান তোমাকে কর্ম্মফল দানে কৃপণতা করেন নাই। বিগত অষ্টাদশ বৎসর জীবৎকালে তোমার প্রবর্ত্তিত "হোম" নয় জন সর্ব্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী-কর্ম্মী ও কত আদর্শ গৃহীর জন্মদান করিয়াছে। সেই প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ আমরা—দূরে বা নিকটে যেখানেই থাকি না কেন তোমার হোমের সেবা-সাধনা আমরা কদাপি বিস্মৃত হইব না। যাহার স্নেহশীতল আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা সেদিন জীবন-গঠনের প্রথম প্রেরণা ও পরম সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, সেই তোমাকে আজ এই শুভক্ষণে আমরা সভক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। প্রার্থনা করি—করুণাময় শ্রীভগবান্ তোমাকে শতায়ুঃ করুণ। তোমার অপার সহায়তায় ষ্টুডেণ্টস্ হোমের ভবিষ্যৎ আরও গরিমাময় ও গৌরবোজ্জল হইয়া উঠুক। ইতি—

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯। } তোমার স্নেহপালিত<br>রাজসাহী ষ্টুডেণ্টস্‌হোমের প্রাক্তন<br>ছাত্রবৃন্দ।

ওঁ

পরম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ
সমাজ-প্রাণ হিন্দুকুলতিলক, দানবীর
শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায় বাহাদুরের প্রতি—

"শ্রদ্ধাঞ্জলি"

হে মহাত্মন !

যখন ভারতীয় ছাত্রসমাজ স্বীয় আর্য্য সংস্কৃতির সেই মহিমময় আদর্শ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সংযম ব্রহ্মচর্য্যহারা, শ্রদ্ধাহীন, শ্রমকাতর, অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িতেছিল, যথন শক্তির প্রকৃত উৎস মুখ খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভই চরমোৎকর্ষ বলিয়া ভাবিতেছিল, যখন দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল তরুণগণের অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রবাহ,—এইভাবে বিপথগামী হইতে চলিয়া ছিল—সেই সে সঙ্কট মুহূর্ত্তে হে মহাপ্রাণ, তুমি ভারতীয় গুরুগৃহের পুণ্যময় আদর্শে অজস্র অর্থব্যয়ে এই পবিত্র বিদ্যার্থী ভবন প্রতিষ্ঠা করিলে—এই বিপথগামী ছাত্রসমাজকে স্বীয় আদর্শে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ; তাই এই বিংশশতাব্দীর পঙ্কিল পরিবেষ্টনীর মধ্যে হে আর্য্য, আজি আমরা তোমারই অনুগ্রহে পরম পবিত্র গুরুগৃহে সদ্‌গুরুর কৃপা ও সৎশিক্ষা লাভে কৃতার্থ হইলাম। তোমার স্বহস্তে রচিত সাধের "বিদ্যার্থী ভবনের" দ্বারোদ্‌ঘাটনের পুণ্য মুহূর্ত্তে তোমার প্রিয় বিদ্যার্থী আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে সুভগ,

জন্মান্তরীন সুকৃতির ফলে তুমি আজ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অপার কৃপাপাত্র। যোগভ্রষ্ট হইয়াই তুমি শ্রীমানের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু ইহজন্মেও ঐশ্বর্য্য মোহ তোমাকে অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই! রাজর্ষির ন্যায় তুমি অতুল ভোগ-সম্ভারের মধ্যে থাকিয়াও যে সুতীব্র অনাসক্তি ও কঠোর সংযম, মিতব্যয় ও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ—এ ভোগমদমত্ততার দিনে তাহা অতীব দুর্ল্ভ। ধন্য তুমি—আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে দানবীর,

দেশ, জাতি, সমাজের কল্যাণকল্পে তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ দানে তুমি মুক্ত হস্ত, তোমার অকাতর দানে তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, তোমার প্রজাপুঞ্জ, দীন দরিদ্র অসংখ্য ছাত্রবৃন্দ, সাধু সজ্জন তপস্বী এবং বাংলার নব অভ্যুদিত সমাজ-হিতৈষী সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই উপকৃত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোনও দিনই তুমি তোমার এই মহাপ্রাণতার বহিঃপ্রকাশ কামনা কর নাই। হে আদর্শ দানবীর তোমার দানপুষ্ট বিদ্যার্থী আমরা তোমায় অভিনন্দিত করিতেছি।

হে সাধক প্রবর,

তুমি আদর্শ আর্য্য গৃহস্থ। জীবন-প্রভাতে স্থিতধী মহাপুরুষের অভয়াশীর্ব্বাদে তুমি তোমার জীবন লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছ। তোমার সতী, সাধ্বী, বিদুষী, পরমভক্তিমতী সহধর্ম্মিনী মহামুক্তি পথে

তোমার চির-সহচারিনী। কুললক্ষ্মী, সৌভাগ্যবতী, মহাপ্রাণা, দয়াবতী সেই মহীয়সী মহিলাকেও এই সুযোগে আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। হে গীতাপ্রেমী! গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগই তোমার জীবনব্রত, গীতার আত্মসমর্পণ বুদ্ধি তোমার সাধন পথের পরম পাথেয়। তোমার আদর্শ গৃহস্থ জীবন আরও দীর্ঘস্থায়ী হোক ইহাই আমাদের প্রাণের প্রার্থনা ; আর তোমার স্নেহপুষ্ট বিদ্যার্থী ভবনের ছাত্রবৃন্দের এই আকাঙ্ক্ষা দেখো যেন তোমার সাধের বিদ্যার্থী ভবন—চিরস্থায়ী, চিরগৌরবোজ্জ্বল হইয়া অনাগত আমাদের শত সহস্র ছাত্র বন্ধুগণের আশা ও আশ্বাসের স্থল হইয়া উঠে।

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সাল

তোমার স্নেহাভিষিক্ত—
রাজসাহী ষ্টুডেণ্টস্ হোমের বর্ত্তমান
বিদ্যার্থীবৃন্দ।

১৩৪২ সাল ২২শে ভাদ্রে রাজসাহীর সাগরপাড়া "সাবিত্রী শিক্ষালয়" হইতে আমার স্বামীকে যে অভিনন্দন খানি দিয়াছিল তাহা এইরূপ—

মহামহিমান্বিত কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দানবীর শ্রীল—
শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় বাহাদুর মহোদয়ের—

শ্রীকরকমলে

—অভিনন্দন—

হে বাণীর পূজারী! আপনারি রোপিত বৃক্ষ আপনার স্নেহধারায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজ নবকিশলয়োদ্গমে সুশোভিত। নবীন শাখাতে

আজ তার নব পুষ্পগুচ্ছ। শীঘ্রই সে তাহার পারিজাতোপম পবিত্র সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিবে। হে দানবীর! সে গৌরব আপনার।

হে আত্মহারা রাজা! বাণীর বীণার ঝঙ্কার আপনার হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত, অনাহত সে ঝঙ্কারের উদাত্ত স্বরে বাণীর পূজায় উন্মুক্ত আপনার হস্ত। তাহারি একটি অর্ঘ্য এই "সাগরপাড়া সাবিত্রী শিক্ষালয়!" হে সাধক! আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে দিঘাপতিয়ারাজকুলাবতংশ! রাজসাহীর রাজসাহীত্ব আপনাদেরই বংশের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রাজসাহী কলেজ, কৃষিকলেজ, উচ্চবালিকাবিদ্যালয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, বিদ্যার্থী-ভবন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি আপনাদের বংশের দানের অতুলনীয় কীর্ত্তি। নাটোর-রাজসাহীরাজপথ আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষের রাজোচিত দানে নির্ম্মিত। হে দিঘাপতিয়া-রাজকুলতিলক! আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে ধর্ম্মপিপাসু ধাম্মিক! ধর্ম্মসাহিত্যও আপনার দানে উপকৃত। "ব্রহ্মলাভের পন্থা" নির্দ্দেশ করিয়া আপনি মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আপনার জ্ঞানগর্ভ বাণী সুধী সমাজে সমাদৃত। আপনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াও নিষ্কাম, রাজা হইয়াও ঋষি। আমরা আপনাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আপনার জীবনব্যাপী সাধনার সঙ্গিনী, সাবিত্রীসমা অনুসরণকারিণী মহীয়সী মাহলা আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁহার লেখনী নিঃসৃত অমৃতময় গ্রন্থাবলী বাঙ্গলা ধর্ম্ম-সাহিত্যে বঙ্গরমণীর গৌরবোজ্জ্বল দান। ইহা আপনারই শিক্ষা ও সাধনার ফল—আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে জ্ঞানী! আপনাকে অভিনন্দিত করিবার মত শক্তি ও উপকরণ আমাদের নাই। অন্তরের নিভৃত স্তর হইতে ধ্বনিত এই মর্ম্মবাণীতে আপনার অভিনন্দন পুষ্পহীন শম্ভু অর্চ্চনার মতই সাধারণ। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুণ।

হে কমলার বরপুত্র! হে বাণীর একনিষ্ঠ সাধক! হে দানবীর! সার্থক হউক আপনার দান, অফুরন্ত হউক আপনার ধনভাণ্ডার, আর অক্ষয় হউক আপনার আয়ু—ভগবৎ সকাশে ইহাই আমাদের সতত প্রার্থনা।

আপনার গুণমুগ্ধ—<br>সাগরপাড়া সাবিত্রী শিক্ষালয়ের ছাত্র<br>ছাত্রীগণের—<br>অভিভাবক বৃন্দ,<br>অধ্যক্ষ সভার সদস্য ও<br>শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ

সাগর পাড়া, রাজসাহী<br>২২শে ভাদ্র, সন ১৩৪২ সাল

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় "চন্দননগর" হইতে ২৭শে জুলাই আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহাও এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

শ্রীমতিলাল রায়
Founder President,

চন্দন নগর
২৭।৭।৪৬

মাননীয়া শ্রীমতীহেমলতা রায় রাণীমাতা সমীপেষু—
পরম কল্যাণীয়া—

আপনাদের সহিত আমার এবং এই ধর্ম্ম-সংস্থার পরিচয় নূতন নহে। ৺কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ পরলোকে কিন্তু তাঁর পবিত্র সম্বন্ধসূত্র আজও নিশ্চিহ্ন হয় নাই এবং আজও আপনার সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে আমিও বঞ্চিত নহি। প্রতিদিন উপাসনার মন্দিরে বসিয়া অনেক ভাবিয়াছি, অন্তর প্রেরণায় শুভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আজ এই আপনাকে পত্রখানা লিখিতেছি। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের স্মৃতি-মন্দিরে আপনারা উভয়ে চির জাগ্রত রহিয়াছেন।

আপনাকে একবার চন্দননগরে আনিবার খুবই ইচ্ছা হয়। গঙ্গাতীরে এই পবিত্র আশ্রমটী আপনার আনন্দের হেতু হইবে। এই আশ্রম আপনাদেরই শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনে আপনার শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিব। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

**শ্রীমতিলাল রায়**

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রভৃতি অনেক বড় বড় সৎপ্রতিষ্ঠানের সহিত আমার স্বামীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর, দানবীর, ধার্ম্মিক, ত্যাগী, নিজ সঙ্কল্পে অবিচলিত, শিক্ষাবিস্তারে অশেষ মনোযোগী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, নির্ভিক, নির্লোভ, সদা প্রসন্ন, ক্ষমাশীল মিতব্যয়ী, দূরদর্শী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী, আশ্রিত বৎসল, উৎকৃষ্ট শিক্ষক, তিতিক্ষাপরায়ণ, বৈরাগ্যবান, সাধনপরায়ণ, ধৈর্য্যশীল, আত্মনির্ভরশীল, বিলাস বর্জ্জিত, সরল হৃদয়। ইউরোপ ভ্রমণে গিয়া তথাকার বিলাসিতা আহরণ না করিয়া তিনি তথাকার সার বস্তুটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাঁহার এই এক একটী গুণের এক একটী উদাহরণ দিয়া তাঁহার চিত্রটী পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, যখনই তাঁহার কথা মনে উদয় হয়, এত হৃদয় উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এত অসংখ্য স্মৃতি মানস-নেত্রে উদিত হইয়া চিত্ত তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে, যে সার কথাটুকু লেখনির অগ্রে বাহির হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাই আজ দুই একটী কথা লিখিয়া পরিশিষ্টে আমার ননদের্ *"দিঘাপতিয়ার রাজ কুল-প্রশস্তি" নামক কবিতাটি দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১৩৪৯সালের ২৬শে ফাল্গুণ বুধবার ৪র্থী তিথি পূর্ণ ৬৬বৎসর বয়সে রাত্রি ৩ঘটিকার সময় সেই মহাপ্রাণ রাজর্ষি হরিধ্বনি মুখরিত রাজ-সাহীস্থ তাঁহার বাসভবনে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সন্ন্যাস ব্যাধিতে তিনি চারিদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান রহিলেও তৎকালে শেষ মূহূর্ত্তে অভ্যন্তরে দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায় বদনমণ্ডল হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল।

* রাজকুমারী শ্রীমতীইন্দুপ্রভা চৌধুরাণী।

দুই চারিবার চক্ষু নিমেষ উন্মেষের পর সেই যোগী পুরুষ চিরতরে চিরসমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন।

যদিও তাঁহার কথা কিছুই বলা হইল না, তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রের কিঞ্চিৎও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না কিন্তু কবি বলিয়াছেন—

"হ'ক ছোট তবু যদি গানে থাকে প্রাণ।
ক্ষুদ্র হ'ক স্নেহমাখা যদি হয় দান॥"

সেই ভরসায় নিজের অক্ষমতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বাস ভরে তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আজ ধন্য হইলাম।

হে দেব, প্রভো, হে স্বামীন্, তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে— "আমাদের এই সম্বন্ধ চিরস্থায়ী, কখনও নষ্ট হইবার নয়। পরলোক গিয়া আবার আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিবে।" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "যদি আপনার মত উচ্চস্থানে যাইবার আমার শক্তি বা অধিকার না থাকে?" তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি যেখানেই থাকি না কেন, তুমি অমাকে স্মরণ করিলেই আমি তথায় নিশ্চিত আসিব।"

হে নাথ! তুমি ছিলে সত্যবাদী, তোমার কথা কখনোত অন্যথা হইবেনা। তাই আজ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তোমার সহিত পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করিতেছি। কবে সেই শুভ দিন আসিবে দেব?

যে স্থানে সে স্থানে থাক ধর এ প্রণাম॥

—o—

# দিঘাপাতিয়ার রাজকুল-প্রশস্তি

( রাজকুমারী ইন্দু প্রভা চৌধুরাণী )

জন্মে কিম্বা পিতৃগুণে কি করিতে পারে।
শক্তিবলে প্রতিষ্ঠা নর লভয়ে সংসারে ॥
আকৃতি-গুরুত্বে নর কভু শ্রেষ্ঠ নয়,
বিক্রম-গুরুত্বে শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥

বঙ্গ ইতিহাসে দয়ারাম সুবিখ্যাত,
দিঘাপতি রাজবংশ তাঁরি প্রতিষ্ঠিত ॥
শ্রীকৃষ্ণজী, গোবিন্দজী, স্থাপি ভক্তি ভরে,
রাম-রাজ্য দিঘাপতি বরেন্দ্র মাঝারে ॥
মনোহর সৌধশ্রেণী বেষ্টিত প্রাকারে,
অযোধ্যার শান্তি-ছায়া বিতরে প্রজারে
নারিকেলে হয় যথা, জলের সঞ্চার।
তথা লক্ষ্মী আগমন, অদৃশ্য সবার ॥
দয়ারাম পুত্র নাম, জগন্নাথ রায়।
তাঁর পুত্র "প্রাণনাথ," খ্যাত পি; এন, রায় ॥
তদবধি প্রথা বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ ;
আদ্যাক্ষর, পি, এন, নাম করেন ধারণ ॥
তাঁর পুত্র হইলেন প্রসন্ন নৃপতি।
মহাত্মা "প্রসন্ন নাথ" সদাশয়অতি ॥

তাঁর রাণী পুণ্যবতী আদর্শ রমণী *
গুণে রাজলক্ষ্মী, রূপে রমাসমা যিনি।
দানে মুক্ত হস্ত, হৃদি মাতৃস্নেহে ভরা।
যেন অন্নপূর্ণামাতা বরাভয়করা।।
সুজনের মধুমাখা অমিয় বচনে
দুর্জ্জনের ঈর্ষ্যাময় বাক্য বরিষণে,—
অন্তরেতে সুখ-দুঃখ বোধ নাহি করি।
সুধা বর্ষি বাক্যে সবে তৃপ্তি দান করি।।
স্থাপিলা "প্রসন্নকালী * রাজা ভক্তি ভরে,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী সদা দম্পতীরে।।
রাজসাহী বক্ষে রাজে বহুকীর্ত্তি যাঁ'র,
রাজপথ, শিক্ষালয়, চিকিৎসা আগার।।
বহু কীর্ত্তি করে চির-স্মরণীয় তাঁরে,
তাঁ'র পুত্র রাজা "প্রমথ নাথ" নাম ধরে।।
প্রমথ নাথেরি সমতুল্য নাহি যাঁ'র,
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ-নিষ্ঠা; সর্ব্বগুণাধার।।
শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান।
স্বদেশ হিতৈষী ত্যাগী, চরিত্র মহান্।।
হেন পুত্র লভি বংশ হইল উজ্জ্বল।
হেন রাজা পেয়ে দেশ হইল নির্ম্মল।।
রাজসাহী ভরা তাঁর কীর্ত্তি অগণন।

---

* রাণী ভবসুন্দরী...।
+ রাজা প্রসন্ন নাথ রায়ের স্থাপিত—কালি মাতার নাম প্রসন্নময়ী—

অযোধ্যাবাসীর মত ছন্ন প্রজাগণ ॥
"জানকী," "গোবিন্দলালে" বিবাদভীষণ,
তিনি গিয়া করিলেন শান্তি সংস্থাপন ॥
রাণী ‡ তাঁর দৃঢ়চিত্তা সাধ্বী তেজস্বিনী।
দেবপতি, দেব পুত্র, লভে সুভাগিনী ॥
প্রমদানাথ জ্যেষ্ঠ, রাজা গুণবান ;
পিতৃযোগ্য পুত্র অতি উদার মহান্ ॥
দানবীর, সত্যপ্রিয়, স্নেহার্দ্র হৃদয়।
অবনীতে উপমা যাঁহার নাহি হয় ॥
বহুপুণ্য কীর্ত্তি রাজে, রাজসাহীময়,
সুদর্শন সৌধরাজি ইন্দ্রপুরীপ্রায় ॥
কহে শ্বেতদ্বীপি, আর অভ্যাগতজন,
পল্লীশ্রী বৈভব হরে, নগরী-সম্ভ্রম ॥
রাণী * তাঁর দেবী সমা অতি নিরুপমা।
গুণে যাঁর দিঘাপতি হয় স্বর্গ সমা ॥
মাতৃস্নেহে পূর্ণ হৃদি, গুরুপরায়ণা।
আলস্য বর্জ্জিতা, অতি কর্ত্তব্যে নিপুণা ॥
অত্যুজ্জ্বল হেমহারে যথা মধ্যমণি,
মধ্যমকুমার ‡ এই রাজবংশে যিনি ॥
যৌবনেতে বিপত্নীক হয়ে মতিমান ;

‡ রাণী দ্রবময়ী…।
* রাণী গিরিজাকুমারী
* দ্বিতীয় কুমার বসন্তকুমার রায়

রাজর্ষি জনক সম চরিত্রে মহান্ ॥
পত্নীহীন হ'য়ে তিনি তরুণ যৌবনে।
ত্যাগধর্ম্মে ব্রহ্মচারী, আদর্শ জীবনে ॥
রূপে, গুণে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বাক্যেতে সংযম,
সত্যব্রত পরায়ণ ভীষ্মদেব সম ॥
পত্নী * তাঁর কিশোরী সরলা শিশুমতী ;
পতিপদে স্থাপি শির, স্বর্গে যান সতী ॥
কুমারও অকালে চলি গেলা স্বর্গপুরে।
বহু অর্থদান করি দেশ-হিত তরে ॥
জন-হিতে শত শত কূপ জলাশয়।
যাঁ'র অর্থে বিরাজিত কৃষি বিদ্যালয় ॥
সাধনায় রতি মতি, কর্ত্তব্যে অটল।
বহু তীর্থে পুনঃ পুনঃ ভ্রমেণ কেবল ॥
বন্ধু প্রীতি, পূর্ণহৃদি সহাস্য আনন।
পরহিতে সদারত, ধ্যান-পরায়ণ ॥
তৃতীয় কুমার, ‡ সাহিত্যিক সুবিদ্বান।
কীর্ত্তি তাঁ'র ঘোষিছে বরেন্দ্র মিউজিয়াম ॥
নানা বিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বত্র আদৃত,
কাউন্সিলে মেম্বার দেশে সুবিখ্যাত ॥
চা'ল কল, চিনি কল, কয়লার খনি।
গোপালন, নানা কর্ম্ম করেছেন তিনি ॥

---

* বধূরাণী সরোজিনী রায়।
‡ কুমার শরৎকুমার রায়।

হেন কর্ম্মবীর, হেন মহোৎসাহ ময়,
হ'লে সবে বহু কর্ম্ম হ'ত দেশ ময় ॥
পত্নী ‡ তাঁ'র রন্ধনেতে দ্রৌপদী রূপিণী।
দয়ারাম পুরে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥
নদী যথা খরস্রোতা, ধায় সিন্ধু পানে।
ধেনু যথা ধায় দ্রুত বৎসের লেহনে ॥
সেইরূপ দ্রুত সারি সংসারের কাম।
বিশ্বনাথ পাদ-পদ্মে লভিলা বিশ্রাম ॥
যে কামনা করি ব্রত করে পুণ্যবতী,
সে কামনা পূর্ণ করি স্বর্গে গেলা সতী ॥
কনিষ্ঠ কুমার * সুধী, ধার্ম্মিক, বিদ্বান।
ছাত্রাবাস ‡ রচি সাধে দেশের কল্যাণ ॥
অন্তরে বৈরাগ্য, বাহ্যে কৃত্রিম বিলাস।
সাধনায় সদালাপে অন্তর উল্লাস ॥
সরল প্রকৃতি অতি সাধুপরায়ণ।
প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে বালক যেমন ॥
"ব্রহ্মলাভ পন্থা" গ্রন্থ তাঁ'র ধর্ম্ম পথ।
সাধকে আস্বাদি করে পূর্ণ মনোরথ ॥
বিবেক-তপন তাঁ'র মানস-সরসে।
তত্ত্বসুথ সুধাধারা লেখনী প্রকাশে ॥

---

‡ বধূরাণী কিরণ লেখা রায়। 'বরেন্দ্ররন্ধন', রচয়িত্রী।

* অনারেবল্ রাজা ৺প্রমথনাথ রায়ের চতুর্থ পুত্র কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায়।

‡ Rajshahi Students Home.

আলস্য বর্জ্জিত দেহ, কর্ত্তব্যে অটল।
দানশীল, দয়াবান, ধর্ম্মে অবিচল॥
সাধনায় রতি-মতি অন্তর উল্লাস।
সদাকাল সদালাপ, বিষয়ে উদাস॥
পত্নী * তাঁ'র হেমলতা রায় যশস্বিনী,
সুশিক্ষিতা, সুলেখিকা, বিদুষী রমণী॥
উভয়েতে ভক্ত অতি সাধুপরায়ণ।
ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব জানি চিন্তে অনুক্ষণ॥
রত্ন-গৃহে যেন মণি-প্রদীপ ঝলসে,
সেইরূপ প্রস্ফুটিত হৃদয়-আকাশে—
গুরু-ধ্যান, গুরুজ্ঞান, গুরু বাক্যে মতি।
গুরুই পরম কাম্য, বিষয়ে বিরতি॥
মণি-কাঞ্চনের যোগ, সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে।
ধর্ম্মই চরম লক্ষ্য, গুপ্ত রাখি মর্ম্মে॥
শাস্ত্র আলোচনা সাধু সাক্ষাৎ সতত।
ইষ্ট পাদ পদ্ম ধ্যানে উভয়েতে রত॥
সর্ব্ব শ্রেণী সনে সদা অমিয় বচন,
সুপথে রাখিয়া মতি জীবন যাপন॥
যথা সাধ্য পুরাইয়া দীন অভিলাষ,
জীবনে পরমকাম্য, সাধু সহবাস॥
গুরুকৃপা লভি নেত্রে বিবেক-অঞ্জন।
সংসারেতে করি জ্ঞান অতিথি-ভবন॥

---

* কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সহধর্ম্মিনী বধূরাণী হেমলতা রায়

অনাসক্ত চিত্তে করে সংসার পালন।
দেব-দ্বিজ, ধর্ম্ম-কর্ম্মে উৎসাহিত মন॥
কুমারে "রাজর্ষি" * বলি ডাকে সাধুজন।
পত্নীগুণে "মদালসা", কহে গুরুজন॥
জ্যেষ্ঠ রাজ পুত্র ‡ মাতৃভূমি ভক্ত অতি।
কুলধর্ম্মে এবে তিনি দিঘাপতি পতি॥
সুখে দুখে সম্পদে বিপদে গৃহ ছেড়ে।
প্রবাসে কি কোন স্থানে যেতে নাহি পারে॥
রাজার কুমার অতি, আদরে পালিত।
কোমল শয্যায় শুয়ে বিলাসে লালিত॥
পরিশ্রম, প্রজাহিতকর ভেবে মনে,
সহিছে প্রখর তাপ, সহাস্য বদনে॥
জীবনে বিশ্রাম শূন্য, বিলাস বিহীন,
রৌদ্রজলে, কর্ম্মস্থলে, ব্যস্ত নিশিদিন॥
আশ্রিতে শরণাগতে রক্ষে অনুক্ষণ।
আর্ত্ত জনে সহৃদয়, ভক্তিপরায়ণ॥
মাতৃগুণ, পিতৃজ্ঞান, বংশ গুণ-গ্রাম।
সুযোগ্য করিয়া তোলে এ-বংশ সন্তান॥

---

* যশিডির কৈলাস পাহাড়ে পরম হংস শ্রীশ্রী হংস মহারাজ কুমারকে "রাজর্ষি" ও রাণা হেমলতা রায়কে "মদালসা"র সহিত তুলনা করিয়া উপমা স্বরূপ সর্ব্বভক্ত সমক্ষে প্রসংশা করিয়া থাকেন।

‡ রাজা প্রমদানাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা প্রতিভানাথ রায়।

* দিঘাপতিয়ার বর্ত্তমান রাণী সুষমা রায় লোহজঙ্গের শ্রীযুক্ত হেমন্ত লাল রায় চৌধুরীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

লৌহযুং কন্যা * তাঁর বধূ গুণবতী,
স্বার্থক "সুষমা" নাম, রমা মূর্ত্তিমতী ॥
কিশোর কুমার, রূপে গুণে অনুপম ॥
কুমারে দীর্ঘায়ু করি রাখ ভগবান।
চরণে রাখিয়া মতি সাধিতে কল্যাণ ॥
"প্রভাত" প্রতিভা—পুত্র, সুপ্রভাত সম।
এ-বংশের আর সব পুত্র কন্যাগণ
বংশের সুযোগ্য পুত্র হয় সর্ব্বজন ॥
এই কুলে আর তিন উজ্জ্বল রতন।
অকালে দারুণ বিধি করিল হরণ ॥
হিমাদ্রি শিখর তুল্য ‡ হেমাদ্রি শেখর।
অকালেতে চলি গেল শূন্য করি ঘর ॥
বুঝি এবে পিতা সনে হয়েছে মিলিত।
আমরা বহিছি বুকে কি গভীর ক্ষত ॥
রূপেগুণে ছিল যেই, পিতৃ অনুপম।
কোথা হায়! আজি সেই কুমার বিজন * ॥
সরলতা, প্রীতিভরা, বিভূষিত মন।
বন্ধুগণ সনে কত অমিয় বচন ॥
দেশে বি, এ, পাশ করি লণ্ডনেতে গিয়া।
শিক্ষাশেষে, দেশে এসে, গিয়াছে চলিয়া ॥
সরলতা গেছে তার আধারের সনে,

---

‡ কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায়ের পুত্র।
* রাজা ৺প্রমদানাথ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিজনেন্দ্রনাথ রায়।

আধার বিহনে রহে, আধেয় কেমনে ?
সে ভৃঙ্গ স্বর্গীয় পুষ্পে করিছে বিহার।
মর্ত্ত্য ফুলে পারে কি ভুলাতে মন তা'র ॥
"সবিতা"ও ‡ কুমার কিশোর অনুপম,
শাপ ভ্রষ্ট এই বংশে, অভিমন্যু সম।
দিঘাপতি—রাজবংশ রতনের খনি
অজ্ঞান আমরা তাই চিনিয়া না চিনি ॥
মহাপুরুষের নানা পড়ি কীর্ত্তিকথা।
রচিবারে নাহি পারি নিজ বংশগাথা ॥
তাই এ দীনার ক্ষীণ চেষ্টাক্ষুদ্রতম ;
যশঃ মাল্য গাঁথ স্থত্রে ; উদ্যানে কুসুম ॥
বরষা ঋতুর অন্তে, দ্রুতগামী নীর।
চলিবেনা মদগর্ব্বে, অতিক্রমি তীর ॥
চিরদিন এই ভবে কিছুই রহেনা।
চিরস্থায়ী কিবা ভবে কিছুত দেখিনা ॥
নিত্য নিরাময় যিনি জগৎ কারণ,
জনম যাঁহার নাই, নাহিক মরণ ॥
সেই প্রাণাস্পদে প্রাণ করি সমর্পণ,
লেখনী মুখেতে করি বংশের কথন ॥

—০—

‡ কুমার ৺শরৎকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সবিতাকুমার রায়।

—সমাপ্ত—